সামবেদ-সংহিতা

অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ

হরফ প্রকাশনী। এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-৭০০০১২ ।

মুদ্রণ ঃ
বর্ণমালা
১/১ বি, জ্ঞাননগর রোড
কলকাতা ৭০০০১৭

প্রকাশক ঃ
আবদুল আজীজ আল্-আমান এম. এ.
হরফ প্রকাশনী
এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ ঃ
মহালয়া
৪ অক্টোবর ১৯৫৭

প্রচ্ছদ ঃ মানিক সরকার

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

সম্ভবতঃ ঊনিশ শো চল্লিশ সালের কথা। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় আমি সর্বপ্রথম বেদ শব্দটার সঙ্গে পরিচিত হই। আমাদের পাঠশালার নাসির-উদ্দীন মাস্টার সাহেব বেদের একটা পরিচিতিও দিয়েছিলেন—কি বলেছিলেন আজ স্পষ্ট করে তার কিছুই মনে পড়ছে না। কিন্তু তাঁর পরিচিতি থেকে আমার কিশোর মনে বেদ সম্পর্কে একটি অস্পষ্ট ধোঁয়াটে ধারণা গড়ে উঠেছিল। বেদের প্রসঙ্গ মনে হলেই দেখতে পাই আমার সমগ্র স্মৃতি জুড়ে সেই ধোঁয়াটে ভাবটিই প্রধান হয়ে রয়েছে। বেদ একটা বিশাল কিছু, একটা বিরাট কিছু, একটা অসাধারণ কিছু এমনই একটা বিপুল অস্পষ্টতা সমগ্র চিন্তা-ভাবনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সেই ধোঁয়াটে আবরণ বিদীর্ণ করে তার ওপাশে বেদের যে বিশালত্ব তার কিছুই উপলব্ধি করতে পারিনে।

অনেক বছর কেটে গেল। আমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ বেদ সম্পর্কে অনেকের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি এসম্পর্কে তাঁদেরও কোন সঠিক ধারণা নেই। এক লক্ষ বাঙ্গালীর মধ্যে একজনেরও বেদের সঙ্গে সঠিক পরিচয় আছে কিনা সন্দেহ। একথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে, আমাদের মঠে-মন্দিরে সব আছে কেবল ধর্মগ্রন্থ বেদ নেই। বেদকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। বেদের সঙ্গে যখন আমার কিছু কিছু পরিচয় ঘটল আমি উপলব্ধি করলাম, এ এক মহাসাগরতুল্য বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার। এবং দুঃখ পেলাম এই ভেবে যে এই বিশাল রত্নক্ষেত্র আজো আমাদের প্রাপ্তির বাইরে রয়ে গেছে।

আমি ভেবে অবাক হয়ে যাই—এই অসীম জ্ঞানভাণ্ডর কেন আজ পর্যন্ত মূলসহ অনূদিত হয়ে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হল না। যেদিন স্বর্গত রমেশ দত্তের ঋগ্‌বেদের বঙ্গানুবাদের পাঠ শেষ করলাম সেদিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যেমন করেই হোক আমি চারটি বেদের অনুবাদ প্রকাশ করবই। আমি জানি আমি অতি নগণ্য, আমার ক্ষমতা অতি সীমিত—তবুও আপনাদের আশীর্বাদকে পাথেয় করে আমি এই বিশাল কাজে হাত দিয়েছি। আজ প্রকাশিত হল সামবেদ-সংহিতা—চারটি বেদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থ—বেদের প্রথম খণ্ড। পরবর্তী প্রকাশনা ঋগ্‌বেদ-সংহিতা—দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

কেবল বেদের অনুবাদই নয়—বাংলা সাহিত্যের শোভন প্রকাশনার দিকেও আমি সজাগ দৃষ্টি রেখেছি। যেমন তেমন করে বই প্রকাশ অপেক্ষা সর্ব-ভারতীয় প্রকাশনার ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের প্রকাশ-মান যাতে সর্বোচ্চ হয় সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া আমাদের সকলের কর্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা, বাঙালী প্রকাশকেরা, এবিষয়ে অনেকাংশে উদাসীন। জীবন-যুদ্ধের অনেক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থেকে আমরা পিছিয়ে পড়েছি—কিন্তু আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি আজো আমাদের গর্বের স্থল, এই একটি ক্ষেত্রে আজো আমরা বুক ভরাট করে তৃপ্তির নিঃশ্বাস নিতে পারি। আমরা সকলে মিলে, সেই বাংলা সাহিত্যের পরিবেশনটা একটু ভাল করার চেষ্টা করি না কেন! আমাদের প্রকাশনা যে সর্বোৎকৃষ্ট একথা কখনই আমরা বলছি না, কিন্তু ভাল করার জন্যে আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টাটুকু নিশ্চয়ই সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

শ্রীপরিতোষ ঠাকুর বর্তমান গ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা না পেলে এ গ্রন্থ কিছুতেই এভাবে প্রকাশিত হতে পারত না। এজন্যে পরিতোষ বাবুর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। এ প্রসঙ্গে আর দুজন মহাপ্রাণ ব্যক্তির নাম বিশেষরূপে স্মরণীয়—তাঁরা হলেন শ্রীপ্রফুল্লকান্ত বসু ও শ্রীরণব্রত সেন। এ গ্রন্থ প্রকাশনার অন্তরালে এঁদের কর্ম-তৎপরতা একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

গ্রন্থের মধ্যে যদি কোন ভুল-ত্রুটি থাকে তার অনেকাংশের জন্যে আমি দায়ী—আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন। আমাদের পরবর্তী প্রয়াসগুলি যাতে আরো সুন্দর ও শোভন হয় তার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করব। নমস্কার।

ইতি—

আবদুল আজীজ আল্-আমান

গ্রন্থকারের নিবেদন

বেদমাতার ইচ্ছায় বাংলা ভাষায় সামবেদ মূলমন্ত্র ও টীকাসহ প্রকাশিত হোল। প্রকাশকের ইচ্ছানুসারে প্রথমে সামবেদ প্রকাশিত হচ্ছে। সামবেদের ৭৫টি মন্ত্র বাদ দিলে বাকী সব মন্ত্র ঋগ্বেদ থেকে নেওয়া। বিভিন্ন ঋষি রচিত মন্ত্রের সঙ্কলন বলে 'সামবেদ-সংহিতা'। সামবেদ সঙ্গীত গ্রন্থ। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে এই গান গাওয়া হোত। এর দুই ভাগ—আর্চিক এবং গান। যে গ্রন্থে কেবল সঙ্গীতের সঙ্কলন আছে তার নাম 'আর্চিক', আর যে গ্রন্থে সেই সঙ্গীতের স্বরলিপি আছে তার নাম 'গান'। আর্চিক সঙ্গীতের দুইভাগ—পূর্বার্চিক ও উত্তরার্চিক। পূর্বার্চিকের মন্ত্রগুলি দেবতা, ছন্দ অনুসারে সাজানো হয়েছে—প্রথমে অগ্নিস্তুতি, তারপর ইন্দ্র ও পবমান সোম স্তুতি। এর পর আছে আরণ্যক কাণ্ড যেখানে নানা দেবতার স্তুতি। আরণ্যক কাণ্ডের পরে ত্রিলোকের আত্মা ইন্দ্রের স্তুতি আছে ; এই স্তুতি মহানাম্নী আর্চিক নামে পরিচিত। সামবেদের স্তুতি মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদের বিভিন্ন অংশ থেকে এবং বিভিন্ন ঋষির রচিত মন্ত্র থেকে সংগ্রহ করে সাজানো হলেও মন্ত্রগুলি এমন সুন্দর ভাবে সাজানো হয়েছে যে কোন ক্ষেত্রেই মন্ত্রের অর্থের ধারা ব্যাহত হয় নি। অবশ্য নৈরুক্ত মতে সমস্ত মন্ত্রের অর্থ করলেই এই ধারা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। নচেৎ যাজ্ঞিক বা আত্মপক্ষে ব্যাখ্যা করলে পর অর্থ পরম্পরা যে ব্যাহত হয় তা লক্ষ্য করা গেছে। সেই কারণেই যথাসম্ভব নৈরুক্তমতেই সর্বত্র অর্থ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। প্রখ্যাত বেদব্যাখ্যাতা সায়ণাচার্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বেদের যাজ্ঞিক ব্যাখ্যা করেছেন এবং তিনি একথাও বলেছেন যে অন্য প্রকার ব্যাখ্যাও সম্ভব তবে গ্রন্থবৃদ্ধির ভয়ে তিনি তা করলেন না। তিনি যে নৈরুক্ত ব্যাখ্যাতেও বিশ্বাসী ছিলেন অনেক মন্ত্রের ব্যাখ্যায় তা তিনি দেখিয়েছেন। সামবেদের উত্তর-আর্চিকের মন্ত্রগুলি যজ্ঞবিধি অনুসারে সাজানো হয়েছে। এই মন্ত্রগুলির অধিকাংশই ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্ত থেকে সূক্তাকারে নেওয়া অথবা এক একটি সূক্তের পরপর কয়েকটি মন্ত্র নেওয়া। উত্তরার্চিকের সূক্তগুলিতে যে মন্ত্র সকল আছে তার অনেক মন্ত্রই পূর্বার্চিকে আছে। বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থ সামবেদ-সংহিতা। এটি সামগানের বই, স্বরলিপির বই নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে সামসংহিতার স্বরলিপিকে 'গান' বলা হয়। এই গান চারভাগে বিভক্ত—গ্রামগেয়, অরণ্যগেয়, উহ এবং উহ্য। সামবেদের অনেক শাখা ছিল। সে সব দীর্ঘ আলোচনায় না গিয়ে বলা যেতে পারে আলোচ্য সামবেদ-সংহিতা কৌথুম শাখার অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার ; আলোচ্য গ্রন্থের মন্ত্র ব্যাখ্যায় কতকগুলি শব্দের পাশে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে '=' চিহ্ন দিয়ে যা লেখা হয়েছে তা পূর্বে ব্যবহৃত শব্দটির বিস্তৃত অর্থ। কোন কোন ক্ষেত্রে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে যা লেখা হয়েছে তা মন্ত্রের মূল শব্দের কি অর্থ ধরে মন্ত্র ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা বলা হয়েছে, কারণ ওই সকল শব্দের অন্যান্য অর্থও প্রচলিত আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে যাজ্ঞিক অর্থও দেওয়া হয়েছে তুলনামূলক অর্থবিচারের জন্য। যে সব ক্ষেত্রে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে কোনরূপ চিহ্ন না দিয়ে কোন শব্দ দেওয়া হয়েছে সেখানে সেই শব্দটি সমগ্র মন্ত্রের অর্থ সংগমের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে বুঝতে হবে যেহেতু সেই শব্দটি মূল মন্ত্রে নেই অথচ অর্থ সংগমের জন্য ওইরূপ দু একটি শব্দ প্রয়োজন। কোন কোন ক্ষেত্রে

মন্ত্রের অর্থ সুগমের জন্য অনুবাদ বিস্তৃত করা হয়েছে বা সরলার্থ করা হয়েছে। সেরূপ না করলে অর্থবোধ সহজ হবে না মনে করেই সেরূপ করা হয়েছে।

বেদের তত্ত্ব কি ভূমিকা অংশে সে বিষয়ে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। আশা করি, সুধী পাঠক তা দেখবেন। বেদপাঠে সকলেরই অধিকার। তবে বেদে সকলেরই অধিকার আছে, একথা বললেই তো আর বেদে অধিকার জন্মে না। বেদপাঠ বিধি জানা চাই, মন্ত্রের অর্থ জানা চাই। কোন্ শব্দের কি অর্থ, কোন্ মন্ত্রের কোন দেবতা, বেদের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিযাজ্ঞিক নানা-প্রকার অর্থ হয়, তাও জানা চাই। পরিব্রাজকেরা, ঐতিহাসিকেরা বেদের মন্ত্রের অন্যপ্রকার অর্থ করেন, নিরুক্তকারেরাও অন্য প্রকার অর্থ করেন, তাও জানা চাই। সেই বেদের যুগের সময়েই একদল পণ্ডিত ছিলেন যাঁরা বলতেন, বেদের মন্ত্রের কোন অর্থ নেই। কেউ কেউ আবার বলতেন, উচ্চারণই সব। অর্থ জানার দরকার নেই। কারু মতে, উচ্চারণ করে সুর বসিয়ে গান কর তবেই ইষ্ট সিদ্ধি হবে। মীমাংসকেরা বললেন, যজ্ঞকর্ম করতেই হবে, তবেই অপূর্ব ফল পাবে। এত সব মতের মধ্যে নিরুক্তকারদের মধ্যে যাস্কের মতই বেশী জনপ্রিয়। তিনি বলেন, মন্ত্রের অর্থ আছে এবং অর্থ থেকে যে জ্ঞান লাভ হয় তা ফলপ্রদ। বেদের মন্ত্রের যে অর্থ আছে সে বিষয়ে সন্দেহ কী। যদি অর্থ না থাকতো তবে বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদ্ প্রভৃতি পাওয়া যেত না। ঋতুতে ঋতুতে উৎসবের মাধ্যমে যজ্ঞকর্ম সম্পন্ন হোত না। বিপুল পুরাণ সাহিত্য বা অন্যান্য বৈদিক সাহিত্য, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ জ্যোতিষ নিরুক্ত ছন্দ প্রভৃতিও সৃষ্টি হোত না। আজও আমরা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে এত বৈদিক শব্দ ব্যবহার করি যার অর্থ না থাকলে নিশ্চয়ই আমরা ব্যবহার করতাম না। তবে বৈদিক ভাষায় ব্যবহৃত অনেক শব্দের একাধিক অর্থ বৈদিকযুগে প্রচলিত ছিল যা পরবর্তী যুগে বৈদিকভাষা মার্জিত হয়ে সংস্কৃত ভাষারূপে গৃহীত হবার পর সেই সকল শব্দের অর্থ অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত আকারে আমরা পাই। বৈদিক যুগে সে সকল শব্দ কি অর্থে প্রচলিত ছিল তা 'নিঘণ্টু' নামে অতি প্রাচীনকালে যে শব্দ সঙ্কলন হয়েছিল তা থেকে জানতে পারি। তাছাড়া নিরুক্তকার যাস্কও অনেক বৈদিক শব্দের অর্থের সন্ধান দিয়েছেন। ব্রাহ্মণগ্রন্থ প্রভৃতি থেকেও অনেক শব্দের অর্থ জানতে পারি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে গো, অশ্ব প্রভৃতি শব্দ বৈদিক যুগে একাধিক অর্থে প্রচলিত ছিল। গো = জল, রশ্মি, বাক্য, পৃথিবী, গরু প্রভৃতি ; অশ্ব = রশ্মি, ঘোড়া ইত্যাদি। বৈদিকযুগে জলের একশ এক নাম প্রচলিত ছিল। এমনি ভাবে পৃথিবী, রশ্মি, দিক্, রাত্রি, ঊষা, দিন, মেঘ, বাক্, নদী, কর্ম, মনুষ্য, অন্ন, বল, যজ্ঞ প্রভৃতির অনেক নাম প্রচলিত ছিল। সেই সব, শব্দের এখন ব্যবহার থাকলেও বৈদিকযুগেব অর্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচলিত নেই। সুতরাং বেদের ব্যাখ্যায় খুব ধীরে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া আধ্যাত্মিক, যাজ্ঞিক প্রভৃতি অর্থ প্রচলিত থাকার জন্যও অনেক শব্দের অন্যরূপ অর্থ করা হয়ে থাকে। এ সব দিকে লক্ষ্য রেখে যথাসম্ভব নিরুক্তমতকে অনুসরণ করে আলোচ্য-গ্রন্থে মন্ত্রের অর্থ করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। সমগ্র বেদে দেবতাদের পূজায় বা দেবতাদের কার্য বর্ণনায় অনেক লৌকিক উপমার ব্যবহার হয়েছে। সেই উপমা থেকে আমরা তৎকালীন সমাজব্যবস্থার ও বিভিন্ন পশুপাখীর আভাস পাই ; যেমন রাজা, সৈন্য, শত্রু, পুরোহিত, বণিক, ধূর্ত, লোভী, পাপী, বস্ত্র, স্বর্ণ, লোহা, রাষ্ট্র, সম্রাট্, শ্যেন, গৃধ্র, অশ্ব, গো, কপোত, ময়ূর, মৃগ, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ঘৃত, কৃকলাশ, মধু, পিষ্টক, যব ইত্যাদি। এছাড়া আরও অনেক শব্দ আছে যা থেকে সুধী পাঠক তখনকার সমাজচিত্র ও অন্যান্য বিষয়ে জানতে পারবেন। মীমাংসকগণ বলেন,

বেদই বেদের পরিচয়। সুতরাং সুধী পাঠক বেদ পাঠ করে বেদের পরিচয় জানবেন এটাই কাম্য। যাঁরা বলেন, বেদের যুগে লিপি ছিল না তাঁদের জেনে রাখা ভাল যে বেদের ঋষি একটি মন্ত্রে বলেছেন—যিনি এই পাবমানী ঋকের পাঠক তিনি উত্তম ফল প্রাপ্ত হন। পাঠক হতে হলে তো লেখা পুঁথিই পড়তে হবে আর তা হলে তো লিপিও থাকবে। আর একটি কথা, বৈদিক ভাষা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা এবং ভারতীয় ভাষা, তা অনেক গবেষণার পর পণ্ডিতেরা প্রায় স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন। এই ভাষার গঠনশৈলী এমন যে বিদ্বানমাত্রই বুঝবেন এত উন্নত গঠনশৈলী যে ভাষার থাকতে পারে সে ভাষার লিপি থাকতে বাধ্য। গত দেড়শ বছরের কথা আমরা জানি, যে সময়ের মধ্যে অনেক মূল্যবান পুস্তক ছাপা হয়েছে কিন্তু কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে তা এখন পাওয়া যায় না এবং গ্রন্থের বিষয়বস্তুও আমাদের জানা নেই। সেই গ্রন্থ যদি কণ্ঠস্থ থাকতো তবে আমরা আর সবটা না পাই অন্ততঃ কিয়দংশ পেতাম। বেদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সেই অতি প্রাচীনকালেই বোঝা গিয়েছিল যে, কালগ্রাসে পতিত হয়ে সব হারিয়ে যায়। তাই একদল জ্ঞানীপুরুষ শুদ্ধ উচ্চারণের দ্বারা বেদ কণ্ঠস্থ করে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন বলেই, আজও আমরা সব না হলেও বেদের অনেক অংশ পেয়েছি। আমরা যতটা পেয়েছি তার মধ্যে ঋগ্বেদের মন্ত্র সংখ্যা ১০৫৫২; যজুর্বেদের মন্ত্র সংখ্যা ১৯৭৫; সামবেদের মন্ত্র সংখ্যা ১৮৭৫; অথর্ববেদের মন্ত্র সংখ্যা ৫৯৭৭। চারবেদের মোট মন্ত্র সংখ্যা ২০৩৭৯। ঋগ্বেদের কিছু মন্ত্র যজুর্বেদ, ও অথর্ববেদে আছে; এবং সামবেদে যে প্রায় সব মন্ত্র ঋগ্বেদ থেকে নেওয়া তা আগেই বলা হয়েছে। সকল বেদেরই একাধিক শাখা ছিল যা লুপ্ত হয়ে গেছে। কিছু মন্ত্র পাণ্ডুলিপির আকারে এখনও যে আছে তার প্রমাণ এখনও মাঝে মাঝে আমরা পাই যখন বেদগবেষণারত ব্যক্তিরা তা উদ্ধার করে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন।

অল্প কথায় বেদের কথা বলে শেষ করা যাবে না। তবে সামবেদই যে বেদের সারসংকলন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শ্রীকৃষ্ণও গীতায় সেকথা বলেছেন। বারবার এই গ্রন্থ পাঠের দ্বারা সুধী পাঠক বুঝতে পারবেন মানুষের জীবন সম্বন্ধে এবং বিশ্ব সম্বন্ধে ঋষিদের দৃষ্টি কত গভীর ছিল।

পরিশেষে ঋণস্বীকার করে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে এবং বন্ধু ও ভ্রাতৃস্থানীয়দের প্রতি প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে নিবেদন শেষ করছি।

প্রথমেই ঋণ স্বীকার করতে হয় ঋষিদের প্রতি যাঁরা বেদজ্ঞান আমাদের কাছে এনে দিয়েছেন। তারপর পূর্বাচার্যদের প্রতি যারা দীর্ঘ হাজার হাজার বৎসর ধরে বেদচর্চাকে ভারতের নানা উত্থান পতনের মধ্যেও সযত্নে রক্ষা করেছেন। সে বিচারে যাস্কের পূর্ব হতে আরম্ভ করে সায়ণাচার্য পর্যন্ত সকলের কাছেই ঋণী। বর্তমানে-আমার শ্রদ্ধেয় পিতা ডঃ শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর মহোদয়ের কাছে আমি সর্ব বিষয়ে ঋণী। তাঁর সম্পাদিত 'নিরুক্ত' গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে বেদচর্চায় এক অমূল্য যোজনা। সেই গ্রন্থ পাঠ করে এবং ব্যবহার করে আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। নিঘণ্টুভাষ্যকার দেবরাজ যজ্বার ভাষ্য অনেক মন্ত্র ব্যাখ্যায় যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। পণ্ডিত মনিয়ের মনিয়ের উইলিয়মস কৃত Sanskrit-English Dictionary অনুবাদ কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। আজ সারা পৃথিবী জুড়ে বেদের চর্চা হচ্ছে। বেদ আর বিশেষ শ্রেণীর পাঠ্য নয়। বেদে সকলের সমান অধিকার। গত দেড়শ বছর ধরে সারা পৃথিবীতে যে বেদ চর্চা হয়েছে তার সুফল যেটা পেয়েছি তা এই গ্রন্থ সম্পাদনা কার্যে দু-এক জায়গায় কাজে লেগেছে। সারা বিশ্বের বেদগবেষকদের কাছেও ঋণ স্বীকার করছি। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকান্ত বসু মহাশয় যিনি 'বাংলায় উপনিষৎ' গ্রন্থের

অনুবাদ ও সম্পাদনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন তিনি আমাকে একাধিক পুস্তক ঋণ দিয়ে এই অনুবাদ কার্যে সহযোগিতা করেছেন। তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তাছাড়া সামবেদের ইঙ্গভাষায় ও বঙ্গভাষায় প্রকাশিত একাধিক পুস্তক দেখেছি। রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত ঋগ্বেদ-সংহিতার বঙ্গানুবাদও দেখেছি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সাহায্য নিয়েছি। এই সকল পুস্তকের অনুবাদ কার্যের সঙ্গে বর্তমান অনুবাদ কার্যের মিল না থাকলেও এঁদের গ্রন্থ আলোচনার দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে অনুবাদ কার্যে যে মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে তার জন্য এঁদের সকলের কাছেই ঋণ স্বীকার করছি। 'মৎ-সম্পাদিত 'বেদ-গ্রন্থমালা'য় এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট অনেক মন্ত্রের বিস্তৃত আলোচনা আছে। পিতৃবন্ধু গীতা ও উপনিষদ্ ভাষ্যকার স্বর্গত অতুলচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীরণব্রত সেনও আমার বন্ধুস্থানীয়। তাঁর উৎসাহ প্রেরণায় এই অনুবাদ কার্য সম্ভব হয়েছে, তাঁকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আধুনিক তরুণ কবি প্রীতিভাজন শ্রীসুব্রত রুদ্রের বেদ অনুবাদ কার্যে প্রথমাবধি উৎসাহ যথেষ্ট আনন্দদায়ক। কোন আধুনিক তরুণ কবির বেদের প্রতি অনুরাগ আমার চোখে পড়ে নি। তাঁকেও আমার প্রীতি শুভেচ্ছা জানাই। আর এই গ্রন্থের প্রকাশক ভ্রাতৃপ্রতিম আবদুল আজীজ আল্-আমান যে আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে এবং যে ঝুঁকি নিয়ে বেদ প্রকাশনে ব্রতী হয়েছেন তা দুলর্ভ। তাঁকে আমার ভালবাসা জানাই। বেদ প্রকাশন কর্মে তাঁর উৎসাহ যেন অটুট থাকে। তারপর যাঁদের কথা না বললেই নয় —মুদ্রণকার্যে সর্ব-বিষয়ে যাঁরা সহায়তা করছেন, সেই পণ্ডিতমশাই, সেই মাষ্টারমশাই এবং প্রভাতবাবু অতীন বাবু, লক্ষ্মীকান্ত বাবু, ওসমান গণি ও অন্যান্যদের সকলকেই আমার ভালবাসা জানাই। যাঁরা জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে একাজের অন্তরালে থেকে সহায়তা করেছেন যাঁদের কথা ভূমিকা লেখার সময় হয়তো মনে পড়ছে না তাঁদেরও জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা। এই গ্রন্থ যদি বেদমাতার হর্ষ উৎপন্ন করে, যদি বঙ্গভাষা-জননীর আশীর্বাদ লাভ করে, যদি সুধী পাঠককে তৃপ্তিদান করে এবং তাঁর বেদবিদ্যার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায় তবে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

পরিতোষ ঠাকুর

ভূমিকা

'বেদ' শব্দটির সঙ্গে আমরা পরিচিত হলেও বেদ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা পর্বতপ্রমাণ। বেদবিদ্যা দুইপ্রকার, পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা।

যে বিদ্যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা আর কিছু নেই, যে বিদ্যার সন্ধান পেলে আর কিছুই জানার বাকী থাকে না তা পরাবিদ্যা। কি সেই জ্ঞান যা জানলে পরে আর কিছুই জানার বাকী থাকে না ? সে জ্ঞান বিশ্বজ্ঞান। এই বিশ্বজ্ঞান কাকে আশ্রয় করে আছে ? এই বিশ্বজ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ। ইনি স্ব-ইচ্ছায় জাত হয়েছেন। ইনি স্ব-ইচ্ছায় কর্ম করে থাকেন। ইনি তাই আত্মজন্মা ও আত্মকর্মা। ইনি কখন জাত হলেন ? ইনি যখন জাত হলেন তাঁর পূর্বে কি ছিল ? ইনি যখন জাত হলেন তখন তাঁর পূর্বে তিনিই ছিলেন সেই বস্তুর দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যে বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না আর সমস্ত কিছুই চিহ্ন বর্জিত ছিল। তখন যা নেই তাও ছিল না, যা আছে তাও ছিল না। তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না। রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। তখন কেবলমাত্র সেই বস্তু যিনি আত্মজন্মা, স্বয়ম্ভু আত্মা, তিনি বায়ুশূন্য প্রাণনক্রিয়া করছিলেন, আর তাঁর যে অবিদ্যমান বস্তু স্বীয় মায়া বা প্রজ্ঞা, তার সংগে অবিভাগাপন্ন ছিলেন। সেই আত্মা ব্রহ্ম তখন সৎও ছিলেন না, অসৎও ছিলেন না। কেবলমাত্র স্বীয় মায়ার সংগে অবিনাভাবে অতি ক্ষুদ্ররূপে, যার চেয়ে আর ক্ষুদ্র কিছু হয় না, সেইভাবে অবস্থান করে বায়ুশূন্য প্রাণনক্রিয়া সহায়ে নিজেই নিজের মায়া সহকারে নিজে নিজেই জ্বলছিলেন। তিনি আত্মজন্মা বলে তাঁর মায়ারূপ প্রজ্ঞা কর্মকে ইচ্ছা করলো। তখন তাঁর ইচ্ছাকে তিনি বর্ধিত করলেন অবিনাভাব মায়াকে সংগে নিয়ে। তিনি ঊর্ধ্বগতিযুক্ত হলেন। এই ঊর্ধ্বগতি হওয়ার ইচ্ছামাত্রই তাঁর প্রাণশক্তির বলবৃদ্ধি পেল। এই বলকে ধারণ করার জন্য তিনি বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশরূপ মহাশূন্য সৃষ্টি হলো। তাঁর বৃদ্ধির ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে যেমন আকাশ সৃষ্টি হোল তাঁর বলকার্যকে ধারণ করার জন্য, তেমনি তাঁর বৃদ্ধি পাবার ইচ্ছা মাত্রই তিনি গতিযুক্ত হলেন। তিনি অগিযুক্ত বা গতি-যুক্ত (অগি ধাতু গতি অর্থে) হয়ে তাঁর বৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকলেন। তাই তিনি হলেন 'অগ্নি'। তাঁর এই বৃদ্ধি শিখাযুক্ত হোল আর তা হোল ঊর্ধ্বগতিযুক্ত। তিনি ছিলেন 'দহর' অতি ক্ষুদ্র, এখন হলেন 'অগ্নি' সব কিছুকেই এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, বহন করবার জন্য; এবং সকলের আগে সকল কর্মে আগে আগে থাকবার জন্য। আর তিনি যে অগ্নিরূপে বৃদ্ধি পেতে লাগলেন সেই বৃদ্ধি ক্ষণ-স্থায়ী হোল না। অনন্তকাল ধরে তিনি বেড়ে চললেন। তিনি ঊর্ধ্বগতিযুক্ত হলে, তাঁর রশ্মিসকল ঊর্ধ্বগতিযুক্ত হলে, তার সেই বলকার্যকে ধারণ করার জন্য যে মহাশূন্য মহাকাশ সৃষ্টি হয়েছিল সেই মহাকাশে মহাশূন্যে সেই ঊর্ধ্বগতিযুক্ত রশ্মি-সকল শয়ন করলো। আর সেই মহাশূন্যে রশ্মিরা শয়ন করে নমিত হয়ে পড়লো আর শুভ্র জ্যোতি ধারণ করলো। এই যে জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম এ অবিনাশী অক্ষয় সনাতন। আর এই জ্যোতির মধ্যেই সমস্ত ভুবন সমস্ত লোক আশ্রিত। এঁকে অতিক্রম করে যেতে পারে এমন কোন বস্তু এ ভুবনে নেই। এই যে জ্যোতির্ময় ব্রহ্মরূপ আত্মা এঁর জ্যোতি হিরণ্ময়। মহাশূন্যে মহাকাশে ইনি হিরণ্ময় জ্যোতিরূপে স্বীয় মায়ারূপ প্রজ্ঞার দ্বারা ব্যাপ্ত হয়ে নিজের মধ্যেই আবার ঘুরে এলেন অন্ডাকৃতি

ধারণ করে। অণ্ডের মধ্যের জীব যেমন আবরণের মধ্যে থেকে প্রাণনক্রিয়া করে যেতে থাকে ইনিও তেমনি হিরন্ময় আবরণযুক্ত অণ্ডাকৃতি ধারণ করে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রাণনক্রিয়ায় ব্যাপ্ত রইলেন স্বীয় মায়ারূপে প্রজ্ঞার সঙ্গে অবিভাগাপন্ন হয়ে ঠিক সেইভাবে যখন তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে অবিদ্যমান মায়াবস্তুর সঙ্গে যুক্ত থেকে বায়ুশূন্যে প্রাণনক্রিয়া করছিলেন। হিরন্ময় অণ্ডের গর্ভভূত সেই অনন্ত বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের পুরে শয়ন করে তিনি 'পুরুষ' নামে খ্যাত হলেন। সেই হিরণ্যগর্ভভূত অন্তরপুরুষ যিনি সর্বগত, যাঁর দ্বারা সর্বজগৎ ব্যাপ্ত, যিনি সকলের অন্তরে বিরাজ করেন, তিনিই পরমব্রহ্ম পরম-আত্মা। তিনি যখন সর্বজগৎ ব্রহ্মাণ্ডরূপে ব্যাপ্ত করলেন তখন তিনি বহু হবার কামনা করে প্রকৃষ্টরূপে জাত হলেন। তিনিই জাত হলেন 'প্রজা'রূপে আর তিনিই তার পালয়িতা হলেন বলে তিনি 'প্রজাপতি'রূপেও খ্যাত হলেন। ছিলেন 'দহর' অতি ক্ষুদ্র, হলেন ব্যাপ্ত বহুরূপে; আর সকলের অন্তর পুরুষরূপে সকলপুরে সকলদেহে শায়িত হলেন, অধিষ্ঠিত হলেন বিন্দুবৎ অতি ক্ষুদ্ররূপে। তিনি যখন বহুরূপে ব্যাপ্ত হলেন তখন সেই পুরুষ হলেন সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র চরণ। কিন্তু তিনি সকল কিছু হয়েও সব কিছুকে অতিক্রম করে ক্রান্তদর্শীরূপে সকল কিছুর ঊর্ধ্বে অবস্থান করলেন। নিজের সৃষ্টির চেয়ে তিনি মহৎ হয়ে রইলেন। এই যা হয়েছে আর ভবিষ্যতে যা হবে সকলই সেই পুরুষ। এই বিশ্বজীব তার এক অংশ মাত্র, যা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিনকালের সংসারচক্রের মধ্যে অবস্থিত। সেই পুরুষের অপর যে তিন অংশ তা এই তিনকালের অতীতরূপে ঊর্ধ্বে সেই পরমস্থানে অবস্থান করলো যে পরমস্থানের বিষয় মানুষের চিন্তাজগতের অনধিগম্য। সেই পুরুষ যে এক অংশের দ্বারা চেতন ও অচেতন সকল পদার্থকে ব্যাপ্ত করলেন তা থেকে যজ্ঞের সূত্রপাত। যিনি এক অদ্বিতীয়রূপে ছিলেন তিনি বহু-রূপে বিচিত্র লীলা করবার ইচ্ছা করলেন। তিনি যাচ্‌ঞা করলেন; তিনিই পূজা করলেন; তিনিই বহু হয়ে সকলের সঙ্গে মিলিত হলেন; তিনিই নিজেকে নিজে সকল কর্মে দান করলেন, অর্পণ করলেন। আর এ সকলই যজ্ঞকর্ম এবং তিনিই স্বয়ং যজ্ঞ। আর এই যজ্ঞকর্মে তিনিই প্রথম বলি। তিনি তাবৎ বস্তুকে নিরীক্ষণ করলেন সমান দৃষ্টিতে; তাই তিনি পশু। আর তিনিই প্রথম যজ্ঞীয় পশুরূপে নিজ বহ্নিতে নিজেকে আহুতি দিলেন। সেই অগ্নিই নিজেকে নিজে অগ্নিতে আহুতি দিলেন, বিভিন্ন আকৃতিতে খণ্ড খণ্ড হলেন, আর সেই আহুতিভারকে স্বয়ং বহন করে চললেন অনন্তকাল ধরে মহাশূন্যে মহাকালরূপে। এই কালই অশ্ব যা সকল কিছু বহন করে নিয়ে চলে। এই যজ্ঞীয় অশ্বের শীর্ষে রইলেন ঊষা—প্রথম আলোর চরণধ্বনি। তাঁর পশ্চাতে আগমন করলেন সূর্য চক্ষুরূপে, যিনি সর্বলোককান্ত, যিনি সর্বলোকের দ্রষ্টা। এই মহাভোজী অশ্বরূপী মহাকাল সপ্তরশ্মি, অবিনাশী, অজর, সহস্রচক্ষু, ভূরিরেতা, যা বহু প্রজননের অধিকারী এবং যার গর্ভে জন্মবীজ নিহিত। বহু প্রজননের জন্য এই কালকেই মানুষ পূজা করে। এই কালের চাকা এই বিশ্বভুবন। এই কালচক্রেই আরোহণ করে মানুষের মধ্যে যাঁরা উত্তমদ্রষ্টা সেই ঋষিগণ এই ব্রহ্মকে নিরীক্ষণ করলেন। আর সেই পুরুষ যিনি এইভাবে সব হয়েছেন, তিনিও এইসব নিরীক্ষণ করলেন। তিনি এই সব সৃষ্টি করে অতিরোহণ করলেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁর সৃষ্ট জগতের মধ্যে প্রবেশ করতে চাইলেন। আর তাঁর সৃষ্ট জগতে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করে তিনি যখন বিশ্বকে নিরীক্ষণ করলেন তখন নিজেই বলে উঠলেন—'অহো, আমিই আমাকে আমার আত্মস্বরূপে এই সব 'ইদম্'রূপে দেখলাম।' সেই 'ইদম্'-ই প্রত্যক্ষভাবে পরমাত্মা। তিনি 'ইদম্'রূপে দ্রষ্টা হয়ে 'ইদন্দ্র' নামে খ্যাত হলেন। এই 'ইদন্দ্র'-ই পরোক্ষভাবে 'ইন্দ্র' নামে অভিহিত।

কিন্তু এই যে দৃশ্যমান বস্তু যা বহুপ্রকারে বহুরূপে জাত, তা কোথা হতে সৃষ্টি হোল ? কেই বা তা দেখেছে ? কেই-বা তা বলে দেবে ? যে উপাদান কারণ থেকে এই সর্বজগতের উৎপত্তি তা তো পরে জন্মেছে। যারা পরে জন্মেছে তারা কেমন করে বলবে সৃষ্টির উপাদান কারণ কি ? যিনি এই সমস্ত সৃষ্টির কারণ তিনি হয়তো একে ধারণ করে আছেন, হয়তো নেই। যিনি স্বীয় মহিমার সত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এই জগতের অধ্যক্ষরূপে পরম ব্যোমে অবস্থান করছেন তিনিই হয়তো এইসব জানেন, হয়তো জানেন না। তবে কে দেখলো এই সব ? কে-ই বা বলবে সে কথা ?

এই প্রশ্ন চিরন্তন। এ প্রশ্ন ঋষির, আর এই প্রশ্নের উত্তর জানবার জন্য মানুষদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ মানুষ তাঁরা, কবে কোন্ যুগে কত দীর্ঘ হাজার হাজার বছর আগে, তা কেউ জানে না, কোন কিছু অধ্যয়ন না করে তপস্যায় বসলেন, সৃষ্টিরহস্যের সন্ধানে। এই বেদ বা জ্ঞানলাভের জন্য স্বভাব-নির্মল তপস্যানিরত মনুষ্যশ্রেষ্ঠদের সামনে স্বয়ম্ভু স্বয়ং উপস্থিত হলেন। আর তখন তাঁরা ব্রহ্মকে সমগ্র বেদকে সমস্ত জ্ঞানকে স্বরূপে দর্শন করে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে ব্রাহ্মণরূপে অভিহিত হলেন। যেখানে নয়ন গমন করে না, যেখানে বাক্য গমন করে না, যেখানে মনও গমন করে না, যে ব্রহ্মের স্বরূপ নিজেরই জানা নেই তা অপরের জ্ঞানের বিষয়ীভূত কিভাবে করা যাবে ? তাই তপস্যারত পুরুষদের সামনে স্বেচ্ছায় শরীর পরিগ্রহ করে স্বয়ং বেদ যখন উপস্থিত হলেন তখন-ই তা জ্ঞানের গোচর হোল। আর এইভাবেই বিনা অধ্যয়নে দর্শন-ক্রিয়ার দ্বারা সমগ্র বেদরাশি সেই তপস্যানিরত পুরুষদের সামনে স্বয়ং সমাগত হয়েছিলেন বলে সেই ব্রাহ্মণগণ ঋষি হয়েছিলেন। এই ঋষিগণ সেই ধর্মের (= যাঁর দ্বারা সকল কিছু ধৃত) সাক্ষাৎ দ্রষ্টা হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে যাঁরা ধর্মকে সাক্ষাৎ করেন নি অথচ সমগ্র বেদরহস্য জানতে ইচ্ছুক ছিলেন সেই পরবর্তীকালের ঋষিদের পূর্ববর্তী সাক্ষাৎধর্মা ঋষিগণ সমগ্র বেদরহস্য মন্ত্রের দ্বারা উপদেশের দ্বারা প্রদান করেছিলেন।

এই যিনি ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অগোচর—অদৃশ্য, কর্ম-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাঁকে গ্রহণ করা যায় না—অগ্রাহ্য, যাঁর মূল জানা নেই—অগোত্র, যিনি সকল বর্ণ ও রূপের কারণ হয়েও নিরাকার—অরূপ, যিনি সর্বদর্শনকারী হয়েও চক্ষুহীন—অচক্ষু, যিনি সর্বশ্রবণ সমর্থ হয়েও কর্ণহীন—অশোত্র, যিনি সর্বকর্মকারী এবং সর্বত্রগমনকারী হয়েও হস্তপদ-বিহীন—অপাণিপাদ, যিনি নিত্য, বিবিধপ্রকারে বর্তমান থেকে বিভু, যিনি সর্বগত, যিনি সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম, যিনি অব্যয় এবং সর্বভূতবর্গের কারণ, তাঁকেই বিবেকীরা 'পরাবিদ্য' রূপে সর্বত্র দর্শন করেন। ইনিই পরাবিদ্যা, ইনিই সর্বজ্ঞ, সর্ববিদ্, ইনি-ই সর্বজ্ঞানময় তপস্যা, ইনি-ই ব্রহ্ম, ইনি-ই রূপ, ইনি-ই অমৃতরূপ বারি, ইনি-ই অন্নরূপে জাত। এই পরাবিদ্যার দ্বারা সেই অক্ষর অবিনাশী ব্রহ্মকে জানা যায়। এই অক্ষর হতেই অন্ন, অন্ন হতে প্রাণ, প্রাণ হতে মন, মন হতে সত্য, সত্য হতে লোকসমূহ, লোকসমূহ হতে কর্ম, এবং কর্ম হতে অমৃতত্ব জাত হয়ে জাগতিক ক্রম সম্পূর্ণ হয়। সেই প্রজ্বলিত তপস্যা থেকে ঋত জাত হোল, যজ্ঞ জাত হোল, সত্য জাত হোল, দিবা ও রাত্রি জাত হোল, জলপূর্ণ সমুদ্র জাত হোল, সংবৎসর জাত হোল ; আর কালের নিয়মনিবন্ধগতিকে পরিচালনার জন্য নক্ষত্রলোক, সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ জাত হোল। এই জাগতিক সুনিয়ত কার্যক্রম 'ঋত' শব্দবাচ্য। এই ঋত-ই সত্য, যজ্ঞ, জল ও ধন নাম খ্যাত। আর যিনি ঋতকর্মের ধারক তিনিও ঋতদেবতা ; ঋতম্ভর। তিনি অমৃতবারি-রূপে 'ঋতং বৃহৎ'। তিনি হংসের মত শুদ্ধ অমৃতবারিকে আশ্রয় করে সর্বত্রগামী হয়ে

দ্যুলোকে আদিত্যরূপে অধিষ্ঠিত। তিনি অন্তরিক্ষে বায়ুরূপে, তিনি পৃথিবীতে পার্থিব অগ্নিরূপে, তিনি অমৃতবারি সোমরূপে, তিনি সকল দেবতারূপে, আকাশরূপে সত্যরূপে, নদী, অন্ন, পর্বত—এই যা কিছু সব হয়েছেন। কারণ তিনি যে মহান।

কিন্তু এ তো পরাবিদ্যা, তত্ত্বকথা। যিনি তপস্বী, যিনি তত্ত্বজ্ঞ, যিনি ঋষি তিনি এসব বুঝতে পারেন, দর্শন করতে পাবেন এবং তত্ত্বকে জেনে তত্ত্বসম্বন্ধী যথার্থ জীবন যাপন করতে পারেন। কিন্তু যাঁরা কর্মব্যস্ত মানুষ, যাঁদের নিত্য আহার সংগ্রহ করতে হয়, যাঁরা সুখে শান্তিতে কালাতিপাত করতে চান, যাঁরা অন্নের উপায় জানতে চান, যাঁরা নিরোগদেহে নিরুপদ্রবে জীবনযাপন করতে চান, যাঁদের জন্য জীবনসংগ্রাম নিত্য সম্মুখ সমরের মত দুয়ারে দাঁড়ায়ে থাকে, যাঁরা অন্নময় প্রাণময় শরীর রক্ষায় সদা ব্যস্ত, তাঁদের জন্য এ তত্ব কি মূল্য বহন করবে ?

এ প্রশ্নের উত্তরও ঋষি দিয়েছেন। ঋষি বলছেন—ব্রহ্মবিদ্ তো অন্নের নিন্দা করেন না। যাঁর অন্ন নেই তাঁর প্রজ্ঞাও নেই। যাঁর প্রজ্ঞা নেই তাঁর বলও নেই। যাঁর বল নেই তিনি এই আত্মাকে লাভ করতে পারেন না। আর আত্মাকে জানলেই পরাবিদ্যা লাভের পথ প্রশস্ত হয়। অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় আনন্দময় পুরুষই তত্ত্বগ্রহণে সমর্থ। আর যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান সহায়ে জীবৎকালে মুক্ত অবস্থায় সকল কর্ম করেও তিনি অভয় ও সদানন্দ হন।

তবে কি ভাবে সংসারমার্গে বিচরণকারী মানুষ পরমজ্ঞান লাভ করতে পারে ? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, মিথ্যাজ্ঞানজনিত যে বাসনা কামনা তা-ই ইহলোকে দুঃখের কারণ। এই মিথ্যাজ্ঞানজন্য যে বাসনা তা থেকে ক্রমমুক্তির উপায় জানতে হবে। আর তা জানবার জন্যই বেদের আলোচনা করতে হবে। পূর্বে বলা হয়েছে—দুটি বিদ্যাই জানবার আছে, একটি পরাবিদ্যা ও অপরটি অপরাবিদ্যা ; সেই অপরাবিদ্যা পরাবিদ্যালাভের ইঙ্গিত দেয়। যে বিদ্যার ব্যবহারিক উপযোগিতা আছে, যা ইহলৌকিক সুখের সন্ধান দেয় এবং পারলৌকিক মুক্তির উপায় তা অপরাবিদ্যা। সেই অপরাবিদ্যার মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ আলোচনার দ্বারাই বিবেকী হওয়া সম্ভব। এই প্রযুক্তি বিদ্যাই দুঃখের পরপারে নিয়ে যেতে পারে ; আত্মার সাক্ষাৎকারে সহায়ক হতে পারে ; দেবতার সঙ্গে সখ্যতা স্থাপনে সহায়ক হতে পারে। বালকেরা যেমন প্রথম বস্তুর নাম শেখে এবং পরে শিক্ষালাভের দ্বারা ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করে ও সেই জ্ঞানকে কর্মের সহায়রূপে নিযুক্ত করে, ঠিক সেইভাবে বেদচর্চার দ্বারা প্রতিটি মানুষ জ্ঞান অর্জন করে ইষ্টবস্তু লাভ করতে পারেন। সকল ব্যক্তিই যেমন চক্ষুকর্ণহস্তপদবিশিষ্ট হলেও সমান যোগ্যতাসম্পন্ন হন না তেমনি যার যেমন সাধনা যার যেমন যোগ্যতা সেই অনুসারে বেদচর্চা করলে ক্রমেই শ্রেয় লাভ করেন।

এখন দেখা যাক, যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ, যা অপরাবিদ্যা নামে অভিহিত হোল, তার আলোচ্য বিষয় কি। পূর্বে বলা হয়েছে, যিনি জগতের কারণ তিনি প্রথমে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম রূপে স্বীয় মায়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি পরে তাঁর ইচ্ছামাত্র সেই ঐশী মায়া শক্তির সঙ্গে যুক্ত থেকে এই সব কিছু হলেন। তাঁর সেই অদীনা অক্ষীণা ঐশী মায়া-শক্তি অদিতিই সকল কিছুর জন্ম দিয়েছেন বলে এই যা কিছু দৃশ্য পদার্থ তা আদিত্য নামে অভিহিত। তার মধ্যে আমাদের জীবকুলের প্রয়োজনে সূর্যরূপে যিনি জাত হলেন, যিনি জগতের চক্ষু, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে 'আদিত্য' নামে পরিচিত হলেন। এই সূর্যমণ্ডলের অধীনে তিনলোক। সূর্য যেখানে যে পরমস্থানে (আধুনিক বিচারে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে) বাস করেন, সেই স্থান দ্যুলোক। এই পৃথিবী

যেখানে আমাদের বাসনা-কামনা সুখ-সম্পদ দুঃখ-ব্যাধি ভয়-নিরাপত্তা প্রভৃতি বর্তমান তা ভূলোক। দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যবর্তী যে আকাশ তা অন্তরিক্ষলোক, স্বপ্নময়লোক। এই দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষলোক এবং এরই মধ্যবর্তী আর যা কিছু সব সূর্যমণ্ডলের অন্তর্গত। যিনি অগ্নিরূপে যাত্রা করেছিলেন সৃষ্টির প্রারম্ভে তিনিই দ্যুলোকে সূর্যরূপী অগ্নি, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎরূপী অগ্নি এবং পৃথিবীলোকে পার্থিব অগ্নিরূপে অধিষ্ঠিত হলেন। আর সূর্যমণ্ডলের বাইরে সেই পরম অগ্নি অসংখ্য নক্ষত্ররূপী অগ্নিরূপে জাত হলেন।

এই যে সূর্য ইনি প্রত্যক্ষ দেবতা। ইনিই আত্মা। আত্মার সাক্ষাৎকারের জন্য অনেকে অনেক উপায়ের সন্ধান দেন কিন্তু যিনি সূর্যতে আত্মার অধিষ্ঠানের বিষয় জানেন তিনি সহজেই আত্মার সাক্ষাৎকার করেন। প্রকৃতপক্ষে আত্মা আমাদের থেকে কখনও দূরে নেই। তিনি মানুষের মধ্যে অহং বা 'আমি' রূপে পরিচিত। আর তিনিই আত্মজন্মা ও স্বেচ্ছাজন্মা হয়ে স্বকার্যসাধনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে সূর্যে অধিষ্ঠিত আছেন। যা দীপ্তি দেয় তাই 'দেব'। ঐশ্বর্যদান করেন বলে তিনি 'দেব'। তেজঃস্বরূপ বলে সকল পদার্থকে প্রকাশ করেন, তাই তিনি 'দেব'; আর দ্যুলোকে অবস্থিত বলে তিনি 'দেব'। যিনি দেব তিনিই দেবতা। আর সেই পরম অগ্নি যিনি সকল অগ্নিরূপে বিশ্বের সকল ভবনে সকলস্থানে অগ্নি নামেই খ্যাত হয়ে আছেন সেই অগ্নিই সকল দেবতা। এই পৃথিবীতে যিনি অগ্নিরূপে পরিচিত তিনিও সেই অগ্নি। বিশেষ বিশেষ কর্মে বিশেষ বিশেষ অধিকারের জন্য সেই আত্মারূপী একই অগ্নি বিভিন্ন নামে পরিচিত। তিনিই ইন্দ্র-মিত্র বরুণ সুপর্ণ গরুত্মান্ মাতরিশ্বা যম অজ একপাৎ, ত্বষ্টা, বিশ্বানর, বৃষাকপি, আদিত্য, বিষ্ণু, পূষা, ভগ, রুদ্র, সবিতা কেশী প্রভৃতি নানা নামে বহুরূপে বর্ণিত হন। আর এই যে আদিত্য সূর্য এঁর রশ্মিসকলও দেবতা। এই কিরণরাশিই 'দেবগণ' বা 'বিশ্বদেবগণ' নামে পরিচিত। এই 'বিশ্বদেবগণ' কোন বিশেষ শ্রেণীর দেবগণ নন, এঁরা সকল দেবতার বোধক। তবে একথা সকলে স্বীকার করেন না। নিরুক্তকার শাকপূণি বলেন, বিশ্বদেবগণ বিশেষ ধরনের একশ্রেণীর দেবতা, যাঁরা বিশেষ কার্য সম্পন্ন করেন। এঁরা সংখ্যায় তেত্রিশ—দ্যুলোকে এগার, পৃথিবীতে এগার, এবং অন্তরিক্ষেও এগার। ব্রাহ্মণগ্রন্থে বলা হয়েছে, অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, প্রজাপতি ও বষট্কার—এই তেত্রিশ দেবতাই বিশ্বদেবগণ। এই বিশ্বদেবগণ নিজ মহিমায় সমস্ত যজ্ঞকর্মকে মিলিত করেন। মনে রাখতে হবে সকল সুকর্মই যা সকলের সঙ্গে মিলিত হয়, পূজিত হয়, প্রার্থিত হয় তা যজ্ঞকর্ম। সূর্যমণ্ডলের অধীনে গণদেবতাদের মধ্যে বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, মরুৎগণ, সপ্তঋষিগণ, সাধ্যদেবগণ, বাজিগণ, দেবগণ, বিশ্বদেবগণ, ঋভুগণ, অঙ্গিরোগণ, পিতৃগণ, অথর্বগণ, ভৃগুগণ, আপ্ত্যগণ, দেবপত্নীগণ প্রধান। এই গণদেবতারা কর্মবিভাগ অনুসারে পৃথক পৃথক। বলা বাহুল্য, এঁরা সকলেই সূর্যের রশ্মির বিভিন্ন কার্যসাধনরূপ; যেমন মরুৎগণ প্রাণবায়ু, আদিত্যগণ সূর্যের দ্বাদশমাসের দ্বাদশরূপ, রুদ্রগণ রোগ উৎপন্ন করে বিনাশসাধন করেন, সাধ্যগণ বৃষ্টিদানরূপ অসাধ্য সাধন করেন, দেবপত্নীগণ জলের পালিকা শক্তি, বাজিগণ যজ্ঞকর্মকে ব্যাপ্ত করেন, ভৃগুগণ বাষ্পীভূত বারিরাশিকে শুষ্ক করেন, বসুগণ সর্বলোকে ব্যাপ্ত ধনদানকারী রশ্মি, পিতৃগণ সূর্যের দক্ষিণায়নকালীন বর্ষণকারী রশ্মি, অথর্বগণ অগতিস্বভাব স্থিররশ্মি ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, নিরুক্তকারগণ বলেন, সকল রশ্মিই সমান দীর্ঘ নয় বা বিস্তৃত নয় এবং সকলের কর্মসম্পাদ ক্ষমতাও সমান নয়; রশ্মিগণের মধ্যে পাঁচটি অশ্বরশ্মিই দীর্ঘাকার। বৃষ্টিপ্রদান, জলরস আহরণ প্রভৃতি কর্মে নিযুক্ত রশ্মিগণকে যে শক্তি পালন করে থাকেন তাঁরা দেবপত্নী নামে বা দেবী নামে অভিহিতা। এই দেবী শক্তি সেই ঐশী

অদীনা অক্ষয়া মায়াশক্তি প্রজ্ঞা যিনি আত্মার সঙ্গে অবিভাগাপন্না, তাঁরই বিস্তার। এঁদের মধ্যে সরস্বতী, সূর্যা, অগ্নায়ী, ইন্দ্রাণী, অশ্বিনীরাট্, রোদসী, বরুণানী প্রধানা। প্রতি ঋতুতে কালে কালে যে যজ্ঞকর্ম সাধিত হয় তাই ঋতপথ সত্যপথ। এই ঋতকর্মের প্রজ্ঞাকর্মের পালিকা শক্তি দেবপত্নীগণ। আর অগ্নিই সেই ঋত-পথে সত্যপথে সকলকে নিয়ে চলেন। সকল যজ্ঞকর্মই অগ্নি করেন, মানুষেরা সেই যজ্ঞের অনুকরণ করেন মাত্র। যজ্ঞের সামান্য অংশই যাজ্ঞিক মানুষ সমাধান করতে পারেন। তবে যিনি অগ্নির ঋতকর্মের সত্যকর্মের সঙ্গে ভাবনার দ্বারা মননের দ্বারা একাত্ম হয়ে যান তাঁকে অগ্নি সঠিক পথে নিয়ে যান। তখন অগ্নির সঙ্গে সাধকের সখ্যতা হয়। এই যে অগ্নির স্বরূপ রশ্মিগণ যাঁরা নিত্যই আমাদের ঘিরে আছেন, তাঁরা শ্রবণসমর্থ, কর্মসমর্থ, প্রজ্ঞাযুক্ত নিরাকার চৈতন্য। এঁরাই অগ্নির দূতস্বরূপ, এঁরাই জানতে পারেন আমাদের মনোবাসনা কামনা। যা সত্য, যা ঋত, যা উন্নত, তা সকলই এঁদের অধীন। রশ্মির সঙ্গে সখ্যতাই দেবগণের সঙ্গে সখ্যতা তথা আত্মার সঙ্গে সখ্যতা। এই সখ্যতার দ্বারাই সর্বসিদ্ধি লাভ হয় আর এই দেবরশ্মিগণই আমাদের কুকর্ম থেকে নিবৃত্ত করে সত্যপথে নিয়ে চলেন। এঁরা এই কর্মে অতন্দ্র, অনলস। যদিও আমরা ভুল করি তথাপি এঁরা আমাদের সঠিক পথে নিয়ে যাবার জন্যই অপেক্ষা করেন। যখন কুকর্ম আর পাপ আমাদের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে তখন এঁরা সেই পাপকে ধ্বংস করতে গিয়ে হয়তো আমাদেরও ধ্বংস করেন কিন্তু তার সকল কিছুই জ্যোতিতে পরিণত করেন, কারণ জ্যোতিই সত্য ও পরম। এই ধ্বংসকর্ম যখন তাঁরা করেন, যখন পাপরূপ শত্রুকে দুঃখসন্তপ্ত করেন তখন তাঁরা রুদ্ররূপেই এই কর্ম করেন এবং এই কর্ম করার সময় নিজেরাও রোদন করেন; কারণ অগ্নির সকল কর্মই যে অহিংসিত কর্ম, তাঁর সকল যজ্ঞই অহিংসা। তিনি ভয়ঙ্কর হলেও করুণাসিন্ধু। এই তাঁর প্রকৃত রূপ।

এই যে পরমাত্মা অগ্নি যিনি এক হয়েও প্রভূত ঐশ্বর্যবলে বহুনামে বহুরূপে স্তুত সেই পরমাত্মারই অঙ্গস্বরূপ অন্য দেবগণ। দেবতারা পরস্পর ভিন্ন এবং তাঁদের স্তুতিও পৃথক কারণ তাঁদের নাম ভিন্ন, কার্যও ভিন্ন। একই ব্যক্তি যেমন কখনও পিতা কখনও পুত্র কখনও স্বামী কখনও বন্ধু, দেবতাদের কার্যও সেরূপ। দেবতাদের সংখ্যা বহু হলেও তাঁরা পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক—এই তিন স্থান ব্যাপ্ত করে বর্তমান আছেন। প্রকৃতপক্ষে অগ্নিই পরমাত্মা, বহুরূপে শ্রুত এবং সর্বদেবতা, যিনি ত্রিলোকব্যাপী। এই পৃথিবীর মানুষ, পশু, পক্ষী এবং আর সকল জীব ও অজীব যেমন পৃথিবীতে বাসকারী বলে 'পার্থিব' নামে পরিগণিত হতে পারে তেমনি দেব-গণও তিনলোকের সম্যক্ পালনের দ্বারা 'এক' বলে পরিগণিত হতে পারেন। লৌকিক দৃষ্টান্তে এই ভেদাভেদ নর এবং রাষ্ট্রের মত।

সুতরাং কার্যসাধনের জন্য সেই এক পরম অগ্নি সূর্যরূপে জাত হলেন আর সূর্য হলেন তাঁর স্বীয় মণ্ডলের সম্রাট্। তাঁর সাম্রাজ্যকে তিন প্রধান ভাগে ভাগ করে পরমাত্মা অগ্নির উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি নিরন্তর বাধ্যতামূলক কর্মে নিজে প্রবৃত্ত থেকে স্বীয় সাম্রাজ্যের সকলকেও সেই কর্মে নিযুক্ত করলেন। দ্যুলোকে তিনি রইলেন সূর্যরূপে; আকাশ ছাড়া কোন বলকার্য সম্ভব নয় তাই আকাশকে সকল বলকার্য সাধনের জন্য নিযুক্ত রেখে সেই আকাশে বজ্র বিদ্যুৎ বায়ু প্রভৃতিকে ইন্দ্র নামে পরিচিত করলেন। এই যা কিছু বলকার্য অন্তরিক্ষে, এবং এই পৃথিবীতে দেখা যায় তা সবই ইন্দ্রকর্ম। এমন কি অতি ক্ষুদ্র প্রাণীর কর্ম ও বলকর্ম বা ইন্দ্রকর্ম। আর সেই পরম অগ্নি এই পৃথিবীতে অগ্নিরূপে নিজেকে নিযুক্ত করলেন সর্বকর্মারূপে, বিশ্বের সকল অগ্নির সঙ্গে সম্বন্ধ রাখার জন্য। ঐ দূরে বহুদূরে দূরতম প্রদেশে, চিন্তার অনধিগম্য প্রদেশে যিনি অগ্নিরূপে বর্তমান, তিনিই এই পৃথিবীতেও

অগ্নিরূপে বর্তমান। তিনি সেখানেও যা, এখানেও তা। সেই অগ্নিই এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার জন্য সূর্যের মধ্যে অবস্থান করলেন আত্মারূপে। জগতের আত্মা সূর্য তখন তাঁর রশ্মিদের সপ্তছন্দে ছন্দায়িত করে সপ্ত বায়ুস্তর ভেদ করে মানুষকে বিস্তীর্ণ সুজন্মা ভূমি প্রদানের ইচ্ছা করে পৃথিবী পরিক্রমা করলেন। আমাদের উদার আশ্রয় দেবেন বলে রশ্মিগণকে নম্রভাবাপন্ন করে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন; তা না হলে তার রশ্মির প্রখর তাপে পৃথিবী যে উষর ভূমিতে পরিণত হবে। তাই তিনি সৃষ্টির কারণে, আনন্দের কারণে পৃথিবীতে সূর্যরশ্মির দ্বারা বিনীতভাবে প্রবেশ করলেন। যাঁর পদ অন্তরিক্ষে পরমস্থানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, যিনি ছল-রহিত, যিনি কাউকে হিংসা করেন না, যিনি চরাচর বিশ্বের রক্ষক সেই বিষ্ণু সূর্য তিনপাদের দ্বারা অর্থাৎ উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ ও বিষুববিন্দু স্পর্শের দ্বারা বিশ্বভুবন পরিক্রমা করেন। আর এই ভাবে জগৎ পরিক্রমা করে তিনি সকল ধর্ম, সকল ব্রত, সকল কর্মকেই ধারণ করে থাকেন। আদিত্যের কর্ম দ্বাদশ প্রকার। তিনি উদয় ও অস্ত গমনের দ্বারা দিন ও রাত সৃষ্টি করে বার মাস, ছয় ঋতু ও সংবৎসর রচনা করেন। আদিত্যের কর্ম রশ্মিসহায়ে জলরস আকর্ষণ, রশ্মির দ্বারা রসধারণ, আর যা কিছু প্রচ্ছাদন প্রকাশন তা সমস্তই আদিত্যের কর্ম। আদিত্যের উদয়ে রাত্রি ও গ্রহ নক্ষত্রের প্রচ্ছাদন বা অন্তর্ধান হয়; অবিদ্যা দূর করে আদিত্য জ্ঞানের প্রকাশ সাধন করেন। এই যে আদিত্য ইনি কখনও অস্তমিত হন না, উদিতও হন না। ইনি সর্বদা একরূপ। তাঁকে যখন অস্তমিত মনে করা হয় তখন তিনি সেই দেশে দিনের সমাপ্তি করে রাত্রি করেন ও অন্য দেশে দিন করেন। আবার যখন তাঁকে প্রাতঃ-কালে উদিত মনে করা হয় তখন তিনি সেই দেশে দিন করেন ও অন্য দেশে রাত্রি করেন। এই উষা ও রাত্রি যেন দুই ভগিনী। সন্ধ্যার আগমনে অরুণ যখন ধূসরবর্ণ প্রাপ্ত হন তখনই রাত্রির আরম্ভ। এই ধূসরবর্ণা রাত্রি শ্যাবী নাম ধারণ করেন। ক্রমে রাত্রির রূপ পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রথম রাত্রিকাল পর্যন্ত তিনি দোষারূপিণী, মধ্যরাত্রিতে তমস্বতী; আর নক্তারূপে রাত্রি অব্যক্তবর্ণা। তখন তিনি ব্যক্তবর্ণ দিনের বিপরীতরূপ এবং হিমবিন্দুর দ্বারা জগৎ সিক্ত করেন। তিনি ঊধঃ-রূপে স্নেহরস প্রদান করেন, বস্বীরূপে ভগিনী উষার আগমনের পথ করে দেন। জ্যোতিঃসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই উষা তখন বিচিত্র প্রকাশভঙ্গীতে অতি বিস্তারের সঙ্গে জন্মলাভ করেন। এই নক্ষত্রখচিত রাত্রিদেবী যেন ময়ূরপুচ্ছধারিণী, নিদ্রারূপ মায়া-জাল বিস্তারে পাশহস্তা। রাত্রির আগমনে জনপদসমূহ নিস্তব্ধ, বিহঙ্গেরা নীড়াশ্রয়ে সুখে বাস করে, পথচারী ও শ্যেন সকলেই শয়ন করে। রাত্রির অন্ধকার যেন ঋণের মত সর্বদা আচ্ছন্ন করে রাখে। উষার আগমনে ঋণের মত কৃষ্ণা রাত্রি দূরে চলে যান। রাত্রির শেষরূপে 'বস্বী' যখন ধনভারে অবনতা হয়ে উষার আগমনের পথ করে দিয়ে অন্তর্হিতা হন তখন ধনবতী উষা বিচিত্র প্রকাশ ভঙ্গীতে তাঁর জ্যোতিকে অতি বিস্তীর্ণ করেন। উষা দেবী ভগিনী রাত্রিকে জ্যোতির দ্বারা অপাবৃত করে তমসার পারে দাঁড়িয়ে নিজে নিজেই হাসতে থাকেন। নিয়ত রূপ-পরিবর্তনকারিণী উষা ও রাত্রি কখনও স্থির হয়ে অবস্থান করেন না। সকল বস্তুর উৎপাদনকারিণী রাত্রি ও উষা ভিন্নরূপা হলেও সমানমনা; একে অপরকে বাধা দেন না। একে অন্যের বর্ণ বিনাশ করেন না, একে অন্যের পরে আগমন করেন। পার্থিব ধনের ঈশ্বরী উষা কাউকে ধনের জন্য, কাউকে অন্নের জন্য, কাউকে যজ্ঞের জন্য, কাউকে বা অভীষ্টলাভের জন্য জাগরিত করেন। ভুবনপ্রকাশিকা উষা সকলের জীবনের উপায়। এই অহোরাত্রই জ্যোতির দ্বারা দিনকে এবং হিমের দ্বারা রাত্রিকে পরিব্যাপ্ত করেন। এই অহোরাত্রই দেশ ও কালে পরিব্যাপ্ত। এই কাল গতিযুক্ত, নমনীয়, দর্শনীয়, ধ্বংসকারী ও শব্দকারী। কাল-ই শস্য উৎপন্ন করে ও ভোজন করে; কাল-ই অতি প্রসারিত ক্ষিপ্রহস্তযুক্ত; কালই-

কল্যাণকারী, বহুভোজী। এতেই বুদ্ধি নিহিত; কাল-ই বহুকর্মকারী, অপ্রতিহতগতি, শত্রুক্ষয়কারী, রোগনাশকারী, মিথ্যারহিত, শত্রুরোদনকারক, আবার কালই স্বয়ং রোদনকারী। এই কালের গতিচক্র সদা সচল থাকে বৃষ্টি সম্পাদনের দ্বারা, অমৃতবারি বর্ষণের দ্বারা, যা একধনা, যা পেলে মানুষ বাঁচে, শস্য উৎপন্ন হয়, সংসার চক্র নিজ নিয়মে চলতেঃথাকে। এই বৃষ্টিসম্পাদন, মেঘবিদারণ ও যা কিছু বলকার্য তা সমস্তই ইন্দ্রকর্ম। এমন কি কীটপতঙ্গাদির দ্বারা যে বলকর্ম সাধিত হয় তা সমস্তই ইন্দ্রকর্ম, কারণ বলই প্রাণ, প্রাণই বায়ু, বায়ুই ইন্দ্র। আদিত্য যে রসধারা আকর্ষণ করেন, সেই অমৃতবারিকে ইন্দ্র লোকপালনের জন্য বৃষ্টিধারারূপে বর্ষণ করেন। এই আদিত্য বিষ্ণু সত্যধর্ম ধারণ করতে করতে কর্মসমূহ সৃষ্টি করেন, যে কর্মসমূহের দ্বারা সংকল্প ইচ্ছাশক্তি আজ্ঞা শাসন মর্যাদা নিয়ম বশ্যতা সেবাবৃত্তি অধিকার ঐশ্বর্য ও আধিপত্যরূপ ব্রতধর্মকর্মসকল রচিত হয়। তাঁর এই ব্রতকর্ম হতে মানুষেরা জীবনধারণপ্রণালী, আচার, ব্যবহার, ধর্মীয় শাসনের প্রতি প্রশস্ত অনুরাগ, তপস্যাজনিত কৃচ্ছ্রতা, পবিত্র ব্রতবন্ধ জীবনের অভ্যাস করে। তাঁর কাছ থেকে মানুষ অনলস অতন্দ্র কর্ম শেখে যে কর্ম জীবের সকল কামনা পূরণ করে। যে আদিত্যরূপী বিষ্ণু দ্যুলোকে দূরতম প্রদেশে অতি উত্তম স্থানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থেকে সকল ধর্ম, সকল কর্ম ধারণ করে জগৎ পালন করেন, তাঁকে ঘিরেই রয়েছে বিশ্বের সকল জ্ঞান। এই জ্ঞান গুণগত বিচারে ঋক্, সাম, যজু, ও অথর্ববেদ এই চার ভাগে বিভক্ত। এই জ্ঞানসমূহ আদিত্যদেবের কিরণরাশিকে আশ্রয় করে রয়েছে; এরা যেন কিরণরাশির মধুনাড়ীসমূহের মধুকরবৃন্দ। এই কিরণরাশি নিখিল জ্ঞানকে আশ্রয় করে লোহিত, শুভ্র, কৃষ্ণ ও অতিকৃষ্ণচ্ছটা ধারণ করে যথাক্রমে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ববেদ নামে অভিহিত হয়। পূর্বে যে তিন লোকের কথা বলা হয়েছে সেই তিন লোক—অ, উ, ম, এই তিন অক্ষরাত্মক নামেও পরিচিত। অ = পৃথিবী। উ = অন্তরিক্ষ। ম = দ্যুলোক। অ + উ + ম = ওম্। ওম্ শব্দের দ্বারা পূর্ণ ব্রহ্মকেই বোঝান হয়েছে; এই তিন লোকের অতিরিক্ত যে জগৎ যা মানুষের বাক্য ও মনের অগোচর তাও ওংকার; এবং যেহেতু সূর্যের মধ্যে পরমাত্মার প্রকাশ সেহেতু ওম্ শব্দে ত্রিলোকব্যাপী জগতের আত্মা সূর্যের অধিষ্ঠানকেও বোঝায়। এই আদিত্য সূর্য নীলাতিগ কৃষ্ণচ্ছটা থেকে দীপ্তিলাভ করে 'ওম্' উচ্চারণের দ্বারা আকাশ পথে বিচরণ করেন। আর তিনি এইভাবে ঋতের ছন্দে চলতে চলতে উদক, ধন ও সত্য সৃষ্টি করেন; আর সকল কর্মকে স্পর্শ করে অতিক্রান্ত হন। তাঁর এই সকল কর্মই ঋত এবং তিনিই ঋতদেব। এই প্রত্যক্ষ দেবতা সূর্য নর বা পুরুষাকৃতি নন বলে অপুরুষবিধ। ইনি হস্তপদবিহীন, ইনি চলেন, অথচ চলেন না; আর এঁকে ঘিরেই নিখিল বেদ বা জ্ঞান বর্তমান। ইনি নিত্য; কতকাল ধরে উদিত হচ্ছেন, কতকাল ধরে উদিত হবেন তা কেউ জানে না। নিত্য বলেই ইনি যুগে যুগে কবি জ্ঞানী ঋষিদের আলোচনার বিষয়। সূর্য নিত্য বলে বেদও নিত্য ও অপৌরুষেয় কারণ অপুরুষবিধ সূর্যকেই আশ্রয় করে রয়েছে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ববেদের সকল জ্ঞান। বেদে যত কিছু ভাবনা রয়েছে তা সকলেই বীজাকারে। বেদতত্ত্ব বোঝাবার জন্য ষড়বেদাঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। আর বেদতত্ত্বকে বিস্তৃত আকারে কাব্যরসাশ্রিত সাহিত্যের মাধ্যমে যুগে যুগে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য লেখা হয়েছে পুরাণগুলি। সূর্য নিত্যবলে যেমন সকল কালেই সূর্যসংক্রান্ত আলোচনা হয়ে থাকে এবং আজও হয়, তেমনি বেদ সূর্য আশ্রিত বলে সকল কালেই বেদের তত্ত্ব নিরূপণ হয়ে থাকে এবং আজও হয়।

এই আদিত্য সূর্যের পরমপদে যে মধুর উৎস সেই মধুই ধর্ম। এই ধর্ম বায়ুতে

নদীতে, ওষধিতে, দিবারাত্রিতে, পৃথিবীর ধূলোয়, দ্যুলোকে, বনস্পতিতে, কিরণ-রাশিতে সর্বত্র মধুর মধুররূপে প্রবাহিত হয়ে সকল কিছুই মধুময় করে তোলে। এই ধর্ম সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই ধর্মের মধু। যিনি এই ধর্মে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ তিনিই এই আত্মা এই অমৃত এই ব্রহ্ম এই সব। বিজ্ঞান যাঁর সারথি, মন যাঁর সুনিয়ন্ত্রিত, তিনি যে পথের পারের সন্ধান পান তাই আদিত্য বিষ্ণুর পরম পদ। সমস্ত জীবের প্রতি দয়া ক্ষমা শান্তি অহিংসা সত্য ঋজুতা অদ্রোহ অনভিমান লজ্জা তিতিক্ষা ও শম — এই সকলই পরম ব্রহ্মকে লাভের পন্থা। আর সূর্যরূপী জগতের আত্মার প্রতি মনোনিবেশ করে বিদ্বান্ ব্যক্তি কর্মকে নিশ্চিতরূপে জেনে সেই পরম-তত্ত্বে সম্যক্ দীপিত করেন।

পূর্বে যে বলা হয়েছে, ত্রিমাত্রাত্মক 'ওম্' এই অক্ষররূপ প্রতীকের দ্বারা সূর্য-মণ্ডলস্থ পরমপুরুষকে বোঝাচ্ছে, সেই ওঙ্কার অবলম্বনেই বেদবিদ্যাবিহিত কর্ম করা হয়, ওম্ উচ্চারণ করে দেবতাদের শ্রবণ করান হয়, ওম্ উচ্চারণ করে স্তোত্রপাঠ ও সাম গান করা হয়। ওম্ এই অক্ষরের পূজার জন্য সাধকের জীবনের সঙ্গে মননের দ্বারা এই অক্ষর ব্রহ্মকে মিলিত করার জন্য, ওম্ এই অক্ষরের নিজ মহিমার দ্বারা এবং এই ওম্ অক্ষরের পরিণামভূত অন্ন-জল প্রভৃতির রস হতে নিষ্পন্ন হবির দ্বারা এই ওম্ অক্ষরের উদ্দেশ্যেই পূজা করা হয়। যিনি ওঙ্কাররূপ অক্ষরকে এইভাবে জানেন এবং যিনি তা' জানেন না, তাঁরা উভয়েই এই অক্ষরব্রহ্মে অবস্থিত থেকে সকল কর্ম করে থাকেন বটে, কিন্তু যিনি ওঙ্কাররূপে অক্ষর বিজ্ঞান জানেন ও শ্রদ্ধাসহকারে উপাসনাদি করেন তিনি অধিক ফললাভ করেন।। যিনি অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করতে চান তিনি 'ওম্' উচ্চারণের দ্বারাই তা লাভ করেন। কারণ ওঙ্কারই ধনু, জীবাত্মা শর. এবং ব্রহ্ম সেই শরের লক্ষ্য। সাধক প্রমাদহীন হয়ে লক্ষ্য ভেদ করে লক্ষ্যের সঙ্গে অভিন্ন হন। অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত পরপারে যাবার জন্য ওঙ্কার-ই অবলম্বন।

যা শব্দ করে তা স্বর ; আর সূর্য 'ওম্' শব্দ করে ভ্রমণ করেন বলে সূর্য-ই 'স্বর'। সুতরাং এই 'ওম্' অক্ষরও 'স্বর', এবং এই ওঙ্কার-ই অমর ও অভয়। এই ওঙ্কারে প্রবেশ করে দেবরশ্মিগণও অমর অভয় হন।

পূর্বে যে বলা হয়েছে, ওম্ উচ্চারণ করে সামগান করা হয়, সেই সামগান সূর্যকে ঘিরে হয়। সা = প্রকৃতি বা অদীনা অক্ষয়া ঐশীশক্তি ; অম্ = আত্মা, যা সূর্য-মণ্ডলের মধ্যে আসীন। সুতরাং সূর্যরূপ জগতের আত্মার সঙ্গে যা ওতপ্রোত তা 'সাম'। আর যেহেতু ঋক্‌মন্ত্রের দ্বারা সামগান করা হয় সেহেতু ঋক্-ই সাম, এবং সাম-ই সূর্য। আর, যেহেতু সূর্যই সাম ও ওঙ্কার, এবং সূর্যই প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত সুতরাং প্রাণও 'ওম্' উচ্চারণ করে এই জীবদেহেই বিচরণ করে। আর যেহেতু পৃথিবী. দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষলোক পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ও একাত্ম, সুতরাং ওঙ্কার-রূপ সামসঙ্গীত যা সূর্যসঙ্গীত তা সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত। চরাচর ভূতবর্গ ঊর্ধ্বে অবস্থিত আদিত্য সূর্যেরই স্তব করে থাকেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সামের আশ্রয় 'স্বর' ; স্বরের আশ্রয় 'প্রাণ' ; প্রাণের আশ্রয় 'অন্ন' ; অন্নের আশ্রয় 'জল' ; জলের আশ্রয় পুনরায় 'স্বর' বা আদিত্য সূর্য, যাঁকে ঘিরে জল সদা বর্তমান। সুতরাং স্বর বা স্বরলোকের অথবা স্বর্গলোকের অতীত আশ্রয়ান্তরে আমাদের কেউ নিয়ে যেতে পারে না। যে সূর্যকে ঘিরে জল সদা বর্তমান সেই জলরাশি অন্তরিক্ষে বিচরণ করে, মেঘগর্জন করে জল দান করে, যা হতে সর্বভূত জাত হয়। অন্তরিক্ষে অবস্থিত এই মেঘগর্জনই বাক্ বা বাক্যরূপে অধিষ্ঠিত, যা বৃষ্টি জল সৃষ্টি করে শব্দ করে। এই বাক্ হতে মেঘ বারিবর্ষণ করে, বাক্ হতে চতুর্দিকে আশ্রিত* সর্ববস্তু জাত হয়, বাক্ বা শব্দ হতে অক্ষর সৃষ্টি হয়, এবং এই বাক্-ই বিশ্বের উপজীব্য। এই বাক্ই

বিশ্বরূপ সকল জীব উচ্চারণ করে; এবং বেদবাক্য ও অন্যান্য লৌকিক বাক্য সকলই এই অন্তরিক্ষে অবস্থিত মেঘগর্জনরূপ শব্দেরই বাক্‌রূপে বিস্তার। তাহলে আকাশরূপ ব্রহ্মই বাক্যের পরমস্থান। আর সমস্ত দেবরশ্মিগণ আকাশব্রহ্মে অবস্থিত বাক্যের বা শব্দের মধ্যে প্রবেশ করে আছেন। এই বাক্‌-ই অক্ষর বা অবিনাশী, আর ত্রিলোকাত্মক 'ওম্' এই অক্ষরও অবিনাশী। অতএব 'ওম্' এই অক্ষরই—এই সমস্ত। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই সকলই ওঙ্কার, এবং অপর যা কিছু ত্রিকালের অতীত তাহাও ওঙ্কার। এই সমস্তই ব্রহ্ম। যিনি সাধক তিনি যদি এই সমস্ত জেনে তিনলোকের ভাবনাকে একত্র সম্মিলিত করেন তবে ওঙ্কাররূপ প্রতীক অবলম্বনের দ্বারা যা শান্ত, অজর, অমৃত, অভয় ও সর্বোত্তম তা প্রাপ্ত হন। সর্প যেমন জীর্ণ ত্বক্‌-মুক্ত হয়, সাধকও তেমনি ত্রিমাত্রাত্মক ওঙ্কাররূপ সামের দ্বারা ঊর্ধ্বে হিরণ্যলোকে নীত হয়ে সূর্যের মধ্যে পরমপুরুষকে দর্শন করেন।

যে আদিত্য সূর্য ব্যাপ্ত হয়ে বিষ্ণুরূপ ধারণ করে কিরণরাশির দ্বারা জগৎ উদ্‌ভাষিত করেন, যিনি জ্ঞানরাশিকে ধারণ করেন, যিনি জ্ঞানপ্রকাশক বাক্যকে ধারণ করেন, সেই বিষ্ণুর ব্যাপকত্বই সর্বযজ্ঞস্বরূপত্ব। তাই ঋষি বলিয়াছেন, দেবকাম মানুষেরা যে পথ ধরে গমন করে আহ্লাদিত হন, আমিও যেন সেই পথ পাই। এই বিপুলগমণ বিষ্ণু আদিত্যের পরমপদে মধুর উৎসব। তিনিই আমাদের প্রকৃত বন্ধু।

আমাদের এই প্রকৃত বন্ধু সূর্য যেমন অন্ন-জল-প্রাণ-আশ্রয় প্রভৃতির দাতা, তেমনি তিনি আমাদের অন্তরে আহ্লাদকর রসসৃষ্টির জন্য চন্দ্রকে ধারণ করেন। এই চন্দ্র যিনি আহ্লাদকর রসের উৎস তিনি সোম নামেও অভিহিত। জলরূপ সোম যেমন প্রাণিমাত্রেরই আহ্লাদের কারণ, এই চন্দ্র সোমও তেমনি সকল প্রাণীর আহ্লাদের কারণ। এই সোমচন্দ্রের জন্য বিষ্ণু সূর্য মেঘের আবরণ উন্মোচন করে পৃথিবীতে চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণরাশির প্রবেশের দ্বার খুলে দেন। আর সকল দেবরশ্মি সোমচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দলোকের ঐশ্বরিক আহ্লাদ বর্ধিত করেন। সূর্যের যে শোভন রশ্মি গোবৎ স্নিগ্ধ তা চন্দ্রে নমিত হয়ে চন্দ্রকে উজ্জ্বল করে। সূর্যের গো-রশ্মিকে ধারণ করেন বলে চন্দ্র 'গন্ধর্ব' নামেও পরিচিত। শরৎকালীন আকাশে চন্দ্রমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার স্পর্শে ঊর্ধ্বাকাশে শুভ্র ঘৃতবৎ মেঘের নিরন্তর আনাগোনা যে স্বর্গীয় শোভা সৃষ্টি করে সেই ঐশ্বরিক আহ্লাদ আস্বাদন করেন কবি ও জ্ঞানী বিপ্রগণ। মানুষের মধ্যে যিনি সর্বধন ও সর্বভোগসম্পন্ন, যিনি অন্যের অধিপতি, সেই মানুষ মনুষ্যসমাজে মনুষ্যানন্দের পরমানন্দের নিদর্শন। আর এই গন্ধর্ব বা চন্দ্রলোকের যে আনন্দ তা মনুষ্যলোকের সর্বোত্তম আনন্দের লক্ষগুণিত।

এতক্ষণ যা বলা হোল তা সবই ঋষিবাক্য। এই সূর্য, চন্দ্র, ও পৃথিবীকে ঘিরে প্রতি ঋতুতে ঋতুতে যে বিচিত্র পরিবর্তন সংঘটিত হয় এবং যা বারবার একই ভাবে আবর্তিত হতে থাকে তাকে লক্ষ্য করেই প্রতি ঋতুতে ভারতীয় জনজীবনে নানা উৎসব। এই উৎসবগুলি বিশ্বের সঙ্গে একাত্মভাবে অবস্থানের স্মারকমাত্র। ঋতুতে ঋতুতে, কালে কালে সূর্যের ব্রতকর্মানুষ্ঠানেরই অনুকরণ বৈদিক যজ্ঞভূমিতে। রথযাত্রা সূর্যের উত্তরায়ণ শেষে পুনরায় দক্ষিণায়ন যাত্রার অনুকরণে রচিত উৎসব। আষাঢ় মাসে অম্বু বা বারিবর্ষণের সূচনাতে যখন পৃথিবী বীজধারণযোগ্যা হন, তখন হয় অম্বুবাচী উৎসব। বর্ষণশেষে বিশ্বকর্মা ও শারদীয় উৎসব। দক্ষিণায়নে বর্ষণকালে দেবরশ্মিগণ যখন পিতারূপে জগৎপালনের জন্য বর্ষণকর্মে নিযুক্ত থাকেন তখন পিতৃযজ্ঞ উৎসব। সূর্য পুরুষ বা আত্মা এবং সূর্যকিরণরাশি স্ত্রী বা পালিকা শক্তি। তাই সূর্যের এক নাম গোপা, আর কিরণরাশি গোপিগণ। এই সূর্যকে মণ্ডলাকারে ঘিরে কিরণরাশির নৃত্যই

রাসলীলা। আর যেহেতু রাসলীলা আহ্লাদজনক তাই পূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় রাস উৎসব। প্রতি সংক্রান্তিতে, সৌর ও চান্দ্রমাসে, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় এবং বিশেষ বিশেষ তিথিতে ভারতীয় জনজীবনে বিভিন্ন সমাজে যে উৎসব তা সকলই সূর্য ও চন্দ্রকে ঘিরে। ভারতীয় সমাজ ধর্ম দর্শন সাহিত্য পুরাণ স্মৃতিশাস্ত্র সকলই বেদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। ভারতীয় বিবাহ পদ্ধতি, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, গার্হস্থ্য ধর্ম, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র প্রভৃতি সকলই এই চার বেদের দ্বারা প্রভাবান্বিত যে বেদের প্রধান আলোচ্য বিষয় আত্মা ও সূর্য। বৈদিক দেবতা অপুরুষবিধ হলেও বিচিত্রলীলাকারী বলে নানা মূর্তি পরিগ্রহও করতে পারেন কিন্তু তাই বলে মূর্তরূপেই তাঁর পূজা করতে হবে বা তাঁকে ভাবনা করতে হবে এমন কথা বেদে কোথাও বলা হয় নি। বেদে এমন কথাও বলা হয় নি যে, বেদবিদ্যা বিশেষ শ্রেণীর কুক্ষিগত। বরং বলা হয়েছে যে, বেদে সকলেরই অধিকার। যে যেমন গুণের অধিকারী সে সেরূপ কর্ম করে সংসারে জীবন যাপন করবে, কৃপণের মত ধনসঞ্চয় করবে না। মেঘ যেমন জলদান না করে অন্ধকার সৃষ্টি করে কৃপণের মত জলসম্পদ নিরুদ্ধ করে রাখে এবং ইন্দ্ররূপী সূর্য বজ্রের আঘাতে সে অন্ধকার নাশ করে জলধারা সকলের জন্য দান করেন, এই দৃষ্টান্তকে অবলম্বন করে ঋষি বলছেন, মনুষ্য সমাজে যে কৃপণের মত ধনসঞ্চয় করে মনুষ্য সমাজের গতি নিরুদ্ধ করে মনুষ্যজীবনে অন্ধকার হতাশা সৃষ্টি করে, তাকে ইন্দ্রের মত বলযুক্ত হয়ে আঘাত করে' সকলের জীবনের গতির জন্য বারিরাশির ধনবণ্টন করে দিতে হবে। গুণ অনুসারে কর্ম করার জন্যই চতুর্বর্ণের সৃষ্টি। ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী না হলে সে সেই অধিকার হতে স্বাভাবিকভাবেই বঞ্চিত হয়। যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব জেনে অগ্নির মত সমাজকে সুপথে নিয়ে চলেন তিনি যথার্থ ব্রাহ্মণ। যিনি শাসকরূপে অধিষ্ঠিত থেকে সমাজকে ক্ষত বা আঘাত থেকে রক্ষা করেন তিনি যথার্থ ক্ষত্রিয়। যিনি বিশে বিশে অর্থাৎ প্রতি জনের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে প্রতি জনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য বন্টনের ব্যবস্থা করে নিজ প্রয়োজন মেটাবার জন্য পারিশ্রমিক রূপে সামান্যলাভে সন্তুষ্ট থাকেন তিনি যথার্থ বৈশ্য। যিনি কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা সেবামূলক কাজের দ্বারা নিজ অন্ন সংস্থান করে সন্তুষ্ট থাকেন তিনিই যথার্থ শূদ্র। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এ ব্যবস্থা সর্বত্রই বর্তমান, যদি না এই ব্যবস্থার বিকৃতিসাধনের দ্বারা সমাজকে বিষাক্ত করা হয়। ঋষিও তাই বলছেন, ওহে সোম, আমার মেয়ে যব ভাঙ্গে, আমার ভাই বাণিজ্য কর্ম করে, আর আমি স্তোত্রপাঠ করি, সুতরাং তুমিও তোমার কর্ম কর; ইন্দ্রের জন্য জলরূপে ক্ষরিত হও। এইভাবে বেদের বিষয়কে জেনে ঋক্, যজু, সাম, অথর্ববেদকে যিনি জানেন, যিনি নিয়মিত বেদ অভ্যাস করেন তিনি ক্রমমুক্তির পথের সন্ধান পান যা তাঁকে আনন্দ দান করে, যা তাঁকে পাপমুক্ত করে।

পরিতোষ ঠাকুর

সামবেদ-সংহিতা

ওঁ

পূর্বার্চিক ঃ ছন্দ আর্চিক

প্রথম অধ্যায়

আগ্নেয় কাণ্ড ঃ অগ্নিস্তুতি

প্রথম খণ্ড ঃ মন্ত্র সংখ্যা ১০ ॥ মন্ত্রের দেবতা অগ্নি ॥ মন্ত্রের ছন্দ গায়ত্রী ॥ মন্ত্রের ঋষি ঃ ১।২।৪।৭।৯ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য ; ৩ মেধাতিথি কাণ্ব ; ৫ উশনা কাব্য ; ৬ সুদীতি পুরুমীঢ় আঙ্গিরস ; ৮ বৎস কাণ্ব ; ১০ বামদেব ॥

মন্ত্র ঃ ১. অগ্ন আ যাহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি ॥১॥ ২. ত্বমগ্নে যজ্ঞানাং হোতা বিশ্বেষাং হিতঃ। দেবেভির্মানুষে জনে ॥ ২ ॥ ৩. অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ ॥ ৩ ॥ ৪. অগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনদ্ দ্রবিণস্যুর্বিপন্যয়া। সমিদ্ধঃ শুক্র আহুতঃ ॥ ৪ ॥ ৫. প্রেষ্ঠং বো অতিথিং স্তুষে মিত্রমিব প্রিয়ম্। অগ্নে রথং ন বেদ্যম্ ॥ ৫ ॥ ৬. ত্বং নো অগ্নে মহোভিঃ পাহি বিশ্বস্যা অরাতেঃ। উত দ্বিষো মর্ত্যস্য ॥ ৬ ॥ ৭. এহ্যূ ষু ব্রবাণি তেঽগ্ন ইত্থেতরা গিরঃ। এভির্বর্ধাস ইন্দুভিঃ ॥ ৭ ॥ ৮. আ তে বৎসো মনো যমৎ পরমাচ্চিৎ সধস্থাৎ। অগ্নে ত্বাং কাময়ে গিরা ॥ ৮ ॥ ৯. ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্বা নিরমন্থত। মূর্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ ॥ ৯ ॥ ১০. অগ্নে বিবস্বদা ভরাস্মভ্যমূতয়ে মহে। দেবো হ্যসি নো দৃশে ॥ ১০ ॥

মনুবাদ ঃ ১. হে অগ্নি, আনন্দের জন্য এস ; স্তবযুক্ত হয়ে দেবলোকে আহুতিভার হেনের জন্য এস ; হে দেবগণের আহ্বাতা, যজ্ঞাসনে উপবেশন কর ॥ ২. তুমি হে অগ্নি, সকল যজ্ঞের হোতা। দেবতাদের সঙ্গে যুক্তভাবে প্রতি মানুষে, প্রতি জীবে হিতকারী ॥ ৩. এই যজ্ঞের শুকর্মা (মঙ্গলসম্পাদক), দেবগণের দূত, হোতা, বিশ্বধন অগ্নিকে বরণ করি ॥ ৪. আবরকশক্তিকে পুনঃ পুনঃ বিনাশের জন্য অগ্নি মেধাশক্তিদ্বারা সতত গমনস্বভাবযুক্ত। তিনি প্রাণসন্দীপ্ত, জ্যোতিষ্মান্, সকল কামনায় আহুত ॥ ৫. প্রিয়তম অতিথিকে, মিত্রের ন্যায় প্রিয় অগ্নিকে তোমাদের জন্য তোষণ করি। হে অগ্নি, তুমি সূর্যের মত জ্ঞেয় ॥ ৬. তুমি আমাদের, হে অগ্নি মহাধনে পালন কর। সকল শত্রু হতে আর মর্ত্যের দ্বেষ হতে রক্ষা কর ॥ ৭. এস হে অগ্নি, তোমাকে এ ভাবেই স্তুতি করবো। এ ভাবেই সকল যজ্ঞের দ্বারা তুমি বর্ধিত হও ॥ ৮. এস হে অগ্নি পরমলোক থেকে। বৎস ঋষি তোমাকে কামনা করে' স্তবমালায় তোমার মন আকর্ষণ করে ॥ ৯. তোমাকে, হে অগ্নি, স্বকর্মে অবিচল আদিত্য (=অথর্ব) যিনি বিশ্বের ঋত্বিক্, তিনি শীর্ষে অবস্থান করে অন্তরিক্ষ হতে মন্থন করে আনেন ॥ ১০. হে অগ্নি, তমোনাশক তুমি, আমাদের পালনের জন্য মহাধন আন আর আমাদের দর্শনের জন্য তুমিই দেবতা ॥

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ মন্ত্র সংখ্যা ১০ ॥ মন্ত্রের দেবতা অগ্নি ॥ মন্ত্রের ছন্দ গায়ত্রী ॥ মন্ত্রের ঋষি ঃ ১ আয়ুঙ্ক্ষ্বাহি, বিরূপা আঙ্গিরস, ২ বামদেব গৌতম, ৩।৮।৯ প্রয়োগ ভার্গব, ৪ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৫।৭ শুনঃশেপ আজীগর্তি, ৬ মেধাতিথি কাণ্ব, ১০ বৎস কাণ্ব ॥

মন্ত্র ঃ ১১. নমস্তে অগ্ন ওজসে গৃণন্তি দেব কৃষ্টয়ঃ। অমৈরমিত্রমর্দয় ॥ ১ ॥ ১২. দূতং বো বিশ্ববেদসং হব্যবাহমমর্ত্যম্। যজিষ্ঠমৃঞ্জসে গিরা ॥ ২ ॥ ১৩. উপ

ত্বা জাময়ো গিরো দেদিশতীর্হবিষ্কৃতঃ। বায়োরনীকে অস্থিরন্ ॥ ৩ ॥ ১৪. উপ ত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্। নমো ভরন্ত এমসি ॥ ৪ ॥ ১৫. জরাবোধ তদ্বিবিড্ঢি বিশেবিশে যজ্ঞিয়ায়। স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকম্ ॥ ৫ ॥ ১৬. প্রতি ত্যং চারুমধ্বরং গোপীথায় প্র হূয়সে। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥ ৬ ॥ ১৭. অশ্বং ন ত্বা বারবন্তং বন্দধ্যা অগ্নিং নমোভিঃ। সম্রাজন্তমধ্বরাণাম্ ॥ ৭ ॥ ১৮. ঔর্বভৃগু-বচ্ছুচিমপ্নবানবদা হুবে। অগ্নিং সমুদ্রবাসসম্ ॥ ৮ ॥ ১৯. অগ্নিমিন্ধানো মনসা ধিয়ং সচেত মর্ত্যঃ। অগ্নিমিন্ধে বিবস্বভিঃ ॥ ৯ ॥ ২০. আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ১১. হে অগ্নি, মানুষেরা ওজঃশক্তির জন্য নত হয়ে তোমার স্তব করে। হে দেব, বলপ্রভাবে অমিত্রকে (=শত্রুকে) পীড়িত কর ॥ ১২. হে জনগণ, তোমাদের মঙ্গলের জন্য দেবদূত বিশ্বধন হব্যবাহী অমৃত যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ অগ্নিকে স্তবের দ্বারা শোভিত কর ॥ ১৩. হে অগ্নি, যজ্ঞনিষ্পাদকের বারবার উচ্চারিত দীপ্ত স্তবমালা তোমাকে প্রাপ্ত হবার জন্য মুখ্যপ্রাণ বায়ুর নিকটে অবস্থান করে ॥ ১৪. হে তমোনাশক অগ্নি, প্রতিদিন আমরা প্রজ্ঞাদ্বারা নত হয়ে নমস্কার করতে করতে তোমাকেই কাছে পাই ॥ ১৫. হে স্তুতিদ্বারা প্রবুদ্ধ অগ্নি, ভিন্ন ভিন্ন মানুষের প্রয়োজনে যজ্ঞযোগ্য রুদ্রের উদ্দেশে যে আলোকসামান্য স্তোত্র তা তুমিই জান ॥ ১৬. আমাদের রক্ষণের জন্য যে শোভন যজ্ঞে তুমি আহূত হও সেখানে তুমি হে অগ্নি, সকল প্রাণশক্তির সঙ্গে এস ॥ ১৭. সকল যজ্ঞের সম্রাট্ অশ্বপুচ্ছের মত শিখাবিশিষ্ট অগ্নি তোমাকে নমস্কারের দ্বারা বন্দনা করতে প্রবৃত্ত হই ॥ ১৮. পৃথিবীজাত অগ্নিশিখাসম্ভূত রূপবানের ন্যায় অন্তরিক্ষে নিবাসকারী শুচি অগ্নিকে সকল দিক্ হতে আহ্বান করি ॥ ১৯. মর্ত্যের মানুষ অগ্নিকে প্রজ্বালিত করে মনের সহায়তায় কর্মে মিলিত হয়; জ্ঞানের দ্বারাও অগ্নিদেবকে প্রজ্বালিত করে ॥ ২০. ঊর্ধ্বে দ্যুলোকে যা দীপ্তিলাভ করে তা স্বর্গীয় বারি হতে জ্যোতি আহরণ করে দিনের আলো দেখে ॥

তৃতীয় খণ্ড ঃ মন্ত্র সংখ্যা ১৪ ॥ মন্ত্রের দেবতা অগ্নি ॥ ছন্দ গায়ত্রী ॥ মন্ত্রের ঋষি ঃ ১ প্রয়োগ ভার্গব ; ২।৫ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য ; ৩।১০ বামদেব গৌতম ; ৪।৬ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ; ৭ বিরূপ আঙ্গিরস ; ৮ শুনঃশেপ আজীগর্তি ; ৯ গোপবন আত্রেয় ; ১১ প্রস্কণ্ব কাণ্ব ; ১২ মেধাতিথি কাণ্ব ; ১৩ সিন্ধুদ্বীপ আম্বরীষ বা ত্রিত আপ্ত্য ; ১৪ উশনা কাব্য ॥

মন্ত্র ঃ ২১. অগ্নিং বো বৃধন্তমধ্বরাণাং পুরূতমম্। অচ্ছা নপ্ত্রে সহস্বতে ॥ ১ ॥
২২. অগ্নিস্তিগ্মেন শোচিষা যংসদ্বিশ্বং ন্যত্রিণম্। অগ্নির্নো বংসতে রয়িম্ ॥ ২ ॥
২৩. অগ্নে মৃড় মহাঁ অস্যয আ দেবয়ুং জনম্। ইয়েথ বর্হিরাসদম্ ॥ ৩ ॥
২৪. অগ্নে রক্ষা ণো অংহসঃ প্রতি স্ম দেব রীষতঃ। তপিষ্ঠৈরজরো দহ ॥ ৪ ॥
২৫. অগ্নে যুঙ্ক্ষ্বা হি যে তবাশ্বাসো দেব সাধবঃ। অরং বহন্ত্যাশবঃ ॥ ৫ ॥
২৬. নি ত্বা নক্ষ্য বিশ্পতে দ্যুমন্তং ধীমহে বয়ম্। সুবীরমগ্ন আহুত ॥ ৬ ॥
২৭. অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি ॥ ৭ ॥
২৮. ইমমূ ষু ত্বমস্মাকং সনিং গায়ত্রং নব্যাংসম্। অগ্নে দেবেষু প্র বোচঃ ॥ ৮ ॥
২৯. যং ত্বা গোপবনো গিরা জনিষ্ঠদগ্নে অঙ্গিরঃ। স পাবক শ্রুধী হবম্ ॥ ৯ ॥
৩০. পরি বাজপতিঃ কবিরগ্নির্হব্যান্যক্রমীৎ। দধদ্ রত্নানি দাশুষে ॥ ১০ ॥
৩১. উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্ ॥ ১১ ॥

৩২. কবিমগ্নিমুপ স্তুহি সত্যধর্মাণমধ্বরে। দেবমমীবচাতনম্ ॥ ১২ ॥ ৩৩. শং নো দেবীরভিষ্টয়ে শং নো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভিস্রবন্তু নঃ ॥ ১৩ ॥ ৩৪. কস্য নূনং পরীণসি ধিয়ো জিন্বসি সৎপতে। গোষাতা যস্য তে গিরঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ : ২১. তোমাদের সন্তানের জন্য, বলের জন্য অহিংসিত যজ্ঞের বর্ধনকারী অতিব্যাপ্ত অগ্নিকে প্রাপ্ত হও। ২২. অগ্নি তীক্ষ্ণ জ্যোতিশিখাদ্বারা বিশ্বধন নিয়ন্ত্রণ করেন। অগ্নি আমাদের ধনদাতা ॥ ২৩. হে অগ্নি, আমাদের সুখী কর ; তুমি মহান। দেবকাম ব্যক্তিকে অনুগ্রহের জন্য যজ্ঞাসনে উপবেশন কর ॥ ২৪. হে অগ্নি, আমাদের পাপ হতে রক্ষা কর। হে দেব, হিংসকদের হাত থেকে রক্ষা কর। তোমার তপের তাপে স্তুতিহীনদের দহন কর ॥ ২৫. হে অগ্নি, তোমার সে সকল সৎকর্মপরায়ণ আলোকরশ্মিদের নিজরথে যুক্ত কর যে ক্ষিপ্রকর্মকুশলেরা তোমাকে সর্বত্র বহন করে ॥ ২৬. তোমার প্রতি গমনশীল আমরা, হে জনগণপালক সুবীর আহূত অগ্নি, দীপ্যমান তোমাকেই ধ্যান করি ॥ ২৭. অগ্নি দ্যুলোকের মস্তক, এক পৃথিবীরও শীর্ষস্থানীয়। তিনি বারিধারায় সকলকে প্রীত করেন ॥ ২৮. হে অগ্নি, গায়ত্রীছন্দে রচিত নবতর স্তুতি আমাদের এ উপহার তুমি দেবগণের মধ্যে প্রচার কর ॥ ২৯. যে তোমাকে গোপবন ঋষি স্তবে তুষ্ট করলো সেই তুমি হে অগ্নি, হে অঙ্গির, হে পাবক, আমাদের আহ্বান শোন ॥ ৩০. অন্নবলপতি কবি অগ্নি সকল হব্য বহন করেন ; হব্যদাতার জন্য রত্নধারণ করেন ॥ ৩১. যিনি প্রাণিমাত্রকেই জানেন সেই সূর্যরূপী অগ্নিদেবকে বিশ্বের দর্শনের জন্য রশ্মিগণ ঊর্ধ্বে বহন করেন ॥ ৩২. হে স্তোতা, অহিংসিত যজ্ঞে কবি সত্যধর্মা ব্যাধিনাশক দ্যোতমান অগ্নিকে স্তব কর ॥ ৩৩. আমাদের অভিলাষ পূরণের জন্য আমাদের সুখকর পালনের জন্য সকল জলদা-শক্তি কল্যাণবারি বর্ষণের দ্বারা আমাদের সুখী করেন ॥ ৩৪. কার বহুকর্মকে পূরণ কর হে সৎপতি ?—তোমার উদ্দেশ্যে যার স্তুতি সর্বধনকর ॥

চতুর্থ খণ্ড : মন্ত্র সংখ্যা ১০ ॥ দেবতা অগ্নি ॥ ছন্দ বৃহতী ॥ **মন্ত্রের ঋষি :** ১।৩।৭ শংযু বার্হস্পত্য, তৃণপাণি ; ২।৫।৮।৯ ভর্গ প্রাগাথ, ৪ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ; ৬ প্রস্কণ্ব কাণ্ব, ১০ সৌভরি কাণ্ব ॥

মন্ত্র : ৩৫. যজ্ঞাযজ্ঞা বো অগ্নয়ে গিরাগিরা চ দক্ষসে। প্রপ্র বয়মমৃতং জাতবেদসং প্রিয়ং মিত্রং ন শংসিষম্ ॥ ১ ॥ ৩৬. পাহি নো অগ্ন একয়া পাহ্যুতত দ্বিতীয়রা। পাহি গীর্ভিস্তিসৃভিরূর্জাম্পতে পাহি চতসৃভির্বসো ॥ ২ ॥ ৩৭. বৃহদ্ভিরগ্নে অর্চিভিঃ শুক্রেণ দেব শোচিষা। ভরদ্বাজে সমিধানো যবিষ্ঠ্য রেবৎপাবক দীদিহি ॥ ৩ ॥ ৩৮. ত্বে অগ্নে স্বাহুত প্রিয়াসঃ সন্তু সূরয়ঃ। যন্তারো যে মঘবানো জনানামূর্বং দয়ন্ত গোনাম্ ॥ ৪ ॥ ৩৯. অগ্নে জরিতর্বিশ্পতিস্তপানো দেব রক্ষসঃ। অপ্রোষিবান্ গৃহপতে মহাঁ অসি দিবস্পায়ুর্দুরোণযুঃ ॥ ৫ ॥ ৪০. অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্য। আ দাশুষে জাতবেদো বহা ত্বমদ্যা দেবাঁ উষর্বুধঃ ॥ ৬ ॥ ৪১. ত্বং নশ্চিত্র ঊত্যা বসো রাধাংসি চোদয়। অস্য রায়স্ত্বমগ্নে রথীরসি বিদা গাধং তুচে তু নঃ ॥ ৭ ॥ ৪২. ত্বমিৎ সপ্রথা অস্যগ্নে ত্রাতর্ঋতঃ কবিঃ। ত্বাং বিপ্রাসঃ সমিধান দীদিব আ বিবাসন্তি বেধসঃ ॥ ৮ ॥ ৪৩. আ নো অগ্নে বয়োবৃধং রয়িং পাবক শংস্যম্। রাস্বা চ ন উপমাতে পুরুস্পৃহং সুনীতী সুযশস্তরম্ ॥ ৯ ॥ ৪৪. যো বিশ্বা দয়তে বসু হোতা মন্দ্রো জনানাম্। মধোর্ন পাত্রা প্রথমান্যস্মৈ প্র স্তোমা যন্ত্বগ্নয়ে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ৩৫. যজ্ঞে যজ্ঞে, মন্ত্রে মন্ত্রে তোমাদের জন্য আমরা অমৃতসমান, সর্বজ্ঞ, প্রিয়, মিত্র, প্রশংসনীয় অগ্নির উদ্দেশে সেই পবিত্রবলের উদ্দেশে স্তব করি ॥ ৩৬. হে অগ্নি, আমাদের প্রথমের দ্বারা (—ঋগ্বেদের দ্বারা) পালন কর ॥ আমাদের দ্বিতীয়ের দ্বারা (—যজুর্বেদের দ্বারা) পালন কর ; হে বলপতি, আমাদের তৃতীয় স্তবমালার দ্বারা (—সামবেদের দ্বারা) পালন কর ; হে ধনী, আমাদের চতুর্থের দ্বারা (—অথর্ববেদের দ্বারা) পালন কর ॥ ৩৭. হে অগ্নি, প্রবল দীপ্তিসহায়ে, হে দেব, শুভ্রজ্যোতি সহায়ে যেমন ভরদ্বাজের কাছে সন্দীপ্ত হও তেমনি হে চিরযুবা, ধনাধীশ, হে পাবক, আমার কাছে প্রকাশিত হও ॥ ৩৮. সুষ্ঠুরূপে আহূত হে অগ্নি, শ্রেষ্ঠদের মধ্যে তাঁরাই তোমার প্রিয় যাঁরা ধনের নিয়ামক হয়ে মানুষ ও পশুর মধ্যে তোমার সম্পদ্ সম্যক্ বিভাগ করে দেন। ৩৯. হে অগ্নি, হে স্তুত্য, হে জনগণপতি হে দুষ্টসন্তাপক, হে দেব, হে অচঞ্চল গৃহপতি, তুমি মহান্, দ্যুলোকের পালক, তুমি গৃহপালনের অভিলাষী ॥ ৪০. হে অগ্নি, তমোনাশক তুমি ; নিয়ে এস তার জন্য ঊষা হতে বিচিত্র সর্বার্থধন যে তোমাকে চায় ; হে অমর্ত্য, হে জাতপ্রজ্ঞান, আজ আন সেই দেবদের যাঁরা ঊষাকালে জাগরিত ॥ ৪১. হে বিচিত্রধন অগ্নি, আমাদের পালন ইচ্ছা করে সর্বার্থসাধক ধন দান কর ; হে অগ্নি, এ ধনের তুমিই চালক যা আমাদের সন্তাদের প্রতিষ্ঠিত করবে ॥ ৪২. তুমিই সর্বত্র বিস্তৃত হও হে অগ্নি, তুমিই ত্রাতা, তুমিই ঋত (সত্য), তুমিই কবি ; হে সন্দীপ্ত, হে দেদীপ্যমান, তোমাকে জ্ঞানবৃদ্ধ স্তোতাগণ, সর্বত্র পরিচর্যা করেন ॥ ৪৩. হে অগ্নি, আমাদের জন্য আয়ুকারক প্রশংসনীয় ধন আন ; হে পাবক, হে কাছের দেবতা, সুনীতিযুক্ত সুযশ বহুস্পৃহ ধন দাও ॥ ৪৪. যিনি বিশ্বধন, বসু, হোতা, জনগণের আনন্দদায়ক, সেই অগ্নির উদ্দেশে সব স্তুতিমন্ত্র মধুপূর্ণপাত্রের মত যাচ্ছে ॥

পঞ্চম খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১০ ॥ দেবতা অগ্নি ॥ ৮ ইন্দ্র ॥ ছন্দ বৃহতী ॥ ঋষি—১ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ; ২ ভর্গ প্রাগাথ ; ৩।৭ সৌভরি কাণ্ব ; ৪ মনু বৈবস্বত ; ৫ সুদীতিপুরুমীঢ় আঙ্গিরস ; ৬ প্রস্কণ্ব কাণ্ব ; ৮ কাণ্ব মেধাতিথি ও মেধ্যাতিথি ; ৯ গাথি বিশ্বামিত্র ; ১০ ঘোর কণ্ব ॥

মন্ত্র ঃ ৪৫. এনা বো অগ্নিং নমসোর্জো নপাতমা হুবে। প্রিয়ং চেতিষ্ঠমরতিং স্বধ্বরং বিশ্বস্য দূতমমৃতম্ ॥ ১ ॥ ৪৬. শেষে বনেষু মাতৃষু সং ত্বা মর্তাস ইন্ধতে। অতন্দ্রো হব্যং বহসি হবিষ্কৃত আদিদ্দেবেষু রাজসি ॥ ২ ॥ ৪৭. অদর্শি গাতুবিত্তমো যস্মিন্ ব্রতান্যাদধুঃ। উপো ষু জাতমার্যস্য বর্ধনমগ্নিং নক্ষন্তু নো গিরঃ ॥ ৩ ॥ ৪৮. অগিরুক্থে পুরোহিতো গ্রাবাণো বর্হিরধ্বরে। ঋচা যামি মরুতো ব্রহ্মণস্পতে দেবা অবো বরেণ্যম্ ॥ ৪ ॥ ৪৯. অগ্নিমীড়িষ্বাবসে গাথাভিঃ শীরশোচিষম্। অগ্নিং রায়ে পুরুমীঢ় শ্রুতং নরোঽগ্নিঃ সুদীহয়ে ছর্দিঃ ॥ ৫ ॥ ৫০. শ্রুধি শ্রুৎকর্ণ বহ্নিভি-র্দেবৈরগ্নে সয়াবভিঃ। আ সীদতু বর্হিষি মিত্রো অর্যমা প্রাতর্যাবভিরধ্বরে ॥ ৬ ॥ ৫১. প্র দৈবদাসো অগ্নির্দেব ইন্দ্রো ন মজ্মনা। অনু মাতরং পৃথিবীং বি বাবৃতে তস্থৌ নাকস্য শর্মণি ॥ ৭ ॥ ৫২. অধ জ্মো অধ বা দিবো বৃহতো রোচনাদধি। অয়া বর্ধস্ব তন্বা গিরা মমা জাতা সুক্রতো পৃণ ॥ ৮ ॥ ৫৩. কায়মানো বনা ত্বং যন্মাতৃরজগন্নপঃ। ন তত্তে অগ্নে প্রমৃষে নিবর্তনং যদ্ দূরে সন্নিহা ভুবঃ ॥ ৯ ॥ ৫৪. নি ত্বামগ্নে মনুর্দধে জ্যোতির্জনায় শশ্বতে। দীদেথ কণ্ব ঋতজাত উক্ষিতো যং নমস্যন্তি কৃষ্টয়ঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ৪৫. তোমাদের জন্য বলপুত্র প্রিয় উত্তমচৈতন্য ভ্রমণশীল সুযজ্ঞ বিশ্বদূত অমৃতসমান অগ্নিকে স্তবের দ্বারা আহ্বান করি ॥ ৪৬. হে অগ্নি, বনে মাতৃরূপা কাষ্ঠমধ্যে তুমি নিদ্রা যাও, মানুষেরা তোমাকে প্রজ্বালিত করে, তুমি হব্যদাতার হব্য অনলস অতন্দ্র হয়ে বহন করে থাক, তারপর দেবজ্যোতির মধ্যে দীপ্তিলাভ কর ॥ ৪৭. সকল পথের সন্ধান যিনি জানেন, যাঁর মধ্যে সকল ব্রত ধৃত আছে সেই অগ্নি দেখা দিলেন। আর্যগণের জন্য জাত জ্ঞানবৃদ্ধিকর অগ্নি আমাদের সকল স্তুতি॥ গ্রহণ করুন ॥ ৪৮. অগ্নি দ্যুলোকাগ্নির মধ্যে প্রধান, আকাশে মেঘের মধ্যে জলের সাথে বর্তমান। হে ব্রহ্মের পালক অগ্নি, প্রাণবায়ু মরুদ্‌গণের কাছে বর্ষমি-রূপ বরণীয় পালন ঋক্‌মন্ত্রের দ্বারা যাচ্‌ঞা করি ॥ ৪৯. হে পুরুমীঢ়, তুেন আত্মরক্ষার জন্য পবিত্রশিখা অগ্নিকে গাথাদ্বারা স্তব কর, খ্যাত অগ্নিকে ধনের জন্য স্তব কর, সুদীতির জন্য কামনা কর, অন্য লোকেও এইভাবে অগ্নিকে স্তব কর ॥ ৫০. শোন হে অগ্নি, হে শ্রবণসমর্থ, আমার বচন ; যে দেবেরা তোমার সঙ্গে হব্য বহন করেন তাঁদের নিয়ে এবং মিত্র অর্যমা ও প্রাতর্যাগে আগমনকারী অন্যদেবতাদের সঙ্গে নিয়ে এই অহিংসিত যজ্ঞে এসে যজ্ঞাসনে বোসো ॥ ৫১. ইন্দ্রের মত বলবাণ দৈবকর্মা অগ্নিদেব মাতা পৃথিবীকে আবৃত করে দ্যুলোকের আশ্রয়ে অবস্থিত থাকেন ॥ ৫২. পৃথিবী হতে, দ্যুলোক হতে, অথবা বিশাল আলোকলোক হতে এস হে, সুক্রতু (সুকর্মা), আমার স্তুতিতে বেড়ে ওঠ, আমার সন্তানদের কামনা পূর্ণ কর ৫৩. হে অগ্নি, যখন তোমার নিজের উৎপত্তিস্থান বনকাষ্ঠমধ্যে ও সকলজীবের স্রষ্টা জলরাশিকে কামনা করে তাদের মধ্যে প্রবেশ কর তখন তুমি চিরতরে হারিয়ে যাও না তুমি আমাদের থেকে দূরে গেলেও আবার ফিরে আস ॥ ৫৪. জ্যোতিস্বরূপ তোমাকে হে অগ্নি, মানুষের হিতের জন্য সূর্যদেব সদাই ধারণ করেন ; মেধাবী সত্যজাত সদা বর্ধমান তুমি দীপ্তিলাভ কর, যে তোমাকে মানুষেরা নমস্কার জানায় ॥

ষষ্ঠ খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ৮ ॥ দেবতা অগ্নি, ২ ব্রহ্মণস্পতি ; ৩ যূপকাষ্ঠ ॥ ছন্দ বৃহতী ॥ ঋষি ঃ ১।৭ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ২।৩।৫ ঘোর কণ্ব, ৪ সোভরি কাণ্ব, ৬ উৎকীল বা আৎকীল কাত্য, ৮ গাথি বিশ্বামিত্র ॥

মন্ত্র ঃ ৫৫. দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্যাসিচম্‌। উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে ॥ ১ ॥ ৫৬. প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিঃ প্র দেব্যেতু সূনৃতা। অচ্ছা বীরং নর্যং পঙ্‌ক্তিরাধসং দেবা যজ্ঞং নয়ন্তু নঃ ॥ ২ ॥ ৫৭. ঊর্ধ্ব উ ষু ণ উতয়ে তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা। ঊর্ধ্বো বাজস্য সনিতা যদঞ্জিভির্বাঘদ্ভির্বি হ্বয়ামহে ॥ ৩ ॥ ৫৮. প্র যো রায়ে নিনীষতি মর্তো যস্তে বসো দাশৎ। স বীরং ধত্তে অগ্ন উক্‌থশংসিনং ত্মনা সহস্রপোষিণম্‌ ॥ ৪ ॥ ৫৯. প্র বো যহ্বং পুরূণাং বিশাং দেবয়তীনাম্‌। অগ্নিং সূক্তেভির্বচোভির্বৃণীমহে যং সমিদন্য ইন্ধতে ॥ ৫ ॥ ৬০. অয়মগ্নিঃ সুবীর্যস্যেশে হি সৌভগস্য। রায় ঈশে স্বপত্যস্য গোমত ঈশে বৃত্রহথানাম্‌ ॥ ৬ ॥ ৬১. ত্বমগ্নে গৃহপতিস্ত্বং হোতা নো অধ্বরে। ত্বং পোতা বিশ্ববার প্রচেতা যক্ষি যাসি চ বার্যম্‌ ॥ ৭ ॥ ৬২. সখায়স্ত্বা ববৃমহে দেবং মর্তাস উতয়ে। অপাং নপাতং সুভগং সুদংসসং সুপ্রতূর্তিমনেহসম্‌ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ ৫৫. দ্রবিণোদা দেব (=অগ্নিদেব) তোমাদের পূর্ণ ভক্তি কামনা করেন। তাঁকে প্রীত কর, ভক্তিরসে সিক্ত কর, তিনি তোমাদের ভার বহন করবেন ॥ ৫৬. বেদপালক ব্রহ্মণস্পতি অগ্নিদেব আসুন, প্রিয়সত্য বাগ্‌দেবী আসুন ; বীর্যপ্রদ

নরহিতকর সর্বার্থক ধনযুক্ত যজ্ঞকে দেবগণ আমাদের কাছে আনুন ॥ ৫৭. সবিতাদেব যেমন ঊর্ধ্বে থেকে আমাদের রক্ষা করেন তেমনি তুমি উন্নত থেকে আমাদের রক্ষক হও, অন্নবলদাতা হও ; তোমাকে বিদ্বান ঋত্বিকদের সহায়তায় আহ্বান জানাচ্ছি ॥ ৫৮. হে আশ্রয়দাতা, যে মানুষ ধনের ইচ্ছা করে, যে তোমার উদ্দেশে দ্রব্য নিবেদন করে, হে অগ্নি, সে নিজে বীর ঈশ্বরপূজারী ও বহুজনের পালক হয় ॥ ৫৯. তোমাদের জন্য বহু মানুষের বহু দেবকাম মানুষের আরাধ্য মহান্ অগ্নিকে স্তবগাথায় আরাধনা করি যাঁকে অন্যেরাও স্তব করে থাকেন ॥ ৬০. এই অগ্নিদেব সুবীর্যের ঈশ্বর ; ইনিই সোভাগের ঈশ্বর ; ইনিই ঈশ্বর ধনের, সুসন্তানের, গোধনের ; ইনিই ঈশ্বর পাপনাশকারীদের ॥ ৬১. তুমি হে অগ্নি, গৃহপতি ; তুমি হোতা আমাদের যজ্ঞে । তুমি শুদ্ধিকারক, বিশ্ববরেণ্য, মহামনা । তুমি যাগ কর আর বরণীয়কে প্রাপ্ত হও ॥ ৬২. তুমি আমাদের পালন করবে বলে মর্ত্যবাসী তোমার সখা আমরা তোমায় বরণ করি । তুমি বারিরক্ষক, সুন্দর, বহুর মুক্তিদাতা, সর্বজয়ী, অপ্রতিহত কাল ॥

সপ্তম খণ্ড ঃ মন্ত্র সংখ্যা ১০ ॥ দেবতা অগ্নি ॥ ছন্দ ১।৩, ৫-৯ ত্রিষ্টুপ, ২।৪ জগতী, ১০ ত্রিপাদ্‌বিরাট্ গায়ত্রী ॥ ঋষি ঃ ১ শ্যাবাশ্ব আত্রেয় বা বামদেব গোতম ; ২ উপস্তুত বার্ষ্টিহব্য ; ৩ বৃহদুক্থ বামদেব্য ; ৪ কুৎস আঙ্গিরস ; ৫।৬ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য ; ৭ বামদেব গোতম ; ৮।১০ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ; ৯ ত্রিশিরা ত্বাষ্ট্র ॥

মন্ত্র ঃ ৬৩. আ জুহোতা হবিষা মর্জয়ধ্বং নি হোতারং গৃহপতিং দধিধ্বম্ । ইডস্পদে নমসা রাতহব্যং সপর্যতা যজতং পস্ত্যানাম্ ॥ ১ ॥ ৬৪. চিত্র ইচ্ছিশোস্তরুণস্য বক্ষথো ন যো মাতরাবন্বেতি ধাতবে । অনূধা যদজীজনদধা চিদা ববক্ষৎ সদ্যো মহি দূত্যাংত চরন্ ॥ ২ ॥ ৬৫. ইদং ত একং পর উ ত একং তৃতীয়েন জ্যোতিষা সং বিশস্ব । সংবেশনস্তন্বেওচারুরেধি প্রিয়ো দেবানাং পরমে জনিত্রে ॥ ৩ ॥ ৬৬. ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সং মহেমা মনীষয়া । ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ৪ ॥ ৬৭. মূর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিম্ । কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্নঃ পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ ॥ ৫ ॥ ৬৮. বি ত্বদাপো ন পর্বতস্য পৃষ্ঠাদুক্থেভিরগ্নে জনয়ন্ত দেবাঃ । তং ত্বা গিরঃ সুষ্টুতয়ো বাজয়ন্ত্যাজিং ন গির্বাহো জিগ্যুরশ্বাঃ ॥ ৬ ॥ ৬৯. আ বো রাজানমধ্বরস্য রুদ্রং হোতারং সত্যযজং রোদস্যোঃ । অগ্নিং পুরা তনয়িত্নোরচিত্তাদ্ধিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বম্ ॥ ৭ ॥ ৭০. ইন্ধে রাজা সমর্যো নমোভির্যস্য প্রতীকমাহুতং ঘৃতেন । নরো হব্যেভিরীডতে সবাধ আগ্নিরগ্রমুষ-সামশোচি ॥ ৮ ॥ ৭১. প্র কেতুনা বৃহতা যাত্যগ্নিরা রোদসী বৃষভো রোরবীতি । দিবশ্চিদন্তাদুপমামুদানডপামুপস্থে মহিষো ববর্ধ ॥ ৯ ॥ ৭২. অগ্নিং নরো দীধিতিভিররণ্যোর্হস্তচ্যুতং জনয়ত প্রশস্তম্ । দূরেদৃশং গৃহপতিমথব্যুম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ৬৩. তাঁর উদ্দেশে নিবেদন কর, হোতাকে প্রশংসিত কর, গৃহপতিকে অন্তরে ধারণ কর ; সকল গৃহের উপাস্যকে স্তুতির দ্বারা, যজ্ঞভূমিতে সেই হব্য-গ্রহণকারীকে পূজার দ্বারা প্রীত কর ॥ ৬৪. এই শিশুর এই তরুণের কাজ বড়ই বিচিত্র । এ স্তন্যপানের জন্য মায়ের কাছে যায় না । এর মাতার (—অরণি কাষ্ঠ যা থেকে অগ্নি উৎপন্ন) স্তন নেই, তবু এ জন্মমাত্রই মহান দেবদৌত্যকার্যের ভার গ্রহণ করলো ॥ ৬৫. হে অগ্নি, এই পার্থিব অগ্নি তোমার একরূপ, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ

তোমার আর এক রূপ, আর দ্যুলোকে সূর্যরূপ জ্যোতির্ময় তোমার শরীর তৃতীয়রূপ —এ তিন রূপে তুমি সকল কিছুর মধ্যে প্রবেশ কর। তারপর তুমি কল্যাণরূপ ধারণ করে দেবশ্রেষ্ঠ পরমপিতা সূর্যদেবের প্রিয় হও ॥ ৩৬. সূর্যসমান পূজনীয় সর্বজ্ঞান অগ্নির উদ্দেশে প্রজ্ঞার দ্বারা এই স্তুতি রচনা করি। অগ্নির উপাসনায় আমাদের বুদ্ধি হোক কল্যাণময়ী। হে অগ্নি, আমরা তোমার সখা হলে কেউ হিংসা করতে পারবে না ॥ ৬৭. দ্যুলোকের মস্তক, পৃথিবীর শাসক, বিশ্বনায়ক, সৎকর্মের প্রকাশক, কবি, সম্রাট, অতিথির ন্যায় পূজ্য, জনগণের মুখপাত্র অগ্নিদেবকে দেবগণ (—রশ্মিগণ) প্রকাশিত করেন ॥ ৬৮. বারিধারা যেমন পর্বতপৃষ্ঠকে সিক্ত করে সেরূপ হে অগ্নি, দেবতুল্য মানুষেরা তোমাকে সামগানে স্নান করান ॥ হে স্তুতিবাহন, অশ্ব যেমন পথকে ব্যাপ্ত করে, সেই সুন্দর স্তুতিও তেমনি তোমাকে উজ্জ্বলরূপে ব্যাপ্ত করুক ॥ ৬৯. যজ্ঞের রাজা, রুদ্ররূপ, হোতা, দ্যুলোক-ভূলোকের সৎকর্মা, আদি অজ্ঞেয় মহানাদধ্বনি হতে হিরণ্যরূপে জাত অগ্নিকে তোমাদের রক্ষার জন্য উপসনা কর ॥ ৭০. রাজা, ঈশ্বর স্তবের দ্বারা সম্যক্ দীপ্ত, যাঁর পূর্ণদর্শন ঘৃতের দ্বারা সংবর্ধিত, মানুষেরা আগ্রহের সঙ্গে হবির দ্বারা তাঁকে পূজা করে ; অগ্নিদেব ঊষার আগে দীপ্তি লাভ করেন ॥ ৭১. বিশাল পতাকা উড়িয়ে অগ্নিদেব দ্যুলোক ভূলোক জুড়ে বৃষের মত শব্দ করতে করতে চলেছেন ; কাছের আকাশ দূরের আকাশ তিনি ছেয়ে ফেললেন ; জলের আধার আকাশে মহান বিদ্যুৎরূপে তিনি বর্ধিত হলেন ॥ ৭২. যিনি প্রশস্ত, দূরে দৃশ্যমান, গৃহপতি, দেবগণের উদ্দেশ্যে গমনশীল, সেই অগ্নিকে মানুষেরা আঙ্গুলের সাহায্যে অরণিকাষ্ঠ থেকে উৎপন্ন করেন (—প্রজ্বলিত করেন) ॥

অষ্টম খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ৮ ॥ দেবতা অগ্নি ; ৩ পূষা ॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্ ॥ ঋষি ঃ ১ আত্রেয় বুধ ও গবিষ্টির, ২।৫ ভালন্দন বৎসপ্রি ; ৩ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ৪।৭ গাথি বিশ্বামিত্র, ৬ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৮ পায়ু ভারদ্বাজ ॥

মন্ত্র ঃ ৭৩. অবোধ্যগ্নিঃ সমিধা জনানাং প্রতি ধেনুমিবায়তীমুষাসম্। যহ্বা ইব প্র বয়ামুজ্জিহানাঃ প্র ভানবঃ সস্রতে নাকমচ্ছ ॥ ১ ॥ ৭৪. প্র ভূর্জয়ন্তং মহাং বিপোধাং মূরৈরমূরং পুরাং দর্মাণম্। নয়ন্তং গীর্ভির্বনা ধিয়ং ধা হরিশ্মশ্রুং ন বর্মণা ধনর্চিম্ ॥ ২ ॥ ৭৫. শুক্রং তে অন্যদ্যজতং তে অন্যদ্বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি। বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবন্ ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু ॥ ৩ ॥ ৭৬. ইড়ামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ। স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবাগ্নে সা তে সুমতির্ভূত্বস্মে ॥ ৪ ॥ ৭৭. প্র হোতা জাতো মহান্নভো বিন্নৃষদ্মা সীদদপাং বিবর্তে। দধদ্যো ধায়ী সু তে বয়াংসি যন্তা বসূনি বিধতে তনূপাঃ ॥ ৫ ॥ ৭৮. প্র সম্রাজমসুরস্য প্রশস্তং পুংসঃ কৃষ্টীনামনুমাদ্যস্য। ইন্দ্রস্যেব প্র তবসস্কৃতানি বন্দদ্বারা বন্দমানা বিবষ্টু ॥ ৬ ॥ ৭৯. অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা গর্ভ ইবেৎসুভৃতো গর্ভিণীভিঃ। দিবেদিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ ॥ ৭ ॥ ৮০. সনাদগ্নে মৃণসি যাতুধানান্ন ত্বা রক্ষাংসি পৃতনাসু জিগ্যুঃ। নুদহ সহমূরান্ ক্রয়াদো মা তে হেত্যা মুক্ষত দৈব্যায়াঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ ৭৩. ঊষাকালে দুগ্ধদাত্রী গাভীগণ যেমন মানুষের কাছে যায় অগ্নিও সেরূপ সমিধ্কাঠে প্রজ্বলিত হন। তাঁর সেই মহান্ শিখাগুলি শাখাবিস্তারকারী বৃক্ষের মত দ্যুলোকের পানে ছুটে চলে ॥ ৭৪. ভুবনজয়ী, প্রাণদ, মূঢ়ের মত

দৃষ্ট অথচ অবাধজ্ঞানসম্পন্ন, পুরনাশক, বেদবাণীর দ্বারা ভজনীয়, সর্বকর্মধারক শ্মশ্রুর মত উজ্জ্বল সুবর্ণশিখারূপ বর্মের দ্বারা আবৃত অগ্নিকে উত্তমরূপে স্তব কর ॥ ৭৫. হে উদিতভানু পুষারূপী অগ্নি, তোমার এই যে লোহিতবর্ণ এ তোমার এক রূপ, আর যজ্ঞযোগ্য পূজনীয় তোমার যে রূপ তা অন্য ; দিন ও রাত্রি সৃষ্টিরূপ কর্মের দ্বারা তুমি অন্তরিক্ষের মত বিশ্বব্যাপী। যে নিয়ন্তা, এই বিশ্বমায়ার তুমিই পালক ; হে পূষা, তোমার এই দান কল্যাণময় হোক ॥ ৭৬. হে অগ্নি, তোমার উপাসকের জন্য বহুকর্মযুক্ত ধন ও শাশ্বতী বেদবাণী তুমি দিয়ে থাকি। হে অগ্নি, আমাদের এমন পুত্র দাও যার থেকে বংশ বিস্তার হবে আর তোমার কল্যাণ আমাদের ওপর বর্ষিত হবে ॥ ৭৭. অগ্নি মহান্ হয়ে হোতারূপে জাত হলেন, মানুষের মধ্যে নিবাস করলেন, জলের মধ্যে অবস্থান করলেন ॥ ওই মহাশূন্য জন্মলাভ করে সকল কিছুই তিনি জানলেন আর সকল জীব ও ধনসম্পদের নিয়ামক হলেন ॥ ৭৮. প্রাণের দীপ্ত আধার, প্রশস্ত পৌরুষযুক্ত, মানুষের পূজ্য, ইন্দ্রের মত বলশালী সেই প্রথমজাতকে স্তুতিদ্বারা বন্দনা কর ॥ ৭৯. গর্ভিণীর গর্ভে সুরক্ষিত ভাবে অবস্থিত প্রাণের মত দুই অরণি কাঠের মধ্যে নিহিত আছেন জাতবেদা অগ্নি। যাঁরা নিজকর্মে সচেতন সেই হবির দাতা নরকুলে অগ্নি প্রতিদিন পূজিত। ৮০. হে অগ্নি, যাদের হাত দুই অরণি কঠের মধ্য মধ্য নিহিত আছেন জাতবেতা অগ্নি। যাঁরা, যাদের হাত থেকে জীবন রক্ষিতব্য তাদের ধ্বংস কর ; তারা যেন তোমার ওপর জয়লাভ না করে ; অপক্কমাংসভোজীগণ যেন তোমার দিব্য অস্ত্রের আঘাত থেকে মুক্তিলাভ না করে ॥

নবম খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১০ ; দেবতা অগ্নি ॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্ ॥ ঋষি ঃ ১ গয় আত্রেয়, ২ বামদেব, ৬।৪ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ৫ দ্বিত মৃক্তবাহা আত্রেয়, ৩ অত্রিপুত্র বসুগণ, ৭।৯ গোপবন আত্রেয়, ৮ পুরু আত্রেয়, ১০ বামদেব কশ্যপ বা মারীচ অথবা বৈবস্বত মনু অথবা উভয়কৃত ॥

মন্ত্র ঃ ৮১. অগ্ন ওজিষ্ঠমা ভর দ্যুম্নমস্মভ্যমধ্রিগো। প্র নো রায়ে পনীয়সে রৎসি বাজায় পন্থাম্ ॥ ১ ॥ ৮২. যদি বীরো অনুষ্যাদগ্নিমিন্ধীত মর্তাঃ। আজুহ্বন্ধব্যমানুষক্ শর্ম ভক্ষীত দৈব্যম্ ॥ ২ ॥ ৮৩. ত্বেষস্তে ধূম ঋণ্বতি দিবি সঞ্ছুক্র আততঃ। সূরো ন হি দ্যুতা ত্বং কৃপা পাবক রোচসে ॥ ৩ ॥ ৮৪. ত্বং হি ক্ষৈতবদ্যশোঽগ্নে মিত্রো ন পত্যসে। ত্বং বিচর্ষণে শ্রবো বসো পুষ্টিং ন পুষ্যসি ॥ ৪ ॥ ৮৫. প্রাতরগ্নিঃ পুরুপ্রিয়ো বিশ স্তবেতাতিথিঃ। বিশ্বে যস্মিন্নমর্ত্যে হব্যং মর্তাস ইন্ধতে ॥ ৫ ॥ ৮৬. যদ্ বাহিষ্ঠং তদগ্নয়ে বৃহদর্চ বিভাবসো। মহিষীব ত্বদ্ রয়িস্ত্বদ্ বাজা উদীরতে ॥ ৬ ॥ ৮৭. বিশোবিশো বো অতিথিং বাজয়ন্তঃ পুরুপ্রিয়ম্। অগ্নিং বো দুর্যং বচঃ স্তুষে শূষস্য মন্মভিঃ ॥ ৭ ॥ ৮৮. বৃহদ্ বয়ো হি ভানবেঽর্চা দেবায়াগ্নয়ে। যং মিত্রং ন প্রশস্তয়ে মর্তাসো দধিরে পুরঃ ॥ ৮ ॥ ৮৯. অগন্ম বৃত্রহন্তমং জ্যেষ্ঠমগ্নিমানবম্ য স্ম শ্রুতর্বন্নার্ক্ষ্যে বৃহদনীক ইধ্যতে ॥ ৯ ॥ ৯০. জাতঃ পরেণ ধর্মণা যৎ সবৃদ্ভিঃ সহাভুবঃ। পিতা যৎ কশ্যপস্যাগ্নিঃ শ্রদ্ধা মাতা মনুঃ কবিঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ৮১. হে অগ্নি, হে সদাগমনশীল, শ্রেষ্ঠ ধন বল প্রদান কর ; গূঢ় বাক্যের দ্বারা বোধগম্য আশ্চর্যকর পরমধনের জন্য পথ নির্দেশ কর ॥ ৮২. মরণশীল মানুষ যদি বীর্যমান হয়ে নিরন্তর অগ্নিদেবকে উপাসনা করে তবেই দিব্যসুখ ও আশ্রয় লাভ করতে পারে ॥ ৮৩. হে পূত শুদ্ধ অগ্নি, তোমার মহান্ ধূম দ্যুলোকে গমন করে বারিরূপে ব্যাপ্ত হয় ; তুমি নিজ সামর্থ্যে সূর্যের মত দীপ্ত হয়ে প্রকাশিত হও ॥ ৮৪. হে অগ্নি, রাজপুত্রের মত কান্তি তোমার, বন্ধুর মত আবিষ্ট কর ;

বিশ্বদ্রষ্টা তুমি হে বহুধন, যশ, আর পুষ্টি দিয়ে আমাদের পোষণ কর ॥ ৮৫, বিশ্বে যে অবিনশ্বরকে নশ্বর মানুষেরা হব্যদান ক'রে পূজা করে, তিনি জনগণের অতিথিবৎ পূজ্য, বহুপ্রিয়, প্রাতঃকালে পূজিত অগ্নিদেব ॥ ৮৬. উত্তম যে স্তব তা' অগ্নির উদ্দেশ্যে উচ্চারিত। হে বিভাবসু, তোমা হতে বিপুল ধন ও অন্ন উৎপন্ন হয় ॥ ৮৭. সকল জনের অতিথি, বহুপ্রিয় অগ্নিকে অন্নকাম মনিষে তোমাদের জন্য আমি যথাশক্তি মননের দ্বারা দুর্জ্ঞেয় বাক্যে তুষ্ট করি ॥ ৮৮. মর্ত্যের মানুষেরা স্তব ক'রে যে অগ্নিকে বন্ধুর মত পুরোভাগে স্থাপন করে, সেই দীপ্তশিখা অগ্নিদেবকে মহানন্দে অর্চনা কর ॥ ৮৯. যিনি মহান দীপ্তিতে ঋক্ষপুত্র শ্রুতর্বার কাছে প্রকাশিত হয়েছিলেন সেই প্রথমজাত, পাপনাশক, মানুষের হিতকর অগ্নিকে আমি জানি ॥ ৯০. যা উৎকৃষ্ট, পরম ধর্মজাত যা সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে বর্ধিত হয়, যা বিশ্বালোকের (=কশ্যপ) পালয়িতা, সেই অগ্নিই শ্রদ্ধা, মাতা, ক্রান্তদর্শী মনু। [কশ্যপ = একপ্রকার আলোক যা সূর্যের ভ্রমণপথকে নিয়ন্ত্রিত করে] ॥

দশম খণ্ড ঃ মন্ত্র সংখ্যা ৬ ॥ দেবতা ঃ ১ বিশ্বেদেবগণ, ২ অঙ্গিরা, ৩-৬ অগ্নি ॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্ ॥ ঋষি ঃ ১ অগ্নিস্তাপস, ২।৩ বামদেব কশ্যপ বা অসিত দেবল, ৪ সোমাহুতি ভার্গব বা ভর্গাহুতি সোম, ৫ পায়ু ভারদ্বাজ, ৬ প্রস্কণ্ব কাণ্ব ॥

মন্ত্র ॥ ৯১. সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্যং ব্রহ্মাণং চ বৃহস্পতিম্ ॥ ১ ॥ ৯২. ইত এত উদারুহন্দিবঃ পৃষ্ঠান্যারুহন্। প্র ভূর্জয়ো যথা পথো দ্যামঙ্গিরসো যযুঃ ॥ ২ ॥ ৯৩. রায়ে অগ্নে মহে ত্বা দানায় সমিধীমহি। ঈড়িষ্বা হি মহে বৃষন্ দ্যাবা হোত্রায় পৃথিবী ॥ ৩ ॥ ৯৪. দধন্বে বা যদীমনু বোচদ্ ব্রহ্মেতি বেরু তৎ। পরি বিশ্বানি কাব্যা নেমিশ্চক্রমিবাভুবৎ ॥ ৪ ॥ ৯৫. প্রত্যগ্নে হরসা হরঃ শৃণাহি বিশ্বতস্পরি। যাতুধানস্য রক্ষসো বলং ন্যুব্জ-বীর্যম্ ॥ ৫ ॥ ৯৬. ত্বমগ্নে বসূঁরিহ রুদ্রাঁ আদিত্যাঁ উত। যজা স্বধ্বরং জনং মনুজাতং ঘৃতপ্রুষম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ ৯১. আমাদের রক্ষার জন্য আমরা সোমরাজাকে, বরুণ অগ্নিকে আহ্বান করি ; আর আহ্বান করি আদিত্য, বিষ্ণু, সূর্য, ব্রহ্মা ও বৃহস্পতিকে ॥ ৯২. পৃথিবী-বিজয়ী রাজা যে পথে দিব্যধামে গমন করেন অঙ্গিরাগণও সেই পথে দ্যুলোকে গমন করেন ॥ ৯৩. হে অগ্নি, শ্রেষ্ঠ ধনলাভের জন্য তোমাকে সন্দীপ্ত করি। হে বর্ষণকারী, মহান্ আহুতিকর্মের জন্য দ্যুলোক ও ভূলোককে প্রশংসিত কর ॥ ৯৪. যজ্ঞে উপাসক যে হব্য দান করেন, যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন ব্রহ্মস্বরূপ অগ্নি তা সমস্তই জানেন। নেমি যেমন চক্রকে ব্যাপ্ত করে বর্তমান থাকে অগ্নিও সেরূপ উপাসকের সমস্ত কর্মই ব্যাপ্ত করে আছেন ॥ ৯৫. হে অগ্নি, তোমার তেজের দ্বারা হিংসকের বল নষ্ট কর, বিঘ্নকারীর বলবীর্য ভেঙে দাও ॥ ৯৬. হে অগ্নি, এই যজ্ঞে বসু, রুদ্র ও আদিত্যদের অর্চনা কর ; শোভন যজ্ঞযুক্ত ও বৃষ্টিপ্রদানকারী মনুজাতদেরও ভজনা কর ॥

একাদশ খণ্ড ॥ মন্ত্র সংখ্যা ১০ ॥ দেবতা অগ্নি ; ৫ পবমান সোম ; ৬ অদিতি ॥ ছন্দ উষ্ণিক্ ॥ ঋষিঃ ১ দীর্ঘতমা ঔচথ্য, ২।৪ গাথি বিশ্বামিত্র, ৩ গোতম রাহুগণ, ৫ত্রিত আপ্ত্য, ৬ ইরিম্বিঠি কাণ্ব, ৭।৮।১০ বিশ্বমনা বৈয়শ্ব, ৯ ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ ॥

মন্ত্রঃ ৯৭. পুরু ত্বা দাশিবাং বোচেঽরিরগ্নে তব স্বিদা। তোদস্যেব শরণ আ

মহস্য ॥ ১ ॥ ৯৮. প্র হোত্রে পূর্ব্যং বচোঽগ্নয়ে ভরতা বৃহৎ। বিপাং জ্যোতীংষি বিভ্রতে ন বেধসে ॥ ২ ॥ ৯৯. অগ্নে বাজস্য গোমত ঈশানঃ সহসো যহো। অস্মে দেহি জাতবেদো মহি শ্রবঃ ॥ ৩ ॥ ১০০. অগ্নে যজিষ্ঠো অধ্বরে দেবান্ দেবয়তে যজ। হোতা মন্দ্রো বি রাজস্যতি স্রিধঃ ॥ ৪ ॥ ১০১. জজ্ঞানঃ সপ্ত মাতৃভির্মেধামাশাসত শ্রিয়ে। অয়ং ধ্রুবো রয়ীণাং চিকেতদা ॥ ৫ ॥ ১০২. উত স্যা নো দিবা মতিরদিতিরূত্যাগমৎ। সা শন্তাতা ময়স্করদপ স্রিধঃ ॥ ৬ ॥ ১০৩. ঈড়িষ্বা হি প্রতীব্যাংত যজস্ব জাতবেদসম্। চরিষ্ণু ধূমমগৃভীতশোচিষম্ ॥ ৭ ॥ ১০৪. ন তস্য মায়য়া চ ন রিপুরীশীত মর্ত্যঃ। যো অগ্নয়ে দদাশ হব্যদাতয়ে ॥ ৮ ॥ ১০৫. অপ ত্যং বৃজিনং রিপুং স্তেনমগ্নে দুরাধ্যম্। দবিষ্ঠমস্য সৎপতে কৃধী সুগম্ ॥ ৯ ॥ ১০৬. শ্রুষ্ট্যগ্নে নবস্য মে স্তোমস্য বীর বিশ্পতে। নি মায়িনস্তপসা রক্ষসো দহ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ৯৭. হে অগ্নি, আমি তোমার উদ্দেশে অনেক হব্য দান ক'রে তোমার কাছে অনেক কামনা করি। হে অগ্নি, মহান্ প্রভুর গৃহে যেমন সেবক থাকে, আমিও তোমার তেমনি সেবক ॥ ৯৮. হে নরগণ, মেধাসম্পন্নদের তেজ ধারণকারী, জগৎ-নিয়ন্তা, দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নিদেবের উদ্দেশে মহান সনাতন বাণী উচ্চারণ কর। ৯৯. হে অগ্নি, তুমি বলজাত, তুমি বাক্, বল ও অন্নের ঈশ্বর ; হে জাতবেদা, আমাদের মহান প্রখ্যাত অন্ন বল দাও। ১০০. হে অগ্নি, তুমি যজ্ঞকারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিক. যারা দেবকাম তাদের জন্য তুমি দেবতাদের মিলিত কর ; তুমি হোতা আনন্দময় , তুমি অবিশ্বাসীকে পরাভূত ক'রে বিরাজ কর। ১০১. সোম যখন জন্মালেন তখন সপ্তমাতারূপিণী সপ্তছন্দ সৌন্দর্যের জন্য সোমকে ঘিরে স্তব করতে লাগলেন, কারণ তিনি সর্বজ্ঞ, আর তিনিই নিশ্চিত ধনের সন্ধান জানেন ॥ ১০২. সেই অখণ্ড মননশক্তি আমাদের নিত্য রক্ষার জন্য আগমন করুন ; তিনি আমাদের শান্তিকর সুখ বিধান করুন, বিঘ্ন নাশ করুন ॥ ১০৩. যিনি বিঘ্ননাশ-কারী, জাতবেদা, যাঁর ধূম সর্বত্র সঞ্চারিত, যাঁর তেজ কেহ গ্রহণ করতে পারে না, সেই অগ্নিকে স্তব কর, পূজা কর ॥ ১০৪. যিনি কর্মফলদাতা অগ্নির উদ্দেশে দান করেন তার শত্রু কোন প্রকার মায়াদ্বারা তার কোন ক্ষতি করতে পারে না ॥ ১০৫, হে অগ্নি, সেই কুটিলপথগামীকে, শত্রুকে, চোরকে, দারিদ্র্যকে নাশ কর। হে সজ্জন-পালক, এই সমস্ত দূর ক'রে আমাদের সুপথগামী কর ॥ ১০৬. হে বীর, হে জনগণপালক, আমার এই নতুন স্তোত্র শুনে মায়াসৃষ্টিকারী বিঘ্নকারী শক্তিকে তোমার তপের তাপে দহন কর ॥

দ্বাদশ খণ্ড ঃ মন্ত্র সংখ্যা ৮ ॥ দেবতা অগ্নি ॥ ছন্দ ১-৭, ককুপ্, ৮ উষ্ণিক ॥ **ঋষিঃ** ১।৪ প্রয়োগ ভার্গব অথবা সৌভরি কাণ্ব, ২।৩।৫।৬।৭ সৌভরি কাণ্ব, ৮ বিশ্বমনা বৈয়শ্ব ॥

মন্ত্রঃ ১০৭. প্র মংহিষ্ঠায় গায়ত ঋতাব্নে বৃহতে শুক্রশোচিষে। উপস্তুতাসো অগ্নয়ে ॥ ১ ॥ ১০৮. প্র সো অগ্নে তবোতিভিঃ সুবীরাভিস্তরতি বাজকর্মভিঃ। যস্য ত্বং সখ্যমাবিথ ॥ ২ ॥ ১০৯. তং গূর্ধয়া স্বর্ণরং দেবাসো দেবমরতিং দধন্বিরে। দেবত্রা হব্যমূহিষে ॥ ৩ ॥ ১১০. মা নো হৃণীথা অতিথিং বসুরগ্নিঃ পুরুপ্রশস্ত এষঃ। যঃ সুহোতা স্বধ্বরঃ ॥ ৪ ॥ ১১১. ভদ্রো নো অগ্নিরাহুতো ভদ্রা রাতিঃ সুভগ ভদ্রো অধ্বরঃ। ভদ্রা উত প্রশস্তয়ঃ ॥ ৫ ॥ ১১২. যজিষ্ঠং ত্বা ববৃমহে দেবং দেবত্রা হোতারমমর্ত্যম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ ॥ ৬ ॥ ১১৩. তদগ্নে দ্যুম্নমা

ভর যৎসাসাহা সদনে কঞ্চিদত্রিণম্ । মন্যুং জনস্য দূঢ্যম্ ॥ ৭ ॥ ১১৪. যদ্বা উ বিশ্পতিঃ শিতঃ সুপ্রীতো মনুষো বিশে। বিশ্বেদগ্নিঃ প্রতি রক্ষাংসি সেধতি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ ১০৭. হে স্তোতাগণ, তোমরা শ্রেষ্ঠদাতা, সত্যধর্মা, মহান, পবিত্র দীপ্তিময় অগ্নির উদ্দেশে গান কর ॥ ১০৮. হে অগ্নি, তুমি যাকে সখা কর সে তোমার দেওয়া উত্তম বল ও অন্নদ্বারা সকল বিঘ্ন অতিক্রম করে ॥ ১০৯. হে স্তোতা, যিনি দ্যুলোকে হব্য নিয়ে যান সেই প্রসিদ্ধ অগ্নির স্তব কর ; বিদ্বান্‌গণ তাঁরই কাছে গমন করেন এবং তাঁর মাধ্যমে দেবগণকে হব্য প্রদান করেন ॥ ১১০. যিনি দেবগণের উত্তম আহ্বানকারী, যিনি সুযাজ্ঞিক সেই অতিপ্রশস্ত ধনপ্রদ অতিথি অগ্নি যেন আমাদের অনাদর না করেন ॥ ১১১. সম্যক্ পূজিত অগ্নি আমাদের জন্য কল্যাণকর হোন ; হে শোভনধন অগ্নি, তোমার দান আমাদের কল্যাণ করুক ; এই অহিংসিত যজ্ঞ কল্যাণময় হোক ; আমাদের স্তুতি কল্যাণকর হোক ॥ ১১২. হে অগ্নি, তুমি শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিক, দেবগণের দেব, তুমি হোতা, তুমি অমর ; এই যজ্ঞের সুকর্মা তোমাকে আমরা বরণ করি ॥ ১১৩. হে অগ্নি, আমাদের সেই ধন দাও যে ধন গৃহে প্রবিষ্ট দুষ্ট বিঘ্নকারীকে পরাভূত করে ও পাপবুদ্ধি ব্যক্তির ক্রোধ অভিভূত করে ॥ ১১৪. জনগণের পালক তীক্ষ্ণ অগ্নি প্রীত হয়ে যখন গৃহে অবস্থান করেন তখন তিনি সকল বিঘ্ন সমূলে বিনাশ করেন ॥

॥ আগ্নেয় কাণ্ড সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐন্দ্র কাণ্ড ঃ ইন্দ্রস্তুতি

প্রথম খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১০ ॥ দেবতা ইন্দ্র (৩য় ঋকের দেবতা অগ্নি বা হবীংষি) ॥ ছন্দ গায়ত্রী ॥ ঋষি ঃ ১ শংযুর্বার্হস্পত্য, ২ শ্রুতকক্ষ সুকক্ষ অথবা আঙ্গিরস, ৩ হর্যত প্রাগাথ, ৪।৫ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ (৫ সুকক্ষ আঙ্গিরস), ৬ দেবজামি ইন্দ্রমাতা ঋষিকা, ৭।৮ গোষূক্তি-অশ্বসূক্তি কাণ্বায়ন, ৯।১০ মেধাতিথি কাণ্ব, আঙ্গিরস প্রিয়মেধ ॥

মন্ত্র ঃ ১১৫. তদ্ বো গায় সুতে সচা পুরুহূতায় সত্বনে। শং যদ্ গবে ন শাকিনে ॥ ১ ॥ ১১৬. যস্তে নূনং শতক্রতবিন্দ্র দ্যুম্নিতমো মদঃ। তেন নূনং মদে মদেঃ ॥ ২ ॥ ১১৭. গাব উপ বটাবটে মহী যজ্ঞস্য রপ্সুদা। উভা কর্ণা হিরণ্যয়া ॥ ৩ ॥ ১১৮. অরমশ্বায় গায়ত শ্রুতকক্ষারং গবে। অরমিন্দ্রস্য ধাম্নে ॥ ৪ ॥ ১১৯. তমিন্দ্রং বাজয়ামসি মহে বৃত্রায় হন্তবে। স বৃষা বৃষভো ভুবৎ ॥ ৫ ॥ ১২০. ত্বমিন্দ্র বলাদধি সহসো জাত ওজসঃ। ত্বং সন্ বৃষন্ বৃষেদসি ॥ ৬ ॥ ১২১. যজ্ঞ ইন্দ্রমবর্ধয়দ্ যদ্ ভূমিং ব্যবর্তয়ৎ। চক্রাণ ওপশং দিবি ॥ ৭ ॥ ১২২. যদিন্দ্রাহং যথা ত্বমীশীয় বস্ব এক ইৎ। স্তোতা মে গোসখা স্যাৎ ॥ ৮ ॥ ১২৩. পন্যং পন্যমিৎ সোতার আ ধাবত মদ্যায়। সোমং বীরায় শূরায় ॥ ৯ ॥ ১২৪. ইদং বসো সুতমন্ধঃ পিবা সুপূর্ণমুদরম্। অনাভয়িন্ ররিমা তে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ১১৫. হে স্তোতাগণ, গবাদি পশুর কাছে উদ্ভিদ্ যেমন সুখকর হয় সেরূপ সোমাভিষবে বহুলোকের বন্দনীয় সর্বশক্তিমান্ ইন্দ্রের সুখদায়ক স্তোত্র তোমরা একত্র মিলিত হয়ে গান কর ॥ ১১৬. হে শতযজ্ঞকারী ইন্দ্র, পরমানন্দদায়ক সোমরস তোমার জন্য আমরা অভিষব করেছি, সেই রস পান ক'রে বারবার মত্ত হয়ে আমাদের আনন্দ দান কর ॥ ১১৭. দ্যুলোক ও ভূলোক উভয়ে বাণীযুক্তা, উভয়ের শ্রবণসামর্থ্য দীপ্তিময়ী ; হে দেবরশ্মিগণ, পৃথিবীতলে যজ্ঞক্ষেত্রে অবনমিত হও ॥ ১১৮. শ্রুতকক্ষ ঋষি তেজ ও বলের জন্য গান করছেন, তিনি ইন্দ্রধাম প্রাপ্তির জন্য আকুল হয়ে গান করছেন ॥ ১১৯. বিপুলাকৃতি বৃত্রকে (=মেঘকে) বধের জন্য আমরা ইন্দ্রকে রহস্যময়বাক্যের দ্বারা স্তব করি। সেই অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র আমাদের অভিলাষ পূরণ করুন ॥ ১২০. হে ইন্দ্র, তুমি তেজ ও বল হতে জন্মেছ ; হে অভীষ্টবর্ষী তুমিই মনোবাঞ্ছাপূরণকর্তা ॥ ১২১. যজ্ঞ ইন্দ্রকে বর্ধিত করেছে কারণ তিনি অন্তরিক্ষে শায়িত মেঘ থেকে বৃষ্টি প্রদান ক'রে পৃথিবীর আবর্তন রক্ষা করেছেন ॥ ১২২. হে ইন্দ্র, তুমি যেমন একাই ধনের ঈশ্বর সেরূপ আমি ঐশ্বর্য-যুক্ত হলে আমার ভক্ত ধনযুক্ত হোত ॥ ১২৩. হে সোমপ্রস্তুতকারিগণ, এই আশ্চর্য সোমকে হর্ষ ও শৌর্যযুক্ত বীর ইন্দ্রের উদ্দেশে উৎসর্গের জন্য দ্রুত আগমন কর ॥ ১২৪. হে সর্বধন ইন্দ্র, উদরপূর্ণ ক'রে সোম পান কর ; হে নির্ভীক, এ দান তোমার জন্য ॥

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ মন্ত্র সংখ্যা ১০ ॥ দেবতা ইন্দ্র (৯ অগ্নি ও ইন্দ্র) ছন্দ গায়ত্রী ॥ ঋষি ঃ ১।২ সুকক্ষ ও শ্রুতকক্ষ আঙ্গিরস, ৩ ভরদ্বাজ (ঋগ্বেদে শংযু বার্হস্পত্য), ৪ শ্রুতকক্ষ (ঋগ্বেদে সুকক্ষ আঙ্গিরস), ৫।৬ মধুছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৭।৯।১০ ত্রিশোক কাণ্ব, ৮ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ॥

মন্ত্র ঃ ১২৫. উদ্ঘেদভি শ্রুতামঘং বৃষভং নর্যাপসম্। অস্তারমেষি সূর্য ॥ ১ ॥ ১২৬. যদদ্য কচ্চ বৃত্রহন্নুদগা অভি সূর্য। সর্বং তদিন্দ্র তে বশে ॥ ২ ॥ ১২৭. য আনয়ৎ পরাবতঃ সুনীতী তুর্বশং যদুম্। ইন্দ্রঃ স নো যুবা সখা ॥ ৩ ॥ ১২৮. মা ন ইন্দ্রাভ্যাৎ দিশঃ সূরো অক্তুষ্বা যমৎ। ত্বা যুজা বনেম তৎ ॥ ৪ ॥ ১২৯. এন্দ্র সানসিং রয়িং সজিত্বানং সদাসহম্। বর্ষিষ্ঠমূতয়ে ভর ॥ ৫ ॥ ১৩০. ইন্দ্রং বয়ং মহাধন ইন্দ্রমর্ভে হবামহে। যুজং বৃত্রেষু বজ্রিণম্ ॥ ৬ ॥ ১৩১. অপিবৎ কদ্রুবঃ সুতমিন্দ্রঃ সহস্রবাহ্বে। তত্রাদদিষ্ট পৌংস্যম্ ॥ ৭ ॥ ১৩২. বয়মিন্দ্র ত্বায়বোঽভি প্র নোনুমো বৃষন্। বিদ্ধী ত্বাস্য নো বসো ॥ ৮ ॥ ১৩৩. আ ঘা যে অগ্নিমিন্ধতে স্তৃণন্তি বর্হিরানুষক্। যেষামিন্দ্রো যুবা সখা ॥ ৯ ॥ ১৩৪. ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ পরি বাধো জহী মৃধঃ। বসু স্পার্হং তদা ভর ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ১২৫. হে সূর্য, কীর্তিযুক্তধনবিশিষ্ট, অভিলাষপূরণকারী, মানুষেরহিতকারী উদার পুরুষের জন্য উদিত হও ॥ ১২৬. হে সূর্য, হে বৃত্রবধকারী, হে ইন্দ্র, আজ এই যেসব পদার্থের সামনে উদিত হয়েছ, এ সকলই তোমার বশে এসেছে ॥ ১২৭. যিনি সুষ্ঠু নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে দূরদেশ থেকে তুর্বশ ও যদুকে এনেছিলেন সেই যুবা ইন্দ্র আমাদের সখা। [তুর্বশ=ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষযুক্ত মানুষ। যদু= আচার্যের উপদেশে বিপথ হতে বিরত মানুষ। (নিঘণ্টু ভাষ্য)] ॥ ১২৮. হে ইন্দ্র, প্রবল শত্রু যেন রাত্রির অন্ধকারে চতুর্দিকে আমাদের ঘিরে না ফেলে ; তোমার সহায়তায় আমরা তাদের রুখতে পারবো ॥ ১২৯. হে ইন্দ্র, আমাদের

পালনের জন্য, তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে জয় করবার জন্য, নিরন্তর সেবনযোগ্য শত্রুপরাভবকারী প্রচুর ধন আন ॥ ১৩০. আমরা ইন্দ্রকে প্রচুর ধনের জন্য আহ্বান করি, আমরা ইন্দ্রকে অল্পধনের প্রয়োজনেও আহ্বান করি। বজ্রধারী ইন্দ্র শত্রুনিবারণে সহায়ক ॥ ১৩১. ইন্দ্রদেব অমিতবলের জন্য কলসপূর্ণ সোম পান করলেন, তার ফলে ইন্দ্রের পৌরুষ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল ॥ ১৩২. হে ইচ্ছাপূরক ইন্দ্র, তোমার কাছে কামনা ক'রে বারবার তোমার স্তব করি। হে আশ্রয়দাতা, আমাদের স্তুতি অন্তরে গ্রহণ কর ॥ ১৩৩. যাঁরা অগ্নিকে সন্দীপ্ত করেন, যাঁরা মিলিতভাবে প্রসারিত করেন, যুবা ইন্দ্র তাঁদের সখা ॥ ১৩৪. হে ইন্দ্র, সকল অপশক্তিকে দ্বেষ কর, বিনাশ কর, সংগ্রামকারী শত্রুকে বধ কর ; তারপর কাম্য ধন প্রদান কর ॥

তৃতীয় খণ্ড ঃ মন্ত্র সংখ্যা ১০ ॥ দেবতা ইন্দ্র (১ মরুদ্‌গণ, ৪ বিশ্বদেবগণ ; ৫ ব্রহ্মণস্পতি ; ৭ সবিতা) ॥ ছন্দ গায়ত্রী ॥ ঋষি ঃ ১ কণ্ব ঘোর, ২ ত্রিশোক কাণ্ব, ৩।৯ বৎস কাণ্ব, ৪ কুসীদী কাণ্ব. ৫ মেধাতিথি কাণ্ব, ৬ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস. ৭ শ্যাবাশ্ব আত্রেয়, ৮ প্রগাথ কাণ্ব, ১০ ইরিম্বিঠি কাণ্ব ॥

মন্ত্র ঃ ১৩৫. ইহেব শৃণ্ব এষাং কশা হস্তেষু যদ্ বদান্। নি যামং চিত্রমৃঞ্জতে ॥ ১ ॥ ১৩৬. ইম উ ত্বা বি চক্ষতে সখায় ইন্দ্র সোমিনঃ। পুষ্টাবন্তো যথা পশুম্ ॥ ২ ॥ ১৩৭. সমস্য মন্যবে বিশো বিশ্বা নমন্ত কৃষ্টয়ঃ। সমুদ্রায়েব সিন্ধবঃ ॥ ৩ ॥ ১৩৮. দেবানামিদবো মহৎ তদা বৃণীমহে বয়ম্। বৃষ্ণামস্মভ্য মূতয়ে ॥ ৪ ॥ ১৩৯. সোমানাং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে। কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ ॥ ৫ ॥ ১৪০. বোধন্মনা ইদস্তু নো বৃত্রহা ভূর্যাসুতি। শৃণোতু শক্র আশিষম্ ॥ ৬ ॥ ১৪১. অদ্য নো দেব সবিতঃ প্রজাবৎ সাবীঃ সৌভগম্। পরা দুঃস্বপ্ন্যং সুব ॥ ৭ ॥ ১৪২. কৃতস্য বৃষভো যুবা তুবিগ্রীবো অনানতঃ। ব্রহ্মা কস্তং সপর্যতি ॥ ৮ ॥ ১৪৩. উপহ্বরে গিরীণা সঙ্গমে চ নদীনাম্। ধিয়া বিপ্রো অজায়ত ॥ ৯ ॥ ১৪৪. প্র সম্রাজং চর্ষণীনামিন্দ্রং স্তোতা নব্যং গীর্ভিঃ। নরং নৃষাহং মংহিষ্ঠম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ১৩৫. মরুদ্‌দেবগণের হাতের চাবুকে শন্‌শন্ শব্দ শুনতে পাচ্ছি ; সে শব্দ (বৃত্রের সঙ্গে) যুদ্ধকে মাতিয়ে তোলে ॥ (মরৎ=বায়ু। কশা=শব্দ) ॥ ১৩৬. পশুপালক পশুর দিকে যেমন তাকিয়ে থাকে সেরূপ হে ইন্দ্র, সোমপ্রস্তুতকারী সখারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে ॥ ১৩৭. বিশাল সমুদ্র অভিমুখে যেমন নদ-নদী ধাবিত হয় তেমনি বিশ্বের- সকল মানুষ তাঁর দীপ্ততেজোরাশির জন্য তাঁকে প্রণাম করে ॥ ১৩৮. আমাদের রক্ষার জন্য কামবর্ষী দেবগণ সেই মহাপালন আমরা বরণ করি ॥ ১৩৯. হে ব্রহ্মণস্পতি, উশিজপুত্র কক্ষীবানের মত সোমপ্রস্তুতকারী আমাকে প্রখ্যাত কর ॥ ১৪০. বহুসোম যাঁর জন্য প্রস্তুত হয় সেই বৃত্রহন্তা ইন্দ্রদেব আমাদের অভিলাষ জানুন, আমাদের স্তব শুনুন ॥ ১৪১. হে সবিতাদেব, আজ আমাদের সন্তানসৌভাগ্য দাও ; আমাদের দুঃস্বপ্ন দূর কর ॥ ১৪২. সেই কামবর্ষী, চিরতরুণ, বিশালগ্রীব, অনমনীয় ইন্দ্র কোথায় ? সেই ব্রহ্মরূপী ইন্দ্রকে কে পরিচর্যা করছে ? ১৪৩. পর্বতপ্রান্তে, নদীসঙ্গমে যজ্ঞকর্মের দ্বারা ইন্দ্র জন্মলাভ করেন ॥ ১৪৪. মানুষের সম্রাট্, নেতা, শত্রুপরাভবকারী, অতিদাতা ইন্দ্রকে নতুন মন্ত্রে স্তব কর ॥

চতুর্থ খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১০ ॥ দেবতা ইদ্র (৪ ইন্দ্র ও পূষা) ॥ ছন্দ গায়ত্রী ॥ ঋষি ঃ ১ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস, ২ মেধাতিথি কাণ্ব (ঋগ্বেদ শংযু বার্হস্পত্য), ৩ গোতম রাহুগণ, ৪ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ৫ বিন্দু বা পূতদক্ষ আঙ্গিরস, ৬।৭ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস, ৮ বৎস কাণ্ব, ৯ শুনঃশেপ আজীগর্তি, ১০ শুনঃশেপ আজীগর্তি বা বামদেব ॥

মন্ত্র ঃ ১৪৫. অপাদু শিপ্র্যন্ধসঃ সুদক্ষস্য প্রহোষিণঃ। ইন্দোরিন্দ্রো যবাশিরঃ ॥ ১ ॥ ১৪৬. ইমা উ ত্বা পুরূবসোঽভি প্র নোনুবুর্গিরঃ। গাবো বৎসং ন ধেনবঃ ॥ ২ ॥ ১৪৭. অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যম্। ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে ॥ ৩ ॥ ১৪৮. যদিন্দ্রো অনয়দ্রিতো মহীরপো বৃষন্তমঃ। তত্র পূষা ভবৎ সচা ॥ ৪ ॥ ১৪৯. গোর্ধয়তি মরুতাং শ্রবস্যুর্মাতা মঘোনাম্। যুক্তা বহ্নী রথানাম্ ॥ ৫ ॥ ১৫০. উপ নো হরিভিঃ সুতং যাহি মদানাং পতে। উপ নো হরিভিঃ সুতম্ ॥ ৬ ॥ ১৫১. ইষ্টা হোত্রা অসৃক্ষতেন্দ্রং বৃধন্তো অধ্বরে। অচ্ছাবভৃথমোজসা ॥ ৭ ॥ ১৫২. অহমিদ্ধি পিতুস্পরি মেধামৃতস্য জগ্রহ। অহং সূর্য ইবাজনি ॥ ৮ ॥ ১৫৩. রেবতীর্নঃ সধমাদ ইন্দ্রে সন্তু তুবিবাজাঃ। ক্ষুমন্তো যাভির্মদেম ॥ ৯ ॥ ১৫৪. সোমঃ পূষা চ চেততুর্বিশ্বাসাং সুক্ষিতীনাম্ দেবত্রা রথ্যোর্হিতা ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ১৪৫. জল বর্ষণের দ্বারা অন্নদাতা ইন্দ্র নিপুণ যজ্ঞকারীর যবমিশ্রিত সোমরস তৃপ্তির সঙ্গে পান করেন ॥ ১৪৬. হে বহুজনের আশ্রয়দাতা ইন্দ্র, গোবৎসের প্রতি ধেনুগণ যেমন গমন করে সেরূপ আমাদের এই স্তুতিসকল তোমা অভিমুখে গমন করে ॥ ১৪৭. সূর্যমণ্ডল হতে স্নিগ্ধরশ্মি যে চন্দ্রমণ্ডলে প্রবিষ্ট হয় তা' ইন্দ্র জানেন ॥ ১৪৮. অতি বর্ষণকারী ইন্দ্র যখন ঋতকর্মের দ্বারা মহান বারি-রাশিকে প্রেরণ করেন তখন পূষারূপী সূর্য তাঁর সহায়ক হন ॥ ১৪৯. বহুধনের স্রষ্টা, যশ ও অন্নের নির্মাতা মাতৃরূপী ইন্দ্র (বর্ষণ ইচ্ছা ক'রে) মরুৎ বায়ুদের সোম পান করাচ্ছেন, তাঁর গমনপথে রশ্মিসমূহকে যুক্ত করছেন ॥ ১৫০. হে আনন্দের দেবতা, তোমার রশ্মিরূপ অশ্বের সহায়তায় আমাদের এই সোমযাগে এস, আমাদের এই সোমযাগে এস ॥ ১৫১. যজ্ঞের বৃদ্ধি কামনা করে যজ্ঞকামী হোতাগণ ইন্দ্রের উদ্দেশে আহুতি উৎসর্গ করলেন ; যজ্ঞান্তে অবগাহন স্নানের জন্য গমন করলেন ॥ ১৫২. আমিই যজ্ঞের দ্বারা সত্য ও অন্নের অনুগ্রহ লাভ করেছি ॥ আমি সূর্যের মত প্রকাশিত ॥ ১৫৩. সোম মত্ত ইন্দ্রে হোক আমাদের জন্য প্রচুর অন্ন ও জল, যে অন্ন-জলে অন্নবান হয়ে আমরা হৃষ্ট হবো ॥ ১৫৪. সোম ও পূষা বিশ্বের সকল পদার্থকে জানুন, যাঁরা দেবরশ্মিগণের সঙ্গে রথে যোজিত ॥

পঞ্চম খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১০ ॥ দেবতা ইন্দ্র ॥ ছন্দ গায়ত্রী ॥ ঋষি ঃ ১।৪ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস, ২ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৩ মেধাতিথি কাণ্ব, প্রিয়মেধ আঙ্গিরস, ৫ ইরিম্বিঠি কাণ্ব, ৬।১০ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৭ ত্রিশোক কাণ্ব, ৮ কুসীদী কাণ্ব, ৯ শুনঃশেপ আজীগর্তি ॥

মন্ত্র ঃ ১৫৫. পান্তমা বো অন্ধস ইন্দ্রমভি প্র গায়ত। বিশ্বাসাহং শতক্রতুং মংহিষ্ঠং চর্ষণীনাম্ ॥ ১ ॥ ১৫৬. প্র ব ইন্দ্রায় মাদনং হর্যশ্বায় গায়ত। সখায়ঃ সোমপাবনে ॥ ২ ॥ ১৫৭. বয়মু ত্বা তদিদর্থা ইন্দ্র ত্বায়ন্তঃ সখায়ঃ। কণ্বা উকথেভির্জরন্তে ॥ ৩ ॥ ১৫৮. ইন্দ্রায় মদ্বনে সুতং পরি ষ্টোভন্তু নো গিরঃ। অর্কমর্চন্তু কারবঃ ॥ ৪ ॥ ১৫৯. অয়ং ত ইন্দ্র সোমো নিপূতো অধি বর্হিষি। এহীমস্য দ্রবা পিব ॥ ৫ ॥ ১৬০. সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে। জুহূমসি দ্যবিদ্যবি ॥ ৬ ॥ ১৬১. অভি ত্বা বৃষভা সুতে সুতং সৃজামি পীতয়ে। তৃম্পা ব্যশ্নুহী মদম্ ॥ ৭ ॥

১৬২. য ইন্দ্র চমসেষ্বা সোমশ্চমূষু তে সুতঃ। পিবেদস্য ত্বমীশিষে ॥ ৮ ॥
১৬৩. যোগেযোগে তবস্তরং বাজেবাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ॥ ৯ ॥
১৬৪. আ ত্বেতা নি ষীদতেন্দ্রমভি প্র গায়ত। সখায়ঃ স্তোমবাহসঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ১৫৫. তোমাদের মঙ্গলের জন্য ইন্দ্রের উদ্দেশে পানযোগ্য সোমরস নিবেদন করে' গান কর; তিনি বিশ্বজিৎ, শতকর্মা, মানুষের শ্রেষ্ঠদাতা ॥ ১৫৬. হে সখাগণ, হরিতবর্ণ রশ্মিযুক্ত (=হর্যশ্ব); সোমপায়ী (= জলরাশির পালক), ইন্দ্রের উদ্দেশে আনন্দজনক গান গাও ॥ ১৫৭. হে ইন্দ্র, আমরা তোমার সখা, তোমাকেই কামনা করি। আমরা কণ্বের সন্তান (অথবা বিপ্রগণ) তোমাকে মন্ত্রমালায় স্তুতি করি ॥ ১৫৮. ইন্দ্রের উদ্দেশে যে মদকর সোম তাকে ঘিরে আমাদের গান হোক; গায়কেরা সোমকে অর্চনা করুন ॥ ১৫৯. হে ইন্দ্র, কুশের উপরে যে পূত সোম রয়েছে তা তোমার জন্য; এখন এস, ওই সোম পান কর ॥ ১৬০. পয়স্বিনী গাভীকে দোহনের জন্য দোহনকারী যেমন ডাকে আমরাও তেমনি সুকর্ম ইন্দ্রকে ডাকি আমাদের রক্ষার জন্য ॥ ১৬১. হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র, সোম প্রস্তুত হলে তোমার পানের জন্য তা' উৎসর্গ করি; সেই মদকর সোম পান করে' তৃপ্ত হও ॥ ১৬২. হে ইন্দ্র, তোমার জন্য সোম চমসে ও চমূ পাত্রে আছে। তুমি তা' পান করে প্রভুত্ব কর ॥ ১৬৩. আমরা ইন্দ্রের সখা; আমাদের রক্ষার জন্য অতি মহান ইন্দ্রকে প্রত্যেক কর্ম কৌশলে, প্রত্যেক জ্ঞানকর্মে আহ্বান করি ॥ ১৬৪. হে সামগানকারী সখাগণ, এস, শীঘ্র এস, উপবেশন কর। ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্তর দিয়ে গান কর ॥

ষষ্ঠ খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১০ ॥ দেবতা ইন্দ্র (৭ সদসস্পতি; ১০ মরুদ্গণ) ॥ ছন্দ গায়ত্রী ॥ ঋষি ঃ ১ গাথি বিশ্বমিত্র, ২ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৩ কুসীদী কাণ্ব, ৪ প্রিয়মেধ আঙ্গিরস, ৫।৮ বামদেব গৌতম, ৬।৯ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস, ৭ মেধাতিথি কাণ্ব, ১০ বিন্দু বা পূতদক্ষ আঙ্গিরস ॥

মন্ত্র ঃ ১৬৫. ইদং হ্যন্বোজসা সুতং রাধানাং পতে। পিবা ত্বাস্য গির্বণঃ ॥ ১ ॥
১৬৬. মহাঁ ইন্দ্রঃ পুরশ্চ নো মহিত্বমস্তু বজ্রিণে। দ্যৌর্ন প্রথিনা শবঃ ॥ ২ ॥
১৬৭. আ তূ ন ইন্দ্র ক্ষুমন্তং চিত্রং গ্রাভং সং গৃভায়। মহাহস্তী দক্ষিণেন ॥ ৩ ॥
১৬৮. অভি প্র গোপতিং গিরেন্দ্রমর্চ যথা বিদে। সূনুং সত্যস্য সৎপতিম্ ॥ ৪ ॥
১৬৯. কয়া নশ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা ॥ ৫ ॥ ১৭০ ত্যমু বঃ সত্রাসাহং বিশ্বাসু গীর্ষ্বায়তম্। আ চ্যাবয়স্তূতয়ে ॥ ৬ ॥ ১৭১. সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যম্। সনিং মেধামযাসিষম্ ॥ ৭ ॥ ১৭২. যে তে পন্থা অধো দিবো যেভির্ব্যশ্বমৈরয়ঃ উত শ্রোষন্তু নো ভুবঃ ॥ ৮ ॥ ১৭৩. ভদ্রং ভদ্রং ন আ ভরেষমূর্জং শতক্রতো। যদিন্দ্র মৃড়য়াসি নঃ ॥ ৯ ॥ ১৭৪. অস্তি সোমো অয়ং সুতঃ পিবন্ত্যস্য মরুতঃ। উত স্বরাজো অশ্বিনা ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ১৬৫. হে রাধাপতি (=সর্বসিদ্ধিকর ধনের অধিপতি), হে স্তুতিপ্রিয় ইন্দ্র, বলসহায়ে প্রস্তুত এই সোমরস তোমার পানের জন্য ॥ ১৬৬. বজ্রী ইন্দ্রের মহত্ব হোক, বল হোক বিপুল, দ্যুলোকের মত; ইন্দ্র যে শ্রেষ্ঠ ও মহান ॥ ১৬৭. এস হে ইন্দ্র, মহাহস্তবিশিষ্ট; আমাদের গ্রহণযোগ্য বিবিধ অন্নধন দানের জন্য তোমার দক্ষিণহস্ত প্রসারিত কর ॥ ১৬৮. সত্যের দ্যোতক, সৎকর্মের পালক, রশ্মিসমূহের অধিপতি ইন্দ্র যাতে জানতে পারেন সেইভাবে তাঁকে স্তব কর ॥ ১৬৯. সদা বর্ধমান, বিচিত্রকর্মা, সখা ইন্দ্র কোন পূজাতে আমাদের কাছে আসবেন? কোন শ্রেষ্ঠ

কর্মের দ্বারা বৃত হয়ে তিনি আমাদের কাছে আসবেন ? ১৭০. সকল কিছু যিনি জয় করেন, সকল স্তোত্র যাঁকে প্রসারিত করে সেই ইন্দ্রকে তোমাদের মঙ্গলের জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করে কাছে আন ।। ১৭১. মহান ইন্দ্রের প্রিয়, সকলের কাম্য সর্ব-যজ্ঞাধিপতি অগ্নির কাছে ভক্তি ও প্রজ্ঞা যাচ্ঞা করি ।। ১৭২. যে পন্থা অবলম্বন করে তুমি দ্যুলোক থেকে অধোলোকে তোমার অশ্বরশ্মিকে প্রেরণ কর, আমাদের পৃথিবীর জন্যও তুমি সেইভাবে তোমার কর্মে অপ্রমত্ত থাক। ১৭৩. হে ইন্দ্র, যখন তুমি আমাদের সুখী কর তখন হে শতকর্মা, আমাদের জন্য অন্ন বল সম্পাদন করে আমাদের সকল কিছুই ভদ্র কর ।। ১৭৪. এই সোম প্রস্তুত হয়েছে ; প্রাণবায়ু মরুদ্‌গণ তা' পান করুন ; আর মহাভোজী অশ্বিদ্বয়ও (=দেশ ও কাল) পান করুন ।।

সপ্তম খণ্ড ।। মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ইন্দ্র (৪ অশ্বিদ্বয়, ১০ বায়ু) ।। ছন্দ গায়ত্রী ।। ঋষি ঃ ১ ইন্দ্রমাতা দেবজামিগণ, ২ গোধা ঋষিকা, ৩ দধ্যঙ্ আথর্বণ, ৪ প্রস্কণ্ব কাণ্ব, ৫ গোতম রাহূগণ, ৬ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৭ বামদেব গৌতম, ৮ বৎস কাণ্ব, ৯ শুনঃশেপ আজীগর্তি, ১০ উল বাতায়ন ।।

মন্ত্র ঃ ১৭৫. ঈঙ্খয়ন্তীরপস্যুব ইন্দ্রং জাতমুপাসতে। বন্বানাসঃ সুবীর্যম্ ।। ১ ।। ১৭৬. নকি দেবা ইনীমসি ন ক্যা যোপয়ামসি। মন্ত্রশ্রুত্যং চরামসি ।। ২ ।। ১৭৭ ।। দোষো আগাদ্ বৃহদ্‌গায় দ্যুমদ্ গামন্নাথর্বণ। স্তুহি দেবং সবিতারম্ ।। ৩ ।। ১৭৮. এষো উষা অপূর্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিবঃ ।। স্তুষে বামশ্বিনা বৃহৎ ।। ৪ ।। ১৭৯. ইন্দ্রো দধীচো অস্থভির্বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ। জঘান নবতীর্নব ।। ৫ ।। ১৮০. ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসো বিশ্বেভিঃ সোমপর্বভিঃ। মহাঁ অভিষ্টি-রোজসা ।। ৬ ।। ১৮১. আ তূ ন ইন্দ্র বৃত্রহন্নস্মাকমর্ধমা গহি। মহান্ মহীভিরূতিভিঃ ।। ৭ ।। ১৮২. ওজস্তদস্য তিত্বিষ উভে যৎ সমবর্তয়ৎ। ইন্দ্রশ্চর্মেব রোদসী ।। ৮ ।। ১৮৩. অয়মু তে সমতসি কপোত ইব গর্ভধিম্। বচস্তচ্চিন্ন ওহসে ।। ৯ ।। ১৮৪. বাত আ বাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে। প্র ন আয়ূংষি তারিষৎ ।। ১০ ।।

অনুবাদ ঃ ১৭৫. কর্মকে পরিচালনা করতে ইচ্ছা করে অন্তরিক্ষে অবস্থিত পরিচালিকা শক্তিগণ সুবীর্য ইন্দ্রকে জন্মমাত্রই উপাসনা করলেন ।। ১৭৬. হে দেবগণ, আমাদের কর্মে ত্রুটি করিনি, কোন কাজে শৈথিল্য প্রকাশ করিনি ; আমরা শ্রুত মন্ত্র অনুসারে আচরণ করি। ১৭৭ স্বীয় কর্মে অবিচল, মহাগতিসম্পন্ন, দীপ্ত সূর্য অন্ধকার নাশ করে এসেছেন ; সবিতাদেবকে স্তব কর ।। ১৭৮. প্রিয় উষা যাঁকে এর আগে দেখা যায় নি, তিনি এখন আকাশ থেকে অন্ধকার দূর করছেন। হে অহোরাত্ররূপী অশ্বিদ্বয়, তোমাদের দু'জনকে প্রভূত স্তুতি করি ।। ১৭৯. অপরাজিত ইন্দ্র লোকপালনের জন্য ধ্যানস্থ সূর্য (—দধীচি) থেকে বজ্র (—অস্থি) আহরণ ক'রে অসংখ্যবার বৃত্রকে (মেঘকে) বধ করে থাকেন ।। ১৮০. হে ইন্দ্র, এস ; সকল সোমযাগে সোমপানে হৃষ্ট হয়ে বলের দ্বারা মহান হয়ে শত্রুপরাভবকারী হও ।। ১৮১. হে বৃত্রহন্তা ইন্দ্র, মহান তুমি ; তোমার মহৎ পালনের দ্বারা আমাদের জন্য আমাদের কাছে শীঘ্র এস। ১৮২. ইন্দ্রের বল বিশেষভাবে দীপ্তি লাভ করে, যখন দ্যু ও পৃথিবী উভয়ে মিলিতভাবে মেঘ সৃষ্টি করেন। শরীরচর্মের মত ইন্দ্র দ্যু ও পৃথিবীকে আবৃত করে আছেন। ১৮৩. হে ইন্দ্র, এই সোম তোমার জন্য কপোত যেমন কপোতীর প্রতি বকম্ বকম্ শব্দে ধাবমান হয়, তুমিও তেমনি গুরুগুরু

গর্জনে সোমের প্রতি ধাবমান হও ; আর সেই মেঘধ্বনিরূপ বাক্যের দ্বারা আমাদের প্রাপ্ত হও ॥ ১৮৪. বায়ু আমাদের অভিমুখে প্রবাহিত হোন ; তিনি ভেষজকে সকল কালেই আমাদের জন্য সুখপ্রদ করুন ; তিনি আমাদের আয়ু বৃদ্ধি করুন ॥

অষ্টম খণ্ড ঃ মন্ত্র সংখ্যা ৯ ॥ দেবতা ইন্দ্র ॥ ছন্দ গায়ত্রী ॥ ঋষি ঃ কাণ্ব, ২।৩।৯ বৎস কাণ্ব (ঋগ্বেদে ২।৯ বশোঽশ্ব্য), ৪ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস, ৫ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৬ বামদেব গোতম, ৭ ইরিম্বিঠি কাণ্ব, ৮ সত্যধৃতি বারুণি ॥

মন্ত্র ঃ ১৮৫. যং রক্ষন্তি প্রচেতসো বরুণো মিত্রো অর্যমা। নকিঃ স দভ্যতে জনঃ ॥ ১ ॥ ১৮৬. গব্যো ষু ণো যথা পুরাশ্বযোত রথয়া। বরিবস্যা মহোনাম্ ॥ ২ ॥ ১৮৭. ইমাস্ত ইন্দ্র পৃশ্নয়ো ঘৃতং দুহত আশিরম্। এনামৃতস্য পিপ্যুষীঃ ॥ ৩ ॥ ১৮৮. অয়া ধিয়া চ গব্যয়া পুরুণামন্ পুরুষ্টুত। যৎ সোমেসোম আভুবঃ ॥ ৪ ॥ ১৮৯. পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী। যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ ॥ ৫ ॥ ১৯০. ক ইমং নাহুষীম্বা ইন্দ্রং সোমস্য তর্পয়াৎ। স নো বসূন্যা ভরাৎ ॥ ৬ ॥ ১৯১. আ যাহি সুষুমা হি ত ইন্দ্র সোমং পিবা ইমম্। এদং বর্হিঃ সদো মম ॥ ৭ ॥ ১৯২. মহি ত্রীণামবরস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্যম্ণঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য ॥ ৮ ॥ ১৯৩. ত্বাবতঃ পুরূবসো বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ। স্মসি স্থাতর্হরীণাম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ ১৮৫. প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত বরুণ মিত্র ও অর্যমা যাঁকে রক্ষা করেন তাঁকে কোন মানুষই দ্বেষ করতে পারে না ॥ ১৮৬. হে ইন্দ্র, গো অশ্ব ও রথলাভের ইচ্ছা হলে পূর্বে যেমন দান করতে তেমনি মহৎ দানে আমাদের ইচ্ছা পূরণ কর ॥ ১৮৭. হে ইন্দ্র, জাগতিক সুনিয়ন্ত্রিত ঋতকর্মে নিযুক্ত তোমার দেবরশ্মিগণ অমৃত বারিরাশি দোহন করে ॥ ১৮৮. হে বহুস্তুত বহুনামবিশিষ্ট ইন্দ্র, আমরা অমৃত বারিরাশির দ্বারা ধী-বিশিষ্ট কর্মে নিযুক্ত হব যেহেতু তুমি প্রতি সোমকর্মে (=বারিসৃষ্টিকর্মে) উপস্থিত থাক ॥ ১৮৯. পবিত্রা অন্নবতী কর্মফলদাত্রী বাক্ জলের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবী আমাদের যজ্ঞকে কামনা করুন ॥ ১৯০. মানুষের মধ্যে কে ইন্দ্রকে সোমের দ্বারা প্রীত করতে পারে ? তিনিই আমাদের সর্বসম্পদে পূর্ণ করেছেন ॥ ১৯১. হে ইন্দ্র, এস ; তোমার জন্য এই চারু সোম, তুমি পান কর ; এই যজ্ঞাসনে বস ॥ ১৯২. দ্যুলোকস্থ দুরাধর্ষ মিত্র অর্যমা ও বরুণ এই তিন মহান্ দেবের পালন আমাদের রক্ষা করুক ॥ ১৯৩. হে বহুধন, উদক ও যজ্ঞের নেতা ইন্দ্র, তোমাসদৃশ দেবকেই আমরা কামনা করি, তুমি সকল দেবরশ্মিরূপ অশ্বের অধিষ্ঠাতা ॥

নবম খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১০ ॥ দেবতা ইন্দ্র ॥ ছন্দ গায়ত্রী ॥ ঋষি ঃ ১ প্রগাথ কাণ্ব, ২ গাথি বিশ্বামিত্র, ৩।১০ বামদেব গোতম, ৪।৬ শ্রুতকক্ষ আঙ্গিরস, ৫ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৭ গৃৎসমদ শৌনক, ৮।৯ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য ॥

মন্ত্র ঃ ১৯৪. উত্ত্বা মন্দন্তু সোমাঃ কৃণুষ্ব রাধো অদ্রিবঃ ॥ অব ব্রহ্মদ্বিষো জহি ॥ ১ ॥ ১৯৫. গিবর্ণঃ পাহি নঃ সুতং মধোর্ধারাভিরজ্যসে। ইন্দ্র ত্বাদাতমিদ্ যশঃ ॥ ২ ॥ ১৯৬. সদা ব ইন্দ্রশ্চর্কৃষদা উপো নু স সপর্যন্। ন দেবো বৃতঃ শূর ইন্দ্রঃ ॥ ৩ ॥ ১৯৭. আ ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ সমুদ্রমিব সিন্ধবঃ। ন ত্বামিন্দ্রাতিরিচ্যতে ॥ ৪ ॥ ১৯৮. ইন্দ্রমিদ্ গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ।

ইন্দ্রং বাণীরনূষত ॥ ৫ ॥ ১৯৯. ইন্দ্র ইষে দদাতু ন ঋভুক্ষণমৃভুং রয়িম্ । বাজী দদাতু বাজিনম্ ॥ ৬ ॥ ২০০. ইন্দ্রো অঙ্গ মহদ্ভয়মভীষদপ চুচ্যবৎ । স হি স্থিরো বিচর্ষণিঃ ॥ ৭ ॥ ২০১. ইমা উ ত্বা সুতেসুতে নক্ষন্তে গির্বণো গিরঃ । গাবো বৎসং ন ধেনবঃ ॥ ৮ ॥ ২০২. ইন্দ্রা নু পূষণা বয়ং সখ্যায় স্বস্তয়ে । হুবেম বাজসাতয়ে ॥ ৯ ॥ ২০৩. ন কি ইন্দ্র ত্বদুত্তরং ন জ্যায়ো অস্তি বৃত্রহন্ । ন কোবং যথা ত্বম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ১৯৪. হে বজ্রধারী ইন্দ্র, সোমসকল তোমাকে উত্তমরূপে হর্ষান্বিত করুক ; আমাদের ধন প্রদান কর ; আর ব্রহ্মদ্বেষীকে বিনাশ কর ॥ ১৯৫. হে স্তুতিপ্রিয় ইন্দ্র, মধুর সোমধারায় তোমার পূজা হয়ে থাকে ; তুমি আমাদের সোম পান কর । হে ইন্দ্র, যশরূপ অন্ন তোমারই দান ॥ ১৯৬. ইন্দ্র সর্বদাই তোমাদের জন্য পুনঃ পুনঃ কর্ষণের ব্যবস্থা করেন ; সেই যথার্থ অনুষ্ঠাতাকেই কামনা কর ; কোন দেবতাই শূর ইন্দ্রের মত আচ্ছাদিত করতে পারেন না ॥ ১৯৭. নদীসকল যেমন সমুদ্রে মেশে তেমনি সকল সোমধারাই তোমাতে মিলিত হয় : হে ইন্দ্র, তোমাকে কেহ অতিক্রম করতে পারে না ॥ ১৯৮. সাম গায়কেরা (=সাম-গান গায়কেরা) বৃহৎ সামে, ঋগ্বেদীয় হোতাগণ ঋক্ মন্ত্রে, যজুর্বেদীগণ যজুর্মন্ত্রে ইন্দ্রকেই স্তব করেন ॥ ১৯৯. ইন্দ্র আমাদের অন্নদান ইচ্ছা করে অন্তরিক্ষে নিবাসী সূর্যরশ্মিসমূহ থেকে আহৃত বৈদ্যুতিক জ্যোতিরূপ ধন দান করেন ; (বাজী=) অন্ন বল ও বাকের অধিকর্তা ইন্দ্র, (সেই বৈদ্যুতিক জ্যোতি থেকে সৃষ্ট) অন্ন বল ও বাক্ দান করুন ॥ ২০০. ইন্দ্র অবিলম্বে মহৎ ভয়ে ভীতিগ্রস্ত অবস্থা থেকে মুক্ত করুন ; তিনি স্থিরপ্রজ্ঞ ও বিশ্বদ্রষ্টা ॥ ২০১. হে স্তুতিপ্রিয় ইন্দ্র, প্রতি সোম অভিষবে আমাদের সকল স্তুতি তোমা অভিমুখে ধাবিত হয়, গোবৎসের প্রতি গাভী যেমন যায় ॥ ২০২. ইন্দ্র ও পূষাকে আমরা সখ্যতার জন্য, মঙ্গলের জন্য ও বিপুল ধনের জন্য আহ্বান করি ॥ ২০৩. হে বৃত্রহন্তা ইন্দ্র, তোমার ওপরে কোন দেবতা নেই, তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন দেবতা নেই, আর তুমি যেমন, তেমন কোন দেবতাও নেই ॥

দশম খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১০ ॥ দেবতা ইন্দ্র ॥ ছন্দ গায়ত্রী ॥ ঋষি ঃ ১।৪ ত্রিশোক কাণ্ব, ২ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৩ বৎস কাণ্ব (ঋগ্বেদে অশ্বপুত্র বশ), ৫ সুকক্ষ আঙ্গিরস, ৬।৯ বামদেব গৌতম, ৭ গাথি বিশ্বামিত্র, ৮ গোষূক্তি ও অশ্বসূক্তি কাণ্ব, ১০ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস ॥

মন্ত্র ঃ ২০৪. তরণিং বো জনানাং ত্রদং বাজস্য গোমতঃ । সমানমু প্র শংসিষম্ ॥ ১ ॥ ২০৫. অসৃগ্রমিন্দ্র তে গিরঃ প্রতি ত্বামুদহাসত । সজোষা বৃষভং পতিম্ ॥ ২ ॥ ২০৬. সুনীথো ঘা স মর্ত্যো যং মরুত যমর্যমা । মিত্রাস্পান্ত্যদ্রুহঃ ॥ ৩ ॥ ২০৭. যদ্বীডাবিন্দ্র যৎ স্থিরে যৎ পর্শানে পরাভৃতম্ । বসু স্পার্হং তদা ভর ॥ ৪ ॥ ২০৮. শ্রুতং বো বৃত্রহন্তমং প্র শর্ধং চর্ষণীনাম্ । আশিষে রাধসে মহে ॥ ৫ ॥ ২০৯. অরং ত ইন্দ্র শ্রবসে গমেম শূর ত্বাবতঃ । অরং শক্র পরেমণি ॥ ৬ ॥ ২১০. ধানাবন্তং করম্ভিণমপূবন্তমুক্থিনম্ । ইন্দ্র প্রাতজুর্ষস্ব নঃ ॥ ৭ ॥ ২১১. অপাং ফেনেন নমুচেঃ শির ইন্দ্রোদবর্তয়ঃ । বিশ্বা যদজয় স্পৃধঃ ॥ ৮ ॥ ২১২. ইমে ত ইন্দ্র সোমাঃ সুতাসো যে চ সোত্বাঃ । তেষাং মৎস্ব প্রভূবসো ॥ ৯ ॥ ২১৩. তুভ্যং সুতাসঃ সোমাঃ স্তীর্ণং বর্হির্বিভাবসো । স্তোতৃভ্য ইন্দ্র মৃড়য় ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : ২০৪. তোমাদের সকলের জন্য উদকযুক্ত অন্ন-বলের অবাধ উদ্‌ঘাটক, সমদৃষ্টিসম্পন্ন, দক্ষ, আদরণীয় ইন্দ্রকে স্তব করি ॥ ২০৫. হে ইন্দ্র, আমি তোমার উদ্দেশে মন্ত্র উচ্চারণ করছি ; তুমি বর্ষণশীল, রক্ষক ; তোমাকে প্রাপ্ত হবে বলে এই স্তুতি ঊর্ধ্বলোকে গমন করছে ; তুমি তা প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করেছ ॥ ২০৬. হিংসাশূন্য, দ্বেষশূন্য প্রাণবায়ু মরুৎগণ যাঁকে রক্ষা করেন, শত্রুভূত অন্ধকার-নাশক অর্যমা (=আদিত্য) যাঁকে রক্ষা করেন, মরণ থেকে ত্রাণকারী মিত্র (=আদিত্য) যাঁকে রক্ষা করেন, সেই মানুষই দেবতার স্তুতিকরণে সুসমর্থ হয় ॥ ২০৭. হে ইন্দ্র, দৃঢ় দুর্গম স্থানে, স্থাবরে, মেঘের মধ্যে যে ধন তুমি গুপ্ত রেখেছ সেই স্পৃহণীয় ধন আমাদের জন্য আন ॥ ২০৮. শ্রুতকীর্তি, বৃত্রহন্তা, জনগণের যজ্ঞকর্মে উৎসাহী ইন্দ্রের কাছে তোমাদের জন্য সর্বসিদ্ধিকর মহাধন কামনা করি ॥ ২০৯. হে শূর, হে ইন্দ্র, তোমার মত প্রচুর যশ ইচ্ছা করে তোমার কাছে এসেছি। হে দানসমর্থ দেব, এমন ভাবে দাও যেন উছলে পড়ে ॥ ২১০. হে ইন্দ্র, আমাদের এই প্রাতঃকালীন যজ্ঞে তোমার উদ্দেশে ভাজা যবের ছাতু, দধিমিশ্রিত সোম ও আসূকে পিঠে যা নিবেদন করলাম এবং যে স্তুতি করলাম তা' তুমি গ্রহণ কর ॥ ২১১. হে ইন্দ্র, যখন বর্ষণবিমুখ মেঘের (=নমুচির) মস্তক আকাশে অবস্থিত জলরাশির ফেনার আঘাতে ছিন্ন করলে তখন তুমি সকল স্পর্ধমান মেঘকেই জয় করলে ॥ ২১২. হে ইন্দ্র, এই যা কিছু সোম (=বারিরাশি) সৃষ্ট হয়েছে, তা' তোমার জন্যই হয়েছে। হে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনের ঈশ্বর, তুমি তাদের পেয়ে হর্ষান্বিত হও ॥ ২১৩. হে বিভাবসু, তোমার জন্যই অভিষুত সোম অন্তরিক্ষে বিস্তৃত হয়েছে ; হে ইন্দ্র, স্তুতিকারীদের জন্য সুখপ্রদ হও ॥

একাদশ খণ্ড : মন্ত্রসংখ্যা ৯ ॥ দেবতা ইন্দ্র ॥ ছন্দ গায়ত্রী ॥ ঋষি—১শুনঃশেপ আজীগর্তি, ২ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস, ৩ ত্রিশোক কাণ্ব, ৪।৯ মেধাতিথি কাণ্ব, ৫ গোতম রাহূগণ, ৬ ব্রহ্মাতিথি কাণ্ব, ৭ গাথি বিশ্বামিত্র বা জমদগ্নি ভার্গব, প্রস্কণ্ব কাণ্ব ॥

মন্ত্র : ২১৪. আ ব ইন্দ্রং ক্রিবিং যথা বাজয়ন্তঃ শতক্রতুম্। মংহিষ্ঠং সিঞ্চ ইন্দুভিঃ ॥ ১ ॥ ২১৫. অতশ্চিদিন্দ্র ন উপা যাহি শতবাজয়া। ইষা সহস্রবাজয়া ॥ ২ ॥ ২১৬. আ বুন্দং বৃত্রহা দদে জাতঃ পৃচ্ছাদ্বি মাতরম্। ক উগ্রাঃ কে হ শৃণ্বিরে ॥ ৩ ॥ ২১৭. বৃবদুক্থং হবামহে সৃপ্রকরস্নমূতয়ে। সাধঃ কৃণ্বন্তমবসে ॥ ৪ ॥ ২১৮. ঋজুনীতী নো বরুণো মিত্রো নয়তি বিদ্বান্। অর্যমা দেবৈঃ সজোষাঃ ॥ ৫ ॥ ২১৯. দূরাদিহেব যৎ সতোঽরুণপ্সুরশিশ্বিতৎ। বি ভানুং বিশ্বথাতনম্ ॥ ৬ ॥ ২২০. আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতম্। মধ্বা রজাংসি সুক্রতু ॥ ৭ ॥ ২২১. উদু ত্যে সূনবো গিরঃ কাষ্ঠা যজ্ঞেষ্বত্নত। বাশ্রা অভিজ্ঞু যাতবে ॥ ৮ ॥ ২২২. ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্। সমূঢ়স্য পাংসুরে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ : ২১৪. অন্নকামিগণ যেমন কূপকে সেচন করে তেমনি তোমাদের জন্য শতকর্মা শ্রেষ্ঠদাতা ইন্দ্রকে সোমরসে সিক্ত করি ॥ ২১৫. হে ইন্দ্র, শতবল ও সহস্র অন্নের সঙ্গে দ্যুলোক হতে আমাদের কাছে এস ॥ ২১৬. মেঘবিদারণকারী ইন্দ্র জন্মেই তীক্ষ্ণ বাণ ধারণ করলেন, আর জিজ্ঞাসা করলেন মাতাকে, কারা উগ্র বলে খ্যাত, কেই বা তাদের কথা শুনেছে ? ২১৭. উদকরূপ প্রসারিত বাহুর দ্বারা পালনের জন্য, রশ্মিদানরূপ সুকর্মের দ্বারা আশ্রয়দানের জন্য মহান স্তুতিযুক্ত

ইন্দ্রকে ডাকি ॥ ২১৮. বরুণ ও মিত্র আমাদের ভক্তিভাব জেনে আমাদের ঋজুপথে নিয়ে যান ; দেবগণসহ অর্যমাও প্রীতির সঙ্গে আমাদের ঋজুপথে নিয়ে চলুন ॥ ২১৯. দূরে থেকেও উজ্জ্বলদীপ্তি ঊষা তাঁর শ্বেতরূপ বিশ্ব আকাশে ছড়িয়ে দেন ॥ ২২০. হে শোভনকর্ম-বিশিষ্ট মিত্র ও বরুণ, আমাদের গোষ্ঠ ঘৃতপূর্ণ কর ; পৃথিবী মধুময় হোক ॥ ২২১. মরুদগণ সকল বাণী সৃষ্টি করেন ; তাঁরা ধেনুর মত শব্দ করতে করতে বারিরাশির বিস্তারের দ্বারা কর্ম সাধন করেন ॥ ২২২. বিষ্ণুর স্থান অন্তরিক্ষে দৃঢ়রূপে স্থাপিত ; তিনি সেইখানে অবস্থিত থেকেই তিন প্রকার পদ স্থাপনের দ্বারা (=উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ ও বিষুবসংক্রান্তি) এই চরাচর বিশ্ব পরিক্রমা করেন ॥ [বিষ্ণু=সূর্য] ॥

দ্বাদশ খণ্ড ঃ মন্ত্র সংখ্যা ১০ ॥ দেবতা ইন্দ্র ॥ ছন্দ গায়ত্রী ॥ ঋষি ঃ ১।৭।৮ মেধাতিথি কাণ্ব, ২ বামদেব গোতম, ৩।৫ মেধাতিথি কাণ্ব ও প্রিয়মেধ আঙ্গিরস, ৪ গাথি বিশ্বামিত্র, ৬ দুর্মিত্র বা সুমিত্র কৌৎস, ৯ গাথি বিশ্বামিত্র বা অভীপাদ্ উদল, ১০ শ্রুতকক্ষ আঙ্গিরস ॥

মন্ত্র ঃ ২২৩. অভীহি মন্যুষাবিণং সুষুবাংসমুপেরয় । অস্য রাতৌ সুতং পিব ॥ ১ ॥ ২২৪. কদু প্রচেতসে মহে বচো দেবায় শস্যতে । তদিধ্যস্য বর্ধনম্ ॥ ২ ॥ ২২৫. উক্থং চ ন শস্যমানং নাগোরয়িরা চিকেত । ন গায়ত্রং গীয়মানম্ ॥ ৩ ॥ ২২৬. ইন্দ্র উক্থেভির্মন্দিষ্ঠো বাজানাং চ বাজপতিঃ । হরিবান্ৎসুতানাং সখা ॥ ৪ ॥ ২২৭. আ যাহ্যুপ নঃ সুতং বাজেভির্মা হৃণীযথাঃ । মহাঁ ইব যুবজানিঃ ॥ ৫ ॥ ২২৮. কদা বসো স্তোত্রং হর্যত আ অব শ্মসা রুধদ্বাঃ । দীর্ঘং সুতং বাতাপ্যায় ॥ ৬ ॥ ২২৯. ব্রাহ্মণাদিন্দ্র রাধসঃ পিবা সোমমৃতূঁরনু । তবেদং সখ্যমস্তৃতম্ ॥ ৭ ॥ ২৩০. বয়ং ঘা তে অপি স্মসি স্তোতার ইন্দ্র গির্বণঃ । ত্বং নো জিন্ব সোমপাঃ ॥ ৮ ॥ ২৩১. এন্দ্র পৃক্ষু কাসু চিন্নৃম্ণং তনূষু ধেহি নঃ । সত্রাজিদুগ্র পৌংস্যম্ ॥ ৯ ॥ ২৩২. এবাহ্যসি বীরয়ুরেবা শূর উত স্থিরঃ । এবা তে রাধ্যং মনঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ২২৩. হে ইন্দ্র, তুমি সব সময়ে এস ; আন্তরিকতার সঙ্গে প্রস্তুত আমাদের সোম গ্রহণের জন্য এস । আর এই সোম আমাদের ধনদান করবে বলে পান কর ॥ ২২৪. প্রকৃষ্টজ্ঞানী মহান দেবতার উদ্দেশে কেনই বা এই স্তুতি ? কারণ তা' স্তুতিকারীর ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে ॥ ২২৫ স্তুতিকারীর স্তুতি আর গায়কের গায়ীছন্দের গান অসমর্থ ও বিদ্বেষীর বোধগম্য হয় না ॥ ২২৬. স্তুতি দ্বারাই ইন্দ্র অত্যন্ত হৃষ্ট হন ; তিনিই সকল অন্ন বল ও বাকের অধিপতি ; তিনিই রশ্মির অধিপতি ; তিনিই সোমজ্ঞদের (=আনন্দবোধ-প্রাপ্তদের) সখা ॥ ২২৭. যুবতী পত্নীর প্রতি মহান স্বামীর মত আমাদের সঙ্গে ব্যবহার কর, ক্রুদ্ধ হয়ো না ; হে ইন্দ্র, আমাদের অন্ন-বল দেবে বলে আমাদের এই অভিষুত সোমের কাছে এস ॥ ২২৮. নদী, খাল, বিল যেমন বারিরাশিকে বন্ধ করে তেমনি কবে আমাদের স্তোত্র তোমাকে আমাদের বশে আনতে পারবে ? হে ধনস্বামী, আমাদের এই সোমযাগ প্রচুর বারিবর্ষণ কামনা করে ॥ ২২৯. হে ইন্দ্র, তুমি ঋতুদের সোম পানের পর ব্রহ্মজ্ঞ স্তুতিকারীর ধনভৃত সোমপাত্র থেকে সোম পান কর ; হে ইন্দ্র, তোমার সখ্যতাই অবিচ্ছিন্ন । ২৩০, হে স্তুতিপ্রিয় ইন্দ্র, আমরা তোমার স্তোতা বলেই হে সোমপায়ী, আমাদের প্রীত কর ॥ ২৩১. হে ইন্দ্র, কিরূপ সংগ্রামে তুমি

আমাদের দেহে বল দেবে ? হে সকল সোমযজ্ঞজয়ী, হে উগ্রবল, আমাদের বল দাও ॥ ২৩২. হে শূর, তুমি অবিচল, তুমি বীর্যকামী, তুমি এইরূপ ; তোমার আরাধ্য মনও এইরূপ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

ঐন্দ্র কাণ্ড ঃ ইন্দ্রস্তুতি

প্রথম খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১০ ॥ দেবতা ইন্দ্র (৯ম ঋকের দেবতা মরুদ্‌গণ) ॥ ছন্দ বৃহতী ॥ ঋষি ঃ ১।৬।৯ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ২ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য (ঋগ্বেদে শংযু বার্হস্পত্য), ৩ প্রস্কণ্ব কাণ্ব (বালখিল্য সূক্তমন্ত্র), ৪ নোধা গৌতম, ৫ কলি প্রাগাথ, ৭ মেধাতিথি কাণ্ব, ৮ ভর্গ প্রাগাথ, ১০ প্রাগাথ ঘোর কাণ্ব ॥

মন্ত্র ঃ ২৩৩. অভি ত্বা শূর নোনুমোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ। ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ ॥১ ॥ ২৩৪. ত্বামিদ্ধি হবামহে সাতৌ বাজস্য কারবঃ। ত্বাং বৃত্রেষ্বিন্দ্র সৎপতিং নরস্ত্বাং কাষ্ঠাস্বর্বতঃ ॥ ২৩৫. অভি প্র বঃ সুরাধস-মিন্দ্রমর্চ যথা বিদে। যো জরিতৃভ্যো মঘবা পুরূবসুঃ সহস্রেণেব শিক্ষতি ॥ ৩ ॥ ২৩৬. তং বো দস্মমৃতীষহং বসোর্মন্দানমন্ধসঃ। অভি বৎসং ন স্বসরেষু ধেনব ইন্দ্রং গীর্ভির্নবামহে ॥ ৪ ॥ ২৩৭. তরোভির্বো বিদদ্বসুমিন্দ্রং সবাধ উতয়ে ॥ বৃহদ্‌ গায়ন্তঃ সুতসোমে অধ্বরে হুবে ভরং ন কারিণম্‌ ॥ ৫ ॥ ২৩৮. তরণিরিৎ সিষাসতি বাজং পুরন্ধ্যা যুজা। আ ব ইন্দ্রং পুরুহূতং নমে গিরা নেমিং তষ্টেব সুদ্রুবম্‌ ॥ ৬॥ ২৩৯. পিবা সুতস্য রসিনো মৎস্বা ন ইন্দ্র গোমতঃ। আপির্নো বোধি সধমাদ্যে বৃধেঽস্মাঁ অবন্তু তে ধিয়ঃ ॥ ৭ ॥ ২৪০. ত্বং হ্যেহি চেরবে বিদা ভগং বসুত্তয়ে। উদ্‌বাবৃষস্ব মঘবন্‌ গবিষ্টয় উদিন্দ্রাশ্বমিষ্টয়ে ॥ ৮॥ ২৪১. ন হি বশ্চরমং চ ন বসিষ্ঠঃ পরিমংসতে। অস্মাকমদ্য মরুতঃ সুতে সচা বিশ্বে পিবন্তু কামিনঃ ॥ ৯ ॥ ২৪২. মা চিদন্যদ্‌ বি শংসত সখায়ো মা রিষণ্যত। ইন্দ্রমিৎ স্তোতা বৃষণং সচা সুতে মুহুরুক্‌থা চ শংসত ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ২৩৩. দোহন করা- হয় নি এমন পয়স্বিনীদের মত আমরা স্তুতিভারে অবনত হয়ে, হে শূর, তোমার কাছে এসেছি। হে ইন্দ্র, তুমি জঙ্গমের ঈশ্বর, তুমি স্থাবরের ঈশ্বর, তুমি সর্বদর্শী ॥ ২৩৪. আমরা স্তোতারা তোমাকেই ডাকি অন্নবল লাভের আশায়, হে ইন্দ্র, যে তুমি মেঘপুঞ্জে অবস্থিত জলরাশির মধ্যে অশ্বরশ্মিরূপে অবস্থান করে মেঘবিদারণের দ্বারা সৎকর্মসাধক হও, নরগণ সেই তোমাকেই ডাকে ॥ ২৩৫. আমি যেমন করি তোমরাও তোমাদের মঙ্গলের জন্য শোভন সর্বসিদ্ধিকর ধনবিশিষ্ট ইন্দ্রের কাছে সেইভাবে প্রার্থনা কর, তিনি মহানদাতা বহুধনযুক্ত এবং স্তোতাকে সহস্র প্রকারে দান করে থাকেন ॥ ২৩৬. তোমাদের জন্য সেই দর্শনীয় জগৎনিয়ামক, সোমে বাসকারী, অন্নের দ্বারা হৃষ্ট ইন্দ্রকে মন্ত্ররূপ শব্দের দ্বারা স্তুতি করি যেমন গোষ্ঠে ধেনুগণ বাছুরকে (সন্তানকে) ডাকে ॥ ২৩৭. তোমাদের সব

কিছু রক্ষার জন্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ও আন্তরিকতার সঙ্গে, অহিংসিত সোমযজ্ঞে, বৃহৎ সামগানে, সেই ইন্দ্রকে আহ্বান করি যিনি প্রচুর লাভে হৃষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ধনশালী ॥ ২৩৮. প্রজ্ঞার দ্বারা যুক্ত হয়ে ক্ষিপ্রকারী ব্যক্তিই ধনসেবা করে থাকেন। বহু ব্যক্তির দ্বারা আহূত ইন্দ্রকে স্তুতির দ্বারা নত হয়ে তোমাদের জন্য বেষ্টিত করি, যেমন সূর্য সুগমনের দ্বারা সংবৎসরকে বেষ্টন করেন ॥ ২৩৯. হে ইন্দ্র, আমাদের দেওয়া উদকযুক্ত এই রসাল সোম পান করে হৃষ্ট হও। তুমি আমাদের বন্ধু বলে মনে কর; সোমপানে হৃষ্ট হয়ে তোমার ধী বৃদ্ধি হোক আমাদের রক্ষার জন্য ॥ ২৪০. তুমি ভজনীয় একথা জেনে শ্রদ্ধা নিবেদনকারীর কাছে, ধনকামীর কাছে এস; হে উত্তমদাতা ইন্দ্র, ইচ্ছাপূরণের জন্য, মহাগতির জন্য ঊর্ধ্বে অবস্থান করে বারবার বর্ষণ কর ॥ ২৪১. বসিষ্ঠ তোমাদের কাউকেই অবহেলা করেন না। হে প্রাণরূপী মরুদ্‌গণ, সোম কামনা করে তোমরা সকলে মিলিত হয়ে আজ আমাদের সোমযাগে এস ॥ ২৪২. হে সখাগণ, তোমরা অন্যের পূজা করো না। কাউকে হিংসাও করো না। বর্ষণকারী ইন্দ্রকেই একত্র মিলিত হয়ে স্তোত্র ও গানের দ্বারা মুহুর্মুহু স্তব কর ॥

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১০ ॥ দেবতা ইন্দ্র ॥ ছন্দ বৃহতী ॥ ঋষিঃ ১ পুরুহন্মা আঙ্গিরস, ২।৩ মেধাতিথি ও মেধ্যাতিথি কাণ্ব, ৪ গাথি বিশ্বামিত্র, ৫ গোতম রাহূগণ, ৬ নৃমেধ ও পুরুমেধ আঙ্গিরস, ৭।৮।৯ মেধাতিথি কাণ্ব মেধ্যাতিথি কাণ্ব (ঋগ্বেদে মেধাতিথি), ১০ দেবাতিথি কাণ্ব ॥

মন্ত্র ঃ ২৪৩. নকিষ্টং কর্মণা নশদ্ যশ্চকার সদাবৃধম্। ইন্দ্রং ন যজ্ঞৈর্বিশ্বগূর্তমৃভ্বসমধৃষ্টং ধৃষ্ণুমোজসা ॥ ১ ॥ ২৪৪ য ঋতে চিদভিশ্রিষঃ পুরা জত্রুভ্যঃ আতৃদঃ সন্ধাতা সন্ধিং মঘবা পুরূবসুর্নিষ্কর্তা বিহ্রুতং পুনঃ ॥ ২ ॥ ২৪৫. আ ত্বা সহস্রমা শতং যুক্তা রথে হিরণ্যয়ে। ব্রহ্মযুজো হরয় ইন্দ্র কেশিনো বহন্তু সোমপীতয়ে ॥ ৩ ॥ ২৪৬. আ মন্দ্রৈরিন্দ্র হরিভির্যাহি ময়ূররোমভিঃ। মা ত্বা কে চিন্নি যেমুরিন্ন পাশিনোঽতি ধন্বেব তাঁ ইহি ॥ ৪ ॥ ২৪৭. ত্বমঙ্গ প্র শংসিষো দেবঃ শবিষ্ঠ মর্ত্যম্। ন ত্বদন্যো মঘবন্নস্তি মর্ডিতেন্দ্র ব্রবীমি তে বচঃ ॥ ৫ ॥ ২৪৮. ত্বমিন্দ্র যশা অস্যৃজীষী শবসস্পতিঃ। ত্বং বৃত্রাণি হংস্যপ্রতীন্যেক ইৎ পুর্বনুত্তশ্চর্ষণীধৃতিঃ ॥ ৬ ॥ ২৪৯. ইন্দ্রমিদ্ দেবতাতয় ইন্দ্রং প্রযত্যধ্বরে। ইন্দ্রং সমীকে বনিনো হবামহ ইন্দ্রং ধনস্য সাতয়ে ॥ ৭ ॥ ২৫০. ইমা উ ত্বা পুরূবসো গিরো বর্ধন্তু যা মম। পাবকবর্ণাঃ শুচয়ো বিপশ্চিতোঽভিস্তোমৈরনূষত ॥ ৮ ॥ ২৫১, উদু ত্যে মধুমত্তমা গিরঃ স্তোমাস ঈরতে। সত্রাজিতো ধনসা অক্ষিতোতয়ো বাজয়ন্তো রথা ইব ॥ ৯ ॥ ২৫২. যথা গৌরো অপা কৃতম্ তৃষ্যন্নেত্যবেরিণম্। আপিত্বে নঃ প্রপিত্বে তূয়মা গহি কণ্বেষু সু সচা পিব ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ২৪৩. যিনি সদা বৃদ্ধিশীল, যিনি যজ্ঞের দ্বারা সর্বস্তুতিযোগ্য, মহান, অপরাজিত ও অতিনিপুণ, সেই ইন্দ্রকে কেহই বলের দ্বারা বা কর্মের দ্বারা জানতে পারে না ॥ ২৪৪. যিনি পূর্বেই, সংযোগকারী বস্তু ব্যতিরেকেই, বিচ্ছিন্ন অস্থিকে জোড়া দেন, যিনি বিচ্ছিন্ন বস্তুকে বারবার সংস্কার করেন, সেই সংস্কারকর্তা, সংযোগকারীই বহুধন অতিদাতা ইন্দ্র ॥ ২৪৫. হে ইন্দ্র, উদকহরণের জন্য বেগবান, স্তুতিযুক্ত, শতসহস্র কিরণরাশি তোমাকে সোমপানের জন্য বহন করুক ॥ ২৪৬. হে ইন্দ্র, ময়ূরপেখমের মত উজ্জ্বল বিচিত্র রশ্মিযুক্ত হয়ে আনন্দ মত্ত হয়ে এস; ব্যাধ যেমন তার শিকারকে ঘিরে ফেলে সেভাবে তোমার আগমনে যেন কেউ বাধা না দেয়;

মরুপ্রান্তর অতিক্রমকারীর মত সকল বাধা দূর করে এস ॥ ২৪৭. হে অতিবল ইন্দ্র, তুমি দীপ্যমান, (তাই) স্তুতিরত মানুষকে অবিলম্বেই প্রশংসিত কর ; হে মঘবা, তুমি ভিন্ন আর কেউ সুখদাতা নেই ; আমি তোমারই স্তুতি করে থাকি ॥ ২৪৮. হে ইন্দ্র, তুমি বলপতি, সোমবান ও যশস্বী ; তুমি একাই অপ্রতিহতগতিতে বৃত্রহনন কর ; তুমিই জনগণপালক ॥ ২৪৯. একমাত্র ইন্দ্রকেই যজ্ঞের জন্য, ইন্দ্রকে যজ্ঞকালে দান উৎসর্গের জন্য, ইন্দ্রকে সকলে মিলিতভাবে ভজনার জন্য, ইন্দ্রকে ধনলাভের জন্য আমরা আহ্বান করি ॥ ২৫০. হে বহুধন, আমার এই যা কিছু স্তুতি তোমাকে বর্ধিত করুক, অগ্নির মত তেজোদীপ্ত ও শুচি বিদ্বানগণ তোমাকেই স্তুতি করেন ॥ ২৫১. আর অতি মধুর বাক্যের মন্ত্রমালা যা শত্রুকে জয় করে, যা ধনদ, যা অক্ষয়রক্ষাকারী ও রথের মত বেগবান্ তা উর্ধ্বে যাচ্ছে (ইন্দ্রকে পাবে বলে) ॥ ২৫২. মৃগ তৃষ্ণার্ত হলে যেমন জলপূর্ণ স্থানের অভিমুখে যায়, তুমিও তেমনি, হে ইন্দ্র, তোমার সোমপানের সময় হলে আমাদের কাছে অবশ্যই এস। আমরা কণ্বগণ, আমাদের সঙ্গে একত্র সোমপান কর ॥

তৃতীয় খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১০ ॥ দেবতা ইন্দ্র ; ৩য় মন্ত্রের দেবতা মিত্রাবরুণ ও আদিত্যগণ ॥ ছন্দ বৃহতী ॥ ঋষি ঃ ১ ভর্গ প্রাগাথ, ২।৮ রেভ কাশ্যপ, ৩ জমদগ্নি ভার্গব, ৪।৯ মেধাতিথি কাণ্ব (ঋগ্বেদে মেধ্যাতিথি কাণ্ব), ৫।৬ নৃমেধ ও পুরুমেধ আঙ্গিরস, ৭ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ১০ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য (ঋগ্বেদে শংযু বার্হস্পত্য) ॥

মন্ত্র ঃ ২৫৩. শগ্ধ্যূষু শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ। ভগং ন হি ত্বা যশসং বসুবিদমনু শূর চরামসি ॥ ১ ॥ ২৫৪. যা ইন্দ্র ভুজ আভরঃ স্বর্বাং অসুরেভ্যঃ। স্তোতারমিন্মঘবন্নস্য বর্ধয় যে চ ত্বে বৃক্তবর্হিষঃ ॥ ২ ॥ ২৫৫. প্র মিত্রায় প্রার্যম্ণে সচথ্যমৃতাবসো। বরূথ্যং বরুণে ছন্দ্যং বচঃ স্তোত্রং রাজসু গায়ত ॥ ৩ ॥ ২৫৬ অভি ত্বা পূর্বপীতয় ইন্দ্র স্তোমেভিরায়বঃ। সমীচীনাস ঋভবঃ সমস্বরন্ রুদ্রা গৃণন্ত পূর্ব্যম্ ॥ ৪ ॥ ২৫৭. প্র ব ইন্দ্রায় বৃহতে মরুতো ব্রহ্মার্চত। বৃত্রং হনতি বৃত্রহা শতক্রতুর্বজ্রেণ শতপর্বণা ॥ ৫ ॥ ২৫৮. বৃহদিন্দ্রায় গায়ত মরুতো বৃত্রহন্তমম্। যেন জ্যোতিরজনয়ন্নৃতাবৃধো দেবং দেবায় জাগৃবি ॥ ৬ ॥ ২৫৯. ইন্দ্র ক্রতুং ন আ ভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা। শিক্ষা ণো অস্মিন্ পুরুহূত যামনি জীবা জ্যোতিরশীমহি ॥ ৭ ॥ ২৬০. মা ন ইন্দ্র পরা বৃণগ্ ভবা নঃ সধমাদ্যে। ত্বং ন ঊতী ত্বমিন্ন আপ্যং মা ন ইন্দ্র পরাবৃণক্ ॥ ৮ ॥ ২৬১. বয়ং ঘ ত্বা সুতাবন্ত আপো ন বৃক্তবর্হিষঃ। পবিত্রস্য প্রস্রবণেষু বৃত্রহন্ পরি স্তোতার আসতে ॥ ৯ ॥ ২৬২. যদিন্দ্র নাহুষীষ্বা ওজো নৃম্ণং চ কৃষ্টিষু। যদ্ বা পঞ্চক্ষিতীনাং দ্যুম্নমা ভর সত্রা বিশ্বানি পৌংস্যা ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ২৫৩. সকল বল ও কর্মের অধিপতি হে ইন্দ্র, তুমি সকল বলকর্মে অবস্থিত থেকে সমস্ত প্রকারে আমাদের রক্ষা কর। হে শূর, উদয়কালীন সূর্যের জ্যোতিকে যেমন লোকে ভজনা করে সেরূপ যশস্বী ও ধনপ্রাপক তোমাকে ভজনা করি ॥ ২৫৪. হে ইন্দ্র, অসুররূপী মেঘ হতে (=মেঘ বিদীর্ণ করে') যে প্রাণধন (= বারিরাশি) সকলের ভোগের জন্য আহরণ করেছ তার দ্বারা, হে ধনবান্, যারা তোমার স্তবকারী ও যজ্ঞকারী তাদের বর্ধিত কর ॥ ২৫৫. হে সত্যপরায়ণ, দেবানুগ্রহ কামনা করে দীপ্তিশালী দেব মৃত্যুত্রাণকারী মিত্রদেবের উদ্দেশে, অন্ধকারনাশক দেব অর্যমার উদ্দেশে, আশ্রয়দাতা দেব বরুণের ছন্দে বাক্যে স্তোত্রে গান কর ॥

২৫৬. হে ইন্দ্র, তুমিই প্রথমে সোমপান করবে বলে মানুষেরা তোমার উদ্দেশে বারবার গান করছে ; আর একত্র মিলিতভাবে অবস্থিত বৈদ্যুতিক জ্যোতিসমূহ ও শব্দায়মান রুদ্রগণ প্রথমাবধি সমস্বরে তোমার আনুকূল্যের জন্য গম্ভীর গর্জন করে চলেছেন ॥ ২৫৭. হে প্রাণবায়ু মরুদ্‌গণ, মহান ইন্দ্রের উদ্দেশে ব্রহ্মসঙ্গীতে উপাসনা কর ; শতকর্মা বৃত্রনাশকারী ইন্দ্র শতপর্ববিশিষ্ট বজ্রের দ্বারা বৃত্র মেঘকে বধ করেন ॥ ২৫৮. বৃত্রবিনাশকারী মহান সংগীত শুরু কর, হে মরুদ্‌গণ ; সদাদীপ্ত ইন্দ্রকে জাগরূক রাখবার জন্য সকল দেবরশ্মিগণ যেন জ্যোতিঃ উৎপন্ন করতে পারেন ॥ ২৫৯. হে ইন্দ্র, পিতা যেমন পুত্রদের জ্ঞানদান করেন তেমনি তুমিও আমাদের জ্ঞান দাও ; হে বহুস্তুত দেবতা, আমাদের চলার পথ এমন ভাবে অভ্যস্ত কর যেন আমরা জ্যোতিষ্মান সূর্যকে নিত্যই প্রাপ্ত হই ॥ ২৬০. হে ইন্দ্র, আমাদের পরিত্যাগ করো না, আমাদের সংগে আনন্দহৃদয়ে মত্ত হও ; তুমিই আমাদের রক্ষক, তুমিই বন্ধু, আমাদের ছেড়ে যেও না ॥ ২৬১. হে বৃত্রহন্তা (=মেঘবিদারণকারী ইন্দ্র), সম্প্রতি তুমি অন্তরিক্ষে বিস্তৃত যে বারিরাশি দান করলে, আমরা সোমবান স্তোতারা সেই পবিত্র প্রস্রবণকে ঘিরে বসেছি। আর আমাদের মনও তোমা অভিমুখে নিম্নগতি বারির মত যাচ্ছে ॥ ২৬২. হে ইন্দ্র, মনুষ্যসমাজে যে কিছু ধন ও বল আছে, আর যা কিছু অন্নধন আছে পঞ্চভূতে, তুমি তা সকলই অমিতবলে আমাদের জন্য নিয়ে এস ॥

চতুর্থ খণ্ড ঃ মন্ত্র সংখ্যা ১০ ॥ দেবতা ইন্দ্র ॥ ছন্দ বৃহতী ॥ ঋষি ঃ ১ মেধাতিথি কাণ্ব (ঋগ্বেদে মেধ্যাতিথি কাণ্ব), ২ রেভ কাশ্যপ, ৩ বৎস (ঋগ্বেদে অশ্বপুত্র বশ), ৪ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য (ঋগ্বেদে শংযু বার্হস্পত্য), ৫ নৃমেধ আঙ্গিরস, ৬ পুরুহম্মা আঙ্গিরস, ৭ নৃমেধ ও পুরুমেধ আঙ্গিরস, ৮ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৯ মেধাতিথি ও মেধ্যাতিথি কাণ্ব, ১০ কলি প্রাগাথ।

মন্ত্র ঃ ২৬৩. সত্যমিত্থা বৃষেদসি বৃষজূতির্নোঽবিতা। বৃষাহ্যুগ্র শৃণ্বিষে পরাবতি বৃষো অর্বাবতি শ্রুতঃ ॥ ১ ॥ ২৬৪. যচ্ছক্রাসি পরাবতি যদর্বাবতি বৃত্রহন্। অতস্ত্বা গীর্ভির্দ্যুগদিন্দ্র কেশিভিঃ সুতাবাঁ আ বিবাসতি ॥ ২ ॥ ২৬৫. অভি বো বীরমন্ধসো মদেষু গায় গিরা মহাবিচেতসম্। ইন্দ্রং নাম শ্রুত্যং শাকিনং বচো যথা ॥ ৩ ॥ ২৬৬ ইন্দ্র ত্রিধাতু শরণং ত্রিবরূথং স্বস্তয়ে। ছর্দির্যচ্ছ মঘবদ্‌ভ্যশ্চ মহ্যং চ যাবয়া দিদ্যুমেভ্যঃ ॥ ৪ ॥ ২৬৭. শ্রায়ন্ত ইব সূর্যং বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষত। বসূনি জাতো জনিমান্যোজসা প্রতি ভাগং ন দীধিম ॥ ৫ ॥ ২৬৮. ন সীমদেব আপ তদিষং দীর্ঘায়ো মর্ত্যঃ। এতগ্বা চিদ্য এতশো যুযোজত ইন্দ্রো হরী যুযোজতে ॥ ৬ ॥ ২৬৯ আ নো বিশ্বাসু হব্যমিন্দ্রং সমৎসু ভূষত। উপ ব্রহ্মাণি সবনানি বৃত্রহন্ পরমজ্যা ঋচীষম ॥ ৭ ॥ ২৭০. তবেদিন্দ্রাবমং বসু ত্বং পুষ্যসি মধ্যমম্। সত্রা বিশ্বস্য পরমস্য রাজসি নকিষ্টা গোষু বৃণ্বতে ॥ ৮ ॥ ২৭১. ক্বেয়থ ক্বেদসি পুরুত্রা চিদ্ধি তে মনঃ। অলর্ষি যুধ্ম খজকৃৎ পুরন্দর প্র গায়ত্রা অগাসিষুঃ ॥ ৯ ॥ ২৭২. বয়মেনমিদা হ্যোঽপীপেমেহ বজ্রিণম্। তস্মা উ অদ্য সবনে সুতং ভরা নূনং ভূষত শ্রুতে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ২৬৩. একথা সত্য যে, তুমি ইচ্ছাপূরণকারী এবং উদ্যোগী পুরুষের মত উৎসাহযুক্ত ; তুমি আমাদের রক্ষক। হে উগ্রবল, তুমি ইচ্ছাপূরণকারী, এরূপ খ্যাতি তোমার আছে ; দূরে এবং কাছে সর্বত্র তোমার খ্যাতি শোনা যায় ॥ ২৬৪. হে

সামর্থ্যযুক্ত ইন্দ্র, তুমি দূরে থাক আর কাছে থাক, সেখান থেকে অশ্বরশ্মিযুক্ত তোমাকে স্তুতির দ্বারা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিকটে আনছেন তাঁরা যাঁরা সোমবান ॥ ২৬৫. তোমরা সেই শক্তিমান ইন্দ্রের কাছে নত হয়ে, অন্নলাভে হৃষ্ট হয়ে, বিশ্ববিশ্রুত অন্নদাতা ও আনন্দে আত্মহারা মহাচৈতন্য ইন্দ্রের উদ্দেশে, যেরূপ বাক্যে স্ফূর্তি হয় সেরূপ বাক্যে গানে মহাসঙ্গীত কর ॥ ২৬৬. হে ইন্দ্র, আমাদের কল্যাণের জন্য অন্ন-জল-তেজরূপ তিনপ্রকার আশ্রয় থেকে উৎপন্ন তনুত্রাণকারী মন-প্রাণ-বাক্ দাও ; প্রচুর ধনসম্পদ রক্ষার জন্য গৃহ দাও ; আর আমার জন্য আমার তেজস্বী দীপ্তিমান কান্তির জন্য এই সকল একত্র সমবেত কর ॥ ২৬৭. রশ্মিগণ যেমন সূর্যের সেবা করেন তেমনি, যারা জন্মেছে এবং যারা জন্মাবে তাদের মধ্যে নিজ মাহাত্ম্যবলে রশ্মিগণ ইন্দ্রের সমস্ত ধন ভাগ করে দেবেন বলে ইন্দ্রেরও সেবা করেন ; আর আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধনের মত সেই ধন গ্রহণ করি ॥ ২৬৮. হে চিরজীবী ইন্দ্র, মর্ত্যের মানুষ সেই কাম্যধনকে বিচ্ছিন্নভাবে (=স্বার্থপর ব্যক্তির মত একাকী) ভোগ করতে পারে না, কারণ ইন্দ্রই (জীবাত্মা-পরমাত্মা অথবা দেশ-কালরূপ) হরি নামক বিচিত্র দীপ্ত অশ্বরশ্মি দুটিকে সর্বদাই একত্র যুক্ত করে রেখেছেন ॥ ২৬৯. আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল যজ্ঞে আহ্বানযোগ্য, বৃত্রনাশক (মেঘবিদারণকারী), স্তুতিদ্বারা সম্বোধন-যোগ্য ইন্দ্রকে সকল ভক্ষণীয় বস্তু নিবেদনের দ্বারা অলংকৃত কর ॥ ২৭০ হে ইন্দ্র, অধম ধন তোমারই ; মধ্যম ধনও তুমি পালন কর ; বিশ্বের পরমধনে তুমিই বিরাজ কর। রশ্মিসমূহের দ্বারাই তুমি এ সমস্ত কর, আর সে বিষয়ে তোমাকে কেউ বাধা দিতে পারে না ॥ ২৭১. হে বহুজনের ত্রাতা ইন্দ্র, তুমি কোথায় গিয়েছ ? এখন কোথায় আছ ? তোমার মন নানাদিকে। হে সংক্ষুব্ধকারী ধর্মযোদ্ধা, হে দেহপুর-বিদারক আত্মা, সামগানকারীরা তোমার উদ্দেশে গান করেছেন ; তুমি এস। ২৭২. আমরা আজ এবং কাল বজ্রযুক্ত ইন্দ্রকে যজ্ঞে আপ্যায়িত করবো। আজ এই প্রখ্যাত যজ্ঞে তাঁরই উদ্দেশে অভিষুত সোম অবশ্যই আন, তাঁকে ভূষিত কর ॥

পঞ্চম খণ্ড ঃ মন্ত্র সংখ্যা ১০ ॥ দেবতা ইন্দ্র (৩ মন্ত্রের দেবতা ইন্দ্র বা বাস্তোষ্পতি ; ৪ সূর্য, ৯ ইন্দ্রাগ্নী) ॥ ছন্দ বৃহতী ॥ ঋষি ঃ ১।৬ পুরুহন্মা আঙ্গিরস, ২ ভর্গ প্রাগাথ, ৩ ইরিম্বিঠি কাণ্ব, ৪ জমদগ্নি ভার্গব, ৫।৭ দেবাতিথি কাণ্ব, ৮ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৯ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ১০ মেধ্য কাণ্ব ॥

মন্ত্র ঃ ২৭৩. যো রাজা চর্ষণীনাং যাতা রথেভিরধ্রিগুঃ। বিশ্বাসাং তরুতা পৃতনানাং জ্যেষ্ঠো যো বৃত্রহা গৃণে ॥ ১ ॥ ২৭৪. যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি। মঘবঞ্ছগ্ধি তব -তন্ন উতয়ে বি দ্বিষো বি মৃধো জহি ॥ ২ ॥ ২৭৫ বাস্তোষ্পতে ধ্রুবা স্থূণাংসত্রং সোম্যানাম্। দ্রপ্সঃ পুরাং ভেত্তা শশ্বতীনামিন্দ্রো মুনীনাং সখা ॥ ৩ ॥ ২৭৬. বণ্মহাঁ অসি সূর্য বলাদিত্য মহাঁ অসি। মহস্তে সতো মহিমা পনিষ্টম মহ্না দেব মহাঁ অসি ॥ ৪ ॥ ২৭৭. অশ্বী রথী সুরূপ ইদ্ গোমান্ যদিন্দ্র তে সখা। শ্বাত্রভাজা বয়সা সচতে সদা চন্দ্রৈর্যাতি সভামুপ ॥ ৫ ॥ ২৭৮. যদ্ দ্যাব ইন্দ্র তে শতং শতং ভূমীরুত স্যুঃ। ন ত্বা বজ্রিন্ৎসহস্রং সূর্যা অনু ন জাতমষ্ট রোদসী ॥ ৬ ॥ ২৭৯. যদিন্দ্র প্রাগপাগুদংন্যগ্বা হূয়সে নৃভিঃ। সিমা পুরূ নৃষূতো অস্যানবেঽসি প্রশর্ধ তুর্বশে ॥ ৭ ॥ ২৮০. কস্তমিন্দ্র ত্বা বসবা মর্ত্যো দধর্ষতি। শ্রদ্ধা হি তে মঘবন্ পার্যে দিবি বাজী বাজং সিষাসতি ॥ ৮ ॥ ২৮১. ইন্দ্রাগ্নী অপাদিয়ং পূর্বাগাৎ পদ্বতীভ্যঃ। হিত্বা শিরো জিহ্বয়া রারপচ্চরৎ

ত্রিংশৎ পদা ন্যক্রমীৎ ॥ ৯ ॥ ২৮২ ইন্দ্র নেদীয় এদিহি মিতমেধাভিরূতিভিঃ। আ শন্তম শন্তমাভিরভিষ্টিভিরা স্বাপে স্বাপিভিঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ২৭৩. যিনি মানুষের রাজা, রশ্মিসহায়ে অপ্রতিহতগতিযুক্ত ও পুনঃ পুনঃ ভ্রমণকারী, যিনি সকল সংগ্রামে ত্রাণকর্তা সেই শ্রেষ্ঠ ও বৃত্রহননকারী ইন্দ্রকে স্তব করি ॥ ২৭৪ হে ইন্দ্র, যা থেকে আমরা ভয় পাই তা থেকে আমাদের অভয় কর। হে মঘবা, তুমি ক্ষমতাশালী, আমাদের রক্ষার জন্য তোমার সামর্থ্যের দ্বারা হিংসাকারী শত্রুদের বিনাশ কর ॥ ২৭৫ হে গৃহপালক দেবতা, সোমযজ্ঞকারীদের সোমযজ্ঞরূপ স্তম্ভকে দৃঢ় ও অবিচল কর। (পরমাত্মা) ইন্দ্র সকল দেহ ভেদ করে প্রবেশ করে প্রতি জীবদেহে বিন্দুবৎ (আত্মারূপে) অবস্থান করেন, তিনি মুনিগণের সখা ॥ ২৭৬. হে সূর্য, তুমি সত্যই মহান; হে আদিত্য, তুমি সত্যই মহান: তোমাকে লক্ষ্য করে যে মহাসঙ্গীত তা' তোমার মতই মহান; হে দেব, বৃষ্টি প্রভৃতি দানরূপ মহৎ কর্মের দ্বারা তুমি মহান হয়েছ ॥ ২৭৭. হে ইন্দ্র, যাঁরা তোমার সখা তাঁরা ব্যাপ্তিযুক্ত, পৌরুষযুক্ত, রূপবান ও জ্ঞানবান; তাঁরা সর্বদা পাখীর মতন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গমন করেন এবং সভাস্থলে চন্দ্রের মতন স্নিগ্ধকান্তি-যুক্ত হয়ে শোভিত হন ॥ ২৭৮. হে ইন্দ্র, দ্যুলোক এবং পৃথিবী যদি শতশতও হয় তবু তারা তোমার মহিমা প্রকাশ করতে পারে না। হে বজ্রধারী, সহস্র সূর্যও তোমাকে প্রকাশ করতে পারে না; যারা জন্মেছে তারা, এবং দ্যুলোক ও পৃথিবী কেহই তোমাকে ব্যাপ্ত করতে পারে না ॥ ২৭৯. হে ইন্দ্র, যখন তুমি পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সকল দিকের সকল মানুষের দ্বারা আহূত হও তখন উদ্যোগী সেই সকল মানুষের যজ্ঞকর্মের কাছে তাদের প্রীতির জন্য তুমি উপস্থিত থাক ॥ ২৮০. হে ইন্দ্র, কোন্ মানুষ তোমার ধনকে অতিক্রম করতে পারে? হে মঘবা, যাঁরা তোমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাঁরাই ঊর্ধ্বে দ্যুলোকস্থিত অন্ন-বল-বাক্‌রূপ ধনকে লাভ করতে পারেন ॥ ২৮১. হে ইন্দ্র ও অগ্নিদেব, এই সেই ঊষা যিনি পাদরহিত হয়েও পাদযুক্ত প্রাণিবর্গের নিদ্রা ত্যাগ করিয়ে মস্তক উত্তোলন করাচ্ছেন, তারা এখন কথা বলতে আরম্ভ করেছে; আর এইভাবেই ঊষাদেবী প্রতিদিন ত্রিশ পা অতিক্রম করেন ॥ ২৮২. হে ইন্দ্র, কাছে এস সকল প্রজ্ঞা ও কল্যাণের সঙ্গে। হে অতি সুখপ্রদ, সকল সুখ ও অভিলষিত বস্তুর সঙ্গে এবং নিদ্রাকালে আত্মার অতীন্দ্রিয় সুখানুভূতির সঙ্গে এস ॥ [স্বাপ=নিদ্রা। স্বাপেভিঃ; স্বাপম্—নিদ্রাজনিত আত্মার নির্গুণ অতিন্দ্রিয় সুখ (শ্রীধর—ভাগবত ৬।১৬।৫৫)] ॥

ষষ্ঠ খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১০ ॥ দেবতা ইন্দ্র (৫ মন্ত্রের দেবতা অশ্বিদ্বয়) ॥ ছন্দ বৃহতী। ঋষি ঃ ১ নৃমেধ আঙ্গিরস, ২।৩ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৪ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য (ঋগ্বেদে শংযু বার্হস্পত্য), ৫ পরুচ্ছেপ দৈবদাসি, ৬ বামদেব গৌতম, ৭ মেধ্যাতিথি কাণ্ব, ৮ ভর্গ প্রাগাথ, ৯।১০ মেধাতিথি ও মেধ্যাতিথি কাণ্ব ॥

মন্ত্র ঃ ২৮৩. ইত ঊতী বো অজরং প্রহেতারমপ্রহিতম্। আশুং জেতারং হোতারং রথীতমমতূর্তং তুগ্রিয়াবৃধম্ ॥ ১ ॥ ২৮৪. মো ষু ত্বা বাঘতশ্চ নারে অস্মন্নি রীরমন্। আরাত্তাদ্ বা সধমাদং ন আ গহীহ বা সন্নুপ শ্রুধি ॥ ২ ॥ ২৮৫. সুনোত সোমপাব্নে সোমমিন্দ্রায় বজ্রিণে। পচতা পক্তীরবসে কৃণুধ্বমিৎ পৃণন্নিৎ পৃণতে ময়ঃ ॥ ৩ ॥ ২৮৬. যঃ সত্রাহা বিচর্ষণিরিন্দ্রং তং হূমহে বয়ম্। সহস্রমন্যো তুবিনৃম্ণ সৎপতে ভবা সমৎসু নো বৃধে ॥ ৪ ॥ ২৮৭. শচীভির্নঃ শচীবসু দিবা

নক্তং দিশস্যতম্ । মা বাং রাতিরুপ দসৎ কদাচনাস্মদ্রাতিঃ কদাচন ॥ ৫ ॥ ২৮৮. যদা কদা চ মীঢুষে স্তোতা জরেত মর্ত্যঃ । আদিদ্ বন্দেত বরুণং বিপা গিরা ধর্তারং বিব্রতানাম্ ॥ ৬ ॥ ২৮৯. পাহি গা অন্ধসো মদ ইন্দ্রায় মেধ্যাতিথে । যঃ সম্মিশ্লো হর্যোর্যো হিরণ্যয় ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ ॥ ৭ ॥ ২৯০. উভয়ং শৃণবচ্চ ন ইন্দ্রো অর্বাগিদং বচঃ । সত্রাচ্যা মঘবান্ৎ সোমপীতয়ে ধিয়া শবিষ্ঠ আ গমৎ ॥ ৮ ॥ ২৯১. মহে চ ন ত্বাদ্রিবঃ পরা শুল্কায় দীয়সে । ন সহস্রায় নাযুতায় বজ্রিবো ন শতায় শতামঘ ॥ ৯ ॥ ২৯২. বস্যাং ইন্দ্রাসি মে পিতুরুত ভ্রাতুরভুঞ্জতঃ । মাতা চ মে ছদয়থঃ সমা বসো বসুত্বনায় রাধসে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ২৮৩. তোমাদের মঙ্গলের জন্য তোমরা জরারহিত (অবিনাশী), সংবৎসরচক্রের প্রবর্তক, অপ্রতিহত, ক্ষিপ্রগামী, জয়শীল, যজ্ঞনির্বাহক, অহিংস, জলবর্ধক ইন্দ্রের পথে চল (=সত্যপথে চল) ॥ ২৮৪. হে ইন্দ্র, তুমি উদকের দ্বারা সমস্ত হবির প্রভু ; আমাদের থেকে দূরে অবস্থিত উদকবহনকারী রশ্মিগণই যেন তোমার সঙ্গে বারবার আনন্দে মত্ত না থাকে । আমাদের সঙ্গে আনন্দে মত্ত হবে বলে, হে ইন্দ্র, তুমি কাছে এস ; আমাদের প্রার্থনা শোন ॥ ২৮৫. যিনি জলরাশি পালনের দ্বারা সকল দ্রব্যকেই সিদ্ধবস্তুতে পরিণত করেন সেই বজ্রধারী সোমরক্ষক ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমরস প্রস্তুত কর ও নিবেদন কর ; তিনিই প্রীত হয়ে সুখ দান করবেন ॥ ২৮৬. যিনি বিঘ্ননাশক ও সর্বদর্শী সেই ইন্দ্রকে আমরা ডাকি । হে অশেষ ক্ষমতাশালী, অতুলবিত্ত, সৎকর্মা ইন্দ্র, তুমি আমাদের বৃদ্ধির জন্য আমাদের সকল প্রয়াসে থাক ॥ ২৮৭. হে জ্ঞান-কর্ম-বাক্যরূপ ধনের অধিপতি অশ্বিদ্বয় (=অহোরাত্র অথবা দেশ ও কাল), তোমরা দুজন জ্ঞান-কর্ম-বাক্যের দ্বারা দিবারাত্র আমাদের অনুগ্রহ কর । তোমাদের দুজনের দান যেন কখনও ক্ষয় হয় না, আমাদের দানও যেন কখনও নিঃশেষ না হয় ॥ ২৮৮. যখন যে সময়ে স্তুতিশীল মানুষ মুক্ত-হস্তে দানকারী দেবতার উদ্দেশে গান করতে চায় তখনই সে সকল ব্রতকর্মের ধারক বরুণদেবের (=সূর্যের) উদ্দেশে নিবিষ্টচিত্তে গান করুক ॥ ২৮৯. হে মেধাতিথি, যিনি (বৃষ্টিদানের জন্য) উদক ও বিদ্যুতের মিশ্রণকর্তা, যিনি হিরণ্যবর্ণ বজ্রধারী সেই হিরণ্যরূপ আনন্দে মত্ত ইন্দ্রের দান অন্ন-ধনকে রক্ষা কর ॥ ২৯০. ইন্দ্র আমাদের মুখের বাণী ও অন্তরের বাণী শ্রবণ করুন । আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অতিদাতা অতিবল ইন্দ্র কর্ম ও প্রজ্ঞাসহায়ে সোম পানের জন্য আসুন ॥ ২৯১. হে মেঘবিদারণকারী ইন্দ্র, তোমার মহৎ দান শুল্কের (=মূল্যের) বিনিময়ে পাওয়া যায় না, হে বজ্রহস্ত, হে শতধন, শত-সহস্র-অযুত দানের বিনিময়েও নয় ॥ ২৯২. হে ইন্দ্র, তুমি আমার পিতা ও ভ্রাতা অপেক্ষা অনেক উদার ও ধনসম্পন্ন । হে বসু, তুমি মায়ের মত এবং সংবৎসররূপে আমাকে সর্বসিদ্ধিকর ধনে আচ্ছাদিত কর ॥

সপ্তম খণ্ড ঃ মন্ত্র সংখ্যা ১০ ॥ দেবতা ইন্দ্র (৭ মন্ত্রের দেবতা বহু) ॥ ছন্দ বৃহতী ॥ ঋষি ঃ ১ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ২।৬।৭ বামদেব গৌতম, ৩ মেধাতিথি ও মেধ্যাতিথি কাণ্ব অথবা বিশ্বামিত্র, ৪ নোধা গৌতম, ৫ মেধাতিথি কাণ্ব (ঋগ্বেদে মেধ্যাতিথি), ৮ শ্রুষ্টিগু কাণ্ব (বালখিল্য) ; ৯ মেধ্যাতিথি বা মেধাতিথি কাণ্ব, ১০ নৃমেধ আঙ্গিরস ॥

মন্ত্র ঃ ২৯৩. ইম ইন্দ্রায় সুন্বিরে সোমাসো দধ্যাশিরঃ । তাঁ আ মদায় বজ্রহস্ত পীতয়ে হরিভ্যাং যাহ্যোক আ ॥ ১ ॥ ২৯৪. ইম ইন্দ্র মদায় তে সোমাশ্চিকিত্র উক্থিনঃ । মধোঃ পপান উপ নো গিরঃ শৃণু রাস্ব স্তোত্রায় গির্বণঃ ॥ ২ ॥

২৯৫. আ ত্বা৩দ্য সবদুর্ঘাং হুবে গায়ত্রবেপসম্। ইন্দ্রং ধেনুং সুদুঘামন্যামিষমুরুধারামরঙ্কৃতম্ ॥ ৩ ॥ ২৯৬. ন ত্বা বৃহন্তো অদ্রয়ো বরন্ত ইন্দ্র বীডবঃ। যচ্ছিক্ষসি স্তুবতে মাবতে বসু ন কিষ্টদা মিনাতি তে ॥ ৪ ॥ ২৯৭. ক ঈং বেদ সুতে সচা পিবন্তং কদ্ বয়ো দধে। অয়ং যঃ পুরো বি ভিনত্ত্যোজসা মন্দানঃ শিপ্র্যন্ধসঃ ॥ ৫ ॥ ২৯৮. যদিন্দ্রো শাসো অব্রতং চ্যাবয়া সদসস্পরি। অস্মাকমংশুং মঘবন্ পুরুস্পৃহং বসব্যে অধি বর্হয় ॥ ৬ ॥ ২৯৯. ত্বষ্টা নো দৈব্যং বচঃ পর্জন্যো ব্রহ্মণস্পতিঃ। পুত্রৈর্ভ্রাতৃভি রদিতির্নু পাতু নো দুষ্টরং ত্রামণং বচঃ ॥ ৭ ॥ ৩০০. কদা চন স্তরীরসি নেন্দ্র সশ্চসি দাশুষে। উপোপেন্নু মঘবন্ ভূয় ইন্নু তে দানং দেবস্য পৃচ্যতে ॥ ৮ ॥ ৩০১. যুঙ্ক্ষ্বা হি বৃত্রহন্তম হরী ইন্দ্র পরাবতঃ। অর্বাচীনো মঘবন্ৎ সোম পীতয় উগ্র ঋষ্বেভিরাগহি ॥ ৯ ॥ ৩০২. ত্বামিদা হ্যো নরোঽপীপ্যন্ বজ্রিন্ ভূর্ণয়ঃ। স ইন্দ্র স্তোমবাহস ইহ শ্রুধ্যুপ স্বসরমাগহি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ২৯৩. এই সবল দধিমিশ্রিত সোমরস ইন্দ্রের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। হে বজ্রহস্ত ইন্দ্র, তুমি সেই সোমপানের জন্য আনন্দে মত্ত হয়ে অশ্বরশ্মিগণের সঙ্গে স্বস্থান হতে (অথবা আমাদের গৃহে) এস ॥ ২৯৪. হে ইন্দ্র, অভিজ্ঞ স্তোতারা তোমার হর্ষের জন্য এই সোমরস প্রস্তুত করেছেন। হে স্তুতিপ্রিয় ইন্দ্র, মধু পান কর, আমাদের স্তোত্র শোন, স্তোতার স্তুতিতে আনন্দশব্দ কর ॥ ২৯৫. সোমরূপ দুগ্ধের নিষ্কাষণকারী, গায়ত্র-সঙ্গীতে হর্ষান্বিত, ধেনুর মত সুদোহনকারী, বহুধারায় বারিবর্ষণের দ্বারা শোভিত ইন্দ্র তোমাকে আজ আমরা আহ্বান জানাই ॥ ২৯৬. হে ইন্দ্র, বিশাল ও দৃঢ় পর্বতসবলও তোমাকে বাধা দিতে পারে না ; যখন তুমি আমার মত স্তোতাকে ধন দাও তখন কেহ হিংসা করতে পারে না ॥ ২৯৭. অভিষুত সোমপানকারীকে কে-ই বা জানে, কেবা অন্ন ধারণ করে ? ইনি সেই (ইন্দ্র পরমাত্মা) যিনি বলসহায়ে দেহপুর ভেদ করে প্রবেশ করেন, যিনি উদকবান ও সোমাখ্য অন্নে পরিতৃপ্ত ॥ ২৯৮. হে ইন্দ্র, তুমি শাসনকর্তা বলে অব্রতকে (=তোমা কর্তৃক প্রবর্তিত কর্মচক্র ব্রতকে যে মানে না) যজ্ঞকর্ম থেকে দূরে নিক্ষেপ করে থাক। হে মঘবা, (আমরা ব্রতধারী) আমাদের বহু কাম্য সোমকে অধিক ধনের জন্য বর্ধিত কর ॥ ২৯৯. ত্বষ্টা, পর্জন্য এবং ব্রহ্মণস্পতিদেব আমাদের দিব্যবাণীকে গ্রহণ করুন। আমাদের এই অজেয় রক্ষণীয় স্তোত্রবাক্যের দ্বারা অদীনা অক্ষয়া ঐশীশক্তি মাতা অদিতি আমাদের পুত্র-ভ্রাতাসহ রক্ষা করুন ॥ ৩০০. হে ইন্দ্র, তুমি ভক্তের প্রতি (=তোমাকে যে হব্যদান করে তার প্রতি) কখনও ক্রুদ্ধ হও না, তুমিও তার সঙ্গে মিলিত হও। হে ধনবান, দেবতা তুমি, তোমার ভূরি ভূরি দান ভক্তের কাছে এসে মিলিত হয় ॥ ৩০১. হে বৃত্রহত্যাকারী ইন্দ্র, তোমার সব হরণকারী অশ্বদুটিকে (=দেশ ও কালকে) একসঙ্গে যুক্ত কর। হে উগ্রবল, হে মঘবা, দূরদেশ থেকে শোভন মরুদ্‌গণের সঙ্গে (=প্রাণবায়ুর সঙ্গে) সোমপানের জন্য আমাদের কাছে এস ॥ ৩০২. তোমাকে, হে বজ্রধারী ইন্দ্র, কর্মব্যস্ত যজ্ঞনেতারা (অথবা নৃত্যশালী রশ্মিগণ) কাল ও আজ সোমপান করিয়েছেন। সেই ইন্দ্র সামগানকারীদের গান শুনুন তাঁদের গৃহে আসুন ॥

অষ্টম খণ্ড ॥ মন্ত্র সংখ্যা ১০ ॥ দেবতা ১ ঊষা ; ২ ৩ অশ্বিদ্বয় ; ৪—১০ ইন্দ্র (ঋগ্বেদে ৪ মন্ত্রের দেবতা অশ্বিদ্বয়) ॥ ছন্দ বৃহতী ॥ ঋষি ঃ ১।২।৭।৮ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৩ বৈবস্বত অশ্বিদ্বয়, ৪ প্রস্কণ্ব কাণ্ব, ৫ মেধাতিথি-মেধ্যাতিথি কাণ্ব, দেবাতিথি কাণ্ব, ৯ নৃমেধ আঙ্গিরস, ১০ নোধা গৌতম ॥

মন্ত্র ঃ ৩০৩. প্রত্যু অদর্শ্যায়ত্যু৩চ্ছন্তী দুহিতা দিবঃ। অপো মহী বৃণুতে

চক্ষুষা তমো জ্যোতিষ্কৃণোতি সূনরী ॥ ১ ॥ ৩০৪. ইমা উ বাং দিবিষ্টয় উস্রা হবন্তে অশ্বিনা। অয়ং বামহ্বেঽবসে শচীবসূ বিশংবিশং হি গচ্ছথঃ ॥ ২ ॥ ৩০৫. কুষ্ঠঃ কো বামশ্বিনা তপানো দেবা মর্ত্যঃ। ঘ্নতা বামশ্ময়া ক্ষপমাণোংশুনেত্থমু আদ্বন্যথা ॥ ৩ ॥ ৩০৬. অয়ং বাং মধুমত্তমঃ সুতঃ সোমো দিবিষ্টিষু। তমশ্বিনা পিবতং তিরো অহ্ন্যং ধত্তং রত্নানি দাশুষে ॥ ৪ ॥ ৩০৭. আ ত্বা সোমস্য গল্দয়া সদা যাচন্নহং জ্যা। ভূর্ণিং মৃগং ন সবনেষু চুক্রুধং ক ঈশানং ন যাচিষৎ ॥ ৫ ॥ ৩০৮. অধ্বর্যো দ্রাবয়া ত্বং সোমমিন্দ্রঃ পিপাসতি। উপো নূনং যুযুজে বৃষণা হরী আ চ জগাম বৃত্রহা ॥ ৬ ॥ ৩০৯. অভীষতস্তদা ভরেন্দ্র জ্যায়ঃ কনীয়সঃ। পুরূবসুর্হি মঘবন্ বভূবিথ ভরেভরে চ হব্যঃ ॥ ৭ ॥ ৩১০. যদিন্দ্র যাবতস্ত্বমেতাবদহমীশীয়। স্তোতারমিদ্ দধিষে রদাবসো ন পাপত্বায় রংসিষম্ ॥ ৮ ॥ ৩১১. ত্বমিন্দ্র প্রতূর্তিষ্বভি বিশ্বা অসি স্পৃধঃ। অশস্তিহা জনিতা বৃত্রতূরসি ত্বং তূর্য তরুষ্যতঃ ॥ ৯ ॥ ৩১২. প্র যো রিরিক্ষ ওজসা দিবঃ সদোভ্যস্পরি। ন ত্বা বিব্যাচ রজ ইন্দ্র পার্থিবমতি বিশ্বং ববক্ষিথ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ৩০৩. অন্ধকার নাশ করতে করতে দ্যুলোকের দুহিতা আসছেন। তিনি সকলকে দেখা দিলেন। ঊষা জ্ঞানলোকের দ্বারা তমোনাশ করে জ্যোতি বিস্তার করেন; আর বিপুল জলরাশিকে বরণ করেন ॥ ৩০৪. হে অশ্বিদ্বয়, এই দ্যুলোকগামী রশ্মিগণ তোমাদের দুজনকেই আহ্বান করে। কর্ম, প্রজ্ঞা ও বাক্যরূপ সম্পদের অধিকারী, হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা প্রতি মানুষের গৃহেই গমন করে থাক; এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন তোমাদের দুজনকে আমি আমার রক্ষণের জন্য আহ্বান করি। [অশ্বিদ্বয়=দেশ ও কাল। কালই অশ্ব বা রশ্মি যা সব কিছু বহন করে (অথর্ববেদ)। রশ্মিগণ দেশ ও কালের সঙ্গে যুক্ত (—অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গে যুক্ত)। এই দেশ ও কালের মধ্যেই কর্ম, প্রজ্ঞা ও বাক্য নিহিত থাকে; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান দেশ ও কালের অধীন] ॥ ৩০৫. হে অশ্বিদ্বয়, হে দেবদ্বয়, পৃথিবীতে অবস্থিত কৃচ্ছ্রতাসাধনে রত কোন্ মানুষ তোমাদের মত তপস্যাকারী? কৃচ্ছ্রতাসাধক যেমন অভিমত অন্ন ভোজনের দ্বারা তৃপ্ত হন, তোমরাও সেইভাবে রশ্মিদ্বারা তাড়িত হয়ে রশ্মিদ্বারাই ব্যাপ্ত হও (=তৃপ্ত হও) ॥ ৩০৬. স্বর্গলোক কামনা করে তোমাদের উদ্দেশে এই যে উত্তম মধুময় সোম প্রস্তুত হয়েছে, হে অশ্বিদ্বয়, গতকালের প্রস্তুত (—অশ্বিদ্বয়ের যাগ ভোররাত্রে শেষ হয়, এইজন্য পূর্বদিনে প্রস্তুত সোম অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে নিবেদিত হয়ে থাকে) সেই উত্তম সোমকে পান কর আর সোমদানকারীর (=যজমানের) জন্য রমণীয় ধন ধারণ কর ॥ জয় সম্পাদনকারী সোমরসের ধারা নিবেদন করে' সর্বদাই আমি তোমাকে ডাকি। বন্যপশুর মত ভ্রমণশীল প্রচণ্ড সেই ঈশানের কাছে (=সূর্যের কাছে) তিনবেলা (সবনেষু=প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন—তিনবেলার যজ্ঞকর্ম) কে না যাচঞা করে? ৩০৮. ইন্দ্র সোমপানের ইচ্ছা করছেন; হে অধ্বর্যু (=যিনি যজ্ঞকর্ম সম্পন্ন করান) শীঘ্র কর। বৃত্রহা (=মেঘবিদারণকারী ইন্দ্র) এসেছেন, আর নিজের সংগে যুক্ত করেছেন বর্ষণশীল দুই অশ্বকে (=রসহরণকারী রশ্মিকে) ॥ ৩০৯. হে ইন্দ্র, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রশ্মিসকলকে আন; সকলদিকে তাদের ব্যাপ্ত কর। হে বহুধন, তুমি চিরদিনই বহু ঐশ্বর্যশালী এবং প্রচুর হব্যেরও ঈশ্বর ॥ ৩১০. হে ইন্দ্র, তোমার যত ধনসম্পদ আছে যদি তা' আমার থাকতো তবে আমি স্তোতাকে (=ঈশ্বরভক্তকে) দান করতাম; আপাত রমণীয় পাপকর্মের জন্য ধন ব্যয় করতাম না ॥ ৩১১. হে ইন্দ্র, তুমি প্রকৃষ্ট গতিতে বিশ্বের সকল স্পর্ধমানকে অভিভূত কর; তুমি কোপনস্বভাব ও অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করে থাক;

তুমি বিশ্বের উৎপাদয়িতা, ত্রাণকর্তা। [বৃত্র=মেঘের শরীর। তা' বিদীর্ণ করলেই জীবের প্রাণধন জল পাওয়া যায় বলে' বৃত্রের সঙ্গে অজ্ঞান অন্ধকারের তুলনা করা হয়ে থাকে]॥ ৩১২. হে ইন্দ্র, যে তুমি দ্যুলোকে আকাশের সকল স্তরের ওপরে থেকে জ্যোতির দ্বারা ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছ সেই তোমাকে পার্থিব ধন ব্যাপ্ত করতে পারে না ; তুমি বিশ্বকে অতিক্রম করে সকলভার বহন করে চলেছ॥

নবম খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১০॥ দেবতা ঃ ইন্দ্র (ঋগ্বেদে ৫ মন্ত্রের দেবতা ইন্দ্রবৈকুণ্ঠ ; ৮ মন্ত্রের দেবতা বেন)॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্॥ ঋষি ঃ ১।২।৬ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি. ৩ গাতু আত্রেয় অথবা গৃৎসমদ, ৪ পৃথু বৈন্য, ৫ সপ্তগু আঙ্গিরস, গৌরিবীতি শাক্ত্য, ৮ বেন ভার্গব, ৯ বৃহস্পতি বা নকুল, ১০ সুহোত্র ভারদ্বাজ॥

মন্ত্র ঃ ৩১৩. অসাবি দেবং গোঋজীকমন্ধো ন্যস্মিন্নিন্দ্রো জনুষেমুবোচ। বোধামসি ত্বা হর্যশ্ব যজ্ঞৈর্বোধা ন স্তোমমন্ধসো মদেষু॥ ১॥ ৩১৪. যোনিষ্ট ইন্দ্র সদনে অকারি তমা নৃভিঃ পুরুহূত প্র যাহি। অসো যথা নোঽবিতা বৃধশ্চিদ্দদো বসূনি মমদশ্চ সোমৈঃ॥ ২॥ ৩১৫. অদর্দরুৎসমসৃজো বি খানি ত্বমর্ণবান্ বদ্বধানাঁ অরম্ণাঃ। মহান্তমিন্দ্র পর্বতং বি যদ্ বঃ সৃজদ্ধারা অব যদ্ দানবান্ হন্॥ ৩॥ ৩১৬. সুষ্বাণাস ইন্দ্র স্তুমসি ত্বা সনিষ্যন্তশ্চিৎ তুবিনৃম্ণ বাজম্। আ নো ভর সুবিতং যস্য কোনা তনা ত্মনা সহ্যামত্বোতাঃ॥ ৪॥ ৩১৭. জগৃহ্মা তে দক্ষিণমিন্দ্র হস্তং বসূয়বো বসুপতে বসূনাম্। বিদ্মা হি ত্বা গোপতিং শূর গোনামস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ॥ ৫॥ ৩১৮. ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে যৎপার্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ। শূরো নৃষাতা শ্রবসশ্চ কাম আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ॥ ৬॥ ৩১৯. বয়ঃ সুপর্ণা উপ সেদুরিন্দ্রং প্রিয়মেধা ঋষয়ো নাধমানাঃ ধ্বান্তমূর্ণুহি পূর্ধি চক্ষুর্মুমুগ্ধ্যস্মান্ নিধয়েব বদ্ধান্॥ ৭॥ ৩২০. নাকে সুপর্ণমুপ যৎ পতন্তং হৃদা বেনন্তো অভ্যচক্ষত ত্বা। হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং যমস্য যোনৌ শকুনং ভুরণ্যুম্॥ ৮॥ ৩২১. ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ। স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ। ॥৯॥ ৩২২. অপূর্ব্যা পুরুতমান্যস্মৈ মহে বীরায় তবসে তুরায়। বিরপ্শিনে বজ্রিণে শন্তমানি বচাংস্যস্মৈ স্থবিরায় তক্ষুঃ॥ ১০॥

অনুবাদ ঃ ৩১৩. দীপ্ত ঋজু রশ্মির সঙ্গে জল মিশ্রিত হলে তা' হতে ইন্দ্র (=বজ্র) উৎপন্ন হন [রশ্মি জল আকর্ষণ করে। তা হতে মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। বিদ্যুৎ বা বজ্রই ইন্দ্র]। হে হর্যশ্ব (=রসহরণকারী রশ্মির অধিপতি), তোমাকে যজ্ঞের দ্বারা প্রবুদ্ধ করি ; সোমরসে মত্ত হয়ে (=বারিরাশি প্রাপ্ত হয়ে) আমাদের স্তোত্র হৃদয়ঙ্গম কর॥ ৩১৪. হে ইন্দ্র, তুমি জলের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে জলমধ্যে অবস্থান কর ; সেই তুমি বহুমানুষের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে আহূত, তুমি এস। যেহেতু তুমি আমাদের রক্ষক ও বর্ধক সুতরাং সোমের দ্বারা মত্ত হয়ে আমাদের ধন দান কর॥ ৩১৫. হে ইন্দ্র, তুমি জলের উৎস মেঘকে বিদীর্ণ করেছ, জলের নির্গমন দ্বারসমূহ উদ্ঘাটিত করেছ, জলভারে পীড়িত মেঘকে উন্মুক্ত করেছ। তুমি অতীতেও বিপুলাকৃতি মেঘকে উদ্ঘাটিত করে জলধারা পাতিত করেছ, জলপ্রদাতা মেঘকে নিহত করেছ॥ ৩১৬. প্রচুর অন্ন-বলের ঈশ্বর হে ইন্দ্র, ধনলাভেচ্ছু সোমপ্রস্তুতকারী আমরা তোমাকে বাক্-অন্ন-বলের জন্য স্তব করি। আমাদের জন্য যে কর্ম তোমার নিজের অভিপ্রেত তা' তুমি দাও ; তোমার দ্বারা

রক্ষিত হয়ে আমরা তা' লাভ করে প্রীত হবো ॥ ৩১৭. বসুরূপ সম্পদের অধিপতি হে ইন্দ্র, বসুরূপ ধন কামনা করে উৎসাহযুক্ত হয়ে তোমার দক্ষিণহস্ত ধারণ করলাম। [দক্ষিণহস্ত = উৎসাহযুক্ত (নিরুক্ত)]। হে শূর, তুমি রশ্মিরূপ গোধনের স্বামী, তোমাকে আমরা জানি। কিরণরাশির সহায়ে বিচিত্র বর্ষণকারী ধনসমূহ তুমি আমাদের জন্য প্রদান কর। [বৃষ্টিধন সকল সম্পদের কারণ] ॥ ৩১৮. মানুষেরা যখন জীবনসংগ্রামে অন্নের জন্য মনোযোগ সহকারে এবং সাফল্যের সঙ্গে নিজেকে নিযুক্ত করে তখন তারা ইন্দ্রকেই ডাকে। (হে ইন্দ্র) তুমি বীর ; মানুষের জন্য উজ্জ্বল ক্ষিপ্রগতিযুক্ত হয়ে বিদ্যুৎপূর্ণ মেঘে অবস্থিত ধনসম্পদকে (= বারি-রাশিকে) আমাদের মধ্যে বিভাগ করে দাও ॥ ৩১৯. গমনশীল, যজ্ঞপ্রিয়, দর্শন-কারী আদিত্য রশ্মিসমূহ যাচ্ঞাপরায়ণ হয়ে ইন্দ্রের নিকট (= সূর্যের নিকট) উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা করলো— হে ইন্দ্র, অন্ধকার দূর কর, জ্ঞান প্রসারিত কর (অথবা চক্ষু আলোকপূর্ণ কর), পাশবন্ধের মত অবস্থিত আমাদের মুক্ত কর ॥ ৩২০. হে বেন (= হে ইন্দ্র), যখন তুমি দ্যুলোকে উড়ন্ত পাখীর মত অবস্থান কর তখন তোমাকে সকলে এইরূপেই দর্শন করে হৃষ্ট হয়। তোমার ডানা সুবর্ণময় তুমি বরুণের দূত, দ্যুলোকের সংযোগকারী শক্তির আধার, অতি উচ্চে শকুনের মত অবস্থান করেও জগতের ভরণপোষণকারী ॥ ৩২১. ব্রহ্ম জাত হয়ে প্রথমে পূর্ব-দিকের সীমায় সুদীপ্তিশালী বেনকে (= সূর্যকে)) ধারণ করলেন। সেই ব্রহ্মের উপমা অন্তরিক্ষ (= ব্রহ্ম আকাশের মতই অনন্ত), এঁর অবস্থান বিবিধপ্রকার, ইনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগতের কারণস্বরূপ ॥ ৩২২. যাঁর তুল্য শক্তিমান পূর্বে দেখা যায় নি, যিনি সর্বাপেক্ষা শক্তিমান, সেই শীঘ্রগতিযুক্ত, স্তবার্হ, শব্দকারী, বজ্রযুক্ত, সুখদায়ক স্থিরপ্রজ্ঞ, মহান বীর ইন্দ্রের উদ্দেশে বাক্যের দ্বারা স্তবমালা রচনা করি ॥

দশম খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ৯ ॥ দেবতা ইন্দ্র ॥ ছন্দ ১—৫, ৭—৯ ত্রিষ্টুপ্, ৬ বিরাট ॥ ঋষি ঃ ১।২।৪ দ্যুতান মারুত (ঋগ্বেদে তিরশ্চী আঙ্গিরস), ৩ বৃহদুক্থ, বামদেব্য, ৫ বামদেব গোতম, ৬।৮ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৭ গাথি বিশ্বামিত্র, ৯ গৌরিবীতি শাক্ত্য ॥

মন্ত্র ঃ ৩২৩. অব দ্রপ্সো অংশুমতীমতিষ্ঠদীয়ানঃ কৃষ্ণো দশভিঃ সহস্রৈঃ। আবত্তমিন্দ্রঃ শচ্যা ধমন্তমপ স্নীহিতিং নৃমণা অধদ্রাঃ ॥ ১ ॥ ৩২৪. বৃত্রস্য ত্বা শ্বসথাদীষমাণা বিশ্বে দেবা অজহুর্যে সখায়ঃ। মরুদ্ভিরিন্দ্র সখ্যং তে অস্ত্বথেমা বিশ্বাঃ পৃতনা জয়াসি ॥ ২ ॥ ৩২৫. বিধুং দদ্রাণং সমনে বহূনাং যুবানং সন্তং পলিতো জগার। দেবস্য পশ্য কাব্যং মহিত্বাদ্যা মমার স হ্যঃ সমান ॥ ৩ ॥ ৩২৬. ত্বং হ ত্যৎ সপ্তভ্যো জায়মানোঽশত্রুভ্যো অভবঃ শত্রুরিন্দ্র। গূলহে দ্যাবাপৃথিবী অন্ববিন্দো বিভুমদ্‌ভ্যো ভুবনেভ্যো রণং ধাঃ ॥ ৪ ॥ ৩২৭. মেডিং ন ত্বা বজ্রিণং ভৃষ্টিমন্তং পুরুধস্মানং বৃষভং স্থিরপ্স্নুম্। করোষ্যর্যস্তরুষীর্দুবস্যুরিন্দ্র দ্যুক্ষং বৃত্রহণং গৃণীষে ॥ ৫ ॥ ৩২৮. প্র বো মহে মহে বৃধে ভরধ্বং প্রচেতসে প্র সুমতিং কৃণুধ্বম্। বিশঃ পূর্বীঃ প্র চর চর্ষণিপ্রাঃ ॥ ৬ ॥ ৩২৯. শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ। শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানি ॥ ৭ ॥ ৩৩০. উদু ব্রহ্মাণ্যৈরত অবস্যেন্দ্রং সমর্যে মহয়া বসিষ্ঠ। আ যো বিশ্বানি শ্রবসা ততানোপশ্রোতা ম ঈবতো বচাংসি ॥ ৮ ॥ ৩৩১. চক্রং যদস্যাপ্স্বা নিষত্তমুতো তদস্মৈ মধ্বিচ্চচ্ছদ্যাৎ। পৃথিব্যামতিষিতং যদূধঃ পয়ো গোষ্বদধা ওষধীষু ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ ৩২৩, সহস্র সহস্র গমনশীল কৃষ্ণ জলবিন্দু (= কালো মেঘ) অংশুমতী

নদীকে ঘিরে (অথবা কিরণরাশিকে ঘিরে) ছিল। ইন্দ্র প্রজ্ঞাযুক্ত বলকর্মের দ্বারা সেই মেঘপুঞ্জ থেকে জলরাশি নির্গমনের ব্যবস্থা করে নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত করলেন॥ ৩২৪. হে ইন্দ্র, যে বিশ্বদেবগণ (=কিরণরাশি) তোমার সখা ছিলেন তাঁরা বৃত্রের (=মেঘের) নিশ্বাসে ভীত হয়ে তোমাকে ত্যাগ করে চলে গেলেন (অর্থাৎ মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল বলে কিরণরাশি আর দেখা গেল না)। তখন মরুদ্গণের সঙ্গে (=বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে) তোমার সখ্যতা হোল। আর তাতেই তুমি সমস্ত শত্রু জয় করলে (অর্থাৎ বায়ুর দ্বারা তাড়িত হয়ে মেঘেরা পরাজিত হোল)॥ ৩২৫. বহুর সঙ্গে মিলিতভাবে থেকেও একাকী ভ্রমণশীল আদিত্য সর্বগ্রাস করলেন (=অস্তগমনের দ্বারা অন্ধকার সৃষ্টি করলেন); দেবতার অতিক্রান্ত দর্শনের মাহাত্ম্য লক্ষ্য কর; এখন তিনি মৃত হলেন (=অস্তগমন করলেন), যে কাল অতিক্রান্ত হোল তখন তিনিই সমস্ত অধিকার করে ছিলেন॥ ৩২৬. হে ইন্দ্র, তুমি জন্মলাভ করে (=বিদ্যুৎরূপে জাত হয়ে) সপ্তলোকে অবস্থিত সকল শত্রুর (=মেঘের বা অন্ধকাররূপ শত্রুর) শত্রু (=শাতয়িতা) হলে; তুমি অন্ধকারাবৃত দ্যাব্যাপৃথিবীকে আলোকে নিয়ে এলে আর বিভুময় সকল ভুবনের জন্য আনন্দকে ধারণ করলে॥ ৩২৭. হে ইন্দ্র, গর্জনকারী বজ্রধারী সদাকরণশীল প্রজ্ঞাবান বর্ষণকারী সদাঅন্নদাতা দ্যুলোকবাসী বৃত্রহন্তা সকল ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর ত্রাণকর্তা শ্রদ্ধাবান তোমাকে স্তব করি॥ ৩২৮. তোমাদের মঙ্গলের জন্য তোমরা মহান ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি উচ্চারণ কর, তাঁর বর্ধনের জন্য সোম সম্পাদন কর; প্রকৃষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন কল্যাণবুদ্ধিযুক্ত ইন্দ্রকে সুষ্ঠুরূপে স্তব কর। তিনি চিরকাল মানুষের প্রিয়, তাঁকেই চিন্তা কর॥ ৩২৯. অন্নের নিমিত্ত সংগ্রামে আমাদের রক্ষার নিমিত্ত যিনি সকল দিক্ থেকে শুনতে পান, যিনি বৃত্রমেঘবধরূপ সংগ্রামে জলরূপ ধন আহরণে সদাজয়শীল, যিনি সদা ক্ষিপ্রগতি, স্বীয় কর্মে উগ্র, নৃশ্রেষ্ঠ ধনবান সেই ইন্দ্রকে আমরা আহ্বান করি॥ ৩৩০. হে বসিষ্ঠ, এই যজ্ঞে উপস্থিত ব্যক্তিদের সামনে ইন্দ্রের প্রীতি কামনায় মহান স্তোত্রের দ্বারা ইন্দ্রকে স্তব কর। যিনি বিশ্বের ধনকে ব্যাপ্ত করেন তাঁর প্রতি গমনশীল আমার এই স্তুতিবাক্য তিনি শ্রবণ করুন॥ ৩৩১. অন্তরিক্ষে জলরাশির মধ্যে এঁর (ইন্দ্রের) যে চক্র নিহিত আছে সেই চক্রের দ্বারাই জলরূপ মধুভাণ্ডার ছেদন হয়, আর সেই জমাটবাঁধা জলরাশিকে ছেদন করে পৃথিবীতে গোদুগ্ধরূপে ওষধীরূপে তিনি ধারণ করেন॥

একাদশ খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১০॥ দেবতা ১ তার্ক্ষ্য, ২—৬।৮ ১০ ইন্দ্র, ৭ পর্বত ও ইন্দ্র, ৯ যম বৈবস্বত॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ॥ ঋষি ঃ ১ অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্য, ২ ভরদ্বাজ (ঋগ্বেদে গর্গ ভারদ্বাজ), ৩ বিমদ ঐন্দ্র, বসুকৃৎ বা বাস্নুক (ঋগ্বেদে প্রাজাপত্য), ৪।৫।৬।৯ বামদেব গোতম (ঋগ্বেদে ৯ যম বৈবস্বত), ৭ গাথি বিশ্বামিত্র, ৮ রেণু বৈশ্বামিত্র, ১০ গোতম রাহুগণ॥

মন্ত্র ঃ ৩৩২. ত্যমূ ষু বাজিনং দেবজূতং সহোবানংতরুতারংরথানাম্। অরিষ্টনেমিং পৃতনাজমাশুং স্বস্তয়ে তার্ক্ষ্যমিহা হুবেম॥ ১॥ ৩৩৩. ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং হবেহবে সুহবং শূরমিন্দ্রম্। হুবে নু শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রমিদং হবির্মঘবা বেত্বিন্দ্রঃ॥ ২॥ ৩৩৪. যজামহ ইন্দ্রং বজ্রদক্ষিণং হরীণাং রথ্যাংত্বিব্রতানাম্। প্র শ্মশ্রুভিদোধুবদূর্ধ্বথা ভুবদ্ বি সেনাভির্দয়মানো বি রাধসা॥ ৩॥ ৩৩৫. সত্রাহণং দাধৃষিং তুম্রমিন্দ্রং মহামপারং বৃষভং সুবজ্রম্। হন্তা যো বৃত্রং সনিতোত বাজং দাতা মঘানি মঘবা সুরাধাঃ॥ ৪॥ ৩৩৬. যো নো বনুষ্যন্নভিদাতি মর্ত

উগণা বা মন্যমানস্তুরো বা। ক্ষিধী যুধা শবসা বা, তমিন্দ্রাভী ষ্যাম বৃষমণস্ত্বোতাঃ ॥ ৫ ॥ ৩৩৭. যং বৃত্রেষু ক্ষিতয় স্পর্ধমানা যং যুক্তেষু তুরয়ন্তো হবন্তে। যং শূরসাতৌ যমপামুপজ্মন্ যং বিপ্রাসো বাজয়ন্তে স ইন্দ্রঃ ॥ ৬ ॥ ৩৩৮. ইন্দ্রাপর্বতা বৃহতা রথেন বামীরিষ আবহতং সুবীরাঃ। বীতং হব্যান্যধ্বরেষু দেবা বর্ধেথাং গীর্ভির্বিলয়া মদন্তা ॥ ৭ ॥ ৩৩৯. ইন্দ্রায় গিরো অনিশিতসর্গা অপঃ প্রৈরয়ৎ সগরস্য বুধ্নাৎ। যো অক্ষেণেব চক্রিয়ৌ শচীভির্বিষ্বক্তস্তম্ভ পৃথিবীমুত দ্যাম্ ॥ ৮ ॥ ৩৪০. আ ত্বা সখায়ঃ সখ্যা ববৃত্যুস্তিরঃ পুরু চিদর্ণবাং জগম্যাঃ। পিতুর্নপাতমাদধীত বেধা অস্মিন্ ক্ষয়ে প্রতরাং দীধ্যানঃ ॥ ৯ ॥ ৩৪১. কো অদ্য যুঙ্‌ক্তে ধুরি গা ঋতস্য শিমীবতো ভামিনো দুর্হৃণায়ূন্। আসন্নেষামপ্সুবাহো ময়োভূন্য এষাং ভৃত্যামৃণধৎস জীবাৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ৩৩২. যিনি প্রভূত অন্নবলের অধিকারী, দেবগণের সঙ্গে প্রীতি-সম্পন্ন, বলবান্, গতিশীল পদার্থসমূহের পরিচালক, অপ্রতিহতবজ্রযুক্ত, সংগ্রামে জয়শীল, শীঘ্রগতিসম্পন্ন সেই অন্তরিক্ষনিবাসী জলপ্রদানকারী দেবতাকে (=তার্ক্ষ্য=সূর্য) আমাদের কল্যাণের জন্য এই যজ্ঞে আহ্বান করছি ॥ ৩৩৩. যিনি ত্রাণকারী ও অভীষ্টপূরণকারী, যিনি সহজেই প্রতি যজ্ঞকর্মে আহ্বানযোগ্য সেই বীর ইন্দ্রকে আহ্বান করি। বহুজনের দ্বারা আহূত অতিধনদাতা ইন্দ্র দেবতা আমাদের উৎসর্গীকৃত এই হবি গ্রহণ করুন ॥ ৩৩৪. বিবিধপ্রকার কর্মের সহিত সম্বন্ধিত সকল বস্তুর হরণ-কারী রশ্মিসমূহকে যিনি নিজ গমনরথের সহিত যুক্ত করেন, যাঁর রশ্মিসমূহ কম্পমান শ্মশ্রুর মত এবং যিনি সর্বসিদ্ধিকর ধনদানের জন্য নিজবলের দ্বারা বিপক্ষকে ভীতিগ্রস্ত করে ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন, সেই দক্ষিণহস্তে বজ্রধারণকারী ইন্দ্রকে ভজনা করি ॥ ৩৩৫. শত্রুনাশক, দুরাধর্ষ, মহাবল, সীমাহীন, বর্ষণকারী, সুবজ্র ইন্দ্রকে স্তব করি। এই সেই ইন্দ্র যিনি ধনসম্পদের জন্য বৃত্রকে হনন করেন এবং অন্নবল ও মহাধনের অতিদাতা ॥ ৩৩৬. যে মানুষ নিজকে বলবান ও ক্ষিপ্রগতিযুক্ত মনে করে, আমাদের হিংসা করবার জন্য আমাদের প্রতি ধাবিত হয়, তাকে হে বলবান্ ইন্দ্র, তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে মনুষ্যবলে যুক্ত হয়ে যেন অভি-ভূত করতে পারি ॥ ৩৩৭. শত্রুর দ্বারা বেষ্টিত হয়ে শত্রুকে পরাজিত করার ইচ্ছা করে সতর্ক ক্ষিপ্র মানুষেরা যাঁকে ভজনা করে, জ্ঞানবানেরা যাঁকে বলের জন্য, জলের জন্য এবং অন্নের জন্য ভজনা করেন তিনিই ইন্দ্র ॥ ৩৩৮. হে ইন্দ্র ও মেঘদেবতা (=পর্বত), তোমরা দুজন মহান্ রথে সুবীর অন্ন আন। হে দেবদ্বয়, সকল যজ্ঞে হবি ও স্তুতির দ্বারা পূজিত হয়ে হর্ষ ও আনন্দ লাভ করে বর্ধিত হও ॥ ৩৩৯. ইন্দ্রের উদ্দেশে যে বিরামহীন স্তুতি করা হয়েছে তার ফলে অন্তরিক্ষে অবস্থিত বারিরাশি থেকে ইন্দ্র জল সমূহকে প্রেরণ করলেন (ইনিই সেই ইন্দ্র যিনি) অক্ষ যেমন চক্রকে ধারণ করে, তেমনি কর্মসমূহের দ্বারা পৃথিবী ও দ্যুলোকরূপ চক্রকে স্তম্ভিত করে রেখেছেন ॥ ৩৪০. সখাগণ তোমাকে সখ্যতা প্রাপ্ত হয়ে আকাশে বিচরণশীল বিস্তীর্ণ মেঘরাশিকেই প্রাপ্ত হলেন ; (হে সখাগণ) জেনে রাখ অন্ন হতেই সন্তান (বা বীজ) জাত হয় ; এবং এই পৃথিবীতে ভবিষ্যতে এইভাবেই চিন্তা করবে ॥ ৩৪১. সত্যের কর্মের ও ঔজ্জ্বল্যের প্রতীক ইন্দ্রের দুরাধর্ষ গোসমূহকে (=উজ্জ্বল রশ্মিসমূহকে) আজ কে জোয়ালে জুড়বে? জলরাশির পরিচালক জীবের সুখ ও পুষ্টিকারক রশ্মিগণের কর্মকে যিনি জানেন তিনি দীর্ঘজীবী হয়ে আত্মগতি লাভ করেন ॥

দ্বাদশ খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১০ ॥ দেবতা ইন্দ্র ॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্ ॥ ঋষি ১ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ২ জেতা মাধুচ্ছন্দস, ৩।৬ গোতম রাহূগণ, ৪ অত্রি ভৌম, ৫।৮ তিরশ্চী আঙ্গিরস, ৭ নীপাতিথি কাণ্ব, ৯ বিশ্বামিত্র গাথিন, ১০ শংযু বার্হস্পত্য অথবা তিরশ্চী আঙ্গিরস ॥

মন্ত্র ঃ ৩৪২. গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোহর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ। ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে॥ ১ ॥ ৩৪৩. ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্‌ৎসমুদ্রব্যচসং গিরঃ। রথীতমং রথীনাং বাজানাং সৎপতিং পতিম্ ॥ ২ ॥ ৩৪৪. ইমমিন্দ্র সুতং পিব জ্যেষ্ঠমমর্ত্যং মদম্। শুক্রস্য ত্বাভ্যক্ষরন্ ধারা ঋতস্য সাদনে ॥ ৩ ॥ ৩৪৫. যদিন্দ্র চিত্র ম ইহ নাস্তি ত্বাদাতমদ্রিবঃ। রাধস্তন্নো বিদদ্বস উভয়া হস্ত্যাভর ॥ ৪ ॥ ৩৪৬. শ্রুধী হবং তিরশ্চ্যা ইন্দ্র যস্ত্বা সপর্যতি। সুবীর্যস্য গোমতো রায়স্পূর্ধি মহাঁ অসি ॥ ৫ ॥ ৩৪৭. অসাবি সোম ইন্দ্র তে শবিষ্ঠ ধৃষ্ণবা গহি। আ ত্বা পৃণক্ত্বিন্দ্রিয়ং রজঃ সূর্যো ন রশ্মিভিঃ ॥ ৬ ॥ ৩৪৮. এন্দ্র যাহি হরিভিরুপ কণ্বস্য সুষ্টুতিম্। দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয দিবাবসো ॥ ৭ ॥ ৩৪৯. আ ত্বা গিরো রথীরিবাস্থুঃ সুতেষু গির্বণঃ। অভি ত্বা সমনূষত গাবো বৎসং ন ধেনবঃ ॥ ৮ ॥ ৩৫০. এতো ন্বিন্দ্রং স্তবাম শুদ্ধং শুদ্ধেন সাম্না। শুদ্ধৈরুক্থৈর্বাবৃধ্বাংসং শুদ্ধৈরাশীর্বান্ মমত্তু ॥ ৯ ॥ ৩৫১. যো রয়িং বো রয়িন্তমো যো দ্যুম্নৈর্দ্যুম্নবত্তমঃ। সোমঃ সুতঃ স ইন্দ্র তেঽস্তি স্বধাপতে মদঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ৩৪২. (লোকে যেমন সুকর্মের দ্বারা নিজ বংশকে উন্নত রাখেন সেইরূপ) হে শতক্রতু (=শতকর্মা) ইন্দ্র, সামগানকারীরা তোমার উদ্দেশে গান করেন, হোতারা তোমাকে অর্চনা করেন, ব্রহ্মা প্রভৃতি ঋত্বিক্‌গণ (বেদমন্ত্র পাঠের দ্বারা) বংশের ন্যায় তোমাকে উন্নত করেন ॥ ৩৪৩. যিনি আকাশের মত সর্বব্যাপী, যিনি রথীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রথী, যিনি অন্ন ও সকল জীবের রক্ষক সেই ইন্দ্রকে সকল স্তবস্তুতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত করে ॥ ৩৪৪. হে ইন্দ্র,, এই শ্রেষ্ঠ হর্ষজনক অমৃত সোম পান কর; জলের গৃহে (=অন্তরিক্ষে) উজ্জ্বল এই সোমধারা তোমার উদ্দেশেই প্রবাহিত হচ্ছে ॥ ৩৪৫. হে ইন্দ্র, যে কাম্য পূজনীয় ধন আছে (অথবা যে কাম্য ধন আমার গৃহে নেই) সেই ধন আমাদের দেওয়া তোমার কর্তব্য। হে বজ্রধারী, হে ধনাধিপতি, সেই ধন তোমার দুই হাতে আমাদের দান কর ॥ ৩৪৬. হে ইন্দ্র, তিরশ্চী ঋষির আহ্বান শোন যে তোমাকে পরিচর্যা করছে। জলযুক্ত বীর্যবান্ মহান তুমি আমাকে ধন-দানে পূর্ণ কর ॥ ৩৪৭. হে ইন্দ্র, এই জলরাশি তোমার কিরণরাশিতে সৃষ্ট হয়েছে। হে শ্রেষ্ঠকর্মা এস। সূর্য যেমন কিরণরাশির দ্বারা আকাশকে পূর্ণ করেন তোমাকেও তেমনি ইন্দ্রিয়সামর্থ্য পূর্ণ করুক। [ইন্দ্রিয়শক্তি আত্মার, এইজন্য এরূপ বলা হোল] ॥ ৩৪৮. হে ইন্দ্র, সর্ববস্তু হরণকারী তোমার অশ্বরশ্মিগণের সঙ্গে তুমি কণ্ব ঋষির এই সুন্দর স্তুতি লক্ষ্য করে এস। এই দ্যুলোকে বাস করেই তুমি দ্যুলোক শাসন কর; হে দ্যুলোকবাসী, তুমি দ্যুলোকেই থাক ॥ ৩৪৯. হে স্তুতিপ্রিয় ইন্দ্র, সকল অভিষুত সোমযোগে তোমার উদ্দেশে উচ্চারিত সকল স্তুতি তোমাকে রথীর মত ঘিরে থাকে। গাভী যেমন তার বৎসকে ডাকে তেমনি এই স্তুতি তোমাকে লক্ষ্য করেই সম্যক্‌রূপে উচ্চারিত ॥ ৩৫০. শীঘ্র এস, এখনই পবিত্র ইন্দ্রকে স্তব করবো পবিত্র সামগানে। পবিত্র উক্‌থের দ্বারা শুদ্ধ সোমরসের দ্বারা বর্ধিত ইন্দ্র আনন্দিত হোন ॥ ৩৫১. যিনি অতি ধনশালী, যিনি ধনের দ্বারা দীপ্ত সমুজ্জ্বল; যে ধন তোমাদের জন্য (ইন্দ্র দান করেন) সেই নিষ্কাশিত সোমরূপ ধনসম্পদ, হে ইন্দ্র, হে অন্নপতি, তোমার আনন্দকারক হয় ॥

চতুর্থ অধ্যায়

ঐন্দ্র কাণ্ড ঃ ইন্দ্রস্তুতি

প্রথম খণ্ড ঃ মন্ত্র সংখ্যা ৮ ॥ দেবতা ১।৪।৬।৮ ইন্দ্র, ৫ মরুদ্‌গণ, ৭ দধিক্রাবা ॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্‌ ॥ ঋষি ১ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ২ বামদেব গৌতম বা শাকপূত, ৩ প্রিয়মেধ আঙ্গিরস, ৪ প্রগাথ কাণ্ব, ৫ শ্যাবাশ্ব আত্রেয়, ৬ শংযু বার্হস্পত্য, ৭ বামদেব গৌতম, ৮ জেতা মাধুচ্ছন্দস ॥

মন্ত্র ঃ ৩৫২. প্রত্যস্মৈ পিপীষতে বিশ্বানি বিদুষে ভর। অরঙ্গমায় জগ্ময়েহ পশ্চাদধ্বনে নরঃ ॥ ১ ॥ ৩৫৩. আ নো বয়ো বয়ঃশয়ং মহান্তং গহ্বরেষ্ঠাম্‌ মহান্তং পূর্বিনেষ্ঠাম্‌। উগ্রং বচো অপাবধীঃ ॥ ২ ॥ ৩৫৪. আ ত্বা রথং যথোতয়ে সুম্নায় বর্তয়ামসি। তুবিকূর্মিমৃতীষহমিন্দ্রং শবিষ্ঠ সৎপতিম্‌ ॥ ৩ ॥ ৩৫৫. স পূর্ব্যো মহোনাং বেনঃ ক্রতুভিরানজে। যস্য দ্বারা মনুঃ পিতা দেবেষু ধিয় আনজে ॥ ৪ ॥ ৩৫৬. যদী বহন্ত্যাশবো ভ্রাজমানা রথেষ্বা। পিবন্তো মদিরং মধু তত্র শ্রবাংসি কৃণ্বতে ॥ ৫ ॥ ৩৫৭. ত্যমু বো অপ্রহণং গৃণীষে শবসস্পতিম্‌, ইন্দ্রং বিশ্বাসাহং নরং শবিষ্ঠং বিশ্ববেদসম্‌ ॥ ৬ ॥ ৩৫৮. দধিক্রাব্‌ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ ॥ ৭ ॥ ৩৫৯. পুরাং ভিন্দুর্যুবা কবিরমিতৌজা অজায়ত। ইন্দ্রো বিশ্বস্য কর্মণো ধর্তা বজ্রী পুরুষ্টুতঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ ৩৫২. সর্ববেত্তা পিপাসিত ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমরা সকল সোম অর্পণ কর। তিনি সর্বগামী, সকল যজ্ঞের নায়ক, অগ্রণী ॥ ৩৫৩. গর্ভে থাকাকালীন অবস্থাতেই আমাদের জন্য মহান্‌ অন্ন তুমি প্রস্তুত করে রাখ। তোমার এই মহান্‌ ব্রত চিরকাল ধরে প্রচলিত আছে। হে ইন্দ্র, উগ্র বচন দূর কর ॥ ৩৫৪. বহুকর্মা শত্রু পরাজয়কারী বলিষ্ঠ সৎপতি ইন্দ্রকে আমি আমার রক্ষা ও সুখের জন্য সূর্যের মত আবর্তিত করছি ॥ ৩৫৫. তিনিই পূজ্যগণের মধ্যে প্রথম, তিনিই সর্বলোককান্ত আলোকময় দেবতারূপে (=বেন) কর্মসকলের দ্বারা সকল কিছুই প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যাঁকে অবলম্বন করে মনু (আদিত্য) পিতা দেবগণের মধ্যে (=রশ্মিগণের মধ্যে) জ্ঞানকর্ম প্রাপ্ত হয়েছেন ॥ ৩৫৬. যখনই ক্ষিপ্রগামী দীপ্ত রশ্মিগণ তোমাকে রথে বহন করে তখনই তাঁরা মদির মধুপান করতে করতে (রশ্মিদ্বারা জলবাষ্প আকর্ষণ করতে করতে) অন্নসম্পদ সৃষ্টি করেন ॥ ৩৫৭. তোমাদের মঙ্গলের জন্য সেই উপকারক অন্নবলপতি ইন্দ্রকে স্তব কর, যিনি বিশ্বজয়ী শ্রেষ্ঠবলনায়ক বিশ্বজ্ঞানী ॥ ৩৫৮. চলনপটু শব্দকারী সর্বজয়ী [রশ্মিগণ জলসৃষ্টির দ্বারা অন্নসৃষ্টিকারী বলে সর্বজয়ী] অশ্বরশ্মির (=দধিক্রার) স্তুতি করি। হর্ষকারক বৃষ্টিরূপ অগ্রসেনাকে আমাদের জন্য প্রেরণ কর, আমাদের আয়ু বৃদ্ধি কর ॥ ৩৫৯. ইন্দ্র সকল জীবদেহের অন্তরাত্মা (=পুরাম্‌ ভিন্দুঃ) ; তিনি একই সময়ে অনেক কর্ম করেন =(যুবা) এবং গতির দ্বারা সেই কর্মকে অতিক্রম করেন (=কবি), তিনি অমিতবলরূপে জাত হয়ে বিশ্বের সকল কর্মের ধারক, বজ্রধারী ও বহুস্তুত ॥

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ মন্ত্র সংখ্যা ১০ ॥ দেবতা ১-৭।ইন্দ্র (ঋগ্বেদে ৬ মন্ত্রের দেবতা অগ্নি), ৮ উষা, ৯ বিশ্বদেবগণ, ১০ ঋক্ ও সাম ॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্ ॥ ঋষি ১।৩।৫ প্রিয়মেধ আঙ্গিরস, ২।১০ বামদেব গৌতম, ৪ মধুছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৬ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ৭ অত্রি ভৌম, ৮ প্রস্কণ্ব কাণ্ব, ৯ ত্রিত আপ্ত্য ॥

মন্ত্র ঃ ৩৬০. প্র প্র বস্ত্রিষ্টুভমিষং বন্দদ্বীরায়েন্দবে। ধিয়া বো মেধসাতয়ে পুরন্ধ্যা বিবাসতি ॥ ১ ॥ ৩৬১. কশ্যপস্য স্বর্বিদো যাবাহুঃ সযুজাবিতি। যযোর্বিশ্বমপি ব্রতং যজ্ঞং ধীরা নিচায্য ॥ ২ ॥ ৩৬২. অর্চত প্রার্চতা নরঃ প্রিয়-মেধাসো অর্চত। অর্চন্তু পুত্রকা উত পুরমিদ্ ধৃষ্ণ্বর্চত ॥ ৩ ॥ ৩৬৩. উক্থমিন্দ্রায় শংস্যং বর্ধনং পুরুনিষ্‌ষিধে। শক্রো যথা সুতেষু নো রারণৎ সখ্যেষু চ ॥ ৪ ॥ ৩৬৪. বিশ্বানরস্য বস্পতিমনানতস্য শবসঃ। এবৈশ্চ চর্ষণীনামূতী হুবে রথানাম্ ॥ ৫ ॥ ৩৬৫. স ঘা যস্তে দিবো নরো ধিয়া মর্তস্য শমতঃ। উতী স বৃহতো দিবো দ্বিষা অংহো ন তরতি ॥ ৬ ॥ ৩৬৬. বিভোষ্ট ইন্দ্র রাধসো বিভ্বী রাতিঃ শতক্রতো। অথা নো বিশ্বচর্ষণে দ্যুম্নং সুদত্র মংহয় ॥ ৭ ॥ ৩৬৭. বয়শ্চিত্তে পতত্রিণো দ্বিপাচ্চতুষ্পাদর্জুনি। উষঃ প্রারন্নৃতূঁরনু দিবো অন্তেভ্যস্পরি ॥ ৮ ॥ ৩৬৮. অমী যে দেবা স্থন মধ্য আরোচনে দিবঃ। কদ্ ব ঋতং কদমৃতং কা প্রত্না ব আহুতিঃ ॥ ৯ ॥ ৩৬৯. ঋচং সাম যজামহে যাভ্যাং কর্মাণি কৃণ্বতে। বি তে সদসি রাজতো যজ্ঞং দেবেষু বক্ষতঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ৩৬০. তোমরা (অন্নপ্রস্তুতের) সামর্থ্যযুক্ত জল কামনা করে অন্নের জন্য ইন্দ্রের স্তুতি কর। ইন্দ্র যজ্ঞসাধনের জন্য কর্মের দ্বারা বহুপ্রজ্ঞার দ্বারা তোমাদের পরিচর্যা করেন ॥ ৩৬১. সূর্যের গতিপথের সন্ধান জানেন ইন্দ্রের যে দুই যুক্ত অশ্ব (=রশ্মি বা দেশ-কাল বা অহোরাত্র) তাঁরাই সকলই কর্ম ও যজ্ঞকে ধারণ করে আছেন, পণ্ডিতেরা এইরূপ বলে থাকেন ॥ ৩৬২. প্রিয়মেধা ঋষির প্রিয়জনগণ, তোমরা ইন্দ্রের অর্চনা কর, অন্তর দিয়ে অর্চনা কর, তাঁকেই অর্চনা কর। তোমাদের সন্তানেরাও জীবের আত্মা ইন্দ্রকে অর্চনা করুক, অতি অনুরাগে অর্চনা কর ॥ ৩৬৩. বহু অপশক্তির নিবারক ইন্দ্রের উদ্দেশে আমাদের এই উৎকৃষ্ট সামগান ; শক্তিমান ইন্দ্র যেন আমাদের যজ্ঞকর্মে ও সখ্যতায় অত্যন্ত অনুরক্ত হন ॥ ৩৬৪. বিশ্বের অধিনায়ক, দুর্দমনীয় বলের অধিপতি ইন্দ্রকে তোমাদের এবং জনগণের কাম্যবস্তু লাভের জন্য রশ্মিসমূহের গমন পথে (রথানাম্ উতী=কিরণরাশি যে পথে গমন করে সেই পথ) আহ্বান করি ॥ ৩৬৫. মর্তের যে মানুষ কর্ম ও প্রজ্ঞার দ্বারা তোমার পূজা করে সে দ্যুলোক প্রাপ্ত হয়। দ্যুলোকের মহান পথে গমন করে সে হিংসা দ্বেষকে অতিক্রম করে ॥ ৩৬৬. হে ইন্দ্র, হে শতযজ্ঞকর্মা, তোমার বিভূতি সর্বাসিদ্ধিকরধন ও দান বহু। অতএব হে বিশ্বদ্রষ্টা, হে মঙ্গলদাতা, আমাদের প্রচুর ঐশ্বর্য প্রদান কর ॥ ৩৬৭. হে শুভ্র আলোকের দেবী উষা, তোমার আগমনকালে ঋতুদের অনুসরণ করে দ্বিপদ ও চতুষ্পদ যুক্ত পক্ষীরূপা উদকবহনকারী রশ্মিগণ দ্যুলোকের অন্তঃস্থলে অবস্থান করে ॥ ৩৬৮. এই যে বিশ্বদেবগণ (=সকল রশ্মিগণ) যে তোমরা দ্যুলোকের আলোকময় মধ্যভাগে বাস কর তোমাদের ঋতকর্মই বা কি অনৃতকর্মই বা কি, কিই বা তোমাদের প্রাচীনতা, কিই বা তোমাদের আহুতি ? (অর্থাৎ এদের বিষয়ে কিছুই জানা যায় না) ॥ ৩৬৯. এই ঋক্ সামের দ্বারা দেবগণের পূজা করি, যা থেকে কর্ম সম্পন্ন হয়। এই স্তোত্রমন্ত্রসকলই গৃহে (বা যজ্ঞসভায়) বিরাজ করে এবং যজ্ঞকে দেবগণের কাছে নিয়ে চলে ॥

তৃতীয় খণ্ড ঃ মন্ত্র সংখ্যা ১১ ॥ দেবতা ইন্দ্র, ২ দ্যাবাপৃথিবী ॥ ছন্দ জগতী, ১ অতি জগতী, ১০ মহাপঙ্‌ক্তি ॥ ঋষি ১ রেভ কাশ্যপ, ২ সুবেদা শৈরীষি বা শৈলূষি, ৩ বামদেব গৌতম, ৪।৭।৮ সব্য বা সত্য আঙ্গিরস, ৫ বিশ্বামিত্র গাথিন, ৬ কৃষ্ণ বা কৃষ্ট আঙ্গিরস, ৯ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ১০ মেধাতিথি কাণ্ব (ঋগ্বেদে মান্ধাতা যৌবনাশ্ব), ১১ কুৎস আঙ্গিরস ॥

মন্ত্র ঃ ৩৭০. বিশ্বাঃ পৃতনা অভিভূতরং নরঃ সজূস্ততক্ষুরিন্দ্রং জজনুশ্চ রাজসে। ক্রত্বে বরে স্থেমন্যামুরীমুতোগ্রমোজিষ্ঠং তরসং তরস্বিনম্ ॥ ১ ॥ ৩৭১. শ্রত্তে দধামি প্রথমায় মন্যবেহহন্যদ্দস্যুং নর্যং বিবেরপঃ। উভে যত্বা রোদসী ধাবতামনু ভ্যসাতে শুষ্মাৎ পৃথিবী চিদদ্রিবঃ ॥ ২ ॥ ৩৭২. সমেত বিশ্বা ওজসা পতিং দিবো য এক ইদ্ ভূরতিথির্জনানাম্। স পূর্ব্যো নূতনমাজিগীষং তং বর্তনীরনুবাবৃত এক ইৎ ॥ ৩ ॥ ৩৭৩. ইমে ত ইন্দ্র তে বয়ং পুরুষ্টুত যে ত্বারভ্য চরামসি প্রভূবসো। নহি ত্বদন্যো গির্বণো গিরঃ সঘৎ ক্ষোণীরিব প্রতি তদ্ধর্য নো বচঃ ॥ ৪ ॥ ৩৭৪. চর্ষণীধৃতং মঘবানমুক্‌থ্যামিন্দ্রং গিরো বৃহতীরভ্যনূষত। বাবৃধানং পুরুহূতং সুবৃক্তিভিরমর্ত্যং জরমাণং দিবেদিবে ॥ ৫ ॥ ৩৭৫. অচ্ছা ব ইন্দ্রং মতয়ঃ স্বর্যুবঃ সধ্রীচীর্বিশ্বা উশতীরনূষত পরি স্বজন্ত জনয়ো যথা পতিং মর্যং ন শুন্ধ্যুং মঘবানমূতয়ে ॥ ৬ ॥ ৩৭৬. অভি ত্যং মেষং পুরুহূতমৃগ্মিয়মিন্দ্রং গীর্ভির্মদতা বস্বো অর্ণবম্। যস্য দ্যাবো ন বিচরন্তি মানুষং ভুজে মংহিষ্ঠমভিবিপ্রমর্চত ॥ ৭ ॥ ৩৭৭. ত্যং সু মেষং মহয়া স্বর্বিদং শতং যস্য সুভুবঃ সাকমীরতে। অত্যং ন বাজং হবনস্যদং রথমিন্দ্রং ববৃত্যামবসে সুবৃক্তিভিঃ ॥ ৮ ॥ ৩৭৮. ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা ॥ ৯ ॥ ৩৭৯. উভে যদিন্দ্র রোদসী আপপ্রাথোষা ইব। মহান্তং ত্বা মহীনাং সম্রাজং চর্ষণীনাম্। দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ॥ ১০ ॥ ৩৮০. প্র মন্দিনে পিতুমদর্চতা বচো যঃ কৃষ্ণগর্ভা নিরহন্নৃজিশ্বনা। অবস্যবো বৃষণং বজ্রদক্ষিণং মরুত্বন্তং সখায় হুবেমহি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ ৩৭০. বিশ্বের নরগণ প্রীত হয়ে সকল সংগ্রামে ইন্দ্রকেই শত্রুপরাজয়কারীরূপে নিরূপণ করেছেন এবং সংগ্রামে তিনিই অধিস্বামীরূপে বিরাজিত হন। সেই বলিষ্ঠ, উগ্র, অতি মহান প্রবৃদ্ধ ইন্দ্রকে সকল সঙ্কল্পে ও বরণীয় কর্মে তাঁরা কামনা করেন ॥ ৩৭১. একথা সত্য যে তোমাকে প্রধান বলে মানি ; কারণ তুমি জীবের প্রয়োজনে বৃত্রবধ করে বৃষ্টি, কর্ম, জ্ঞান প্রভৃতির সৃষ্টি করেছ ; হে মেঘবিদারণকারী ইন্দ্র, দ্যুলোক ও পৃথিবী তোমার বলে ভীত হয়ে দুজনেই নিজ নিজ কর্ম করবার জন্য গতিযুক্ত হয়েছে ॥ ৩৭২. হে নরগণ, যিনি স্বীয় তেজে দ্যুলোকে এক ও অদ্বিতীয়রূপে বিরাজমান, যিনি সকল জনের কাছে অতিথির মত পূজ্য, সেই চিরপুরাতন অদ্বিতীয় ইন্দ্র বারবার আবর্তনের দ্বারা বিজয়ী ও নব রূপে দেখা দেন ॥ [ইন্দ্র=সূর্য] ॥ ৩৭৩. হে ইন্দ্র, হে বহুস্তুত, হে বহুধন, এই যা কিছু সব এবং আমরা যারা কর্মের জন্য বিচরণ করি, এ সবই তোমার। হে স্তুতিপ্রিয়, তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমাদের স্তুতি গ্রহণ করতে, যেমন পৃথিবী ছাড়া আর কেউ নেই আমাদের ধারণ করতে। হে সকল ইচ্ছাপূরক, আমাদের স্তুতি গ্রহণ কর ॥ ৩৭৪. মানুষের রক্ষক, ধনবান স্তুতিযুক্ত ইন্দ্রকে মহান সঙ্গীতের দ্বারা স্তব কর। তিনি সদা বর্ধমান, বহুর দ্বারা আহূত, দোষবর্জিত সুশোভন কর্মের দ্বারা মরণরহিত এবং প্রতিদিন আয়ুক্ষয়কারী (অথবা প্রতিদিন পূজিত) ॥ ৩৭৫. তোমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানালোকের

জন্য তোমরা সকলে মিলে একাগ্রচিত্তে সকল কামনা পূরণের জন্য ইন্দ্রকে স্তব কর। পত্নী যেমন স্বামীর সেবা করে মানুষেরাও তেমনি সকল রক্ষার জন্য ধনদাতা শুদ্ধজ্ঞান ইন্দ্রকে ঘিরে থাকে ॥ ৩৭৬. ধনসমৃদ্ধ, বহুর দ্বারা স্তুত, সর্ববস্তুর প্রতি সমদর্শী (=মেঘ), স্তুতির দ্বারা আহ্লাদিত, অর্চনীয় বিদ্যুৎরূপী অগ্নি ইন্দ্রকে স্তব কর। যাঁর কর্ম দ্যুলোকের আলোকরাশির মত মানুষের ভোগের জন্য বিচরণ করে সেই শ্রেষ্ঠ চৈতন্য ইন্দ্রকে অর্চনা কর। ৩৭৭. যিনি সুন্দররূপে সমদর্শী, যিনি নিজ মাহাত্ম্যে স্বর্লোককে জানিয়ে দেন, যাঁর সুন্দর ভুবনের শতকর্ম একই সঙ্গে চলতে থাকে, বেগবান্ অশ্বের মত যিনি সকল যজ্ঞকর্মের প্রতি ধাবিত হন সেই ইন্দ্রকে আমাদের রক্ষার জন্য দোষবর্জিত শোভন কর্মের দ্বারা নিভৃতে আরাধনা করি ॥ ৩৭৮. হে দ্যু ও পৃথিবী, তোমরা দুজনে উদকবতী, ভুবনের সকলের আশ্রয়স্বরূপা, বিপুলা, মধুদুঘা, সুরূপা। তোমরা দুজনে বরুণদেবের (=সূর্যদেবের) ধারণকার্যের দ্বারা চিরকাল বিভক্তরূপে বর্তমান থেকে প্রচুর প্রজনন ক্ষমতা যুক্তা (ভূরিরেতসা) ॥ ৩৭৯. যখন হে ইন্দ্র, তুমি ঊষার মত দ্যুলোক ও পৃথিবীকে আলোকে পরিপূর্ণ কর, তখন তুমি মানুষদের মধ্যে যে সম্রাট্ তার থেকেও মহান সম্রাট্রূপে বিরাজিত হও। কল্যাণময়ী অদীনা অক্ষয়া মাতা অদিতি দেবী তোমাকে জন্ম দিয়েছেন, তিনিই তোমাকে জন্ম দিয়েছেন ॥ ৩৮০. স্তুতির যোগ্য ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্নসহযোগে স্তুতি অর্পণ কর, যে ইন্দ্রের বাক্য-মাত্রই তাঁর দুই অশ্ব ঘনকালোমেঘের অন্তর্গত বারিরাশিকে আঘাতের দ্বারা নিঃশেষে নির্গত করলো সকলের রক্ষণেচ্ছায়। বর্ষণকারী, দক্ষিণহস্তে বজ্রধারী মরুদ্গণের সখা ইন্দ্রের সঙ্গে সখ্যতার জন্য আমরা ইন্দ্রকে আহ্বান করি ॥

চতুর্থ খণ্ড ঃ মন্ত্র সংখ্যা ১০ ॥ দেবতা ইন্দ্র ॥ ছন্দ উষ্ণিক্ ॥ ঋষি ১ নারদ কাণ্ব, ২।৩ গোষূক্তি ও অশ্বসূক্তি কাণ্বায়ন, ৪ পর্বত কাণ্ব, ৫।৬।৭।১০ বিশ্বমনা বৈয়শ্ব, ৮ নৃমেধ আঙ্গিরস, ৯ গোতম রাহূগণ ॥

মন্ত্র ঃ ৩৮১. ইন্দ্র সুতেষু সোমেষু ক্রতুং পুনীষ উক্থ্যম্। বিদে বৃধস্য দক্ষস্য মহাঁ হি ষঃ ॥ ১ ॥ ৩৮২. তমু অভি প্র গায়ত পুরুহূতং পুরুষ্টুতম্। ইন্দ্রং গীর্ভিস্তবীষমা বিবাসত ॥ ২ ॥ ৩৮৩. তং তে মদং গৃণীমসি বৃষণং পৃক্ষু সাসহিম্। উ লোককৃৎনুমদ্রিবো হরিশ্রিয়ম্ ॥ ৩ ॥ ৩৮৪. যৎ সোমমিন্দ্র বিষ্ণবি যদ্ বা ঘ ত্রিত আপ্ত্যে। যদ্ বা মরুৎসু মন্দসে সমিন্দুভিঃ ॥ ৪ ॥ ৩৮৫. এদু মধোর্মদিন্তরং সিঞ্চাধ্বর্যো অন্ধসঃ। এবা হি বীর স্তবতে সদাবৃধঃ ॥ ৫ ॥ ৩৮৬. এন্দুমিন্দ্রায় সিঞ্চত পিবাতি সোম্যং মধু। প্র রাধাংসি চোদয়তে মহিত্বনা ॥ ৬ ॥ ৩৮৭. এতো ন্বিন্দ্রং স্তবাম সখায়ঃ স্তোম্যং নরম্। কৃষ্টীর্যো বিশ্বা অভ্যস্ত্যেক ইৎ ॥ ৭ ॥ ৩৮৮. ইন্দ্রায় সাম গায়ত বিপ্রায় বৃহতে বৃহৎ। ব্রহ্মকৃতে বিপশ্চিতে পনস্যবে ॥ ৮ ॥ ৩৮৯. য এক ইদ্ বিদয়তে বসু মর্তায় দাশুষে। ঈশানো অপ্রতিষ্কুত ইন্দ্রো অঙ্গ ॥ ৯ ॥ ৩৯০. সখায় আ শিষামহে ব্রহ্মেন্দ্রায় বজ্রিণে। স্তুষ উ ষু বো নৃতমায় ধৃষ্ণবে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ৩৮১. হে ইন্দ্র, অভিষুত সোমযোগে যজ্ঞকর্ম ও স্তুতিকে পবিত্র কর ; দক্ষতা ও বৃদ্ধির জন্যই ইন্দ্র মহান ॥ ৩৮২. বহুজনের দ্বারা আহূত, বহুজনের দ্বারা স্তুত সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে উত্তমরূপে গান কর। মহাবল ইন্দ্রকে সঙ্গীতে পরিতুষ্ট কর ॥ ৩৮৩. হে বজ্রধারী ইন্দ্র, তুমি রশ্মিআশ্রিত ও লোককল্যাণকারী

অভীষ্ট বর্ষণকারী, শত্রুপরাভবকারী তোমার উল্লাসের প্রশংসা করি॥ ৩৮৪. হে ইন্দ্র, যে সোম বিষ্ণুতে আছে, অথবা যে সোম তোমার সহচর সর্বব্যাপী রশ্মি ত্রিত আপ্তো আছে, অথবা যে সোম মরুৎ বায়ুগণের মধ্যে আছে, তুমি সেই সকল সোমের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দে মত্ত হও॥ [আপ্ত্যগণ সর্বব্যাপী মাধ্যমিক রশ্মি—এঁরা সংখ্যায় তিনজন—একত, দ্বিত ও ত্রিত। এঁরা ইন্দ্রের সহচরী হয়ে জলপ্রদানে সহায়তা করেন। এই মন্ত্রে সোম=জল]॥ ৩৮৫. হে অধ্বর্যু (=যজ্ঞের এক ঋত্বিক্), সোমরূপ মদকর অন্নের অতি মদির অংশ ইন্দ্রের জন্য সেচন কর। এইভাবেই সদাবৃদ্ধিশীল বীর ইন্দ্র স্তুত হন॥ ৩৮৬. ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম সিঞ্চন কর। তিনি সোমময় মধু পান করে থাকেন এবং সোমপানের দ্বারা মহান হয়ে সর্বসিদ্ধিকর ধনসম্পদ প্রেরণ করেন॥ ৩৮৭. এস হে বন্ধুগণ শীঘ্র এস, এখনি স্তুতিযোগ্য নায়ক ইন্দ্রকে স্তব করবো, যিনি একাই বিশ্বের সকল মানুষের ঈশ্বর॥ ৩৮৮. ইন্দ্রের উদ্দেশে সাম গান কর, মহান জ্ঞানীর উদ্দেশে বৃহৎ সাম গান কর। সেই ধনকারী চৈতন্যময় মহিমান্বিতের উদ্দেশে তোমরা গান কর॥ ৩৮৯. যিনি একাই মর্তের মানুষের জন্য ও হব্যদাতার জন্য ধন বিভাগ করে দেন তিনিই অপ্রতিহত ক্ষিপ্র জগৎনিয়ামক ঈশ্বর ইন্দ্র॥ ৩৯০. হে বন্ধুগণ, বজ্রধারী ধনাদীশ ইন্দ্রকে এখন সুখের জন্য স্তব করবো॥ তোমারাও উৎসাহী নায়কশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি কর॥

পঞ্চম খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ৮॥ দেবতা ১।২।৩।৪।৮ ইন্দ্র, ৫।৭ আদিত্যগণ, ৬ অগ্নি॥ ছন্দ উষ্ণিক্, ৮ বিরাট্ উষ্ণিক্॥ ঋষি ১ প্রগাথ ঘোর কাণ্ব, ২ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ৩ নৃমেধ আঙ্গিরস, ৪ পর্বত কাণ্ব, ৫।৭ ইরিম্বিঠি কাণ্ব, ৬ বিশ্বমনা বৈয়শ্ব, ৮ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি॥

মন্ত্র ঃ ৩৯১. গৃণে তদিন্দ্র তে শব উপমাং দেবতাতয়ে! যদ্ধংসি বৃত্রমোজসা শচীপতে॥ ১॥ ৩৯২. যস্য ত্যচ্ছম্বরং মদে দিবোদাসায় রন্ধয়ন্। অয়ং স সোম ইন্দ্র তে সুতঃ পিব॥ ২॥ ৩৯৩. এন্দ্র নো গধি প্রিয় সত্রাজিদগোহ্য। গিরির্ন বিশ্বতঃ পৃথুঃ পতির্দিবঃ॥ ৩॥ ৩৯৪. য ইন্দ্র সোমপাতমো মদঃ শবিষ্ঠ চেততি। যেনা হংসি ন্যাত্রিণং তমীমহে॥ ৪॥ ৩৯৫. তুচে তুনায় তৎ সু নো দ্রাঘীয় আয়ুর্জীবসে। আদিত্যাসঃ সুমহসঃ কৃণোতন॥ ৫॥ ৩৯৬. বেত্থা হি নির্ঋতীনাং বজ্রহস্ত পরিবৃজম্। অহরহঃ শুন্ধ্যুঃ পরিপদামিব॥ ৬॥ ৩৯৭. অপামীবামপ স্রিধমপ সেধত দুর্মতিম্। আদিত্যাসো যুযোতনা নো অংহসঃ॥ ৭॥ ৩৯৮. পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা যং তে সুষাব হর্যশ্বাদ্রিঃ। সোতুর্বাহুভ্যাং সুযতো নার্বা॥ ৮॥

অনুবাদ ঃ ৩৯১. হে ইন্দ্র, তোমার বলই তোমার উপমা ; সুকর্মলাভের জন্য সেই বলকে স্তব করি, যে বলের দ্বারা হে বলপতি, তুমি মেঘরূপ বৃত্র শত্রুকে হনন করেছ॥ ৩৯২. হে ইন্দ্র, সোমপানে মত্ত হয়ে দিবোদাস ঋষির কামনা পূরণের জন্য শম্বর হত্যা করেছিলে ; এই সেই সোম তোমার জন্য প্রস্তুত হয়েছে ; তুমি তা' পান কর॥ ৩৯৩. হে ইন্দ্র, তুমি সকলের প্রিয়, সকল যজ্ঞজয়কারী, তুমি অগোপনীয় [ইন্দ্র=সূর্য বা বিদ্যুৎ যাকে কেউ গোপন করতে পারে না]; তুমি আমাদের জন্য সকলভাবকে মিশ্রিত কর। তুমি গিরিপর্বতের মত সর্বত্র বিপুল হয়ে বিস্তৃত রয়েছ ; তুমি দ্যুলোকের পতি॥ ৩৯৪. যে ইন্দ্র সোমের (=জলের) রক্ষক;

হর্ষান্বিত, শ্রেষ্ঠবল তিনি সকল কিছু জানেন। তুমি যে শক্তিতে নিঃশেষে শত্রু ধ্বংস কর তোমার সেই বল আমরা যাচ্ঞা করি। ৩৯৫. হে সুমহান আদিত্যগণ (বিভিন্ন ঋতুতে সূর্য আদিত্যের বিভিন্ন রূপ = আদিত্যগণ), আমাদের সন্তান-সন্ততিদের প্রিয়ত্বে মিলিতভাবে রাখ, তাদের জীবন দীর্ঘ কর॥ ৩৯৬. অগ্নি (বা সূর্য = শুন্ধ্যুঃ) যেমন সর্বক্ষণ পাপকে জানেন ও শুদ্ধ করেন (= অগ্নির পবিত্রতা কারকের মত) সেইরূপ হে বজ্রহস্ত ইন্দ্র, তুমিও পাপসমূহের পরিবর্জনীয় অংশকে জান (= তোমার বজ্রের দ্বারা পরিশুদ্ধ কর)॥ ৩৯৭. হে আদিত্যগণ, রোগ দূরে কর, বিঘ্ন দূরে কর, দুর্মতি দূরে কর; আমাদের সকল পাপ নাশ কর॥ ৩৯৮. হে ইন্দ্র, সোম পান কর; সেই সোম তোমাকে আনন্দিত করুক। অশ্ব-রশ্মির দ্বারা সকল বস্তুর অভিভবকারী হে ইন্দ্র, সুন্দরভাবে প্রস্তুত এই সোমকে সংযতস্বভাবযুক্ত মানুষেরা তাঁদের দুই বাহুবলে পেষণের দ্বারা প্রস্তুত করেছেন॥

ষষ্ঠ খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১০॥ দেবতা ইন্দ্র (৩।৬ মরুদ্‌গণ)॥ ছন্দ ককুপ্‌॥ ঋষি ১-৬, ৯, ১০ সৌভরি কাণ্ব; ৭।৮ নৃমেধ আঙ্গিরস॥

মন্ত্র ঃ ৩৯৯. অভ্রাতৃব্যো অনা ত্বমনাপিরিন্দ্র জনুষা সনাদসি। যুধেদাপিত্ব-মিচ্ছসে॥ ১॥ ৪০০. যো ন ইদমিদং পুরা প্র বস্য আনিনায় তমু বঃ স্তুষে সখায় ইন্দ্রমূতয়ে॥ ২॥ ৪০১. আ গন্তা মা রিষণ্যত প্রস্থাবানো মাপ স্থাত সমন্যবঃ দৃঢ়া চিদ্‌যময়িষ্ণবঃ॥ ৩॥ ৪০২. আ যাহ্যয়মিন্দবেঽশ্বপতে গোপত উর্বরাপতে সোমং সোমপতে পিব॥ ৪॥ ৪০৩. ত্বয়া হ স্বিদ্‌ যুজা বয়ং প্রতি শ্বসন্তং বৃষভ ব্রুবীমহি। সংস্থে জনস্য গোমতঃ॥ ৫॥ ৪০৪. গাবশ্চিদ্‌ ঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ॥ ৬॥ ৪০৫. ত্বং ন ইন্দ্রা ভর ওজো নৃম্ণং শতক্রতো বিচর্ষণে! আ বীরং পৃতনাসহম্‌॥ ৭॥ ৪০৬. অধা হীন্দ্র গির্বণ উপ ত্বা কাম ঈমহে সসৃগ্মহে। উদেব গ্মন্ত উর্ধভিঃ॥ ৮॥ ৪০৭. সীদন্তস্তে বয়ো যথা গোশ্রীতে মধৌ মদিরে বিবক্ষণে। অভি ত্বামিন্দ্র নোনুমঃ॥ ৯॥ ৪০৮. বয়মু ত্বামপূর্ব্য স্থূরং ন কচ্চিদ্‌ ভরন্তোঽবস্যবঃ। বজ্রিং চিত্রং হবামহে॥ ১০॥

অনুবাদ ঃ ৩৯৯. হে ইন্দ্র, বাস্তবিক তুমি শত্রুহীন, আর জন্মাবধি তুমি বন্ধুহীন। তুমি কেবল যুদ্ধের দ্বারাই বন্ধুত্ব লাভ করতে ইচ্ছা কর॥ ৪০০. যিনি এই সমস্ত ধন পুরাকাল থেকে আমাদের জন্য এনে দিয়েছেন, হে সখাগণ, সেই ইন্দ্রকে তোমাদের মঙ্গলকামনায় স্তব করি॥ ৪০১. হে মরুদ্‌গণ, তোমরা এস, আমাদের হিংসা কোরো না। তোমরা ক্ষিপ্রগামী, পরিমিত দীপ্তিশালী এবং সকলেই একই সময়ে উৎপন্ন; তোমরা দৃঢ় হলেও নমনীয়॥ ৪০২. হে অশ্বপতি, হে গোপতি, হে উর্বরাপতি, হে সোমপতি, তোমার জন্য প্রস্তুত সোমকে পান করার জন্য এস॥ ৪০৩. হে কামবর্ষিতা, তোমার দ্বারা তোমার সাথে যুক্ত হলে পরে আমরা বিদ্বান ব্যক্তির সমাবেশে প্রতিজনের কাছে তোমার কথাই বলি॥ ৪০৪. হে মরুৎগণ, রশ্মিগণও তোমার স্বজাতি বলে একই সময়ে উৎপন্ন এবং তোমরা সমানবন্ধু হয়ে আকাশে মিলিত হয়ে পরস্পর পরস্পরকে লেহন কর॥ ৪০৫. হে শতকর্মা বিশ্ব-দ্রষ্টা ইন্দ্র, আমাদের জন্য ধন ও বল আন। আর আন শত্রুজিৎ বীরদের॥ ৪০৬. হে ইন্দ্র, হে স্তুতিপ্রিয়, জল যেমন জলে গিয়ে মেশে তেমনি তোমার কাছে

যে কাম্যবস্তু যাচ্ঞা করি তাই আবার তোমাকে উৎসর্গ করি ॥ ৪০৭. তোমার কিরণরাশি যেমন অতি বিস্তৃত দুগ্ধমিশ্রিত মদির সোম মধুপানে মত্ত থাকে (=জলরাশি সৃষ্টিতে ব্যাপৃত থাকে) আমরাও সেরূপ হে ইন্দ্র, বারবার তোমা অভিমুখে নত হয়ে আসি ॥ ৪০৮. হে অপূর্ব্য (=যার পূর্বে কেউ জন্মে নি) ইন্দ্র, আমরা তোমাকে বিপুল মনে করে আমাদের রক্ষার জন্য তোমার কাছে নত হয়ে আসি নি। আমরা তোমাকে বজ্রধারী ও বিচিত্রলীলাকারীরূপে পূজা করি ॥

সপ্তম খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১০ ॥ দেবতা ১-৮ ইন্দ্র, ৯ বিশ্বদেবগণ, ১০ অশ্বিদ্বয় ॥ ছন্দ পঙ্‌ক্তি ॥ ঋষি ১-৮ গোতম (বা সম্মদ) রাহূগণ, ৯ ত্রিত আপ্ত্য অথবা কুৎস আঙ্গিরস, ১০ অবস্যু আত্রেয় ॥

মন্ত্র ঃ ৪০৯. স্বাদোরিত্থা বিষূবতো মধ্বঃ পিবন্তি গৌর্যঃ। যা ইন্দ্রেণ সয়াবরী-বৃষ্ণা মদন্তি শোভথা বস্বীরনু স্বরাজ্যম্ ॥ ১ ॥ ৪১০. ইত্থা হি সোম ইন্মদো ব্রহ্ম চকার বর্ধনম্। শবিষ্ঠ বজ্রিন্নোজসা পৃথিব্যা নিঃ শশা অহিমর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥ ৪১১. ইন্দ্রো মদায় বাবৃধে শবসে বৃত্রহা নৃভিঃ। তমিন্মহৎস্বাজিষূতিমর্ভে হবামহে স বাজেষু প্র নোঽবিষৎ ॥ ৩ ॥ ৪১২. ইন্দ্র তুভ্যমিদদ্রিবোঽনুত্তং বজ্রিন্ বীর্যম্ যদ্ধ ত্যং মায়িনং মৃগং তব ত্যন্মায়য়া বধীরর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥ ৪ ॥ ৪১৩. প্রেহ্যভীহি ধৃষ্ণুহি ন তে বজ্রো নি যংসতে। ইন্দ্র নৃম্ণং হি তে শবো হনো বৃত্রং জয়া অপোঽর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥ ৫ ॥ ৪১৪. যদুদীরত আজয়ো ধৃষ্ণবে ধীয়তে ধীয়তে ধনম্। যুঙ্‌ক্ষ্বা মদচ্যুতা হরী কং হনঃ কং বসৌ দধোঽস্মাঁ ইন্দ্র বসৌ দধঃ ॥ ৬ ॥ ৪১৫. অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যব প্রিয়া অধূষত। অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী ॥ ৭ ॥ ৪১৬. উপো ষু শৃণুহী গিরো মঘবন্ মা তথা ইব। কদা নঃ সূনৃতাবতঃ কর ইদর্থয়াস ইদ্ যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী ॥ ৮ ॥ ৪১৭. চন্দ্রমা অপ্স্বাংতন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি। ন বো হিরণ্যনেময়ঃ পদং বিন্দন্তি বিদ্যুতো বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ৯ ॥ ৪১৮. প্রতি প্রিয়তমং রথং বৃষণং বসুবাহনম্। স্তোতা বামশ্বিনাবৃষিঃ স্তোমেভিভূষতি প্রতি মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ৪০৯. হলুদবরণ কিরণরাশি এই বিষুবিবিন্দুতে মধুর জলের স্বাদ আস্বাদন করেন ; সেই বর্ষণশীলা কিরণরাশি ইন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থেকে বর্ষণকর্মে মত্ত হন আর ইন্দ্রের অনুগমন করে তাঁর রাজ্যকে শোভিত করেন ॥ ৪১০. তোমার বৃদ্ধি কামনা করে স্তুতিকার এই সোম এই মদকর সোম প্রস্তুত করেছেন। হে বলিষ্ঠ, হে বজ্রী, তুমি বলের দ্বারা পৃথিবী থেকে মেঘকে নিঃশেষে বিদারিত করলে, তারপর স্বরাজ্যে দীপ্তি লাভ করে বিরাজিত হলে ॥ ৪১১. মেঘহননকারী ইন্দ্র নরগণের দ্বারা আনন্দের জন্য, বৃদ্ধির জন্য ও বলের জন্য স্তুত হন। তাঁকেই আমরা ক্ষুদ্র মহৎ সকল সংগ্রামেই ডাকি ; তিনিই সংগ্রামে আমাদের সুন্দরভাবে রক্ষা করেন ৪১২. হে ইন্দ্র, হে মেঘবিদারণকারী, হে বজ্রী, তোমার জন্যই অভেদ্য বীর্য, যার দ্বারা সেই মৃগরূপী মেঘমায়াকে তুমি তোমার প্রজ্ঞারূপ মায়ার দ্বারা বধ করলে, আর তারপর নিজ রাজ্যে দীপ্তি লাভ করে বিরাজিত হলে ॥ ৪১৩. এস, এখানে এস, প্রগল্‌ভের মত, কারণ তোমার বজ্র বৃষ্টি প্রদান করে। হে ইন্দ্র, তোমার সেনাবলই (=রশ্মিগণই) এবং তোমার বল বৃত্রমেঘকে হনন করে বারিরাশিকে জয় করেছে, তারপর তুমি তোমার স্বরাজ্যকে দীপ্তি দিতে থাকলে ॥ ৪১৪. সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গেলেই সংগ্রামে (=জীবনসংগ্রামে)

ধনলাভ হয়। হে ইন্দ্র, সোমপানে মত্ত তোমার অশ্ব দুটির (=দেশ ও কাল) সহযোগিতায় কাউকে বধ কর, কাউকে ধন দান কর। হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের ধন-সম্পদে রাখ ॥ ৪১৫. ব্যাপ্তিকে লক্ষ্য করেই তোমার প্রিয় দুই অশ্বরশ্মি দীপ্তি-কারক হন। হে ইন্দ্র, স্বীয় দীপ্তিতে উজ্জ্বল বিদ্বানগণ নবতম স্তোত্রে তোমার স্তুতি করেছেন ; অতএব এখনই তুমি তোমার বুদ্ধিদীপ্ত দুই অশ্বকে যুক্ত কর (=বর্ষণ-কর্মে নিযুক্ত কর) ॥ ৪১৬. হে মঘবা ইন্দ্র, নিকটে এস, আমার স্তুতি শোন, যেমন শুনেছিলে আগে সেইভাবে শোন। কবে আবার তুমি আমাদের অন্ন ও বাক্য-যুক্ত করবে? তাই যাচঞা করছি এখনই তোমার দুই অশ্বকে যুক্ত কর ॥ ৪১৭. স্নিগ্ধ উজ্জ্বল রশ্মিযুক্ত চন্দ্রমা মেঘের মধ্য দিয়ে আকাশে ধেয়ে চলেছেন। হে সুবর্ণ-বজ্রগণ, বিদ্যুৎ হতে উৎপন্ন তোমাদের স্থান মানুষেরা জানতে পারে না। হে দ্যু ও পৃথিবী, আমার স্তোত্র শোন ॥ ৪১৮. হে অশ্বিদ্বয়, বৃষ্টিকামী স্তোতা তোমাদের দুজনের ধনবাহন বর্ষণকারী প্রিয়তম রথকে (=সূর্যকে) স্তোমের দ্বারা (=সামগানে) ভূষিত করছে। হে মধুবিদ্যাবিশারদ অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমার আহ্বান শোন ॥

অষ্টম খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ৮ ॥ দেবতা ১।২।৭ অগ্নি, ৩ ঊষা, ৪ সোম, ৫।৬ ইন্দ্র, ৮ বিশ্বদেবগণ ॥ ছন্দ ১-৭ পঙ্‌ক্তি, ৮ উপরিষ্টাদ্ বৃহতী ॥ ঋষি ১।৭ বসুশ্রুত আত্রেয়, ২।৪ বিমদ ঐন্দ্র, বা প্রাজাপত্য বা বাসুক বসুকৃৎ, ৩ সত্যশ্রবা আত্রেয়, ৫।৬ গোতম রাহুগণ, ৮ অংহোমুক বামদেব্য বা কুল্মল শৈলূষি ॥

মন্ত্র ঃ ৪১৯. আ তে অগ্ন ইধীমহি দ্যুমন্তং দেবাজরম্। যদ্ধ স্যা তে পনীয়সী। সমিদ্দীদয়তি দ্যবীষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ১ ॥ ৪২০. আগ্নিং ন স্ববৃক্তিভির্হোতারং ত্বা বৃণীমহে। শীরং পাবকশোচিষং বি বো মদে যজ্ঞেষু স্তীর্ণবর্হিষং বিবক্ষসে ॥ ২ ॥ ৪২১. মহে নো অদ্য বোধযোষো রায়ে দিবিৎমতী। যথা চিন্নো অবোধয়ঃ সত্যশ্রবসি বায্যে সুজাতে অশ্বসূনৃতে ॥ ৩ ॥ ৪২২. ভদ্রং নো অপি বাতয় মনো দক্ষমুত ক্রতুম্। অথা তে সখ্যে অন্ধসো বি বো মদে রণা গাবো ন যবসে বিবক্ষসে ॥ ৪ ॥ ৪২৩. ক্রত্বা মহাঁ অনুষ্বধং ভীম আ বাবৃতে শবঃ। শ্রিয় ঋষ্ব উপাকয়োর্নি শিপ্রী হরিবান্ দধে হস্তয়োর্বজ্রমায়সম্ ॥ ৫ ॥ ৪২৪. স ঘা তং বৃষণং রথমধি তিষ্ঠাতি গোবিদম্। যঃ পাত্রং হারিযোজনং পূর্ণমিন্দ্রা চিকেততি যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী ॥ ৬ ॥ ৪২৫. অগ্নিং তং মন্যে যো বসুরস্তং যং যন্তি ধেনবঃ। অস্তমর্বন্ত আশাবোহস্তং নিত্যাসো বাজিন ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ৭ ॥ ৪২৬. ন তমংহো ন দুরিতং দেবাসো অষ্ট মর্ত্যম্। সজোষসো যমর্যমা মিত্রো নয়তি বরুণো অতি দ্বিষঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ ৪১৯. হে দেব অগ্নি, তোমার দীপ্ত অজর রূপকে সন্দীপ্ত করি। তোমার সেই অর্চনীয় সম্যক্‌দীপ্তরূপ দ্যুলোকে অনুক্ষণ জ্বলে ; তুমি স্তুতিকারীর জন্য অন্ন আন ॥ ৪২০. হে অগ্নি, অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল স্বরচিত স্তোত্রের দ্বারা দেবগণের আহ্বানকর্তা তোমাকে বরণ করি। বিস্তীর্ণ নক্ষত্রখচিত আকাশে জগতের মস্তক শুদ্ধপাবকরূপে তোমার যে রূপ প্রকাশিত তা আহ্লাদকর সকল যজ্ঞকর্মে প্রসারিত কর ॥ ৪২১. হে দ্যুলোকবাসিনী ঊষা, হে সুজাতা, হে ঋজুগমনের দ্বারা সৎকর্মের ব্যাপ্তিকারিণী দেবী, যেমন তুমি নিত্যই সৎকর্মের দ্বারা অন্নসংগ্রহের জন্য ও বন্ধুত্বে বাস করার জন্য আমাদের জাগরিত কর, সেরূপ আজও প্রচুর ধনলাভের জন্য আমাদের জাগ্রত কর ॥ ৪২২. হে সোমদেবতা, আমাদের মন বা ইন্দ্রিয়কে

ভদ্র, দক্ষ ও কর্মের উপযুক্ত করে পরিচালিত কর। তুমি যখন তোমার রূপ প্রকাশিত কর তখন আমরা অন্নের জন্য তোমার সখ্যতা লাভ করে হৃষ্ট হই যেমন গবাদিপশু তৃণাদি ভক্ষণে আনন্দিত হয়॥ ৪২৩. ইন্দ্র যজ্ঞকর্মের দ্বারা নিজের ইচ্ছামত বিপুল আকার ধারণ করে ভয়ংকর বলশক্তিকে বরণ করেন। উদকবান রশ্মিযুক্ত ইন্দ্র দুই হাতে লৌহবজ্রকে ধারণ করে সুন্দর মনোজ্ঞ জল আমাদের কাছে আনেন। ৪২৪. যে ইন্দ্র রশ্মিযুক্ত পাত্রকে পূর্ণ বলে জানেন (—রশ্মির দ্বারা আকৃষ্ট জল-বাষ্পে আকাশ পূর্ণ) তিনিই তাঁর গমনপথে জলবর্ষণকারী জল আকর্ষণকারী রশ্মিকে স্থাপনা করেন। হে ইন্দ্র, এখনই তোমার অশ্বরশ্মি দুইটিকে যুক্ত কর (=বর্ষণকার্যে নিযুক্ত কর)॥ ৪২৫. আমি সেই অগ্নিকে জানি যিনি রশ্মিধন (=যাঁতে সকলরশ্মি বাস করে), যাঁকে আশ্রয় (বা গৃহ) মনে করে বাক্‌সমূহ যাঁর প্রতি গমন করে। তিনি আকাশে বিচরণকারী ব্যাপ্ত রশ্মিদের আশ্রয়; তিনিই আশ্রয় চিরন্তন রশ্মিগণের। হে অগ্নি, স্তোতাদের জন্য অন্নধন আন (বা স্তোতাদের ইচ্ছা পূরণ কর)॥ ৪২৬. পরস্পর প্রীতিসম্পন্ন অন্ধকারনাশক (—অর্যমা), মৃত্যু থেকে ত্রাণকারী (—মিত্র) ও বর্ষণকারী (বরুণ) [সূর্য] যে মানুষকে হিংসা অতিক্রম করে নিয়ে যান সেই মানুষকে কোন পাপ কোন দুষ্কর্ম স্পর্শ করতে পারে না; দেবগণ তাঁকে ব্যাপ্ত করেন॥

নবম খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১০॥ দেবতা ১-৬, ১০ পবমান সোম, ৭ মরুদ্‌গণ, ৮ অগ্নি, ৯ বাজিগণ॥ ছন্দ ১।৩।৪।৫।৭।১০ দ্বিপদা পঙ্‌ক্তি, ৮ পদপঙ্‌ক্তি, ৯ পরোষ্ণিক্‌, ২।৬ ত্রিপদা অনুষ্টুপ্‌ পিপীলিকামধ্যা॥ ঋষি ১।৩।৪।৫।১০ অগ্নি ধিষ্ণ্য দেবগণ, ২।৬ ত্র্যরুণ ত্রসদস্যু, ৭ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৮ বামদেব গৌতম, ১০ বাজি স্তুতি॥

মন্ত্র ঃ ৪২৭. পবি প্র ধন্বেন্দ্রায় সোম স্বাদুর্মিত্রায় পূষ্ণে ভগায়॥ ১॥ ৪২৮. পর্যূ ষু প্র ধন্ব বাজসাতয়ে পরি বৃত্রাণি সক্ষণিঃ। দ্বিষস্তরধ্যা ঋণয়া ন ঈরসে॥ ২॥ ৪২৯. পবস্ব সাম মহান্‌ৎসমুদ্রঃ পিতা দেবানাং বিশ্বাভি ধাম॥ ৩॥ ৪৩০. পবস্ব সোম মহে দক্ষায়াশ্বো ন নিক্তো বাজী ধনায়॥ ৪॥ ৪৩১. ইন্দুঃ পবিষ্ট চারুর্মদায়াপামুপস্থে কবির্ভগায়॥ ৫॥ ৪৩২. অনু হি ত্বা সুতং সোম মদামসি মহে সমর্যরাজ্যে। বাজাঁ অভি পবমান প্র গাহসে॥ ৬॥ ৪৩৩. ক ঈং ব্যক্তা নরঃ সনীড়া রুদ্রস্য মর্যা অথা স্বশ্বাঃ॥ ৭॥ ৪৩৪. অগ্নে তমদ্যাশ্বং ন স্তোমৈঃ ক্রতুং ন ভদ্র হৃদিস্পৃশম্‌। ঋধ্যামা ত ওহৈঃ॥ ৮॥ ৪৩৫. আবির্মর্যা আ বাজং বাজিনো অগ্মন্‌ দেবস্য সবিতুঃ সবম্‌। স্বর্গাং অর্বন্তো জয়ত॥ ৯॥ ৪৩৬. পবস্ব সোম দ্যুম্নী সুধারো মহাঁ অবীনামনুপূর্ব্যঃ॥ ১০॥

অনুবাদ ঃ ৪২৭. হে সোম, তুমি মধুররসযুক্ত হয়ে ইন্দ্র মিত্র পূষা ও ভগ দেবতার উদ্দেশে গমন কর। [এই সকল দেবতা একই সূর্যের বিভিন্নরূপ]॥ ৪২৮. হে সোম, মেঘের দ্বারা পরিবৃত বারিরাশিকে অন্নধনের জন্য বিজয়ীর মত প্রাপ্ত হও। (অন্নের দ্বারা) আমাদের দ্বেষ ও ঋণ দূর করে আমাদের প্রাপ্ত হও॥ ৪২৯. হে সোম, তুমি মহান সমুদ্রের মত (বা অন্তরিক্ষের মত) ব্যাপ্ত, সকল দেবগণের পিতা, তুমি সকলস্থানে ক্ষরিত হও॥ ৪৩০. হে সোম, তুমি রশ্মির মত শুদ্ধ ও গতিশীল; মহান সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য ও ধনের জন্য ক্ষরিত হও॥ ৪৩১. ইন্দু (=সোম=জল) সর্বাপেক্ষা শুদ্ধিকারক, সুশ্রী, কবি; তিনি বারিরাশির উপস্থানে (=আকাশে অবস্থিত বারিরাশির মধ্যে) ভগদেবতার (=সূর্যের) আনন্দের জন্য

বাস করেন ॥ ৪৩২. হে সোম, ঈশ্বরের মহান রাজ্যে (বা লোকাকীর্ণ যজ্ঞস্থানে) সুতসোম তোমাকে অনুসরণ করে (=সোমরস প্রস্তুতকালে) আমরাও হর্ষান্বিত হই। হে পবমান সোম (=বিশুদ্ধরূপে ক্ষরিত সোম), অন্নবলের জন্য উত্তম গতিশীল হও ॥ ৪৩৩. এই ব্যক্ত (=ইন্দ্রিয়বিষয়ীভূত) নেতা, সমানস্থানবাসী, সুন্দরগতিবিশিষ্ট রুদ্রের পুত্রগণ (=মরুদ্‌গণ) এঁরা কে ? ৪৩৪. হে অগ্নি, যে তুমি সামগানের দ্বারা স্তুত হলে অশ্বের ন্যায় বেগবান এবং যজ্ঞের মত কল্যাণকর ও হৃদয়গ্রাহী হও, সেই তোমাকে আজ উহগানে (=সামগানে) বর্ধিত করবো ॥ ৪৩৫. গতিশীল স্বপ্রকাশিত দেবরশ্মিগণ অন্নসৃষ্টির কারণে সবিতাদেবের (=সূর্যদেবের) ক্ষরিত জল অভিমুখে গমন করলেন এবং আকাশে স্থিত জলকে রশ্মিগণ জয় করলেন ॥ ৪৩৬. হে সোম, তোমার মহান অনুগ্রহের উজ্জ্বল ও সুন্দর ধারা পূর্বের মত পর্যায়ক্রমে ক্ষরিত কর ॥

দশম খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১০ ॥ দেবতা ১-৫, ৮-১০ ইন্দ্র, ৬ বিশ্বদেবগণ, ৭ উষা ॥ ছন্দ দ্বিপদা বিরাট্ (কোন কোন পুস্তকে ১।৬।৯ পঙ্‌ক্তি বিরাট্ বা গায়ত্রী); ২ দ্বিপদা অনুষ্টুপ্, ৩।৪ ত্রিষ্টুপ্, ৫ বৃহতী ১০ জগতী বা গায়ত্রী ॥ ঋষি ৩ ত্রসদস্যু, পৌরকুৎস্য, ৭ সম্পাত (সংবর্ত আঙ্গিরস), অন্য মন্ত্রের ঋষি কোন পুস্তকে বসিষ্ঠ, কোন পুস্তকে বামদেব গৌতম ॥

মন্ত্র ঃ ৪৩৭, বিশ্বতোদাবন্ বিশ্বতো ন আ ভর যং ত্বা শবিষ্ঠমীমহে ॥ ১ ॥ ৪৩৮. এষ ব্রহ্মা য ঋত্বিয় ইন্দ্রো নাম শ্রুতো গৃণে ॥ ২ ॥ ৪৩৯. ব্রহ্মাণ ইন্দ্রং মহয়ন্তো অর্কৈরবর্ধয়ন্নহয়ে হন্তবা উ ॥ ৩ ॥ ৪৪০. অনবন্তে রথমশ্বায় তক্ষুস্ত্বষ্টা বজ্রং পুরুহূতং দ্যুমন্তম্ ॥ ৪ ॥ ৪৪১. শং পদং মঘং রয়ীষিণে ন কামমব্রতো হিনোতি ন স্পৃশদ্রয়িম্ ॥ ৫ ॥ ৪৪২. সদা গাবঃ শুচয়ো বিশ্বধায়সঃ সদা দেবা অরেপসঃ ॥ ৬ ॥ ৪৪৩. আ যাহি বনসা সহ গাবঃ সচন্ত বর্তনিং যদূধভিঃ ॥ ৭ ॥ ৪৪৪. উপ প্রক্ষে মধুমতি ক্ষিয়ন্তঃ পুষ্যেম রয়িং ধীমহে ইন্দ্র ॥ ৮ ॥ ৪৪৫. অর্চন্ত্যর্কং মরুতঃ স্বর্কাঃ আ স্তোভতি শ্রুতো যুবা স ইন্দ্রঃ ॥ ৯ ॥ ৪৪৬. প্র ব ইন্দ্রায় বৃত্রহন্তমায় বিপ্রায় গাথং গায়ত যং জুজোষতে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ৪৩৭. হে সদাদানশীল ইন্দ্র, সকল ধন বল আমাদের জন্য আহরণ কর যে ধন বলিষ্ঠ তোমার কাছে যাচ্ঞা করি ॥ ৪৩৮. ইনিই ব্রহ্মা (=শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্তা) যিনি প্রতি ঋতুতে যথাকালে কর্ম করেন, যিনি ইন্দ্র নামে বিখ্যাত ; আমি তাঁকেই স্তব করি ॥ ৪৩৯. মহান যাজ্ঞিকগণ মেঘহননের জন্য ইন্দ্রকে ঋকের দ্বারা স্তুতি করে ইন্দ্রের বল বর্ধিত করেছেন ॥ ৪৪০. হে ইন্দ্র, অশ্বরশ্মির দ্বারা ব্যাপ্তির জন্য ত্বষ্টা (=সূর্য) তোমার রথ (=গমনপথ) ও বজ্র প্রস্তুত করেছেন ; মানুষেরা বহুস্তুত দীপ্তিমান ইন্দ্রকেই স্তব করে ॥ ৪৪১. ধনকামীর জন্যই ধন ও সুখকর স্থান ; কর্মহীন ব্যক্তির কামনা পূর্ণ হয় না, সে ধনকে স্পর্শও করতে পারে না ॥ ৪৪২. রশ্মিগণ সর্বদাই শুচি ও সকলবিছুর পোষক, রশ্মিগণ সর্বদাই পাপশূন্য ॥ ৪৪৩. এস হে উষা শুভ্রকান্তি রশ্মিগণের সঙ্গে যে রশ্মিগণ রাত্রির সহায়তায় ভ্রমণপথকে ভজনা করেছিলেন (=রাত্রির পথে তোমার আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন) ॥ ৪৪৪. হে ইন্দ্র, তোমার মধুময় প্রবাহের নিকটে নিবাস করে আমরা যেন পুষ্টি লাভ করি ও ধন ধারণ করতে পারি ॥ ৪৪৫. সুদীপ্ত মরুদ্‌গণ সূর্যকে অর্চনা করেন এবং সূর্যকেই আর যিনি অর্চনা করেন তিনি প্রখ্যাত যুবা

(=সর্বকর্ম-মিশ্রণকারী অনেককর্মা) ইন্দ্র ॥ ৪৪৬. লোকে যাঁকে বারবার সেবা করে সেই মেঘবিদারক দীপ্তকান্তি ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমরা সাম গান কর ॥

একাদশ খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১০ ॥ দেবতা ১।২ অগ্নি, ৩।৪।৮।১০ ইন্দ্র, ৫ ঊষা, ৬।৭।৯ বিশ্বদেবগণ ॥ ছন্দ ১।২।৫।৭ দ্বিপদা পঙ্‌ক্তি, ৩।৪ পঞ্চদশাক্ষরা আসুরী গায়ত্রী, ৬।৮।৯ দ্বিপদা ত্রিষ্টুপ্‌, ১০ একপদা অষ্টাক্ষরা গায়ত্রী ॥ ঋষি ১ পুষধ্র কাণ্ব বা সম্পাত, ২।৩।৪ বন্ধু সুবন্ধু বিপ্রবন্ধু গোপায়ন, ৫ সংবর্ত আঙ্গিরস, ৬ ভৌবন আপ্ত্য, ৭ কবষ ঐলূষ, ৮ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ৯ আত্রেয়, ১০ বাসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ॥

মন্ত্র ঃ ৪৪৭. অচেত্যগ্নিশ্চিকিতির্হব্যবাড়্‌ ন সমুদ্রথঃ ॥ ১ ॥ ৪৪৮. অগ্নে ত্বং নো অন্তম উত ত্রাতা শিবো ভুবো বরূথ্যঃ ॥ ২ ॥ ৪৪৯. ভগো ন চিত্রো অগ্নির্মহোনাং দধাতি রত্নম্‌ ॥ ৩ ॥ ৪৫০. বিশ্বস্য প্র স্তোভ পুরো বা সন্‌ যদি বেহ নূনম্‌ ॥ ৪ ॥ ৪৫১. উষা অপ স্বসুস্তমঃ সং বর্তয়তি বর্তনিং সুজাততা ॥ ৫ ॥ ৪৫২. ইমা নু কং ভুবনা সীষধেমেন্দ্রশ্চ বিশ্বে চ দেবাঃ ॥ ৬ ॥ ৪৫৩. বি স্রুতয়ো যথা পথা ইন্দ্র ত্বদ্যন্তু রাতয়ঃ ॥ ৭ ॥ ৪৫৪. অয়া বাজং দেবহিতং সনেম মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ॥ ৮ ॥ ৪৫৫. ঊর্জা মিত্রো বরুণঃ পিন্বতেডাঃ পীবরীমিষং কৃণুহী ন ইন্দ্র ॥ ৯ ॥ ৪৫৬. ইন্দ্রো বিশ্বস্য রাজতি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ৪৪৭. গতিযুক্ত দীপ্ত হব্যবাহী অগ্নি আমাদের জন্য স্বয়ং রথযুক্ত ॥ ৪৪৮. হে অগ্নি, তুমি আমাদের সর্বাপেক্ষা নিকটে বাসকারী এবং ত্রাতা ; তুমি সুখদায়ক (বা মঙ্গলময়) ও ভূলোকে নিবাসকারী ॥ ৪৪৯. সূর্যের ন্যায় বিচিত্রদীপ্ত ও পূজনীয় অগ্নি রমণীয় ধন ধারণ করেন ॥ ৪৫০. হে ইন্দ্র, যদি তুমি পূর্বে সকলের পূজ্য থেকে থাক তবে এখনও তাই আছ ॥ ৪৫১. সুন্দররূপে জাত ঊষাদেবী ভগিনী রাত্রির অন্ধকার দূর করে (আকাশরূপ) গমনমার্গকে সম্যক্‌রূপে বেষ্টন করলেন ॥ ৪৫২. ইন্দ্র এবং বিশ্বের সকল দেবতা (=সর্বরশ্মিগণ) এই নিখিল ভুবনকে যেন আমাদের জন্য সুখকর করেন ॥ ৪৫৩. হে ইন্দ্র, সকল পথ যেমন রাজপথে গিয়ে মেশে তেমনি সকল ধন তোমাতেই মেশে ॥ ৪৫৪. হে ইন্দ্র, দেবদত্ত এই অন্নবল লাভ করে আমরা যেন সুবীর্যশালী হয়ে শত হেমন্ত আনন্দে ভোগ করতে পারি ॥ ৪৫৫. মিত্র ও বরুণ জলবৃদ্ধিকারক ; হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের জন্য প্রচুর অন্ন উৎপন্ন কর ॥ ৪৫৬. ইন্দ্র বিশ্বের রাজা ॥

দ্বাদশ খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১০ ॥ দেবতা ১।৩।৪।১০ ইন্দ্র, ২ সূর্য ৫ বিশ্বদেবগণ, ৬ মরুদ্‌গণ, ৭ পবমান সোম, ৮ সবিতা, ৯ অগ্নি ॥ ছন্দ ১।৩।৫।৭।৯ অত্যষ্টি (কোন কোন পুস্তকে ১ অষ্টি), ২।৪।৬ অতি জগতী, ৮।১০ অতিশক্করী (কোন কোন পুস্তকে ৮ অত্যষ্টি) ॥ ঋষি ১।১০ গৃৎসমদ শৌনক, ২ গৌরাঙ্গিরস, ৩।৫।৯ পরুচ্ছেপ দৈবদাসি, ৪ রেভ কাশ্যপ, ৬ এবয়ামরুৎ আত্রেয়, ৭ অনানত পারুচ্ছেপি, ৯ নকুল ॥

মন্ত্র ঃ ৪৫৭. ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো যবাশিরং তুবিশুষ্মস্তৃম্পৎ সোমমপিবদ্বিষ্ণুনা সুতং যথাবশম্‌ । স ঈং মমাদ মহি কর্ম কর্তবে মহামুরুং সৈনং সশ্চদ্‌দেবো দেবং সত্যং ইন্দুঃ সত্যমিন্দ্রম্‌ ॥ ১ ॥ ৪৫৮. অয়ং সহস্রমানবো দৃশঃ কবীনাং মতির্জ্যোতির্বিধর্ম । ব্রধ্নঃ সমীচীরুষসঃ সমৈরয়দরেপসঃ সচেতসঃ স্বসরে মন্যুমন্তশ্চিতা গোঃ ॥ ২ ॥ ৪৫৯. এন্দ্র যাহ্যুপ নঃ পরাবতো নায়মচ্ছা বিদথানিব

সৎপতিরস্তা রাজেব সৎপতিঃ। হবামহে ত্বা প্রযস্বন্তঃ সুতেষ্বা পুত্রাসো ন পিতরং বাজসাতয়ে মংহিষ্ঠং বাজসাতয়ে ॥ ৩ ॥ ৪৬০. তমিন্দ্রং জোহবীমি মঘবানমুগ্রং সত্রা দধানমপ্রতিষ্কুতং শ্রবাংসি ভূরি। মংহিষ্ঠো গীর্ভিরা চ যজ্ঞিয়ো ববর্ত রায়ে নো বিশ্বা সুপথা কৃণোতু বজ্রী ॥ ৪ ॥ ৪৬১. অস্তু শ্রৌষট্ পুরো অগ্নিং ধিয়া দধ আ নু ত্যচ্ছর্ধো দিব্যং বৃণীমহ ইন্দ্রবায়ূ বৃণীমহে। যদ্ধ ক্রাণা বিবস্বতে নাভা সন্দায় নব্যসে। অধ প্র নূনমুপযন্তি ধীতয়ো দেবাঁ অচ্ছ ন ধীতয়ঃ ॥ ৫ ॥ ৪৬২. প্র বো মহে মতয়ো যন্তু বিষ্ণবে মরুত্বতে গিরিজা এবয়ামরুৎ। প্র শর্ধায় প্র যজ্যবে সুখাদয়ে তবসে ভন্দদিষ্টয়ে ধুনিব্রতায় শবসে ॥ ৬ ॥ ৪৬৩. অয়া রুচা হরিণ্যা পুনানো বিশ্বা দ্বেষাংসি তরতি সয়ুগ্বভিঃ সূরো ন সযুগ্বভিঃ। ধারা পৃষ্ঠস্য রোচতে পুনানো অরুষো হরিঃ। বিশ্বা যদ্রূপা পরিয়াস্যৃক্বভি সপ্তাস্যেভির্ঋক্বভিঃ ॥ ৭ ॥ ৪৬৪. অভি ত্যং দেবং সবিতারমোণ্যোঃ কবিক্রতুমর্চামি সত্যসবং রত্নধামভি প্রিয়ং মতিম্। ঊর্ধ্বা যস্যামতির্ভা অদিদ্যুতৎ সবীমনি হিরণ্যপাণি-রমিমীত সুক্রতুঃ কৃপা স্বঃ ॥ ৮ ॥ ৪৬৫. অগ্নিং হোতারং মন্যে দাস্বন্তং বসোঃ সূনুং সহসো জাতবেদসং বিপ্রং ন জাতবেদসম্। য ঊর্ধ্বয়া স্বধ্বরো দেবো দেবাচ্য কৃপা। ঘৃতস্য বিভ্রাষ্টিমনু শুক্রশোচিষ আজুহ্বানস্য সর্পিষঃ ॥ ৯ ॥ ৪৬৬. তব ত্যং নর্যং নৃতোঽপ ইন্দ্র প্রথমং পূর্ব্যং দিবি প্রবাচ্যং কৃতম্। যো দেবস্য শবসা প্রারিণা অসু রিণন্নপঃ। ভুবো বিশ্বমভ্যদেবমোজসা বিদেদূর্জং শতক্রতুর্বিদে-দিষম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ৪৫৭. অতিবল মহান ইন্দ্র নিজ ইচ্ছানুযায়ী তিন যজ্ঞেই (বা তিন লোকেই) বিষ্ণুর সঙ্গে (=সূর্যের সঙ্গে) অভিষুত সোমপান করে তৃপ্ত হয়েছিলেন। সেই সোমই এই অতিব্যাপ্ত ইন্দ্রকে মহৎ কতর্ব্যকর্ম সাধনে হর্ষান্বিত করেছিলেন। দীপ্ত সত্য সোম দীপ্ত সত্য ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন ॥ ৪৫৮. সহস্রমানবের দর্শনীয়, কবিগণের বুদ্ধি ও জ্যোতিকে বিশেষরূপে ধারণকারী এই সূর্য পাপশূন্যা দীপ্তিমতী ঊষার সঙ্গে দিনের বেলায় সূর্যের সঙ্গে যুক্ত রশ্মিকে প্রেরণ করলেন (=রাত্রি অবসানে দিন আরম্ভে ঊষার সঙ্গে রশ্মিদের আগমন) ॥ ৪৫৯. রাজা যেমন সজ্জনের পালক সেইরূপ ইন্দ্র শত্রুনাশের দ্বারা (=মেঘহননের দ্বারা) সকলজীবের পালনকর্তা ; হে ইন্দ্র, তুমি দূর হতে নিজ নিজ কর্মে নিযুক্ত আমাদের কাছে এস ; অন্নবান আমরা সকল যজ্ঞকর্মে মহান দাতা তোমাকে ধনদানের জন্য প্রার্থনা করি যেমন পুত্রগণ ধনের জন্য পিতার কাছে যাচ্ঞা করে ॥ ৪৬০. সেই ধনবান উগ্রবল যজ্ঞকর্মের ধারক অপ্রতিহতগতি ইন্দ্রকে প্রচুর অন্নধনের জন্য আহ্বান করি ; বজ্রধারী যজ্ঞযোগ্য পূজ্যতম ইন্দ্র আমাদের স্তুতির দ্বারা আবর্তিত হয়ে ধনদানে আমাদের সকল পথ কল্যাণযুক্ত করুন ॥ ৪৬১. জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা অগ্নিকে পুরোভাগে ধারণ করেছি ; তিনি আমাদের কথা শুনুন ; সেই দিব্য শক্তিকে বরণ করি ; ইন্দ্র ও বায়ুকে বরণ করি। যেহেতু জগতের নাভিস্বরূপ সূর্যের উদ্দেশে এই নতুন স্তুতি স্বত-প্রণোদিতভাবে উচ্চারিত হচ্ছে সুতরাং দেবগণ (=রশ্মিগণ) যেমন ধারণশক্তির দ্বারা অন্য কর্মকে বহন করেন, তেমনি এই স্তুতিও নিশ্চয়ই ধীশক্তিসম্পন্ন দেবগণের কাছে পৌঁছাবে ॥ ৪৬২. হে মরুদ্গণ, বলশালী পূজনীয় সুখদাতা শীঘ্রগামী মেঘ-সঞ্চালনকারী স্তুতিপ্রিয় তোমাদের উদ্দেশে, মরুদ্যুক্ত (=প্রাণবায়ু সমন্বিত) বিষ্ণুর উদ্দেশে এই উত্তম স্তোত্রগান গমন করুক ॥ ৪৬৩. সূর্য যেমন কিরণরাশি সহযোগে অন্ধকার নাশ করেন, সেরূপ এই শুদ্ধা শোভনা হরিৎবর্ণা সোমধারাসকল মিলিত হয়ে সকল হিংসাকে দূর করেছেন। সেই সোমধারার ঊর্ধ্বে দীপ্তিমান পবিত্র সূর্য উজ্জ্বল

শোভা ধারণ করেন ; তাঁর সেই বিশ্বরূপ সপ্তছন্দের দ্বারা ছন্দায়িত হয়ে তাঁকে বেষ্টন করে ভ্রমণ করে ॥ ৪৬৪. দ্যুলোক ও পৃথিবী উভয়ের মধ্যে বর্তমান সবিতাদেব (=সূর্য) ; সেই সর্বকর্মে ব্যাপ্ত, সৎকর্মের প্রেরক, রমণীয় রত্ন ধারণকারী, সর্বজন প্রিয়, মননযোগ্য সবিতাদেবকে আমি অর্চনা করি। যার স্বপ্রকাশময়ী দীপ্তি গগনাভিমুখী হয়ে উদ্ভাসিত, যাঁর অনুশাসনে জগৎ প্রবর্তিত, তিনি হিরণ্যহস্ত (=স্বর্ণবর্ণ কিরণ-যুক্ত) সুকর্মা, জলনির্মাণকারী আদিত্য সূর্য ॥ ৪৬৫. আমিই সেই অগ্নিকে জানি যিনি দানাদিগুণযুক্ত, সকলের নিবাসের কারণ, বলের পুত্র (= বলের দ্বারা উৎপন্ন), জাতপ্রজ্ঞান, কৃতবিদ্য বিপ্রের মত প্রজ্ঞাবিশিষ্ট। সেই উজ্জ্বলশিখাযুক্ত ঘৃতযুক্ত অগ্নি ঘৃতাহুতির দ্বারা বেষ্টিত হয়ে ঊর্ধ্বগতির দ্বারা দেবগণের প্রতি হব্যবহনে সমর্থ হন ॥ ৪৬৬. হে ইন্দ্র, প্রথমেই আকাশে তুমি মানুষের হিতকর যে বীরোচিত কর্ম পূর্ব-কালে সম্পাদন করেছিলে তা' অত্যন্ত প্রশংসনীয় কার্য ! তুমি প্রাণের কারণে নিরুদ্ধ জলকে দেবশক্তির দ্বারা (=রশ্মির বলের দ্বারা) মুক্ত করেছিলে, বলের দ্বারা পৃথিবী হতে সকল অদেবমায়াকে (অদেব= মেঘ) দূর করে জলপ্রদান করলে ; হে শতকর্মা ইন্দ্র, (সেই জলের দ্বারা) অন্নকে প্রাপ্ত হলে ॥

॥ ঐন্দ্র কাণ্ড সমাপ্ত ॥

পঞ্চম অধ্যায়

পাবমান কাণ্ড

প্রথম খণ্ড ঃ মন্ত্র সংখ্যা ১০ ॥ দেবতা পবমান সোম ॥ ছন্দ গায়ত্রী ॥ ঋষি ১।৪ অমহীয়ু আঙ্গিরস, ২ মধুছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৩ ভৃগু বারুণি বা জমদগ্নি ভার্গব, ৫ ত্রিত আপ্ত্য, ৬ কশ্যপ মারীচ, ৭ জমদগ্নি ভার্গব, ৮ দৃঢ়চ্যুত আগস্ত্য, ৯।১০ কাশ্যপ অসিত বা দেবল ॥

মন্ত্র ঃ ৪৬৭. উচ্চা তে জাতমন্ধসো দিবি সদ্ভূম্যা দদে। উগ্রং শর্ম মহি শ্রবঃ ॥ ১ ॥ ৪৬৮. স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া। ইন্দ্রায় পাতবে সুতঃ ॥ ২ ॥ ৪৬৯. বৃষা পবস্ব ধারয়া মরুত্বতে চ মৎসরঃ। বিশ্বা দধান ওজসা ॥ ৩ ॥ ৪৭০. যস্তে মদো বরেণ্যস্তেনা পবস্বান্ধসা। দেবাবীরঘশংসহা ॥ ৪ ॥ ৪৭১. তিস্রো বাচ উদীরতে গাবো মিমন্তি ধেনবঃ। হরিরেতি কনিক্রদৎ ॥ ৫ ॥ ৪৭২. ইন্দ্রায়েন্দো মরুত্বতে পবস্ব মধুমত্তমঃ। অর্কস্য যোনিমাসদম্ ॥ ৬ ॥ ৪৭৩. অসাব্যংশুর্মদায়াপ্সু দক্ষো গিরিষ্ঠাঃ। শ্যেনো ন যোনিমাসদৎ ॥ ৭ ॥ ৪৭৪. পবস্ব দক্ষসাধনো দেবেভ্যঃ পীতয়ে হরে। মরুদ্ভ্যো বায়বে মদঃ ॥ ৮ ॥ ৪৭৫. পরি স্বানো গিরিষ্ঠাঃ পবিত্রে সোমো অক্ষরৎ। মদেষু সর্বধা অসি ॥ ৯ ॥ ৪৭৬. পরি প্রিয়া দিবঃ কবির্বয়াংসি নপ্ত্যোর্হিতঃ। স্বানৈর্যাতি কবিক্রতুঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ৪৬৭. (হে পবমান সোম), ঊর্ধ্বলোকে অন্নরসরূপে উৎপন্ন জল

ভূমিতে পতিত হয়ে প্রচুর অন্ন, বল ও সুখ দান করে॥ ৪৬৮. হে সোম, তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য অভিষুত হয়েছ ; অতি সুস্বাদু ও আনন্দজনক ধারায় ক্ষরিত হও ॥ ৪৬৯. হে বর্ষণকারী, মরুদ্‌গণসমন্বিত ইন্দ্রের আনন্দের জন্য আনন্দধারা প্রবাহিত কর, যাঁরা সকলকিছু বলের দ্বারা ধারণ করে আছেন ॥ ৪৭০. হে সোম, যে আনন্দ বরণীয়, যা দেবগণকে মত্ত করে এবং অন্ধকার নাশ করে সেই অন্নরূপ আনন্দরস ধারণ করে ক্ষরিত হও ॥ ৪৭১. তিনপ্রকার স্তুতিবাক্য (=ঋক, যজুঃ, সাম) ঊর্ধ্বলোকে যাচ্ছে, আকাশে অবস্থিত রশ্মিগণ ও বাকরূপী ধেনুগণ শব্দ করছে (=মেঘগর্জন) ; হরিৎবর্ণ সোম শব্দ করতে করতে যাচ্ছেন ॥ ৪৭২. হে সোম, তুমি মরুদ্‌গণের সঙ্গে যুক্ত ইন্দ্রের পানের জন্য মধুরতম রসরূপে ক্ষরিত হও ; ইন্দ্রের গৃহে তোমার বাস ॥ ৪৭৩. মেঘে অবস্থিত কর্মকুশল সোম আনন্দের জন্য অভিষুত হয়ে শ্যেন (=রশ্মি) যেমন দ্রুতবেগে ধায় সেই ভাবে আপনস্থানে (=আকাশে) গিয়ে বসলেন ॥ ৪৭৪. হে হরিৎবর্ণ সোম, তুমি আনন্দকারক, কুশলকর্ম নিষ্পাদক ; তুমি দেবগণের (=রশ্মিগণের), মরুদ্‌গণের (=প্রাণবায়ুগণের) ও বায়ুর (=ইন্দ্রের) পানের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ৪৭৫. সুন্দররূপে পরিচালিত হয়ে মেঘস্থিত সোম রশ্মিকে আশ্রয় করে ক্ষরিত হলেন। হে সোম, তুমি আনন্দের মধ্যে সকল কিছু ধারণ কর ॥ ৪৭৬. সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয়ে সর্বকর্মা ক্রান্তদর্শী প্রিয় সোম দ্যুলোকে জলের মধ্যে নিহিত রশ্মিরূপ পাখীদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যাচ্ছেন ॥

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১০ ॥ দেবতা পবমান সোম ॥ ছন্দ গায়ত্রী ॥ ঋষি ১ কবি মেধাবী, ২ শ্যাবাশ্ব আত্রেয়, ৩ ত্রিত আপ্ত্য, ৪।৮ অমহীয়ু আঙ্গিরস, ৫ ভৃগু বারুণি, ৬ কাশ্যপ মারীচ, ৭ নিধ্রুবি কাশ্যপ, ৯।১০ কাশ্যপ অসিত বা দেবল ॥ (এই খণ্ডের মন্ত্রগুলির দেবতা বিষয়ে উল্লেখ সকল পুস্তকে একরূপ নয়) ॥

মন্ত্র ঃ ৪৭৭. প্র সোমাসো মদচ্যুতঃ শ্রবসে নো মঘোনাম্। সুতা বিদথে অক্রমুঃ ॥ ১ ॥ ৪৭৮. প্র সোমাসো বিপশ্চিতোঽপো নয়ন্ত ঊর্ময়ঃ। বনানি মহিষা ইব ॥ ২ ॥ ৪৭৯. পবস্বেন্দো বৃষা সুতঃ কৃধী নো যশসো জনে বিশ্বা অপ দ্বিষো জহি ॥ ৩ ॥ ৪৮০. বৃষা হ্যসি ভানুনা দ্যুমন্তং ত্বা হবামহে। পবমান স্বদৃশম্ ॥ ৪ ॥ ৪৮১. ইন্দুঃ পবিষ্ট চেতনঃ প্রিয়ঃ কবীনাং মতিঃ। সৃজদশ্বং রথীরিব ॥ ৫ ॥ ৪৮২. অসৃক্ষত প্র বাজিনো গব্যা সোমাসো অশ্বয়া। শুক্রাসো বীরয়াশবঃ ॥ ৬ ॥ ৪৮৩. পবস্ব দেব আয়ুষগিন্দ্রং গচ্ছতু তে মদঃ। বায়ুমা রোহ ধর্মণা ॥ ৭ ॥ ৪৮৪. পবমানো অজীজনদ্ দিবশ্চিত্রং ন তন্যতুম্। জ্যোতির্বৈশ্বানরং বৃহৎ ॥ ৮ ॥ ৪৮৫. পরি স্বানাস ইন্দবো মদায় বর্হণা গিরা। মধো অর্ষন্তি ধারয়া ॥ ৯ ॥ ৪৮৬. পরিপ্রাসিষ্যদৎ কবিঃ সিন্ধোরূর্মাবধি শ্রিতঃ। কারুং বিভ্রৎ পুরুস্পৃহম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ৪৭৭. মদস্রাবী সোমসকল যজ্ঞে অভিষুত হয়ে আমাদের জন্য ধনসমূহের শ্রেষ্ঠ অন্নধনের জন্য (ঊর্ধ্বে) গমন করেছেন ॥ ৪৭৮. মহান মাধ্যমিক রশ্মিগণের মত অজ্ঞানতানাশক সোম জলতরঙ্গ সমূহকে ঊর্ধ্বে নিয়ে যাচ্ছেন ॥ ৪৭৯. হে বর্ষণকারী ইন্দু (=সোম) অভিষুত হয়ে ক্ষরিত হও, লোকমধ্যে আমাদের যশস্বী কর, সকল দ্বেষ নাশ কর ॥ ৪৮০. হে পবমান সোম, তুমিই বর্ষণকারী ; সূর্যের দ্বারা সূর্যরশ্মির মত ঔজ্জ্বল্যযুক্ত তোমাকে আহ্বান করি ॥ ৪৮১. ইন্দু

(=সোম) অতি পবিত্র, চেতনাসম্পন্ন, প্রিয়, কবিগণের বুদ্ধি ; তিনি ইন্দ্রের মত (রথী=ইন্দ্র) জলমধ্যে বিদ্যুৎ (অশ্ব=রশ্মি, বিদ্যুৎ) সৃষ্টি করতে করতে ব্যাপ্ত হন ॥ ৪৮২. উজ্জ্বল বীরত্বব্যঞ্জক দুগ্ধমিশ্রিত সোমরস রশ্মিদ্বারা (বা বিদ্যুৎ সহযোগে) অন্নসমূহ সৃষ্টি করলেন ॥ ৪৮৩. হে সোম, তোমার হর্ষ, আয়ুহিতকর অন্ন-সৃষ্টিকারক ইন্দ্রের প্রতি গমন করুক ; সত্যকর্মের দ্বারা বায়ুতে আরোহণ কর (=বৃষ্টিপ্রদানের জন্য বায়ুকে আশ্রয় কর) ; হে দেব, ক্ষরিত হও ॥ ৪৮৪. সোম, ক্ষরিত হতে হতে আকাশে বৈশ্বানরের মত (=সূর্যের মত) বৃহৎ জ্যোতি বিচিত্র বিদ্যুৎকে সৃষ্টি করলেন ॥ ৪৮৫. বহনকারী রশ্মির দ্বারা শব্দের দ্বারা সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত বারিরাশি আনন্দের জন্য (=প্রাণীকুলের আনন্দের জন্য) মধুর ধারায় গমন করছেন (=বর্ষিত হচ্ছেন) ॥ ৪৮৬. বহুলোকের আরাধ্য কর্মকে ধারণ করতে করতে (=বারিরাশিকে ধারণ করতে করতে) সমুদ্রতরঙ্গের উপর নিক্ষিপ্ত হয়ে কবি সোম স্থিত হলেন ॥

তৃতীয় খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১০ ॥ দেবতা পবমান সোম ॥ ছন্দ গায়ত্রী ॥ ঋষি ১।৮।৯ অমহীয়ু আঙ্গিরস, ২ বৃহস্পতি আঙ্গিরস, ৩ জমদগ্নির্ভাগবঃ, ৪ প্রভুবসু আঙ্গিরস, ৫ মেধ্যাতিথি কাণ্ব, ৬।৭ নিধ্রুবি কাশ্যপ, ১০ উচথ্য আঙ্গিরস ॥

মন্ত্র ঃ ৪৮৭. উপো ষু জাতমপ্তুরং গোভির্ভঙ্গং পরিষ্কৃতম্। ইন্দুং দেবা অযাসিষুঃ ॥ ১ ॥ ৪৮৮. পুনানো অক্রমীদভি বিশ্বা মৃধো বিচর্ষণিঃ। শুম্ভন্তি বিপ্রং ধীতিভিঃ ॥ ২ ॥ ৪৮৯. আবিশন্ কলশং সুতো বিশ্বা অর্ষন্নভি শ্রিয়ঃ। ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে ॥ ৩ ॥ ৪৯০. অসর্জি রথ্যো যথা পবিত্রে চম্বোঃ সুতঃ। কার্ষ্মন্ বাজী ন্যক্রমীৎ ॥ ৪ ॥ ৪৯১. প্র যদ্ গাবো ন ভূর্ণয়স্ত্বেষা অযাসো অক্রমুঃ। ঘ্নন্তঃ কৃষ্ণামপত্বচম্ ॥ ৫ ॥ ৪৯২. অপ ঘ্নন্ পবসে মৃধঃ ক্রতুবিৎসোম মৎসরঃ। নুদস্বা দেবয়ুং জনম্ ॥ ৬ ॥ ৪৯৩. অয়া পবস্ব ধারয়া যয়া সূর্যমরোচয়ঃ। হিন্বানো মানুষীরপঃ ॥ ৭ ॥ ৪৯৪. স পবস্ব য আবিথেন্দ্রং বৃত্রায় হন্তবে। ববিবাংসং মহীরপঃ ॥ ৮ ॥ ৪৯৫. অয়া বীতী পরি স্রব যস্ত ইন্দো মদেষ্বা। অবাহন্ নবতীর্নব ॥ ৯ ॥ ৪৯৬. পরি দ্যুক্ষং সনদ্ রয়িং ভরদ্বাজং নো অন্ধসা। স্বানো অর্ষ পবিত্র আ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ৪৮৭. শব্দের দ্বারা বিদলিত শুদ্ধীকৃত যথাসময়ে বর্ষণকারী ইন্দু সোমের প্রতি (=উপযুক্ত সময়ে ক্ষরিত বারিরাশির প্রতি) দেবগণ (=রশ্মিগণ) নিজ আধিপত্যের জন্য গমন করেছেন (=বর্ষণের পর রশ্মিগণ পুনরায় জল থেকে বাষ্প সৃষ্টির জন্য জলের প্রতি যাচ্ছেন) ॥ ৪৮৮. শুদ্ধীকৃত সোম সকল যুদ্ধ অতিক্রম করে এলেন (=পৃথিবীতে বারিরাশি পতিত হলো) ; সকলে সেই সঞ্চারিত সোমকে (=বিপ্র) জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা শোভিত করছেন (অর্থাৎ বর্ষণকে প্রয়োজনমত কর্মে নিযুক্ত করছেন) ॥ ৪৮৯. ইন্দ্রের জন্যই অভিষুত সোম প্রক্ষিপ্ত হলেন ; (কর্মের জন্য) কলশে প্রবেশ করলেন, সকল সৌন্দর্যকে প্রাপ্ত হলেন ॥ ৪৯০. গতিশীলা দ্যু ও পৃথিবীর রশ্মিতে যথানিয়মে সোম সৃষ্ট হয়ে বেগবান অশ্বের মত চক্রাকারে পথ অতিক্রম করলেন (=অন্তরিক্ষের পথ অতিক্রম করে পৃথিবীতে এলেন) ॥ ৪৯১. যখন তিনি ভ্রমণশীল রশ্মির মত উদকের সঙ্গে বিচরণ করছিলেন, তখন কালো মেঘের আবরণ ভেদ করে উদককে প্রাপ্ত হলেন ॥ ৪৯২. হে সোম, তুমি কর্মপ্রেরক ও

তৃপ্তিদায়ক। তুমি যুদ্ধে মেঘকে তাড়িত করে দেবভক্ত মানুষের প্রতি উদক প্রেরণ কর ॥ ৪৯৩. হে সোম, সেই ধারায় ক্ষরিত হও যে ধারায় ক্ষরিত হলে পর বারিরাশি মনুষ্যকুলকে তৃপ্ত করবে ও সূর্যকে প্রকাশিত করবে ॥ ৪৯৪. হে সোম, যখন বিপুল আকৃতি মেঘের মধ্যে বিশাল জলরাশি নিরুদ্ধ ছিল, তখন ইন্দ্র বৃত্রকে (=মেঘকে) হত্যা করতে উদ্যত হলে তুমি ইন্দ্রকে রক্ষা করেছিলে ; সেই তুমি এখন ক্ষরিত হও ॥ ৪৯৫. যে ইন্দ্র মত্ত হয়ে অসংখ্য মেঘ ধ্বংস করলেন, হে সোম, সেই মেঘনিঃসৃত বারিধারাকে প্রবাহিত কর ॥ ৪৯৬. হে সোম, রশ্মিতে প্রস্তুত বারিরাশির দ্বারা সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয়ে আমাদের জন্য উজ্জ্বল, সকলভারবহনকারী বলকারক শাশ্বত ধন আন ॥

চতুর্থ খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১৪ ॥ দেবতা পবমান সোম ॥ ছন্দ গায়ত্রী ॥ ঋষি ১ মেধাতিথি কাণ্ব, ২।৭ ভৃগু বারুণি বা জমদগ্নি ভার্গব, ৩ উচথ্য আঙ্গিরস, ৪ অবৎসার কাশ্যপ, ৫।৬ নিধ্রুবি কাশ্যপ, ৮।৯ কাশ্যপ মারীচ, ১০ অসিত কাশ্যপ বা দেবল, ১১ কবি ভার্গব, ১২ জমদগ্নি ভার্গব, ১৩ অয়াস্য আঙ্গিরস, ১৪ অমহীয়ু আঙ্গিরস ॥

মন্ত্র ঃ ৪৯৭. অচিক্রদদ্ বৃষা হরির্মহান্মিত্রো ন দর্শতঃ। সং সূর্যেণ দিদ্যুতে ॥ ১ ॥
৪৯৮. আ তে দক্ষং ময়োভুবং বহ্নিমদ্যা বৃণীমহে। পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥ ২ ॥
৪৯৯. অধ্বর্যো অদ্রিভিঃ সুতং সোমং পবিত্র আ নয়। পুনাহীন্দ্রায় পাতবে ॥ ৩ ॥
৫০০. তরৎ স মন্দী ধাবতি ধারা সুতস্যান্ধসঃ। তরৎ স মন্দী ধাবতি ॥ ৪ ॥
৫০১. আ পবস্ব সহস্রিণং রয়িং সোম সুবীর্যম্। অস্মে শ্রবাংসি ধারয় ॥ ৫ ॥
৫০২. অনু প্রত্নাস আয়বঃ পদং নবীয়ো অক্রমুঃ। রুচে জনন্ত সূর্যম্ ॥ ৬ ॥
৫০৩. অর্ষা সোম দ্যুমত্তমোঽভি দ্রোণানি রোরুবৎ। সীদন্ যোনৌ বনেষ্বা ॥ ৭ ॥
৫০৪. বৃষা সোম দ্যুমাঁ অসি বৃষা দেব বৃষব্রতঃ। বৃষা ধর্মাণি দধ্রিষে ॥ ৮ ॥
৫০৫. ইষে পবস্ব ধারয়া মৃজ্যমানো মনীষিভিঃ। ইন্দো রুচাভি গা ইহি ॥ ৯ ॥
৫০৬. মন্দ্রয়া সোম ধারয়া বৃষা পবস্ব দেবয়ুঃ। অব্যা বারেভিরস্ময়ুঃ ॥ ১০ ॥
৫০৭. অয়া সোম সুকৃত্যয়া মহান্ৎসন্নভ্যবর্ধথাঃ। মন্দান ইদ্ বৃষায়সে ॥ ১১ ॥
৫০৮. অয়ং বিচর্ষণির্হিতঃ পবমানঃ স চেততি। হিন্বান আপ্যং বৃহৎ ॥ ১২ ॥
৫০৯. প্র ন ইন্দো মহে তুন ঊর্মিং ন বিভ্রদর্ষসি। অভি দেবাঁ অয়াস্যঃ ॥ ১৩ ॥
৫১০. অপঘ্নন্ পবতে মৃধোঽপ সোমো অরাব্ণঃ। গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ ঃ ৪৯৭. বর্ষণকারী, হরিৎবর্ণ, মহান, মিত্রের মত শোভন সোম শব্দ করে চলেছেন এবং সূর্যের দ্বারা সম্যক্ রূপে দীপ্ত হয়েছেন ॥ ৪৯৮. হে সোম, তুমি দক্ষ, সুখপ্রদ, বহনশীল, পানযোগ্য এবং বহুলোকের আকাঙ্ক্ষিত ; তোমাকে আজ বরণ করি ॥ ৪৯৯. হে অধ্বর্যু (=যজ্ঞকর্মা=সূর্য), মেঘপুঞ্জ হতে নিঃসারিত সোমকে রশ্মিতে বহন করে আন ; ইন্দ্রের পানের জন্য শোধিত কর ॥ [এই মন্ত্রের যাজ্ঞিক অর্থ এইরূপ ঃ হে অধ্বর্যু (=একজন ঋত্বিক্), প্রস্তরের দ্বারা অভিষুত সোমকে ইন্দ্রের পানের জন্য ছাঁকনিতে ঢেলে দাও ও শোধিত কর। অধ্বর্যু=যিনি যজ্ঞকর্মের কামনা করেন এবং যজ্ঞকে সমাপ্তির পথে নিয়ে যান=সূর্য। লৌকিক আনুষ্ঠানিক বিচারে অধ্বর্যু একজন ঋত্বিক্। অদ্রি=মেঘ ও প্রস্তর। পবিত্র=রশ্মি এবং ছাঁকনি] ॥ ৫০০. সেই অভিষুত সোমের আনন্দধারা তড়িৎবেগে বয়ে যাচ্ছে। সেই আনন্দধারা তড়িৎবেগে বয়ে যাচ্ছে ॥ ৫০১. হে সোম, সুবীর্য সহস্র ধন (=বারিসম্পদ) ক্ষরণ কর ; আমাদের জন্য অন্নসকল ধারণ কর ॥ ৫০২. প্রাচীন সামগানের

অনুসরণে নতুন এই সামগান সূর্যমণ্ডলে দীপ্তি পাবার জন্য গমন করছে॥ [প্রত্নাসঃ=প্রাচীন ; আয়বঃ=এক ধরণের সামগান]॥ ৫০৩. হে সোম, তুমি অতি গম্ভীর শব্দ করতে করতে মেঘপুঞ্জের প্রতি ধাবমান হও ; অন্তরিক্ষে অবস্থিত জলমধ্যে প্রবেশ কর ॥ ৫০৪. হে সোম, তুমি দীপ্তিমান, তুমি বর্ষণকারী ; হে দেব, বর্ষণকর্মই তোমার ব্রত, বর্ষণের দ্বারাই তুমি সকল ধর্মকে ধারণ কর ॥ ৫০৫. হে ইন্দু (=সোম), মনীষিদের দ্বারা শোধিত হয়ে অন্নলাভের জন্য ধারারূপে ক্ষরিত হও। দীপ্তশোভা ধারণ করে জলরাশির দিকে গমন কর ॥ ৫০৬. হে সোম, দেবকামী বর্ষণকারী তুমি আনন্দ ধারায় ক্ষরিত হও ; আমাদের হিতকামী তুমি তোমার অনুগ্রহের দ্বারা সকল জলাশয়ে অবস্থিত থাক ॥ [যাজ্ঞিক অর্থ এইরূপ—মেষলোমের ছাঁকনির দ্বারা শুদ্ধ হয়ে তুমি আমাদের হিতকামী]॥ ৫০৭. হে সোম, তুমি এই সৎকর্মের দ্বারা মহান হয়ে বৃদ্ধিলাভ কর। আনন্দভরে বর্ষণ কর। ৫০৮. এই মনুষ্যহিতকারী পবমান সোম জলের দ্বারা বৃদ্ধিকারক অন্নকে প্রচুর উৎপন্ন করে তাঁর কর্মকে জানিয়ে দিচ্ছেন ॥ ৫০৯. হে ইন্দু, মহান জলতরঙ্গের মত দেবগণকে ধারণ করে অয়াস্য ঋষির কাছে এস ॥ ৫১০. ইন্দ্রের সহায়তায় যুদ্ধে অনুদার মেঘকে হনন করে মেঘ থেকে নির্গত হয়ে সোম বয়ে চলেছেন ॥

পঞ্চম খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১২ ॥ দেবতা পবমান সোম ॥ ছন্দ বৃহতী ॥ **ঋষি ঃ** এই খণ্ডের মন্ত্রসমূহের সপ্ত ঋষিগণ যথাক্রমে ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, কশ্যপ মারীচ, গোতম রাহূগণ, অত্রিভৌম, বিশ্বামিত্র গাথিন, জমদগ্নিভার্গব, বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ॥

মন্ত্র ঃ ৫১১. পুনানঃ সোম ধারয়াপো বসানো অর্ষসি। আ রত্নধা যোনিমৃতস্য সীদস্যুৎসো দেবো হিরণ্যয়ঃ ॥ ১ ॥ ৫১২. পরীতো ষিঞ্চতা সুতং সোমো য উত্তমং হবিঃ। দধন্বাঁ যো নর্যো অপ্স্বন্তরা সুষাব সোমমদ্রিভিঃ ॥ ২ ॥ ৫১৩. আ সোম স্বানো অদ্রিভিস্তিরো বারাণ্যব্যয়া। জনো ন পুরি চম্বোর্বিশদ্ধরিঃ সদো বনেষু দধ্রিষে ॥ ৩ ॥ ৫১৪. প্র সোম দেববীতয়ে সিন্ধুর্ন পিপ্যে অর্ণসা।। অংশোঃ পয়সা মদিরো ন জাগৃবিরচ্ছা কোশং মধুশ্চুতম্ ॥ ৪ ॥ ৫১৫. সোম উ ষ্বাণঃ সোতৃভিরধি ষ্ণুভিরবীনাম্। অশ্বয়েব হরিতা যাতি ধারয়া মন্দ্রয়া যাতি ধারয়া ॥ ৫ ॥ ৫১৬. তবাহং সোম রারণ সখ্য ইন্দো দিবেদিবে। পুরূণি বভ্রো নি চরন্তি মামব পরিধীঁ রতি তাঁ ইহি ॥ ৬ ॥ ৫১৭. মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যা সমুদ্রে বাচমিন্বসি। রয়িং পিশঙ্গং বহুলং পুরুস্পৃহং পবমানাভ্যর্ষসি ॥ ৭ ॥ ৫১৮. অভি সোমাস আয়বঃ পবন্তে মদ্যং মদম্। সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপে মনীষিণো মৎসরাসো মদচ্যুতঃ ॥ ৮ ॥ ৫১৯. পুনানঃ সোম জাগৃবিরব্যা বারেঃ পরিপ্রিয়ঃ। ত্বং বিপ্রো অভবোঽঙ্গিরস্তম মধ্বা যজ্ঞং মিমিক্ষ ণঃ ॥ ৯ ॥ ৫২০. ইন্দ্রায় পবতে মদঃ সোমো মরুত্বতে সুতঃ। সহস্রধারো অত্যব্যমর্ষতি তমীং মৃজন্ত্যায়বঃ ॥ ১০ ॥ ৫২১. পবস্ব বাজসাতমোঽভি বিশ্বানি বার্যা। ত্বং সমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্মন্ দেবেভ্যঃ সোম মৎসরঃ ॥ ১১ ॥ ৫২২. পবমানা অসৃক্ষত পবিত্রমতি ধারয়া। মরুত্বন্তো মৎসরা ইন্দ্রিয়া হয়া মেধামভিপ্রয়াংসি চ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ঃ ৫১১. হে সোম, তুমি পবিত্র, তুমি জলের বসন পরিধান করে (=পবিত্র জলে আচ্ছাদিত হয়ে) ধারারূপে বর্ষিত হও। তুমি দেব, হিরন্ময় সকল রমণীয় ধন ধারণ করে জলের উৎস অন্তরিক্ষে বাস কর ॥ [যাজ্ঞিক অর্থ=যজ্ঞস্থানে এসে উপবেশন কর]॥ ৫১২. এই সোমদেবকে সকল দিকে সেচন কর; যিনি উত্তম হবি

(=অন্ন), যিনি মানুষের হিতকারী, যিনি মেঘপুঞ্জে অবস্থিত থেকে অভিষুত হয়ে সোমের (=শস্য উৎপাদন দ্বারা মানুষের হিতকর উদকের) ধারাকে প্রবাহিত করেন ॥ ৫১৩. হে সোম, তোমার অনুগ্রহে মেঘ নিঃসারিত বারিরাশি সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয়ে জলাশয় সমূহকে প্রাপ্ত হোল। দ্যু ও পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত উজ্জ্বল সোম আকাশ থেকে সকল জলমধ্যে প্রবেশ করলেন, যেন কোন মানুষ নগরে প্রবেশ করছে ॥ ৫১৪. হে সোম, দেবতার আনন্দপানের জন্য যেমন জলের দ্বারা নদীকে পরিপূর্ণ কর, তেমনি জলের মধুর ক্ষরিত ধারার মত সোমের মদির ধারায় তোমার প্রতি জাগরূকে যে, তাকে পূর্ণ কর ॥ ৫১৫. ঊর্ধ্বাকাশে হরিৎ অশ্বরশ্মির দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে সোম পরিচালিত হয়ে ধারারূপে বয়ে চলেছেন ; আনন্দ সহকারে সোম ধারারূপে বয়ে চলেছেন ॥ ৫১৬. হে ইন্দ্র, প্রতিদিন আমি তোমার সখ্যতায় প্রীতিলাভ করি। বহু জলভরা মেঘ আকাশে বিচরণ করছে ; আমাকে রক্ষা করবে বলে সেই নিরুদ্ধ জলকে আমার কাছে আন ॥ ৫১৭. হে ক্ষরণশীল সোম, তুমি সুকৌশলে পরিষ্কৃত হয়ে আকাশে শব্দ করে বিচরণ কর, তুমি উজ্জ্বল বর্ণ, বহু লোকের আকাঙ্ক্ষিত প্রচুর জলসম্পদ এনে দিয়ে থাক ॥ ৫১৮. সূর্যের জন্য (=রশ্মির সহায়ে) ঊর্ধ্বাকাশে অবস্থিত মনের অভিলাষ পূর্ণকারী, আনন্দদায়ক, মধুক্ষরণকারী, আয়ুষ্কারক সোম-রাশি আনন্দধারা ক্ষরণ করছেন ॥ [বিষ্টপ্ =আদিত্য ; যিনি রসগ্রহণের জন্য রশ্মির দ্বারা প্রবিষ্ট হন] ॥ ৫১৯. হে সোম, তুমি শুদ্ধ ও অপ্রমত্তরূপে অবস্থিত থেকে অনুগ্রহের দ্বারা জলাশয় পূর্ণ করে সকলের প্রিয় হলে। তুমি চেতনাসম্পন্ন ও অঙ্গিরশ্রেষ্ঠ ; তুমি মধুপূর্ণ রসের দ্বারা আমাদের যজ্ঞকে (=কর্মকে ; প্রার্থনাকে) অভিষিক্ত কর ॥ [অঙ্গিরা=Carbon ; অঙ্গার হতে অঙ্গিরা উৎপন্ন। Carbon is the essential element of living tissues. Carbons have pure and impure forms. All forms of carbon burn in air or oxysen.] ॥ ৫২০. আনন্দদায়ক সোম ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত মরুদ্‌গণের জন্য অভিষুত হন। সহস্রধারায় বায়ুস্তর ভেদ করে তিনি আসেন ; তাঁকেই মানুষেরা শুদ্ধ করে অলঙ্কৃত করেন ॥ ৫২১. হে শ্রেষ্ঠধন, সকল ধনকে লক্ষ্য করে ক্ষরিত হও। হে সোম, আনন্দদায়ক আকাশ তোমাকে প্রথমে দেবগণের জন্য (=রশ্মিগণের জন্য) ধারণ করেছেন ॥ ৫২২. অন্তরিক্ষে প্রবাহমান জলসমূহ প্রাণবায়ুসমন্বিত, আনন্দদায়ক ধনসম্পন্ন, গতিযুক্ত ও ক্লান্তিহরণকারী ; এই বারিরাশি মেধা ও শুদ্ধিকে লক্ষ্য করে অতি ধারার বর্ষিত হচ্ছেন। (অথবা এই বারিরাশি ধন উৎপন্নের জন্য জলকে অতিধারায় বর্ষণ করেন) ॥

ষষ্ঠ খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১০ ॥ দেবতা পবমান সোম ॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্ ॥ ঋষি ১।৯ উশনা কাব্য, ২ বৃষগণ বাসিষ্ঠ, ৩।৭ পরাশর শাক্ত্য, ৪।৬ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণ, ৫।১০ প্রতর্দন দৈবদাসি, ৮ প্রস্কণ্ব কাণ্ব ॥

মন্ত্র ঃ ৫২৩. প্র তু দ্রব পরি কোশং নি ষীদ নৃভিঃ পুনানো অভিবাজমর্ষ। অশ্বং ন ত্বা বাজিনং মর্জয়ন্তোঽচ্ছা বর্হীরশনাভির্নয়ন্তি ॥ ১ ॥ ৫২৪. প্র কাব্যমুশনেব ব্রুবাণো দেবো দেবানাং জনিমা বিবক্তি। মহিব্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পাবকঃ পদা বরাহো অভ্যেতি রেভন্ ॥ ২ ॥ ৫২৫. তিস্রো বাচ ঈরয়তি প্র বহ্নির্ঋতস্য ধীতিং ব্রহ্মণো মনীষাম্। গাবো যন্তি গোপতিং পৃচ্ছমানাঃ সোমং যন্তি মতয়ো বাবশানাঃ ॥ ৩ ॥ ৫২৬. অস্য প্রেষা হেমনা পূয়মানো দেবো দেবেভিঃ সমপৃক্ত রসম্। সুতঃ পবিত্রং পর্যেতি রেভন্ মিতেব সদ্ম পশুমন্তি হোতা ॥ ৪ ॥ ৫২৭. সোমঃ পবতে জনিতা

মতীনাং জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ। জনিতাগ্নের্জনিতা সূর্যস্য জনিতেন্দ্রস্য জনিতোত বিষ্ণোঃ ॥ ৫ ॥ ৫২৮ অভি ত্রিপৃষ্ঠং বৃষণং বয়োধামঙ্গোষিণমবাবশন্ত বাণীঃ। বনা বসানো বরুণো ন সিন্ধূর্বি রত্নধা দয়তে বার্যাণি ॥ ৬ ॥ ৫২৯. আক্রান্‌ৎসমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্মন্‌ জনয়ন্‌ প্রজা ভুবনস্য গোপাঃ। বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যে বৃহৎসোমো বাবৃধে স্বানো অদ্রিঃ ॥ ৭ ॥ ৫৩০. কনিক্রন্তি হরিরা সৃজমানঃ সীদন্বনস্য জঠরে পুনানঃ। নৃভির্যতঃ কৃণুতে নির্ণিজং গোমতো মতিং জনয়ত স্বধাভিঃ ॥ ৮ ॥ ৫৩১. এষ স্য তে মধুমাঁ ইন্দ্র সোমো বৃষা বৃষ্ণঃ পরি পবিত্রে অক্ষাঃ। সহস্রদাঃ শতদা ভূরিদাবা শশ্বত্তমং বর্হিরা বাজ্যস্থাৎ ॥ ৯ ॥ ৫৩২. পবস্ব সোম মধুমাঁ ঋতাবাপো বসানো অধি সানো অব্যে। অব দ্রোণানি ঘৃতবন্তি রোহ মদিন্তমো মৎসর ইন্দ্রপানঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ৫২৩. হে সোমদেব, তুমি দ্রুত গমন কর ; মেঘকে ঘিরে উপবেশন কর ; অশ্বরশ্মিসমূহের দ্বারা পরিস্রুত হয়ে অন্নকে লক্ষ্য করে (=অন্ন সৃষ্টির উদ্দেশে) গমন কর। পরিশোধনকারী রশ্মিগণ অশ্বের মত বলবান তোমাকে মেঘের (বা বিদ্যুতের) দ্বারা ব্যাপ্ত করে জলবর্ষণের উদ্দেশে নিয়ে যাচ্ছেন ॥ ৫২৪. সোমদেব কবির মত উৎসাহিত হয়ে মেঘধ্বনি রূপ রসাত্মক বাক্য (বা ধ্বনি) সৃষ্টি করে দেবগণের অবস্থান (বা উৎপত্তিস্থান) জানিয়ে দিচ্ছেন। মহান ব্রতধারী, শুচি-বন্ধু, পবিত্রতাকারক সোম শব্দ করতে করতে গমনসাধনের দ্বারা মেঘকে সর্বদা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন ॥ ৫২৫. বহনকারী সোম ঋতদেবের (=সূর্যদেবের) বৃষ্টি-প্রদান বিষয়ক বুদ্ধি এবং অন্নদানরূপ প্রজ্ঞাকে ধারণ করে তিন প্রকার বাক্য প্রেরণ করেন (তিন প্রকার বাক্য=ঋক্‌, যজু, সাম)। গাভীগণ যেমন গোপতিকে লক্ষ্য করে শব্দ করতে করতে যায় তেমনি কামনাভিলাষী বুদ্ধিসকল সোম অভিমুখে যাচ্ছে ॥ ৫২৬. (ইন্দ্র হিরণ্ময় বিদ্যুতের সহায়তায় মেঘ থেকে যে উদক সৃষ্টি করলেন) সেই উজ্জ্বলকান্তি উদকের দ্বারা প্রেরিত হয়ে ক্ষরণশীল সোমদেব দেবগণের (=রশ্মিগণের) সহায়তায় সেই উদককে মধুর রসযুক্ত করলেন। সেই অভিষুত সোম জলকে ঘিরে শব্দ করতে করতে সর্বধনযুক্ত হোতা অগ্নির গৃহে (=পৃথিবীতে) পরিচিত ব্যক্তির মত প্রবেশ করলেন ॥ ৫২৭. সোম ক্ষরিত হচ্ছেন ; তিনি বুদ্ধির জন্মদাতা, দ্যুলোকের জন্মদাতা ; পৃথিবীর জন্মদাতা, অগ্নির জন্মদাতা, সূর্যের জন্মদাতা, ইন্দ্রের জন্মদাতা, এবং বিষ্ণুরও জন্মদাতা ॥ ৫২৮. তিন লোকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, বর্ষণশীল, বলশীল, স্তুতিযুক্ত সোমকে লক্ষ্য করে কামনাযুক্ত বাক্য-সকল যাচ্ছে। উদকের বসন পরা বরুণ যেমন নদীকে জল দান করেন তেমনি রত্নধারক সোম বরণীয় ধন দান করেন ॥ ৫২৯. আকাশের মত অনতিক্রমণীয় ভুবনের রক্ষক সোম প্রথমে জগৎধারণের উদ্দেশ্যে প্রজা সৃষ্টি করলেন। সেই বর্ষণশীল মহান সোম নিজ অনুগ্রহে পর্বতশিখরে রশ্মিকে আশ্রয় করে শব্দযুক্ত মেঘরূপে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হলেন ॥ ৫৩০. সর্বদিকে সৃষ্ট ক্ষরণশীল শব্দকারী হরিৎবর্ণ সোম বনের জঠরে গিয়ে বসলেন (=বন মধ্যে বৃক্ষাদিতে প্রবেশ করলেন),যেখানে তিনি রশ্মি-গণের দ্বারা পরিশুদ্ধ হলেন, (তারপর উদ্ভিদ্‌ হতে উৎপন্ন) অন্নসমূহের দ্বারা বাক্‌যুক্ত বুদ্ধি উৎপন্ন হোল ॥ ৫৩১. হে ইন্দ্র, এই তোমার বর্ষণশীল কাম্য মধুমান সোম যা আকাশে সর্বত্র ক্ষরিত হয় ; ইনি সহস্রদাতা, শতদাতা, ভূরিদাতা, নিত্যশ্রেষ্ঠ ও অন্নকে আশ্রয় করে সদা বুদ্ধিশীল ॥ ৫৩২. হে মধুমান সোম, উপযুক্ত কালে জলের বসন পরে তুমি পর্বত শিখরে বসেছ ; তুমি ক্ষরিত হও। ঘৃতরূপ উদকযুক্ত মেঘরাশি থেকে অবতরণ কর। তুমি অতি সুখকর, আনন্দদায়ক ইন্দ্রের পানীয় ॥

সপ্তম খণ্ড ঃ মন্ত্র সংখ্যা ১২ ॥ দেবতা পবমান সোম ॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ ॥ ঋষি ১ প্রতর্দন দৈবদাসি, ২।১০. পরাশর শাক্ত্য ৩ ইন্দ্রপ্রমতি বাসিষ্ঠ, ৪ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণ, ৫ কর্ণশ্রুৎ মৃড়ীক বা বাসিষ্ঠ, ৬ নোধা গৌতম, ৭ কণ্ব ঘৌর, ৮ মন্যু বাসিষ্ঠ, ৯ কুৎস আঙ্গিরস, ১১ কশ্যপ মারীচ, ১২ প্রস্কণ্ব কাণ্ব ॥

মন্ত্র ঃ ৫৩৩. প্র সেনানীঃ শূরো অগ্রে রথানাং গব্যন্নেতি হর্ষতে অস্য সেনা। ভদ্রান্ কৃণ্বন্নিন্দ্রহবান্ৎসখিভ্য আ সোমো বস্ত্রা রভসানি দত্তে ॥ ১ ॥ ৫৩৪. প্র তে ধারা মধুমতীরসৃগ্রন্ বারং যৎ পূতো অত্যেষ্যব্যম্। পবমান পবসে ধাম গোনাং জনয়ন্ৎসূর্যমপিন্বো অর্কৈঃ ॥ ২ ॥ ৫৩৫. প্র গায়তাভ্যর্চাম দেবান্ৎসোমং হিনোত মহতে ধনায়। স্বাদুঃ পবতামতিবারমব্যমা সীদতু কলশং দেব ইন্দুঃ ॥ ৩ ॥ ৫৩৬. প্র হিন্বানো জনিতা রোদস্যো রথো ন বাজং সনিষন্নয়াসীৎ। ইন্দ্রং গচ্ছন্নায়ুধা সংশিশানো বিশ্বা বসু হস্তয়োরাদধানঃ ॥ ৪ ॥ ৫৩৭. তক্ষদ্যদী মনসো বেনতো বাগ্ জ্যেষ্ঠস্য ধর্মং দ্যুক্ষোরনীকে। আদীমায়ন্বরমা বাবশানা জুষ্টং পতিং কলশে গাব ইন্দুম্ ॥ ৫ ॥ ৫৩৮. সাকমুক্ষো মর্জয়ন্ত স্বসারো দশ ধীরস্য ধীতয়ো ধনুত্রীঃ। হরিঃ পর্যদ্রবজ্জাঃ সূর্যস্য দ্রোণং ননক্ষে অত্যো না বাজী ॥ ৬ ॥ ৫৩৯. অধি যদস্মিন্বাজিনীব শুভঃ স্পর্ধন্তে ধিয়ঃ সূরে ন বিশঃ। অপো বৃণানঃ পবতে কবীয়ান্ ব্রজং ন পশুবর্ধনায় মন্ম ॥ ৭ ॥ ৫৪০. ইন্দুর্বাজী পবতে গোন্যোঘা ইন্দ্রে সোমঃ সহ ইন্বন্মদায়। হন্তি রক্ষো বাধতে পর্যরাতিং বরিবস্কৃণ্বন্ বৃজনস্য রাজা ॥ ৮ ॥ ৫৪১. অয়া পবা পবস্বৈনা বসূনি মাংশ্চত্ব ইন্দো সরসি প্রধন্ব। ব্রধ্নশ্চিদত্য বাতো ন জূতিং পুরুমেধাশ্চিত্তকবে নরং ধাৎ ॥ ৯ ॥ ৫৪২. মহত্তৎসোমো মহিষশ্চকারাপাং যদ্গর্ভোঽবৃণীত দেবান্। অধাদিন্দ্রে পবমান ওজোঽজনয়ৎ সূর্যে জ্যোতীরিন্দুঃ ॥ ১০ ॥ ৫৪৩. অসর্জি বক্বা রথ্যে যথাজৌ ধিয়া মনোতা প্রথমা মনীষা। দশ স্বসারো অধি সানো অব্যে মৃজন্তি বহ্নিং সদনেষ্বচ্ছ ॥ ১১ ॥ ৫৪৪. অপামিবেদূর্ময়স্তর্তুরাণাঃ প্র মনীষা ঈরতে সোমমচ্ছ। নমস্যন্তীরুপ চ যন্তি সং চা চ বিশন্ত্যুশতীরুশন্তম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ঃ ৫৩৩. সেনাপতি বীর সোম (=সমানগতিসম্পন্ন শক্তির রক্ষক উদকের আত্মা) জলসমন্বিত মেঘকে পাবেন বলে সকল রথের (=গমনপথের) আগে যাচ্ছেন ; এঁর সেনা আনন্দ প্রকাশ করছেন। সকলের কল্যাণ করবেন বলে ইন্দ্রকে আহ্বান করে সখাদের জন্য (=ইন্দ্রের সখা মরুৎবায়ুগণের জন্য) সোমদেব আচ্ছাদক তেজোরাশি আহরণ করছেন ॥ ৫৩৪. মেঘ ভেদ করে যে পবিত্র জল প্রাপ্ত হলে তা' থেকে তোমার মধুময় রসের ধারা সৃষ্টি হোল। হে ক্ষরণশীল সোম, সূর্যরশ্মির দ্বারা সৃষ্ট হয়ে যে জলরাশি স্ফীত হোল সেই জলের আধার থেকে জল ক্ষরিত কর ॥ ৫৩৫. তোমরা সোমদেবের উদ্দেশে গান কর ; এস ঐ দেবগণকে অর্চনা করি ; বিপুল ধন প্রাপ্তির জন্য সোমকে উন্নত কর। মেঘ থেকে স্বাদু জল বর্ষণ কর ; হে দেব ইন্দু, কলশে প্রবেশ কর ॥ ৫৩৬. দ্যুলোক ও ভূলোকের রচয়িতা উত্তমরূপে বৃদ্ধিলাভ করে অন্নলাভের উদ্দেশে রথের মত বেগে গমন করলেন ; ইন্দ্রের কাছে গিয়ে অস্ত্র শানাতে লাগলেন ; তিনি সকল ধন দুই হাতে ধারণ করে আছেন ॥ ৫৩৭. যদি বাক্দেবী (=মাধ্যমিক মেঘগর্জন, যা থেকে অন্ন উৎপন্ন হয়) মনের ইচ্ছায় উজ্জ্বল অন্নসমূহ সৃষ্টি করে বৃহতের ধর্মকে পালন করেন, তবে কাময়মান শব্দকারী এবং শ্রেষ্ঠ বস্তু প্রদানকারী রশ্মিগণ সমাগত হয়ে প্রীতিজনক ইন্দুকে (=সোমকে বা জলকে) কলশে স্থাপিত করেন ॥

৫৩৮. ধনুর মত আকৃতি ধারণ করে দশটি ভগিনী (=দশ দিকে অবস্থিত অগ্নিশিখা) ধীমান সোমকে শোধন করে (ঊর্ধ্বে) প্রেরণ করছেন। হরিৎবর্ণ সোম বেগবান ঘোড়ার মত সূর্য হতে জাত ইতস্তত ভ্রমণকারী মেঘপানে ধাবিত হলেন॥ ৫৩৯. ঊষার আলোক যেমন অন্ধকারকে পরাভূত করে, সূর্যোদয়ে যেমন মানুষের কর্ম পরস্পর পরস্পরকে স্পর্ধা করে, বুদ্ধি যেমন পশুবর্ধনের জন্য গোষ্ঠ সৃষ্টি করে (=পশুদের পরাভূত করে), জ্ঞানী সোমও সেইরূপ জলকে ঘিরে (=পরাভূত ক'রে) ক্ষরিত হচ্ছেন॥ ৫৪০. ইন্দু অশ্বের মত ব্যাপ্ত। তিনি প্রচুর বারিরাশি ক্ষরণ করেন। সোম ইন্দ্রের সহযোগে মত্ত হয়েছেন। যাদের হাত থেকে জীবন রক্ষা করা কর্তব্য সেই শত্রুদের পরাভূত করছেন। তিনি বলশালী রাজার মত কাম্যবস্তু উৎপাদন করেন॥ ৫৪১. হে অশ্বযুক্ত ইন্দু (=গতিযুক্ত সোম দেবতা) এই ভাবেই আকাশ হতে ক্ষরিত হয়ে জলাশয়ে ধন ক্ষরণ কর। বায়ুর মত যাঁর গতি সেই মহান বহুমেধা সোম গতির জন্যই যেন মানুষকে ধারণ করেন॥ ৫৪২. সেই মহান সোম বিপুল জলরাশি সৃষ্টি করলেন যার গর্ভ সমস্ত দেবরশ্মিদের আচ্ছাদিত করলো (=মেঘে ঢাকা সূর্যরশ্মি)। সোম ক্ষরিত হয়ে ইন্দ্রে বলাধান করলেন। সূর্যে জ্যোতি সৃষ্টি করলেন॥ ৫৪৩. যুদ্ধে যেমন রথের চাকায় প্রচুর ধূলা উৎপন্ন হয় তেমনি শব্দের প্রথম আবিষ্কারক (বা সৃষ্টিকর্তা) সোমদেব মনন ও কর্মের দ্বারা জল বুদ্বুদ সৃষ্টি করলেন। দশটি ভগিনী (=দশদিকের অগ্নিশিখা) গিরিশিখরে জলরাশির মধ্যে অবস্থিত জলবহনকারী সোমকে অগ্নিশুদ্ধ করে শব্দ করেছেন॥ ৫৪৪. জলরাশিরই তরঙ্গমালা যা মননের দ্বারা সৃষ্ট, তা সোমকে উদ্দেশ করে প্রবল বেগে যাচ্ছে, নত হয়ে যাচ্ছে, তাতে কাময়মানা ও কাময়মান এক হয়ে গেছে॥

অষ্টম খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ৯॥ দেবতা পবমান সোম॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্, ৭ বৃহতী॥ ঋষি ১ অন্ধীগুঃ শ্যাবাশ্বি, ২ নহুষ মানব, ৩ যযাতি নাহুষ, ৪ মনু সাংবরণ, ৫।৮ অম্বরীষ বার্ষাগির ও ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ, ৬।৭ রেভ ও সূনু কাশ্যপ, ৯ বাক্ বা বিশ্বামিত্র পুত্র প্রজাপতি॥

মন্ত্র ঃ ৫৪৫. পুরোজিতী বো অন্ধসঃ সুতায় মাদয়িত্নবে। অপ শ্বানং শ্নথিষ্টন সখায়ো দীর্ঘজিহ্ব্যম্॥ ১॥ ৫৪৬. অয়ং পূষা রয়ির্ভগঃ সোমঃ পুনানো অর্ষতি। পতির্বিশ্বস্য ভূমনো ব্যখ্যদ্রোদসী উভে॥ ২॥ ৫৪৭. সুতাসো মধুমত্তমাঃ সোমা ইন্দ্রায় মন্দিনঃ। পবিত্রবন্তো অক্ষরন্ দেবান্ গচ্ছন্তু বো মদাঃ॥ ৩॥ ৫৪৮. সোমাঃ পবন্ত ইন্দবোঽস্মভ্যং গাতুবিত্তমাঃ। মিত্রাঃ স্বানা অরেপসঃ স্বাধ্যঃ স্বর্বিদঃ॥ ৪॥ ৫৪৯. অভী নো বাজসাতমং রয়িমর্ষ শতস্পৃহম্। ইন্দো সহস্রভর্ণসং তুবিদ্যুম্নং বিভাসহম্॥ ৫॥ ৫৫০. অভী নবন্তে অদ্রুহঃ প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যম্। বৎসং ন পূর্ব আয়ুনি জাতং রিহন্তি মাতরঃ॥ ৬॥ ৫৫১. আ হর্যতায় ধৃষ্ণবে ধনুষ্টন্বন্তি পৌংস্যম্। শুক্রা বিযন্ত্যসুরায় নির্ণিজে বিপামগ্রে মহীয়ুবঃ॥ ৭॥ ৫৫২. পরি ত্যং হর্যতং হরিং বভ্রুং পুনন্তি বারেণ। যো দেবান্ বিশ্বা ইৎ পরি মদেন সহ গচ্ছতি॥ ৮॥ ৫৫৩. প্র সুন্বানায়ান্ধসো মর্তো ন বষ্ট তদ্বচঃ। অপ শ্বানমরাধসং হতা মখং ন ভৃগবঃ॥ ৯॥

অনুবাদ ঃ ৫৪৫. হে সখাগণ (=মরুৎগণ=প্রাণবায়ু) তোমাদের আনন্দের জন্য মেঘ হতে প্রস্তুত আহ্লাদজনক সোমরস পূর্বেই সংগ্রহ করা হয়েছে; দীর্ঘ শব্দকারী প্রবল বাতাসকে দূর কর (শ্বান=ঝড় বাতাস)॥ ৫৪৬. ইনিই পোষণকারী,

ইনিই ভজনীয় সম্পদ, ইনি শোধিত হয়ে যাচ্ছেন ; ইনি বিশ্বভুবনের পতি ; ইনি দ্যুলোক ও পৃথিবীকে পরস্পর থেকে পৃথক করেছেন ॥ ৫৪৭. ইন্দ্রের হর্ষের জন্য এই উত্তম মধুময় সোম প্রস্তুত হয়েছে। হে রশ্মিযুক্ত সোমরস সকল, তোমাদের আনন্দ দেবগণকে (=রশ্মিগণকে) লক্ষ্য করে ক্ষরিত হতে হতে গমন করুক ॥ ৫৪৮. উত্তমরূপে পথের সকল বাধা অতিক্রমকারী, সুন্দর ভাবে প্রস্তুত জলধারা আমাদের জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন। এই সোমধারা বন্ধু, বাক্‌যুক্ত, পাপশূন্য, সুপ্রজ্ঞ এবং সূর্যকে জানেন ॥ ৫৪৯. হে ইন্দু, আমাদের জন্য সর্বজনকাম্য সহস্রপ্রকার বল ও ধনযুক্ত বহু অন্নসম্পদ আন ॥ ৫৫০. অন্তরিক্ষে জলের নির্মাত্রী রশ্মিগণ ইন্দ্রের প্রিয় কাম্য অনিষ্টরহিত সোমকে প্রাপ্ত হলেন (=সৃষ্টি করলেন), প্রথম জাত সন্তানকে মাতা যেরূপ আদর করেন সেইভাবে রশ্মিগণ নবজাত জলকে লেহন করছেন ॥ ৫৫১. রশ্মিগণ সর্বত্র প্রগল্‌ভ গতিযুক্ত সোমের জন্য তীক্ষ্ণবল শস্ত্র বিস্তার করেছেন (=রশ্মির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের দ্বারা জল বৃদ্ধি করছেন)। উত্তম মিশ্রণকারী উজ্জ্বল রশ্মিগণ জলের অগ্রভাগে অবস্থিত থেকে প্রাণবান জলের জন্য মেঘরূপ বস্ত্রকে বিস্তার করছেন ॥ ৫৫২. রশ্মিগণ সেই গমনশীল সর্ববস্তুধারক হরিৎবর্ণ সোমকে জলযুক্ত করে সর্বত্র প্রেরণ করছেন, যে সোমদেব সকল দেবগণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সর্বত্র আনন্দসহকারে যাচ্ছেন ॥ ৫৫৩. মানুষের কামনাসুলভ স্তুতি যেমন জলকে ঘিরে হয়, তেমনি সোমদেব মেঘ হতে জল নিষ্কাশনের জন্য মেঘকে ঘিরে থাকেন। তিনি ক্রূর অদানকারী বায়ুকে বিনাশ করেন যেমন মাধ্যমিক ভৃগু নামক রশ্মিগণ যজ্ঞকর্মকে শুষ্ক করেন। [ভৃগবঃ=ভৃগুগণ=মধ্যকাশে অবস্থিত রশ্মিগণ, যাঁরা জলরাশি প্রদান না করে মেঘকে শুষ্ক করেন। মখ=যজ্ঞ। শ্বান= ঝড় বা প্রবল বায়ু যা বৃষ্টিকে তাড়িত করে নিয়ে যায়, বর্ষণ করে না] ॥

নবম খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১২ ॥ দেবতা পবমানসোম ॥ ছন্দ জগতী ॥ ঋষি ১।২ ৩।৫ কবি ভার্গব, ৪।৬ সিকতা নিবাবরী, ৭ রেণু বৈশ্বামিত্র, ৮ বেন ভার্গব, ৯ বসু ভারদ্বাজ, ১০ বৎসপ্রি ভালন্দন, ১১ অত্রি ভৌম, ১২ পবিত্র আঙ্গিরস ॥

মন্ত্র ঃ ৫৫৪. অভি প্রিয়াণি পবতে চনোহিতো নামানি যহ্বো অধি যেষু বর্ধতে। আ সূর্যস্য বৃহতো বৃহন্নধি রথ বিষ্বঞ্চমরুহদ্‌ বিচক্ষণঃ ॥ ১ ॥ ৫৫৫. অচোদসো নো ধন্বন্ত্বিন্দবঃ প্র স্বানাসো বৃহদ্দেবেষু হরয়ঃ। বি চিদশ্নানা ইষয়ো অরাতয়োঽর্যো নঃ সন্তু সনিষন্তু নো ধিয়ঃ ॥ ২ ॥ ৫৫৬. এষ প্র কোশে মধুমাঁ অচিক্রদদিন্দ্রস্য বজ্রো বপুষো বপুষ্টমঃ। অভ্যৃতস্য সুদুঘা ঘৃতশ্চুতো বাশ্রা অর্ষন্তি পয়সা চ ধেনবঃ ॥ ৩ ॥ ৫৫৭. প্রো অযাসীদিন্দুরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতং সখা সখ্যুর্ন প্র মিনাতি সঙ্গিরম্‌। মর্য ইব যুবতিভিঃ সমর্ষতি সোমঃ কলশে শতযামনা পথা ॥ ৪ ॥ ৫৫৮. ধর্তা দিবঃ পবতে কৃত্ব্যো রসো দক্ষো দেবানামনুমাদ্যো নৃভিঃ। হরিঃ সৃজানো অত্যো ন সত্বভির্বৃথা পাজাংসি কৃণুসে নদীষ্বা ॥ ৫ ॥ ৫৫৯. বৃষা মতীনাং পবতে বিচক্ষণঃ সোমো অহ্নাং প্রতরীতোষসাং দিবঃ। প্রাণা সিন্ধুনাং কলশাঁ অচিক্রদদিন্দ্রস্য হার্দ্যাবিশন্‌ মনীষিভিঃ ॥ ৬ ॥ ৫৬০. ত্রিরস্মৈ সপ্ত ধেনবো দুদুহ্রিরে সত্যামাশিরং পরমে ব্যোমনি। চত্বার্যন্যা ভুবনানি নির্ণিজে চারূণি চক্রে যদৃতৈরবর্ধত ॥ ৭ ॥ ৫৬১. ইন্দ্রায় সোম সুষুতঃ পরিস্রবাপামীবা ভবতু রক্ষসা সহ। মা তে রসস্য মৎসত দ্বয়াবিনো দ্রবিণস্বন্ত ইহ সন্ত্বিন্দবঃ ॥ ৮ ॥ ৫৬২. অসাবি সোমো অরুষো বৃষা হরী রাজেব দস্মো অভি গা অচিক্রদৎ। পুনানো বারমত্যে-

য্যব্যয়ং শ্যেনো ন যোনিং ঘৃতবন্তমাসদৎ ॥ ৯ ॥ ৫৬৩. প্র দেবমচ্ছা মধুমন্ত ইন্দবোঽসিষ্যদন্ত গাব আ ন ধেনবঃ। বর্হিষদো বচনাবন্ত ঊধভিঃ পরিস্রুতমুস্রিয়া নির্ণিজং ধিরে ॥ ১০ ॥ ৫৬৪. অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে ক্রতুং রিহন্তি মধ্বাহভ্যঞ্জতে ॥ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণং হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্ণতে ॥ ১১ ॥ ৫৬৫. পবিত্রং তে বিততং ব্রহ্মণস্পতে প্রভুর্গাত্রানি পর্যেষি বিশ্বতঃ। অতপ্ততনুর্ন তদামো অশ্নুতে শৃতাস ইদ্ বহন্তঃ সং তদাশত ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ঃ ৫৫৪. যিনি অন্নের হিতকারী সেই বিচক্ষণ সোম মহান সূর্যের অতি ব্যাপ্ত রথের উপর আরোহণ করলেন, মহান হয়ে জলের মধ্যে বর্ধিত হলেন, সকলের প্রীতিকর জলরাশি ক্ষরিত করলেন ॥ ৫৫৫. বাণরূপ তীক্ষ্ণ আলোক ক্ষেপনকারী, সর্বরস-হরণকারী, বর্ষণবিমুখ, অদানকারী মেঘসমূহকে বিদীর্ণ করে আমাদের প্রতি অনু-গ্রহকারক সোমদেব মহান দেবগণের মধ্যে অবস্থিত উত্তমরূপে পরিচালিত উজ্জ্বলবর্ণ জলরাশিকে অন্তরিক্ষ হতে প্রেরণ করুন। তিনি আমাদেরই, তিনি আমাদের কর্ম ও প্রজ্ঞায় প্রবেশ করুন ॥ ৫৫৬. ইন্দ্রের উদ্যত বজ্র মেঘে অবস্থিত জলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জল মধুমান রসকে প্রস্তুত করলো। সুন্দররূপে দোহনযোগ্য, উদকক্ষরণকারী বাক্ ও রশ্মিগণ সেই জলকে নিয়ে আসছেন ॥ ৫৫৭. ইন্দ্রের সখা ইন্দু উত্তমরূপে শোধিত হয়ে গমন করলেন ; সখার মত রসহরণকারী মেঘকে হনন করলেন ; মানুষেরা যেমন যুবতী সমভিব্যহারে গমন করে তেমনি সোম রশ্মিগণসহযোগে শত-পথে কলশে (=পৃথিবীরূপ কলশে) প্রবেশ করলেন ॥ ৫৫৮. দ্যুলোকের ধারক, দেবগণের সৃষ্ট, দক্ষ, রসরূপ সোম রশ্মিসহায়ে মত্ত হয়ে দ্যুলোক হতে ক্ষরিত হচ্ছেন। অশ্বের মত বেগবান, বর্ষণশীল উজ্জ্বল সোম উদকের দ্বারা অনায়াসে নদীসমূহের বলবৃদ্ধি করলেন ॥ ৫৫৯. সোমদেব সকলকে অনুগ্রহ বুদ্ধিতে দর্শন করেন ; তিনি বর্ষণক্রিয়ার দ্বারা বুদ্ধিসমূহের বর্ষণকারী ; তিনি দ্যুলোকের ঊষার আলোকে বিস্তৃত করে দিন করেন (=মেঘ হতে বারিবর্ষণের দ্বারা আলোকের বিস্তার সাধন করেন) ; তিনি নদীসমূহের প্রাণ জলরাশিকে সৃষ্টি করেন ; ইন্দ্রের প্রিয় সোম প্রজ্ঞাযোগে সব কিছুতে প্রবিষ্ট হন ॥ ৫৬০. পরম আকাশে অবস্থিত তিন ভুবনের সাত প্রকার বাক্ (বা রশ্মি) উদকের শ্রেষ্ঠ অংশকে এঁর জন্য (=সোমদেবের জন্য) পুনঃ পুনঃ দোহন করেন। অন্য যে মনোরম চার ভুবন উজ্জ্বল আকোশে চক্রাকারে আবর্তিত হয় তা সত্যের নিয়মে বর্ধিত হয়। [নিখিল বিশ্ব সাতভাগে বিভক্ত। সূর্য, অন্তরিক্ষ ও পৃথিবী এই তিন লোক আমাদের ভুবন] ॥ ৫৬১. হে সোম, তুমি সুন্দর প্রক্রিয়ায় জাত হয়েছ, তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। যাদের হাত থেকে জীবন রক্ষা করা কর্তব্য সেই অপশক্তি ও রোগসমূহ দূরে হোক। যারা অসৎ, তারা যেন তোমার রস আস্বাদন করতে না পারে। ক্ষরণশীল জলরাশি আমাদের জন্য হোক ॥ ৫৬২. মনের অভিলাষ পূর্ণকারী উজ্জ্বল সোম প্রস্তুত হয়েছেন। রাজার মত শত্রুপরাভবকারী সোমদেব মেঘকে পরাভূত করে জলরাশি সৃষ্টি করেন এবং ইন্দ্র যেমন অন্তরিক্ষে অবস্থান করেন তেমনি বর্ষণোন্মুখ হয়ে জলযুক্ত জলাশয়ে গিয়ে অবস্থান করছেন ॥ ৫৬৩. অন্তরিক্ষে অবস্থিত গাভীর মত শব্দকারী, মেঘের মধ্যে অবস্থিত মধুময় জলরাশি ইন্দ্রকে লক্ষ্য করে প্রবাহিত হলে আকাশ উজ্জ্বলবর্ণ ধারণ করলো ॥ ৫৬৪. সুবর্ণরশ্মিগণ বর্ষণ কর্মকে রাঙিয়ে তুলছে, সুপ্রকাশিত করছে, সম্যক্ মিশিয়ে দিচ্ছে, লেহন করছে, ক্ষরণ করছে। নদীর উচ্ছ্বাসে পতনোন্মুখ বারিকণাকে (=জলকে) সুবর্ণরশ্মিগণ পশুর মত ধরে নিয়ে জলে প্রবেশ করাচ্ছে ॥ ৫৬৫. হে ব্রহ্মের রক্ষক সোম, পবিত্র তোমার বিস্তার ;

তোমার বিপুল অঙ্গ সর্বদিকে বিস্তৃত। অতপ্ত দেহের মত অপক্ক জল (=যা রশ্মির দ্বারা সম্যক্ পরিশোধিত হয় নি এমন যে জল) রোগ বিস্তার করে ; সম্যক্ পরিপক্ক জলরাশির দ্বারাই সকল ভোগ সাধিত হয় ॥

দশম খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১২ ॥ দেবতা পবমান সোম ॥ ছন্দ উষ্ণিক্ ॥ ঋষি ১।৭।১১ চাক্ষুষ অগ্নি, ২ মানব চক্ষু, ৩।১০ পর্বত ও নারদ কাণ্ব, শিখণ্ডিনী ও অপ্সরা কাশ্যপা, ৪।৯ পর্বত ও নারদ কাণ্ব, ৫ ত্রিত আপ্ত্য, ৬ আপ্সব মনু, ৮।১১ দ্বিত আপ্ত্য ॥

মন্ত্র ঃ ৫৬৬. ইন্দ্রমচ্ছ সুতা ইমে বৃষণং যন্তু হরয়ঃ। শ্রুষ্টে জাতাস ইন্দবঃ স্বর্বিদঃ ॥ ১ ॥ ৫৬৭. প্র ধন্বা সোম জাগৃবিরিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব। দ্যুমন্তং শুষ্মমা ভর স্বর্বিদম্ ॥ ২ ॥ ৫৬৮. সখায় আ নিষীদত পুনানায় প্র গায়ত। শিশুং ন যজ্ঞৈ পরি ভূষত শ্রিয়ে ॥ ৩ ॥ ৫৬৯. তং বঃ সখায়ো মদায় পুনানমভি গায়ত ॥ শিশুং ন হব্যৈঃ স্বদয়ন্ত গূর্তিভিঃ ॥ ৪ ॥ ৫৭০. প্রাণা শিশুর্মহীনাং হিন্বন্নৃতস্য দীধিতিম্। বিশ্বা পরি প্রিয়া ভুবদধ দ্বিতা ॥ ৫ ॥ ৫৭১. পবস্ব দেববীতয় ইন্দো ধারাভিরোজসা। আ কলশং মধুমান্ৎসোম নঃ সদঃ ॥ ৬ ॥ ৫৭২. সোমঃ পুনান ঊর্মিণাব্যং বারং বি ধাবতি। অগ্রে বাচঃ পবমানঃ কনিক্রদৎ ॥ ৭ ॥ ৫৭৩. প্র পুনানায় বেধসে সোমায় বচ উচ্যতে। ভৃতিং ন ভরা মতিভির্জুজোষতে ॥ ৮ ॥ ৫৭৪. গোমন্ন ইন্দো অশ্ববৎসুতঃ সুদক্ষ ধনিব। শুচিং চ বর্ণমধি গোষু ধারয় ॥ ৯ ॥ ৫৭৫. অস্মভ্যং ত্বা বসুবিদমভি বাণীরনূষত। গোভিষ্টে বর্ণমভি বাসয়ামসি ॥ ১০ ॥ ৫৭৬. পবতে হর্যতো হরিরতি হ্বরাংসি রংহ্যা। অভ্যর্ষ স্তোতৃভ্যো বীরবদ্ যশঃ ॥ ১১ ॥ ৫৭৭. পরি কোশং মধুশ্চুতং সোমঃ পুনানো অর্ষতি। অভি বাণীর্ঋষীণাং সপ্তানূষত ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ঃ ৫৬৬. এই অভিষুত উজ্জ্বল সোমসকল, যারা এইমাত্র জাত হলেন, যাঁরা সূর্যকে জানেন, তাঁরা বর্ষণশীল ইন্দ্রের কাছে গমন করুন ॥ ৫৬৭. হে সোম, অন্তরিক্ষ হতে সদা জাগ্রতরূপে এস ; হে ইন্দু, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও, অতি গম্ভীর শব্দকারী, বলদীপ্ত, সূর্যবেত্তা ইন্দ্রকে পরিস্রবণে ভরে দাও ॥ ৫৬৮. সে সখাগণ, এস, বস ; ক্ষরণশীল সোমকে ঘিরে গান কর। শিশুর মত নবজাত এই সোমের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যজ্ঞের দ্বারা একে পরিভূষিত কর ॥ ৫৬৯. হে সখাগণ, তোমাদের আনন্দের জন্য সেই ক্ষরণশীল সোমের উদ্দেশে গান গাও। শিশুর মত নবজাতক এই সোমকে গানের দ্বারা এবং হব্যদানের দ্বারা আহ্লাদিত কর ॥ ৫৭০. জলরাশির প্রাণ এই শিশু জলের উজ্জ্বল সৌন্দর্যকে ধারণ করেন। তারপর দুভাগে বিভক্ত হয়ে সকলের প্রিয় এই জল পৃথিবীর সকল কিছু হলেন ॥ (দুইভাগ=পৃথিবীর উত্তরভাগ ও দক্ষিণভাগ) ॥ ৫৭১. হে ইন্দু, সকল ঔজ্জ্বল্য ধারণ করে দেবগণের আনন্দের জন্য ধারারূপে ক্ষরিত হও। হে মধুমান সোম, অন্তরিক্ষ হতে কলশে (=পৃথিবীতে) আগমন কর। [কলশ=পৃথিবীরূপ কলশ যেখানে সর্বদাই জল থাকে যেমন কলশে জলের তলানি অবশিষ্ট থাকে] ॥ ৫৭২. ক্ষরণের জন্য প্রস্তুত শোধিত সোম মেঘ থেকে তরঙ্গায়িত হয়ে জলাশয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছেন। সম্মুখে শব্দকে রেখে ক্ষরণশীল সোম শব্দ করতে করতে আসছেন ॥ ৫৭৩. জগৎধারক ক্ষরণশীল সোমের উদ্দেশে স্তুতি উচ্চারিত হচ্ছে। ভৃতির মত পরিপূর্ণ স্তুতিবাক্যের দ্বারা তাঁকে প্রীত করা হচ্ছে ॥ ৫৭৪. হে ইন্দু, তুমি জলপূর্ণ, রশ্মিযুক্ত, অভিষুত, সুদক্ষ ধনযুক্ত ; তোমার দীপ্তি ও বর্ণলীলা জলরাশির উপরে ধারণ কর। ৫৭৫. ধনবিদ

তোমাকে লক্ষ্য করে আমাদের স্তুতিবাক্য স্তব করেছে ; জলমধ্যে তোমার বর্ণলীলা আমরা উপভোগ করি ॥ ৫৭৬. আনন্দময় হরি (=সোম) দ্রুতগমনের দ্বারা কুটিল পথ সকল অতিক্রম করে ক্ষরিত হলেন। স্তোতাদের জন্য বীর্যযুক্ত যশ (=অন্ন) দান করলেন ॥ ৫৭৭. মেঘের সকল দিক থেকে মধুক্ষরা শুদ্ধ সোম বর্ষণ করছেন ॥ ঋষিদের সপ্ত ছন্দে রচিত বাণী তাঁকে লক্ষ্য করে স্তব করেছিল ॥

একাদশ খণ্ড ঃ মন্ত্র সংখ্যা ৮ ॥ দেবতা পবমান সোম ॥ ছন্দ ককুপ্, ৫ যবমধ্যা গায়ত্রী ॥ ঋষি ১ গৌরিবীত শাক্ত্য, ২ ঊর্ধ্বসদ্মা আঙ্গিরস, ৩।৮ ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ, ৪ কৃতযশা আঙ্গিরস, ৫ ঋণঞ্জয় রাজর্ষি আঙ্গিরস, ৬ শক্তি বাসিষ্ঠ, ৭ উরু আঙ্গিরস ॥

মন্ত্র ঃ ৫৭৮. পবস্ব মধুমত্তম ইন্দ্রায় সোম ক্রতুবিত্তমো মদঃ। মহি দ্যুক্ষতমো মদঃ ॥ ১ ॥ ৫৭৯. অভি দ্যুম্নং বৃহদ্ যশ ইষস্পতে দীদিহি দেব দেবয়ুম্। বি কোশং মধ্যমং যুব ॥ ২ ॥ ৫৮০. আ সোতা পরি ষিঞ্চতাশ্বং ন স্তোমমপ্তুরং রজস্তুরম্। বনপ্রক্ষমুদপ্রুতম্ ॥ ৩ ॥ ৫৮১. এতমু ত্যং মদচ্যুতং সহস্রধারং বৃষভং দিবোদুহম্। বিশ্বা বসূনি বিভ্রতম্ ॥ ৪ ॥ ৫৮২. স সুন্বে যো বসূনাং যো রায়ামানেতা য ইড়ানাম্। সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম্ ॥ ৫ ॥ ৫৮৩. ত্বং হ্যাঙ্গ দৈব্যং পবমান জনিমানি দ্যুমত্তমঃ। অমৃতত্বায় ঘোষয়ন্ ॥ ৬ ॥ ৫৮৪. এষ স্য ধারয়া সুতোঽব্যা বারেভিঃ পবতে মদিন্তমঃ। ক্রীড়ন্নূর্মিরপামিব ॥ ৭ ॥ ৫৮৫. য উস্রিয়া অপি যা অন্তরশ্মনি নির্গা অকৃন্তদোজসা। অভি ব্রজং তত্নিষে গব্যমশ্ব্যং বর্মীব ধৃষ্ণবা রুজ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ ৫৭৮. হে সোম, তুমি উত্তম মধুময় রসযুক্ত ও উত্তম কর্মযুক্ত। তুমি মত্ত হয়ে ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। তুমি অতি দীপ্তিমান, মত্ত, মহান ॥ ৫৭৯. হে অন্নের অধিপতি দেব, আকাশস্থ মেঘকে উত্তমরূপে মিশ্রিত কর ; দেবকাম উজ্জ্বল প্রভূত অন্নকে আমাদের উদ্দেশে দান কর ॥ ৫৮০. যিনি অশ্বের মত গতিসম্পন্ন ও স্তবযুক্ত, যিনি বৃষ্টি প্রদানকারী ও অন্তরিক্ষচারী, যিনি উদকের দ্বারা পরিপ্লুত হয়ে বনে বনে শব্দসহকারে প্রবেশ করেন, সেই সোমকে সর্বদিকে সেচন কর ॥ ৫৮১. এই সেই সোম যাঁকে দ্যুলোক থেকে দোহন করে আনা হয়েছে ; ইনি সহস্রধারায় মধুক্ষরা ; বিশ্বের সকল ধন ধারণ করে আছেন ॥ ৫৮২. সেই সোমকেই অভিষুত করা হয়েছে, যিনি সম্পদের, অন্নের ও কর্ষণযোগ্য সুন্দর ভূমির মধ্যে অবস্থান করে আমাদের সকল ধন দান করেন ॥ ৫৮৩. হে অতি উজ্জ্বলকান্তি পবমান সোম, তুমি ক্ষিপ্র ও দ্যুলোকসম্বন্ধযুক্ত ; তুমি অমৃতত্ব ঘোষণা করতে করতে ক্ষরিত হয়ে থাক (=মৃত্যু নাই, ভয় নাই, একথা বলতে বলতে তুমি ক্ষরিত হও) ॥ ৫৮৪. দেখ, মদশ্রেষ্ঠ সোম-ধারা মেঘ থেকে উত্তমরূপে নিঃসৃত হয়ে তরঙ্গায়িত ছন্দে খেলা করতে করতে জলাশয়ের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ৫৮৫. হে সোম, মেঘের মধ্যে যা কিছু জল ও রশ্মি ছিল তা তুমি বলের দ্বারা নির্গত করেছ ; তুমি বর্মধারী দুর্ধর্ষ বীরের মত মেঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে বিদীর্ণ করে অন্ন ও গতির বিস্তার সাধন করেছ ॥

॥ পাবমান কাণ্ড সমাপ্ত ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

আরণ্যক কাণ্ড

প্রথম কাণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ৯ ॥ দেবতা ১-৩ ইন্দ্র, ৪ বরুণ, ৫।৭।৮ পবমান সোম, ৬ বিশ্বদেবগণ, ৯ অন্ন ॥ ছন্দ ১ বৃহতী, ২।৯ ত্রিষ্টুপ্, ৩।৭।৮ গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ অথবা চতুষ্পদা গায়ত্রী, ৬ একপাৎ জগতী বা গায়ত্রী ॥

মন্ত্র ঃ ৫৮৬. ইন্দ্র জ্যেষ্ঠং ন আ ভর ওজিষ্ঠং পুপুরি শ্রবঃ । যদ্ দিধৃক্ষেম বজ্রহস্ত রোদসী উভে সুশিপ্র পপ্রাঃ ॥ ১ ॥ ৫৮৭. ইন্দ্রো রাজা জগতশ্চর্ষণীনাম-ধিক্ষমা বিশ্বরূপং যদস্য । ততো দদাতি দাশুষে বসূনি চোদদ্রাধ উপস্তুতং চিদর্বাক্ ॥ ২ ॥ ৫৮৮. যস্যেদমা রজোযুজস্তুজে জনে বনং স্বঃ । ইন্দ্রস্য রন্ত্যং বৃহৎ ॥ ৩ ॥ ৫৮৯. উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায় । অথাদিত্য ব্রতে বয়ং তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম ॥ ৪ ॥ ৫৯০. ত্বয়া বয়ং পবমানেন সোম ভরে কৃতং বি চিনুয়াম শশ্বৎ । তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৫ ॥ ৫৯১. ইমং বৃষণং কৃণুতৈকমিন্ মাম্ ॥ ৬ ॥ ৫৯২. স ন ইন্দ্রায় যজ্যবে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ । বারিবোবিৎ পরি স্রব ॥ ৭ ॥ ৫৯৩. এনা বিশ্বান্যর্য আ দ্যুম্নানি মানুষাণাম্ । সিষাসন্তো বনামহে ॥ ৮ ॥ ৫৯৪. অহমস্মি প্রথমজা ঋতস্য পূর্বং দেবেভ্যো অমৃতস্য নাম । যো মা দদাতি স ইদেবমাবদহমন্নমদন্তমদ্মি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ ৫৮৬. হে উদকবান বজ্রহস্ত ইন্দ্র, তুমি যে অন্নের দ্বারা দ্যু ও পৃথিবী উভয়কে ধারণ করে রেখেছ আমাদের কাছে সেই উত্তম বলকর পুষ্টিকর অন্ন আন ॥ ৫৮৭. ইন্দ্র জগতের রাজা, মানুষের রাজা ; পৃথিবীতে যে বিশ্বরূপ প্রকটিত তাও তাঁর । তাঁকে যিনি দান উৎসর্গ করেন, ইন্দ্র তাঁকে ধন প্রদান করেন ; তিনি স্তুত হলে ধন প্রেরণ করেন ॥ ৫৮৮. যে ইন্দ্রের বিপুল আনন্দদায়ক জল ও তেজ এই সমস্ত যা কিছু হয়েছে তা ইন্দ্রের জ্যোতিযুক্ত বজ্রের দ্বারা জাত হয়েছে ॥ ৫৮৯. হে বরুণ, আমাদের উপরের পাশ খুলে দাও, নীচের পাশ খুলে দাও, কটি-দেশে বন্ধ পাশ খুলে দাও । তারপর হে আদিত্য, অমৃতরসাস্বাদের জন্য আমরা প্রমাদ রহিত হয়ে তোমার কর্মে নিযুক্ত থাকবো ॥ ৫৯০. হে সোম, তোমার ক্ষরণের দ্বারা কৃত যে জল তা আমরা সংগ্রহ করি ; আমরা যেন চিরকালই তা সংগ্রহ করতে পারি । সুতরাং মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী এবং দ্যুলোক আমাদের পূজা গ্রহণ করুন ॥ ৫৯১. হে সোমধারা, তোমারা আমাকেও তোমাদের মতই বর্ষণশীল কর ॥ ৫৯২. হে সোম, তুমি আমাদের আরাধ্য ইন্দ্র বরুণ ও মরুদ্-গণের উদ্দেশে অঝোর ধারায় ক্ষরিত হও ॥ ৫৯৩. হে ঈশ্বর, তোমার এই সকল বিশ্বধন মানুষদের । আমরা তোমার সেবা করতে ইচ্ছুক, আমরা এই বিশ্বধন কামনা করি ॥ ৫৯৪. আমি জলরূপে জাত হবার পূর্বে সর্বপ্রথমে দেবগণের জন্য অমৃত-বারিরূপে জাত হয়েছিলাম । যিনি আমাকে দান করেন তিনিই এরূপ বলেছেন— আমিই অন্ন, আমিই অন্ন, আমিই অদন্ত অন্ন ॥

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ৭ ॥ দেবতা ১।৩।৪।৭ ইন্দ্র, ২ পাবমান সোম, ৫ বিশ্বদেবগণ, ৬ বায়ু ॥ ছন্দ ১।৩।৪।৬ গায়ত্রী, ২ জগতী, ৫ ত্রিষ্টুপ, ৭ অনুষ্টুপ্ ॥ ঋষি ১ শ্রুতকক্ষ আঙ্গিরস, ২ পবিত্র আঙ্গিরস, ৩।৪ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৫ প্রথ বাসিষ্ঠ, ৬ গৎসমদ শৌনক, ৭ নৃমেধ ও পুরুমেধ আঙ্গিরস ॥

মন্ত্র ঃ ৫৯৫. ত্বমেতদধারয়ঃ কৃষ্ণাসু রোহিণীষু চ ॥ পরুষ্ণীষু রুশৎ পয়ঃ ॥ ১ ॥

৫৯৬. অরুরুচদুষসঃ পৃশ্নিরগ্রিয় উক্ষা মিমেতি ভুবনেষু বাজয়ুঃ। মায়াবিনো মমিরে অস্য মায়য়া নৃচক্ষসঃ পিতরো গর্ভমাদধুঃ ॥ ২ ॥ ৫৯৭. ইন্দ্র ইন্দ্ধর্যোঃ সচা সম্মিশ্ল আ বচোষুজা। ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ ॥ ৩ ॥ ৫৯৮. ইন্দ্র বাজেষু নোঽব সহস্রপ্রধনেষু চ। উগ্র উগ্রাভিরূতিভিঃ ॥ ৪ ॥ ৫৯৯. প্রথশ্চ যস্য সপ্রথশ্চ নামানুষ্টুভস্য হবিষো হবির্ষৎ। ধাতুর্দ্যুতানাৎসবিতুশ্চ বিষ্ণো রথন্তরমাজভারা বসিষ্ঠঃ ॥ ৫ ॥ ৬০০. নিযুত্বান্ বায়বা গহ্যয়ং শুক্রো অয়াভি তে। গন্তাসি সুন্বতো গৃহম্ ॥ ৬ ॥ ৬০১. যজ্জায়থা অপূর্ব্য মঘবন্ বৃত্রহত্যায়। তৎ পৃথিবীমপ্রথয়স্তদস্তভ্না উতো দিবম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ ৫৯৫. হে ইন্দ্র, এই উজ্জ্বলবর্ণবিশিষ্ট জলকে তুমি কৃষ্ণবর্ণা, লোহিতবর্ণা ও কুটিলগামিনী নদীসমূহে স্থাপন করেছ ॥ ৫৯৬. সূর্যোদয়ের পূর্বে উষার আলোক প্রকাশিত হলে (=অতি প্রত্যুষে) হিমকণারূপ উদক ক্ষরিত হয় ; অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এই হিমকণাসমূহ ভুবনের অন্ন প্রস্তুত করে। জলের প্রজ্ঞা সহায়ে মানুষের দর্শনকারী মাধ্যমিক দেবগণ (=আকাশের মধ্যে অবস্থিত পিতৃগণ নামে অভিহিত রশ্মিগণ) সর্বতোভাবে অন্নের গর্ভ স্থাপন করেন ॥ ৫৯৭. ইন্দ্রই উদক ও বিদ্যুতের সম্যক্ মিশ্রণকর্তা (=উদক ও বিদ্যুতের মিশ্রণক্রিয়া থেকে বৃষ্টি হয়) ; তাঁর ইচ্ছামাত্রই রশ্মিগণ যুক্ত হয়। ইন্দ্র বজ্রধারী ও হিরন্ময় ॥ ৫৯৮. হে ইন্দ্র, তুমি উগ্র (=উগ্রকার্যের দ্বারা কর্মকে মিলিত করে থাক) ; তোমার উগ্রতারূপ সকলপ্রকার রক্ষণ শক্তির দ্বারা অন্নে ও সহস্র ধনে আমাদের রক্ষা কর ॥ ৫৯৯. যার নাম প্রথ ও সপ্রথ (=যা অতিবিস্তৃত বলে পরিচিত) যা অনুষ্টুভের হবির হবি সেই রথন্তর সামগানকে ধাতা, সবিতা ও বিষ্ণুর তেজ হতে বসিষ্ঠ আহরণ করলেন ॥ ৬০০. হে বায়ু, তুমি নিযুতগণকে নিয়ে এস ; এই উজ্জ্বল সোমরস তোমার জন্য। তুমি সোম অভিষবকারীর গৃহে যাও ॥ ৬০১. হে অপূর্ব মঘবান ইন্দ্র, তুমি মেঘহননের জন্য যখন জন্মেছে তখন পৃথিবীকে প্রথিত করেছ আর দ্যুলোককে স্তব্ধ করেছ ॥

তৃতীয় খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১৩ ॥ দেবতা ১ প্রজাপতি, ২।৩ সোম, ৪।৫।৮।১৩ অগ্নি, ৬ অপাংনপাৎ, ৭ রাত্রি, ৯ বিশ্বদেবগণ ; ১০ লিঙ্গোক্ত, ১১ ইন্দ্র, ১২ আত্মা বা অগ্নি ॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্, ১।৭ অনুষ্টুপ্, ৪ গায়ত্রী, ৮।৯ জগতী, ১০ মহাপঙ্ক্তি ॥ ঋষি ১।৫।৭।১০ বামদেব গোতম, ২।৩ গোতম রাহুগণ, ৫ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৬ গৃৎসমদ শৌনক, ৮ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ৯ ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ, ১১ হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরস, ১২।১৩ বিশ্বামিত্র গাথিন ॥

মন্ত্র ঃ ৬০২. ময়ি বর্চো অথো যশহথো যজ্ঞস্য যৎ পয়ঃ। পরমেষ্ঠী প্রজাপতির্দিবি দ্যামিব দৃংহতু ॥ ১ ॥ ৬০৩. সং তে পয়াংসি সমু যন্তু বাজাঃ সং বৃষ্ণয়ান্যভিমাতিষাহঃ। আপ্যায়মানো অমৃতায় সোম দিবি শ্রবাংস্যুত্তমানি ধিষ্ব ॥ ২ ॥ ৬০৪. ত্বমিমা ওষধীঃ সোম বিশ্বাস্ত্বমপো অজনয়স্ত্বং গাঃ। ত্বমাতনোর্বুর্বান্তরিক্ষং ত্বং জ্যোতিষা বি তমো ববর্থ ॥ ৩ ॥ ৬০৫. অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতম্ ॥ ৪ ॥ ৬০৬. তে মন্বত প্রথমং নাম গোনাং ত্রিঃ সপ্ত পরমং নাম জানন্। তা জানতীরভ্যনূষত ক্ষা আবিভুর্বন্নরুণীর্যশসা গাবঃ ॥ ৫ ॥ ৬০৭. সমন্যা যন্ত্যুপয়ন্ত্যান্যাঃ সমানমূর্বং নদ্যস্পৃণন্তি। তমু শুচিং শুচয়ো দীদিবাংসমপান্নপাতমুপ যন্ত্যাপঃ ॥ ৬ ॥ ৬০৮. আ প্রাগাদ ভদ্রা যুবতিরহ্নঃ কেতূনৎসমীর্সতি। অভূদ্ ভদ্রা নিবেশনী বিশ্বস্য জগতো

রাত্রী ॥ ৭ ॥ ৬০৯. প্রক্ষস্য বৃষ্ণো অরুষস্য নূ মহঃ প্র নো বচো বিদথা জাতবেদসে। বৈশ্বানরায় মতির্নব্যসে শুচিঃ সোম ইব পবতে চারুরগ্নয়ে ॥ ৮ ॥ ৬১০. বিশ্বে দেবা মম শৃণ্বন্তু যজ্ঞমুভে রোদসী অপাং নপাচ্চ মন্ম। মা বো বচাংসি পরিচক্ষ্যাণি বোচং সুম্নেষ্বিদ্ বো অন্তমা মদেম ॥ ৯ ॥ ৬১১. যশো মা দ্যাবাপৃথিবী যশো মেন্দ্রবৃহস্পতী। যশো ভগস্য বিন্দতু যশো মা প্রতিমুচ্যতাম্ যশসাত স্যাঃ সংসদোঽহম্ প্রবদিতা স্যাম্ ॥ ১০ ॥ ৬১২. ইন্দ্রস্য নু বীর্যাণি প্রবোচং যানি চকার প্রথমানি বজ্রী। অহন্নহিমন্বপস্ততর্দ প্র বক্ষণা অভিনৎ পর্বতানাম্ ॥ ১১ ॥ ৬১৩. অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্। ত্রিধাতুরর্কো রজসো বিমানোঽজস্রং জ্যোতির্হবিরস্মি সর্বম্ ॥ ১২ ॥ ৬১৪. পাত্যগ্নির্বিপো অগ্রং পদং বেঃ পাতি যহ্বশ্চরং সূর্যস্য। পাতি নাভা সপ্তশীর্ষাণমগ্নিঃ পাতি দেবানামুপমাদমৃষ্বঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ঃ ৬০২. যজ্ঞসাধনভূত যে অন্ন, বল ও জল আমাতে আছে তা পরমেষ্ঠী প্রজাপতি দ্যুলোকে আকাশের মত ধারণ করুন ॥ ৬০৩. হে সোম, তোমার জলরাশি অন্ন বীর্য বর্ধন করুক ও অপশক্তি নাশ করুক; তুমি অমরত্বের জন্য বৃদ্ধিলাভ করে দ্যুলোকে উত্তম অন্ন ধারণ কর ॥ ৬০৪. হে সোম, তুমি সকল ওষধী, জলরাশি ও পশুদের সৃষ্টি করেছ; তুমি জ্যোতির দ্বারা তমোনাশ করে বিশাল আকাশকে আরও বিস্তৃত করেছ ॥ ৬০৫. অগ্নিকে আমি পূজা করি, তিনি যজ্ঞের পুরোহিত, ঋত্বিক্, হোতা এবং অতি উৎকৃষ্ট ধনদাতা ॥ ৬০৬. তাঁরা (=সপ্ত ঋষিগণ বা রশ্মিগণ) প্রথমে তিনলোকে গোরশ্মিসমূহের নমন অনুমোদন করলেন এবং সপ্তলোকে রশ্মিগণের উৎকৃষ্ট নমন বিষয়ে জানলেন। উষাকালে সেই দীপ্ত অরুণবর্ণা রশ্মিগণ উদকের সঙ্গে আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীকে স্তব করেছিলেন ॥ ৬০৭. সমানভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জল একে অন্যের সঙ্গে মেশে; সমানভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সমুদ্রকে নদীসমূহ প্রীত করে। সেই নির্মল জলরাশি শুচি ও দীপ্যমান অপাং নপাৎ (=অগ্নি) দেবতা অভিমুখে গমন করে ॥ ৭০৮. কল্যাণময়ী উষা সর্বপ্রথমে উচ্চাকাশে দিনের আলো প্রেরণ করে প্রজ্ঞা সৃষ্টি করেন; কল্যাণী রাত্রি দেবী জগতের সকলপ্রাণীর সুখের আশ্রয় স্বরূপা ॥ ৬০৯. সর্বব্যাপী, বর্ষণকারক, দীপ্তিমান, মহান জাতবেদা অগ্নির উদ্দেশে এই জ্ঞানময় স্তুতি করছি। বিশ্বের প্রিয় বৈশ্বানর অগ্নির উদ্দেশে এই নবীন শুচি স্তোত্র সোমের (=জলের মত) নির্গত হচ্ছে ॥ ৬১০. বিশ্বদেবগণ (=সকল রশ্মিগণ), দ্যুলোক ও পৃথিবী উভয়ে এবং অপাং নপাৎ অগ্নি (=জলের রক্ষক বা জলের পৌত্র অগ্নি) আমার এই বুদ্ধিপূর্বক রচিত স্তোত্র শ্রবণ কর। তোমরা আমার এই স্তোত্র বর্জন কোরো না; তোমাদের আনন্দের মধ্যে বাস করে আমরাও হৃষ্ট হবো ॥ ৬১১. দ্যুলোক ও পৃথিবী আমাকে যশ (=অন্ন, জল ও সম্পদ) দান করুন, ইন্দ্র ও বৃহস্পতি যশ দান করুন; ভগদেবতার (=সূর্যের) যশ আমি যেন প্রাপ্ত হই; যশ আমাকে সুপ্রকাশিত করুক। যশের সহায়ে আমি সভাতে যেন সুবক্তা হই ॥ ৬১২. ইন্দ্রের বীরত্বব্যঞ্জক কর্মসমূহ এখনই বলছি। যে কর্মসমূহ বজ্রধারী ইন্দ্র প্রথম থেকেই করে আসছেন। তিনি মেঘকে হনন করেন; পরে বারিরাশিকে ভূমিতে পাতিত করেন; এবং পর্বত ভেদ করে নদীসমূহকে প্রবাহিত করেন ॥ ৬১৩. আমি অগ্নি; আমি জন্ম থেকেই জ্ঞানযুক্ত, ঘৃত (বা জল) আমার চক্ষু, অমৃত আমার মুখে। আমিই তিন লোক ধারণ করে আছি; আমিই ঋক্, আমি অন্তরিক্ষের পরিমাপকারী, আমিই অজস্র জ্যোতি; আমিই সকল হবি (=অন্ন

বা জল) ॥ ৬১৪. বিপ্র অগ্নি রক্ষাকর্তা ; তিনি প্রথমে গমনশীল সূর্যের বিচরণ-স্থল আকাশকে রক্ষা করেন এবং প্রাণবায়ু মরুদ্‌গণকে রক্ষা করেন। মহান অগ্নি দেবগণের হর্ষকেও রক্ষা করেন ॥

চতুর্থ খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১২ ॥ দেবতা ১।২ অগ্নি, ৩-৭ পুরুষ, ৮ দ্যাবাপৃথিবী, ৯-১১ ইন্দ্র, ১২ গোগণ (=রশ্মিগণ) ॥ ছন্দ অনুষ্টুপ, ১-২ পঙ্‌ক্তি, ৮।১১।১২ ত্রিষ্টুপ্‌ ॥

মন্ত্রঃ ৬১৫. ভ্রাজন্ত্যগ্নে সমিধান দীদিবো জিহ্বা চরত্যন্তরাসনি। স ত্বং নো অগ্নে পয়সা বসুবিদ্‌ রয়িং বর্চো দৃশেহদাঃ ॥ ১ ॥ ৬১৬. বসন্ত ইন্নু রন্ত্যো গ্রীষ্ম ইন্নু রন্ত্যঃ। বর্ষাণ্যনু শরদো হেমন্তঃ শিশির ইন্নু রন্ত্যঃ ॥ ২ ॥ ৬১৭. সহস্র-শীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্‌ দশাঙ্গুলম্‌ ॥ ৩ ॥ ৬১৮. ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদাঽস্যেহাভবৎ পুনঃ। তথা বিষ্বঙ্‌-ব্যক্রামদশনানশনে অভি ॥ ৪ ॥ ৬১৯. পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্‌ ভূতং যচ্চ ভাব্যম্‌। পাদোঽস্য সর্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৫ ॥ ৬২০. তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ৬ ॥ ৬২১. ততো বিরাডজায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ। স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্‌ ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৭ ॥ ৬২২. মন্যে বাং দ্যাবাপৃথিবী সুভোজসৌ যে অপ্রথেথামমিতমভি যোজনম্‌। দ্যাবাপৃথিবী ভবতং স্যোনে তে নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৮ ॥ ৬২৩. হরী তে ইন্দ্র শ্মশ্রূণ্যুতো তে হরিতৌ হরী। তং ত্বা স্তুবন্তি কবয়ঃ পুরুষাসো বনর্গবঃ ॥ ৯ ॥ ৬২৪. যদ্‌ বর্চো হিরণ্যস্য যদ্‌ বা বর্চো গবামুত। সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চস্তেন মা সংসৃজামসি ॥ ১০ ॥ ৬২৫. সহস্তন্ন ইন্দ্র দদ্ধ্যোজ ঈশে হ্যস্য মহতো বিরপ্‌শিন্‌। ক্রতুং ন নৃম্ণং স্থবিরং চ বাজং বৃত্রেষু শত্রূন্‌ৎসহনা কৃধী নঃ ॥ ১১ ॥ ৬২৬. সহর্ষভাঃ সহবৎসা উদেত বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতীর্দ্ব্যূধ্নীঃ। উরুঃ পৃথুরয়ং বো অস্তু লোক ইমা আপঃ সুপ্রপাণা ইহ স্ত ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ঃ ৬১৫. হে প্রজ্জ্বলিত জ্যোতির্ময় অগ্নি, তোমার মুখ মধ্যে জিহ্বা বিচরণ করে (=তোমার মধ্যে বাক্‌ অবস্থিত)। হে অগ্নি, হে পরমধন, তুমি আমাদের অন্ন সহ রমণীয় ধন ও তেজ জ্ঞানদৃষ্টির জন্য দান কর ॥ ৬১৬. বসন্ত-কালই রমণীয়, গ্রীষ্মও রমণীয়, বর্ষাকালের পরে শরৎ হেমন্ত ও শীতকালও রমণীয় ॥ ৬১৭. পুরুষের (=এই আত্মার) সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র পদ। তিনি পৃথিবীর সকল দিক ব্যাপ্ত করে দশ আঙ্গুল পরিমাণ অতিরিক্ত থেকে অবস্থান করেন ॥ ৬১৮. পুরুষের তিন পদ ঊর্ধ্বমুখী, আর এক পদ (=এক অংশ) এই বিশ্বকে বার বার প্রবর্তিত করে। তারপর তিনি ভোজনকারী (=প্রাণ বা চৈতন্যযুক্ত) এবং ভোজন রহিত (=অচেতন) তাবৎ বস্তুতে ব্যাপ্ত হন ॥ ৬১৯. এই পুরুষই এই সব যা কিছু, যা হয়েছে এবং যা হবে। তাঁর এক পদ-ই এই সকল বস্তু, আর দ্যুলোকে অমরণধর্মা তিন পদ অবস্থান করে ॥ ৬২০. সেই পুরুষের মহিমা এরূপ হলেও তিনি তাঁর সৃষ্টির চেয়ে মহৎ। আর এই সর্বেশ্বরের অমৃতত্বের কারণ তিনি অন্নভোগের দ্বারা অতিরোহণ করেন (=ভোগকে অতিক্রম করে ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন) ॥ ৬২১. তাঁহা হতে বিরাট্‌ (=ব্রহ্মাণ্ড) জাত হয়েছে এবং তিনি সেই বিরাটে অধিষ্ঠিত পুরুষরূপে বিরাজমান। তারপর তিনি সেই ভাবে পৃথিবী এবং জীবদেহে অবস্থান করেও অতিরিক্ত রূপে (পৃথকভাবে) অবস্থান করেন ॥ ৬২২. হে দ্যুলোক ও পৃথিবী, আপনারা শোভন পালয়িত্রী তা আমি

জানি ; আপনারা অপরিমিত ধন ও সুখ দান করুন ; হে দ্যাবাপৃথিবী, আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করুন ॥ ৬২৩. হে ইন্দ্র, তোমার রশ্মিসকল হরিৎবর্ণ, আর তোমার অশ্বদ্বয় (=দেশ ও কাল) সকল কিছু হরণকারী। কবিগণ, পুরুষগণ, জ্ঞানভক্তিযুক্ত সেবকগণ তোমাকে স্তব করেন ॥ ৬২৪. হিতরমণীয় যে জ্যোতি অথবা স্নিগ্ধ যে জ্যোতি, এবং সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের যে জ্যোতি, তার সঙ্গে আমি যেন নিজেকে যুক্ত করতে পারি ॥ ৬২৫. হে শব্দকারী (বা সত্য বাক্য-যুক্ত) ইন্দ্র, তোমার পরাভবকারী তেজ ও বল আমাদের দাও। তুমিই মহৎ বলের ঈশ্বর। সৎকর্মের দ্বারা যে ধন লাভ হয় সেই পরম ধন ও অমিত শক্তি আমাদের দাও। আমাদের পাপনাশক শক্তির উপায় বলে দাও ॥ ৬২৬. মনবাঞ্ছা পূর্ণ-কারী, সৎকর্মের সৃষ্টিকারী ও ধারক, হে অমৃতধারা, তোমরা আমাদের প্রাপ্ত হও ; বিপুল এই বিশ্ব তোমাদের কৃপার অধীন হোক ; তোমাদের অমৃতধারা আমাদের অনায়াসলভ্য হোক ॥

পঞ্চম খণ্ড ঃ মন্ত্রসংখ্যা ১৪ ॥ দেবতা ১ পবমান অগ্নি, ২-১৪ সূর্য (৪-৬ সূর্য বা আত্মা) ॥ ছন্দ ১, ৪-১৪ গায়ত্রী, ২ জগতী, ৩ ত্রিষ্টুপ্ ॥ ঋষি ১ শতং বৈখানস, ২ বিভ্রাট্ সৌর্য, ৩ কুৎস আঙ্গিরস, ৪-৬ সর্পরাজ্ঞী, ৭-১৪ প্রস্কণ্ব কাণ্ব ॥

মন্ত্র ঃ ৬২৭. অগ্ন আয়ূংসি পবস আসুবোর্জমিষং চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাম্ ॥ ১ ॥ ৬২৮. বিভ্রাড্ বৃহৎপিবতু সোম্যং মধ্বায়ুর্দধদ্যজ্ঞপতাববি-হুতম্। বাতজূতো যো অভিরক্ষতি ত্মনা প্রজাঃ পিপর্তি বহুধা বি রাজতি ॥ ২ ॥ ৬২৯. চিত্রং দেবানামুদ্গাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥ ৬৩০. আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্মাতরং পুরঃ। পিতরং চ প্রযন্ৎস্বঃ ॥ ৪ ॥ ৬৩১. অন্তশ্চরতি রোচনাস্য প্রাণাদপানতী। ব্যখ্যন্মহিষো দিবম্ ॥ ৫ ॥ ৬৩২. ত্রিংশদ্ধাম বি রাজতি বাক্ পতঙ্গায় ধীয়তে। প্রতি বস্তোরহ দ্যুভিঃ ॥ ৬ ॥ ৬৩৩. অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ সূরায় বিশ্বচক্ষসে ॥ ৭ ॥ ৬৩৪. অদৃশ্রন্নস্য কেতবো বি রশ্ময়ো জনাঁ অনু। ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা ॥ ৮ ॥ ৬৩৫. তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য। বিশ্বমাভাসি রোচনম্ ॥ ৯ ॥ ৬৩৬. প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্। প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বদৃশে ॥ ১০ ॥ ৬৩৭. যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু। ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥ ১১ ॥ ৬৩৮. উদ্ দ্যামেষি রজঃ পৃথ্বহা মিমানো অক্তুভিঃ। পশ্যঞ্জন্মানি সূর্য ॥ ১২ ॥ ৬৩৯ অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্র্যঃ। তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ ॥ ১৩ ॥ ৬৪০. সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য। শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ ঃ ৬২৭. হে অগ্নি, তুমি আমাদের আয়ু দাও ; বল ও অন্ন দাও ; দুষ্ট প্রকৃতির দূরে রাখ ॥ ৬২৮. অতি দীপ্ত সূর্যদেব মধুর সোম পান করুন, যজ্ঞ-কারীর (=সৎকর্মকারীর) আয়ু বৃদ্ধি করুন। তিনি বায়ুদ্বারা প্রেরিত হয়ে প্রজাদের স্বয়ং রক্ষা করেন, পালন করেন ও বহুরূপে বিরাজ করেন ॥ ৬২৯. বিচিত্র রশ্মিসমূহের সমষ্টিরূপ সূর্য উদিত হয়েছেন ; তিনিই মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষুস্বরূপ ; দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষ স্বীয় মহত্ত্বে পূর্ণ করেছেন। সূর্য স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মা ॥ ৬৩০. এই নানারূপ বিচিত্র বর্ণ গমনশীল অগ্নি (=সূর্য) পূর্বদিকে উদিত হয়ে মাতা পৃথিবীকে প্রাপ্ত হন, পরে দ্যুলোকে আকাশপথে

গমন করেন ॥ ৬৩১. এঁর দীপ্তি এঁর দেহের মধ্যে (বা দ্যু ও পৃথিবীমধ্যে) বিচরণ করে, এবং এঁর প্রাণ হতে নিঃশ্বাসরূপে প্রাণবায়ু নির্গত হয় (=এঁর প্রাণই বাহিরে নির্গত হয় প্রাণবায়ু রূপে); ইনিই দ্যুলোকে বিপুলাকৃতি ধারণ করে ব্যাপ্ত হন ॥ ৬৩২. ত্রিংশ স্থানে ইনি বিরাজ করেন (=সৌর মাস ত্রিংশ দিনের কথা বলা হয়েছে); পতঙ্গের মত গমনশীল এই সূর্যের উদ্দেশে স্তব উচ্চারিত হয়। তিনি দিবারাত্র নিজ কিরণে উদ্ভাসিত ॥ ৬৩৩. সর্বজগতের প্রকাশক সূর্যের উদয়ে নক্ষত্রগণ রাত্রির সঙ্গে চোরের মত পালিয়ে গেল ॥ ৬৩৪. দীপ্যমান অগ্নির মত সূর্যের প্রজ্ঞানরূপ রশ্মিসকল মানুষদের লক্ষ্য করতে করতে চলেছে ॥ ৬৩৫. হে সূর্য, তুমি ক্ষিপ্রগামী, বিশ্বদ্রষ্টা ও জ্যোতির কারক। তুমি সমস্ত দীপ্ত বস্তুকে প্রকাশিত কর ॥ ৬৩৬. হে সূর্য, দেবগণের প্রজাবৃন্দকে (=রশ্মি দ্বারা সৃষ্ট জীবদের) দেখবার জন্য পশ্চিম দিকে মুখ করে উদিত হও (=পূর্বদিকে উদিত হও পশ্চিমমুখী হয়ে), মানুষদের দেখবার জন্য (পূর্বদিকে) পশ্চিম মুখ হয়ে উদিত হও, সর্ব জগতকে দেখবার জন্য (পূর্বদিকে) পশ্চিম মুখ হয়ে উদিত হও। ৬৩৭-৬৩৮. হে বরুণ (=সূর্য), হে পবিত্রতাকারক, তুমি যে অনুগ্রহ দৃষ্টিতে জনগণমধ্যে অবস্থিত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সৎকর্মানুষ্ঠানকারীকে দর্শন করে থাক, সেই অনুগ্রহ দৃষ্টিতে, হে সূর্য, তুমি রাত্রির সঙ্গে দিনকে সৃষ্টি করে, জাত প্রাণিসমূহকে অবলোকন ক'রে দ্যুলোক এবং মহান অন্তরিক্ষলোক নানাভাবে পরিভ্রমণ কর ॥ ৬৩৯. রথবাহক সাতটি অশ্বকে (=সপ্ত রশ্মিকে) সূর্য তাঁর রথে যুক্ত করলেন, স্বয়ংযুক্ত সেই অশ্বের সহায়তায় তিনি গমন করছেন ॥ ৬৪০. হে সূর্যদেব, সাতটি অশ্ব তোমাকে রথে বহন করে; হে সর্বদ্রষ্টা, জ্যোতিই তোমার কেশ ॥

॥ আরণ্যক কাণ্ড সমাপ্ত ॥

মহানাম্নী আর্চিক

ঋষি প্রজাপতি ।। দেবতা ত্রৈলোক্য-আত্মা ইন্দ্র ।। মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।।

মন্ত্র ঃ ৬৪১. বিদা মঘবন্ বিদা গাতুমনুশংসিষো দিশঃ। শিক্ষা শচীনাং পতে পূর্বীণাং পুরূবসো ।। ১ ।। ৬৪২. আভিষ্টমভিষ্টিভিঃ স্বাঽন্নাংশুঃ। প্রচেতন প্রচেতয়েন্দ্র দ্যুম্নায় ন ইষে ।। ২ ।। ৬৪৩. এবা হি শক্রো রায়ে বাজায় বজ্রিবঃ। শবিষ্ঠ বজ্রিন্নৃঞ্জস মংহিষ্ঠঃ বজ্রিন্নৃঞ্জস। আ যাহি পিব মৎস্ব ।। ৩ ।। ৬৪৪. বিদা রায়ে সুবীর্যং ভুবো বাজানাং পাতবর্শা অনু। মংহিষ্ঠ বজ্রিন্নৃঞ্জসে যঃ শবিষ্ঠঃ শূরানাম্ ।। ৪ ।। ৬৪৫. যো মংহিষ্ঠো মঘোনামংশুর্ন শোচিঃ। চিকিত্বো অভি নো নয়েন্দ্রো বিদে তমু স্তুহি ।। ৫ ।। ৬৪৬. ঈশে হি শক্রস্তমূতয়ে হবামহে জেতারমপরাজিতম্। স নঃ স্বর্ষদতি দ্বিষঃ ক্রতুশ্ছন্দ ঋতং বৃহৎ ।। ৬ ।। ৬৪৭. ইন্দ্রং ধনস্য সাতয়ে হবামহে জেতারমপরাজিতম্। স নঃ স্বর্ষদতি দ্বিষঃ স নঃ স্বর্ষদতি দ্বিষঃ ।। ৭ ।। ৬৪৮. পূর্বস্য যত্তে অদ্রিবোংশুর্মদায়। সুম্ন আ ধেহি নো বসো পূর্তিঃ শবিষ্ঠ শস্যতে। বশী হি শক্রো নূনং তন্নব্যং সন্যসে ।। ৮ ।। ৬৪৯. প্রভো জনস্য বৃত্রহন্ৎসমর্যেষু ব্রবাবহৈ। শূরো যো গোষু গচ্ছতি সখা সুশেবো অদ্বয়ুঃ ।। ৯ ।। (পঞ্চ পুরীষদপদ) ৬৫০ ।। এবাহ্যেঽ৩ঽ৩ঽ৩ব। এবা হ্যগ্নে। এবাহীন্দ্র। এবা হি পূষন্। এবা হি দেবাঃ। ওঁ এবাহি দেবাঃ ।। ১০ ।।

অনুবাদ ঃ ৬৪১. হে মহাধন, তুমি সর্বজ্ঞ ; তুমি আমাদের স্তুতি জান ; আমাদের সৎমার্গ প্রদর্শন কর। হে বহুধন, হে বহু কর্মের অধিপতি, আমাদের ধন দান কর ।। ৬৪২. হে ইন্দ্র, হে প্রশস্ত জ্ঞানযুক্ত, তুমি আমাদের ভক্তিভাব জান। তুমি অন্ন ও ধনলাভের নিমিত্ত হও ; আমাদের প্রার্থনা শোন। ৬৪৩. হে বজ্রধারী ইন্দ্র, ধন ও অন্নদানে তোমার প্রসাদ আমাদের ওপর নেমে আসুক। হে দেব, হে বলিষ্ঠ, হে বজ্রী, সম্পদ লাভের দ্বারা আমাদের সমৃদ্ধ কর। হে মহান দাতা, সোমপানের জন্য এস ; সোমপানে হৃষ্ট হও ।। ৬৪৪. হে বজ্রী, ধন রক্ষার জন্য সুবীর্য দান কর। তুমি অন্নবলের অধিপতি ; আমাদের কামনা জেনে, হে মহান দাতা, হে বজ্রী, হে বলীয়ানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলশালী, আমাদের অতিদানে সমৃদ্ধ কর ।। ৬৪৫. যিনি ধনসমূহের শ্রেষ্ঠদাতা. যিনি আদিত্যের ন্যায় দীপ্ত, সেই সর্বজ্ঞ ইন্দ্রকে আরাধনা কর। হে জ্ঞানবান ইন্দ্র, আমাদের লক্ষ্য করে ধন আন ।। ৬৪৬. সেই জেতা, অপরাজিত, দেব ঈশ্বরকেই আমাদের রক্ষার জন্য আহ্বান করি। তিনি আমাদের রিপু বিনাশ করে আমাদের কর্ম, ছন্দ, প্রভৃত বারি সম্পদ দান করুন ।। ৬৪৭. জেতা ও অপরাজিত ইন্দ্রকে ধনলাভের জন্য আহ্বান করি। তিনি আমাদের দ্বেষ নাশ করুন, আমাদের রিপু নাশ করুন ।। ৬৪৮-৬৪৯. হে মেঘবিদারক ইন্দ্র, তোমার যে চিরায়ত ধন. তোমার মত্ততার জন্য যে সোমরস আছে, তা তা আমাদের দাও। হে নিবাসপদ, আমাদের সুখ দাও। হে বলিষ্ঠ, তোমার পূর্ণ দান সকলেই চায়, কারণ তুমি সর্বনিয়ন্তা, শক্তিমান। হে প্রভু, হে বৃত্রহন্তা, হে চিরনূতন, তুমি ও আমি অবশ্যই সৎকর্মে ও সদালাপে নিযুক্ত থাকবো। যে ইন্দ্র অন্ন-বাক্-জল দানে সমর্থ, তিনিই সখা, শোভন সুখকর, কেবল সত্যস্বরূপ (=মনে ও মুখে এক) ।। ৬৫০. হে অগ্নি, তুমি এইরূপই (=তোমার প্রশংসা বা গুণ এইরূপ)। হে ইন্দ্র, তুমিও এইরূপ ; হে পূষন্, তুমিও এইরূপ ; হে দেবগণ, তোমরাও এইরূপ ; হে দেবগণ, তোমরাও এইরূপ ।।

।। মহানাম্নী আর্চিক সমাপ্ত ।।

উত্তরার্চিক

প্রথম অধ্যায়

উত্তরার্চিকের প্রথম অধ্যায়ের মন্ত্রসংখ্যা ৬২। এই মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদের ২৩টি সূক্ত হতে গৃহীত এবং প্রথম অধ্যায়ের ছয় খণ্ডে সূক্ত অনুসারে বিভক্ত। এ সূক্তগুলির দেবতা, ছন্দ ও ঋষি যথাক্রমে এরূপ—

দেবতা (সূক্তানুসারে) ১-৩, ৮-১০, ১৫-১৯ পবমান সোম। ৪।২০।২১ অগ্নি। ৫ মিত্র ও বরুণ। ৬,১১-১৪, ২২-২৩ ইন্দ্র। ৭ ইন্দ্রঃ ও অগ্নি॥ ছন্দ ১-৮,১২, ১৫, ২১ গায়ত্রী। ৯, ১১, ১৪, ২০ বৃহতী প্রগাথ। ১০ ত্রিষ্টুপ্। ১৬, ২২ কাকুভ প্রগাথ। ১৭ উষ্ণিক্। ১৮ অনুষ্টুপ। ১৯ জগতী॥ ঋষি—১ অসিত কাশ্যপ বা দেবল, ২ কশ্যপ মারীচ, ৩ শত বৈখানস আঙ্গিরস, ৪।২১ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ৫ বিশ্বামিত্র গাথিন অথবা জমদগ্নি ভার্গব, ৬ ইরিম্বিঠি কাণ্ব, ৭ বিশ্বামিত্র গাথিন. ৮ অমহীয়ু আঙ্গিরস, ৯ সপ্ত ঋষি (=ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, কশ্যপ মারীচ, গোতম রাহুগণ, অত্রি ভৌম, বিশ্বামিত্র গাথিন, জমদগ্নি ভার্গব, বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি), ১০ উশনা কাব্য, ১১ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ১২ বামদেব গোতম, ১৩ নোধা গোতম, ১৪ কলি প্রাগাথ, ১৫ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ১৬ গৌরবীতি শাক্ত্য, ১৭ অগ্নিচাক্ষুষ, ১৮ অন্ধীগু শ্যাবাশ্বি, ১৯ কবি ভার্গব, ২০ শংযু বার্হস্পত্য, ২২ সৌভরি কাণ্ব, ২৩ নৃমেধ আঙ্গিরস॥

প্রথম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১) ৬৫১. উপাস্মৈ গায়তা নরঃ পবমানায়েন্দবে। অভি দেবান্ ইয়ক্ষতে॥ ১। ৬৫২. অভি তে মধুনা পয়োঽথর্বাণো অশিশ্রয়ুঃ। দেবং দেবায় দেবয়ু॥ ২॥ ৬৫৩. স নঃ পবস্ব শং গবে শং জনায় শমর্বতে। শং রাজন্নোষধীভ্যঃ॥ ৩॥ (সূক্ত ২) ৬৫৪. দবিদ্যুতত্যা রুচা পরিষ্টোভন্ত্যা কৃপা। সোমাঃ শুক্রা গবাশিরঃ॥ ১॥ ৬৫৫. হিন্বানো হেতৃভির্হিত আ বাজং বাজ্যক্রমীৎ। সীদন্তো বনুষো যথা॥ ২॥ ৬৫৬. ঋধক্সোম স্বস্তয়ে সংজগ্মানো দিবা কবে। পবস্ব সূর্যো দৃশে॥ ৩॥ (সূক্ত ৩) ৬৫৭. পবমানস্য তে কবে বাজিন্ৎসর্গা অসৃক্ষত। অর্বন্তো ন শ্রবস্যবঃ॥ ১॥ ৬৫৮. অচ্ছা কোশং মধুশ্চুতমসৃগ্রং বারে অব্যয়ে। অবাবশন্ত ধীতয়ঃ॥ ২॥ ৬৫৯. অচ্ছা সমুদ্রমিন্দবোঽস্তং গাবো ন ধেনবঃ। অগ্মন্নৃতস্য যোনিমা॥ ৩॥

অনুবাদ ঃ ৬৫১. হে নরগণ, এই পবমান সোমের উদ্দেশে গান কর; ইনি দেবগণের কাছে যাচ্ঞা করতে যাচ্ছেন। ৬৫২. (হে সোম) মাধ্যমিক দেবতা অথর্বাগণ (=মাধ্যমিক স্থির রশ্মিগণ) ইন্দ্রের জন্য দেবতাদের কাম্য তোমার দীপ্তি-বিশিষ্ট মধুর রসকে পরিশোধিত করছেন॥ ৬৫৩. হে রাজা সোম, সেই তুমি (=যে তুমি এই প্রকার সেই তুমি) আমাদের জন্য, গবাদির জন্য, মানুষের জন্য, অশ্বাদির জন্য এবং ওষধি প্রভৃতি উদ্ভিদের জন্য ক্ষরিত হও॥ ৬৫৪. সর্বোত্তম সামর্থ্যযুক্ত উজ্জ্বল শুভ্ররূপ দুগ্ধবৎ পয়োমিশ্রিত সোমধারা আসছেন॥ ৬৫৫. অত্যন্ত উৎসাহযুক্ত হয়ে সকলের হিতের জন্য তিনি যেন ঘোড়ায় চড়ে এলেন অন্নের

কাছে যেমন বন্ধু এসে বসে পাশে ॥ ৬৫৬. হে বর্ধনশীল সোম, হে কবি, আকাশ-পথে ভ্রমণশীল তুমি, আমাদের মঙ্গলের জন্য, সূর্যকে দেখবার জন্য, ক্ষরিত হও ॥ ৬৫৭. হে কবি (=ক্রান্তদর্শী যিনি গমনের দ্বারা সকল কিছু অতিক্রম করেন), ক্ষিপ্রগতি ধনলাভেচ্ছুর মত অতি উৎসাহযুক্ত হয়ে তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হও ॥ ৬৫৮. বিনাশরহিত স্থানে অবস্থিত (=আকাশে) মেঘ হতে মধুক্ষরা সোমের বৃষ্টি-প্রদানরূপ কর্মসমূহ জলাশয় অভিমুখে বারবার চালিত হোল ॥ ৬৫৯. জলের বাসস্থান অন্তরিক্ষ হতে জলরাশি সমুদ্র অভিমুখে যেতে লাগলো যেমন গাভীরা গৃহে গমন করে ॥

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৪) ৬৬০. অগ্ন আ যাহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি ॥ ১ ॥ ৬৬১. তং ত্বা সমিদ্ভিরঙ্গিরো ঘৃতেন বর্ধয়ামসি। বৃহচ্ছোচা যবিষ্ঠ্য ॥ ২ ॥ ৬৬২. স নঃ পৃথু শ্রবায্যমচ্ছা দেব বিবাসসি। বৃহদগ্নে সুবীর্যম্ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৫) ৬৬৩. আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতম্। মধ্বা রজাংসি সুক্রতু ॥ ১ ॥ ৬৬৪. উরুশংসা নমোবৃধা মহ্না দক্ষস্য রাজথঃ। দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ শুচিব্রতা ॥ ২ ॥ ৬৬৫. গৃণানা জমদগ্নিনা যোনাবৃতস্য সীদতম্। পাতং সোমমৃতাবৃধা ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৬) ৬৬৬. আ যাহি সুষুমা হি ত ইন্দ্র সোমং পিবা ইমম্। এদং বর্হিঃ সদো মম ॥ ১ ॥ ৬৬৭. আ ত্বা ব্রহ্মযুজা হরী বহতা-মিন্দ্র কেশিনা। উপ ব্রহ্মাণি নঃ শৃণু ॥ ২ ॥ ৬৬৮. ব্রহ্মাণস্ত্বা যুজা বয়ং সোমপামিন্দ্র সোমিনঃ। সুতাবন্তো হবামহে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৭) ৬৬৯. ইন্দ্রাগ্নী আ গতং সুতং গীর্ভির্নভো বরেণ্যম্। অস্য পাতং ধিয়েষিতা ॥ ১ ॥ ৬৭০. ইন্দ্রাগ্নী জরিতুঃ সচা যজ্ঞো জিগাতি চেতনঃ। অয়া পাতমিমং সুতম্ ॥ ২ ॥ ৬৭১. ইন্দ্র-মগ্নিং কবিচ্ছদা যজ্ঞস্য জূত্যা বৃণে। তা সোমস্যেহ তৃম্পতাম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ৬৬০. হে অগ্নি, আনন্দের জন্য এস; স্তবযুক্ত হয়ে দেবলোকে আহুতিভার বহনের জন্য এস। হে দেবগণের আহ্বাতা, যজ্ঞাসনে উপবেশন কর ॥ ৬৬১. হে অঙ্গিরা, ঘৃত ও সমিধের দ্বারা আমরা তোমাকে প্রবর্ধিত করছি। হে যুবতম অগ্নি (=উত্তম মিশ্রণকারী), তুমি মহান হয়ে দীপ্তিলাভ কর ॥ ৬৬২. হে দেব অগ্নি, সেই তুমি আমাদের বিপুল অন্ন, যশ ও বীর্যপ্রদ সম্পদ দাও ॥ ৬৬৩ হে শোভন কর্মবিশিষ্ট মিত্র ও বরুণ, আমাদের গোষ্ঠ ঘৃতপূর্ণ কর; পৃথিবী মধুময় হোক ॥ ৬৬৪. হে শুচিব্রত, বহুলোকের দ্বারা স্তুত, নমস্কারের দ্বারা বর্ধিত তোমরা দীর্ঘস্তুতি যুক্ত হয়ে মহান কর্মের দ্বারা দীপ্তি লাভ কর ॥ ৬৬৫. তোমরা অগ্নি প্রজ্বালক ঋষিগণ কর্তৃক স্তুত হয়ে ঋতের (=সত্য, যজ্ঞ, জল) বাসস্থানে উপবেশন কর। হে ঋতবর্ধক, তোমরা সোম পান কর ॥ ৬৬৬. হে ইন্দ্র, তোমার জন্য এই চারু সোম, তুমি পান কর; এই যজ্ঞাসনে বস ॥ ৬৬৭. হে ইন্দ্র, অন্নধনযুক্ত রশ্মিবিশিষ্ট হরিদ্বয় তোমাকে বহন করে আনুক, আমাদের কাছে এসে স্তোত্রমন্ত্র শোন ॥ ৬৬৮. হে ইন্দ্র, আমরা সোম অভিষবকারী, আমরা সোমকে জানি, আমরা স্তুতিযুক্ত হয়ে সোমপায়ী তোমাকে আহ্বান করি ॥ ৬৬৯. হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা দ্যুলোক হতে আমাদের স্তুতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে এস। তোমাদের প্রতি একাগ্রচিত্ত আমরা; আমাদের দেওয়া এই বরণীয় অভিষুত সোম পান কর ॥ ৬৭০. হে ইন্দ্র ও অগ্নি, স্তোতার সঙ্গে মিলিত হয়ে এই উত্তম যজ্ঞ তোমাদের অভিমুখে যাচ্ছে; তোমরা এই অভিষুত সোম পান কর ॥ ৬৭১. আমি দেবগণের আনন্দদায়ক যজ্ঞকর্মের দ্বারা সেবিত হয়ে ইন্দ্র ও অগ্নিকে বরণ করি; তাঁরা এই যজ্ঞে সোমপানের দ্বারা তৃপ্ত হোন ॥

তৃতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৮) ৬৭২. উচ্চা তে জাতমন্ধসো দিবি সদ্ ভূম্যাদদে। উগ্রং শর্ম মহি শ্রবঃ ॥ ১ ॥ ৬৭৩. স ন ইন্দ্রায় যজ্যবে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ। বরিবোবিৎ পরিস্রব ॥ ২ ॥ ৬৭৪. এনা বিশ্বান্যর্য আ দ্যুম্নানি মানুষাণাম্। সিষাসন্তো বনামহে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৯) ৬৭৫. পুনানঃ সোম ধারয়াপো বসানো অর্ষসি। আ রত্নধা যোনিমৃতস্য সীদস্যুৎসো দেবো হিরণ্যয়ঃ ॥ ১ ॥ ৬৭৬. দুহান ঊধর্দিব্যং মধু প্রিয়ং প্রত্নং সধস্থমাসদৎ। আপৃচ্ছ্যং ধরুণ বাজ্যর্ষসি নৃভির্ধৌতো বিচক্ষণঃ ॥ ২ ॥ (সূক্ত ১০) ৬৭৭ প্র তু দ্রব পরি কোশং নি ষীদ নৃভিঃ পুনানো অভি বাজমর্ষ। অশ্বং ন ত্বা বাজিনং মর্জয়ন্তোঽচ্ছা বর্হী রশনাভির্নয়ন্তি ॥ ১ ॥ ৬৭৮. স্বায়ুধঃ পবতে দেব ইন্দুরশস্তিহা বৃজনা রক্ষমাণঃ। পিতা দেবানাং জনিতা সুদক্ষো বিষ্টম্ভো দিবো ধরুণঃ পৃথিব্যাঃ ॥ ২ ॥ ৬৭৯. ঋষির্বিপ্রঃ পুরএতা জনানামৃভুর্ধীর উশনা কাব্যেন। স চিদ্ বিবেদ নিহিতং যদাসামপীচ্যাতং গুহ্যং নাম গোনাম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ৬৭২. (হে সোম), তোমা হতে জাত যে অন্ন তা ঊর্ধ্বলোকে থাকে ; সেই তেজোবিশিষ্ট সুখকর মহান অন্ন পৃথিবী ভোগ করে ॥ ৬৭৩. হে সোম, তুমি আমাদের আরাধ্য ইন্দ্র, বরুণ ও মরুদ্গণের উদ্দেশে অঝোর ধারায় ক্ষরিত হও ॥ ৬৭৪. হে ঈশ্বর, তোমার এই সকল বিশ্বধন মনুষ্যগণের। আমরা তোমার সেবা করতে ইচ্ছুক, আমরা এই বিশ্বধন কামনা করি ॥ ৬৭৫. হে সোম, তুমি পবিত্র ; তুমি জলের বসন পরিধান করে ধারারূপে বর্ষিত হও। তুমি দেব, হিরণ্ময় ; সকল রমণীয় ধন ধারণ করে জলের উৎস অন্তরিক্ষে বাস কর ॥ ৬৭৬. সোম তাঁর প্রিয় বাসস্থান দ্যুলোকরূপ গাভীর ঊধঃ (=আপীন) থেকে মধুর জল দোহন করতে করতে পৃথিবীতে এসে বসলেন। হে জল, রশ্মির দ্বারা ধৌত ও সর্বদ্রষ্টা তুমি সকলকে সম্ভাষণ করতে করতে অশ্বগতিতে আগমন করলে ॥ ৬৭৭. হে সোমদেব, তুমি দ্রুত গমন কর ; মেঘকে ঘিরে উপবেশন কর ; অশ্মরশ্মিসমূহের দ্বারা পরিস্রুত হয়ে অন্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গমন কর। পরিশোধনকারী রশ্মিগণ অশ্বের মত বলবান তোমাকে মেঘের দ্বারা ব্যাপ্ত করে জলবর্ষণের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছেন ॥ ৬৭৮. সোমদেব স্বীয় আয়ুধ শাণিত করে অমঙ্গল নিবারণ দ্বারা রক্ষমাণ হয়ে ক্ষরিত হচ্ছেন। তিনি সুদক্ষ, দেবগণের পালক ও জনক, দ্যুলোকের স্তম্ভ ও পৃথিবীতে জলরূপে অবস্থান করে পৃথিবীর ধারক ॥ ৬৭৯. যিনি জনগণের রশ্মিরূপ প্রাণ, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সকলের অগ্রগামী, দ্রষ্টা, বিপ্র, অতিক্রান্ত দর্শনের দ্বারা উৎসাহযুক্ত, তিনিই (=সেই সোমদেবই) সকল রশ্মিগণের নিগূঢ় ও গোপনীয় গমন বা অনুপ্রবেশ বিষয়ে জানেন।

চতুর্থ খণ্ড ঃ (সূক্ত ১১) ৬৮০. অভি ত্বা শূর নোনুমোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ। ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ ॥ ১ ॥ ৬৮১. ন ত্বাবাঁ অন্যো দিব্যো ন পার্থিবো ন জাতো ন জনিষ্যতে। অশ্বায়ন্তো মঘবন্নিন্দ্র বাজিনো গব্যন্তস্ত্বা হবামহে ॥ ২ ॥ (সূক্ত ১২) ৬৮২. কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শবিষ্ঠয়া বৃতা ॥ ১ ॥ ৬৮৩. কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসু ॥ ২ ॥ ৬৮৪. অভী ষু ণঃ সখীনামবিতা জরিতৃণাম্। শতং ভবাস্যূতয়ে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৩) ৬৮৫. তং বো দস্মমৃতীষহং বসোর্মন্দানমন্ধসঃ। অভি বৎসং ন স্বসরেষু ধেনব ইন্দ্রং গীর্ভির্নবামহে ॥ ১ ॥ ৬৮৬. দ্যুক্ষং সুদানুং তবিষীভিরাবৃতং গিরিং ন পুরুভোজসম্ ॥ ক্ষুমন্তং বাজং শতিনং সহস্রিণং মক্ষু

গোমন্তমীমহে ॥ ২ ॥ (সূক্ত ১৪) ৬৮৭. তরোভির্বো বিদদ্বসুমিন্দ্রং সবাধ ঊতয়ে। বৃহদ্ গায়ন্তঃ সুতসোমে অধ্বরে হুবে ভরং ন কারিণম্ ॥ ১ ॥ ৬৮৮. ন যং দুধ্রা বরন্তে ন স্থিরা মুরো মদেষু শিপ্রমন্ধসঃ। য আদৃত্যা শশমানায় সুন্বতে দাতা জরিত্র উক্থ্যম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ ৬৮০. দোহন করা হয়নি এমন পয়স্বিনীদের মত আমরা স্তুতিভারে অবনত হয়ে হে শূর, তোমার কাছে এসেছি। হে ইন্দ্র, তুমি জংগমের ঈশ্বর, তুমি স্থাবরের ঈশ্বর, তুমি সর্বদর্শী ॥ ৬৮১. হে মঘবা, তোমার মত দ্যুলোকে বা পৃথিবীতে কেউ জন্মায় নি, জন্মাবেও না ; আমরা অন্নের দ্বারা গতি কামনা করি, অশ্ব ও গোধনও তোমার নিকট কামনা করে তোমাকে আহ্বান করি ॥ ৬৮২. সদা বর্ধমান, বিচিত্রকর্মা, সখা ইন্দ্র কোন্ পূজাতে আমাদের কাছে আসবেন ? কোন্ শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা বৃত হয়ে তিনি আমাদের কাছে আসবেন ? ৬৮৩. হে ইন্দ্র, হর্ষকর সোমরসের মধ্যে কোন্ বিশুদ্ধ সোমরস মেঘ বিদারণ করে বারিধন দানে তোমাকে হৃষ্ট করবে ? ৬৮৪. তুমি স্তুতিকারী সখাগণের রক্ষক ; তুমি তোমার শতপ্রকার রক্ষাশক্তির সঙ্গে স্তোতার মঙ্গলের জন্য এস ॥ ৬৮৫. তোমাদের জন্য সেই দর্শনীয়, জগৎনিয়ামক, সোম বাসকারী, অন্নের দ্বারা হৃষ্ট ইন্দ্রকে মন্ত্ররূপ শব্দের দ্বারা স্তুতি করি, যেমন গোষ্ঠে ধেনুগণ বৎসকে ডাকে। ৬৮৬. উজ্জ্বলদীপ্ত ইন্দ্র দ্যুলোকে বাস করেন ; তিনি উত্তমদাতা, বলের দ্বারা আবৃত, পর্বতে যেমন ভোজনযোগ্য বহু অন্ন থাকে তেমনি তিনিও বহু অন্নদাতা। সেই অন্নবান, সহস্রধন, বারিধনযুক্ত (বা গোধনযুক্ত) ইন্দ্রের কাছে অন্ন কামনা করি ॥ ৬৮৭. তোমাদের সব কিছু রক্ষার জন্য ক্ষিপ্রতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে অহিংসিত সোম-যজ্ঞে বৃহৎ সামগানে সেই ইন্দ্রকে ডাকি যিনি প্রচুরলাভে হৃষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ধনশালী ॥ ৬৮৮. যে উদকবান ও অন্নবান ইন্দ্রকে যুদ্ধে দুর্ধর্ষ ও স্থির পরিবেষ্টনকারী মেঘ নিবারণ করতে পারে না, সেই আদরণীয় দাতা ইন্দ্র সোমাভিষবকারী স্তোতাকে আনন্দ সহকারে বারিধন দান করেন ॥

পঞ্চম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৫) ৬৮৯. স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া ইন্দ্রায় পাতবে সুতঃ ॥ ১ ॥ ৬৯০. রক্ষোহা বিশ্বচর্ষণিরভিযোনিমযোহতে। দ্রোণে সধস্থমাসদৎ ॥ ২ ॥ ৬৯১. বরিবোধাতমো ভুবো মংহিষ্ঠো বৃত্রহন্তমঃ। পর্ষি রাধো মঘোনাম্ ॥ ৩ ॥ (সূক্তঃ ১৬) ৬৯২. পবস্ব মধুমত্তম ইন্দ্রায় সোম ক্রতুবিত্তমো মদঃ। মহি দ্যুক্ষতমো মদঃ ॥ ১ ॥ ৬৯৩. যস্য তে পীত্বা বৃষভো বৃষায়তেঽস্য পীত্বা স্বর্বিদঃ। স সুপ্রকেতো অভ্যক্রমীদিষোঽচ্ছা বাজং নৈতশঃ ॥ ২ ॥ (সূক্ত ১৭) ৬৯৪. ইন্দ্রমচ্ছ সুতা ইমে বৃষণং যন্তু হরয়ঃ। শ্রুষ্টে জাতাস ইন্দবঃ স্বর্বিদঃ ॥ ১ । ৬৯৫. অয়ং ভরায় সানসিরিন্দ্রায় পবতে সুতঃ। সোমো জৈত্রস্য চেততি যথা বিদে ॥ ২ ॥ ৬৯৬. অস্যেদিন্দ্রো মদেষ্বা গ্রাভং গৃভ্ণাতি সানসিম্। বজ্রং চ বৃষণং ভরৎ সমপ্সুজিৎ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৮) ৬৯৭. পুরোজিতী বো অন্ধসঃ সুতায় মাদয়িত্নবে। অপ শ্বানং শ্নথিষ্টন সখায়ো দীর্ঘজিহ্ব্যম্ ॥ ১ ॥ ৬৯৮. যো ধারয়া পাবকয়া পরিপ্রস্যন্দতে সুতঃ। ইন্দুরশ্বো ন কৃত্ব্যঃ ॥ ২ ॥ ৬৯৯. তং দুরোষমভী নরঃ সোমং বিশ্বাচ্যা ধিয়া। যজ্ঞায় সন্ত্বদ্রয়ঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৯) ৭০০. অভি প্রিয়াণি পবতে চনোহিতো নামানি যহ্বো অধি যেষু বর্ধতে। আ সূর্যস্য বৃহতো বৃহন্নধি রথং বিষ্বঞ্চমরুহদ্ বিচক্ষণঃ ॥ ১ ॥ ৭০১. ঋতস্য জিহ্বা পবতে মধু প্রিয়ং বক্তা পতিধিয়ো অস্যা অদাভ্যঃ। দধাতি পুত্রঃ পিত্রোরপীচ্যাং[৩] নাম

তৃতীয়মধি রোচনং দিবঃ ॥ ২ ॥ ৭০২. অব দ্যুতানঃ কলশাঁ অচিক্রদন্নৃভির্যেমাণঃ কোশ আ হিরণ্যয়ে। অভী ঋতস্য দোহনা অনূষতাধি ত্রিপৃষ্ঠ উষসো বি রাজসি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ৬৮৯. হে সোম, তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য অভিষুত হয়েছ, অতি সুস্বাদু ও আনন্দজনক ধারায় ক্ষরিত হও ॥ ৬৯০. বিশ্বদ্রষ্টা, সকল উপদ্রব হতে রক্ষাকারী সোম বজ্রদ্বারা বিদীর্ণ মেঘের জলমধ্যে গিয়ে উপবেশন করলেন ॥ ৬৯১. (হে সোম) তুমি প্রভূত দানশীল, মহান, উত্তম মেঘহন্তা; মেঘে অবস্থিত সর্ব সিদ্ধিকর বারিধন আমাদের দান কর ॥ ৬৯২. হে সোম, তুমি উত্তম মধুময় রসযুক্ত ও উত্তম কর্মযুক্ত। তুমি মত্ত হয়ে ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। তুমি অতি দীপ্তিমান, মত্ত, মহান ॥ ৬৯৩. যে বর্ষণশীল ইন্দ্র তোমার বারিধন পান করে বর্ষণ করেন, সেই প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন ইন্দ্র অন্নদান ইচ্ছা করে দ্রুতগামী অশ্বের মত ধাবিত হন ॥ ৬৯৪. এই অভিষুত উজ্জ্বল সোমসকল, যাঁরা এই মাত্র জাত হলেন, যাঁরা সূর্যকে জানেন, তাঁরা বর্ষণশীল ইন্দ্রের কাছে গমন করুন ॥ ৬৯৫. এই সম্ভজনীয় সুতসোম পোষণকারী ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হচ্ছে। আর সকলের মত সোমও ইন্দ্রের বিজয় বিষয়ে জানেন ॥ ৬৯৬. ইন্দ্র এই সোমপানে মত্ত হয়ে সম্ভজনীয় বারিধন আদায় করেন। বর্ষণকারী বজ্রের সহায়তায় মেঘ থেকে বারিধন জিতে নিয়ে পোষণ কার্য সম্পন্ন করেন ॥ ৬৯৭. হে সখাগণ (—মরুদ্‌বায়ুগণ প্রাণবায়ু) তোমাদের আনন্দের জন্য মেঘ হতে প্রস্তুত আহ্লাদজনক সোমরস পূর্বেই সংগ্রহ করা হয়েছে। দীর্ঘশব্দকারী প্রবল বায়ুকে দূর কর। [শ্বান=ঝড় বায়ু] ॥ ৬৯৮. যে মেঘনিঃসৃত সোম শোধিত হয়ে ধারারূপে ক্ষরিত হচ্ছেন তিনি অশ্বের মত গতিসম্পন্ন সৎকর্মা ইন্দু (=ইন্দুই সোমের অধিষ্ঠাতৃদেব) ॥ ৬৯৯. তিনিই দুর্ধর্ষ, তিনিই যজ্ঞকর্ম (=আরাধ্য কর্ম)। মেঘবিদারণের দ্বারা নৃত্যশালী রশ্মিগণ তাঁকেই জ্ঞানকর্মের দ্বারা নিষ্পীড়িত করছেন ॥ ৭০০. যিনি অন্নের হিতকারী সেই বিচক্ষণ সোম মহান সূর্যের অতি ব্যাপ্ত রথের উপর আরোহণ করলেন, মহান হয়ে জলের মধ্যে বর্ধিত হলেন, সকলের প্রীতিকর জলরাশি ক্ষরিত করলেন ॥ ৭০১. যিনি সকল কর্মের পালনকর্তা, যিনি অদমনীয় সেই ঋতের (=জলের) জিহ্বা, মধু ও প্রিয় বাক্ ক্ষরণ করছে। দ্যুলোকে দীপ্তিশালী পিতা (—ইন্দ্র) হতে বিযুক্ত হয়ে পুত্র (=সোম বা জল) তৃতীয়ে (=পৃথিবীতে) প্রবেশ করলেন ॥ ৭০২. যখন নৃত্যশালী রশ্মিগণ সোমকে সুবর্ণময় (=বিদ্যুৎসমন্বিত) মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত পাত্র থেকে ক্ষরিত করেন, তখন দীপ্ত সোম শব্দ করতে করতে পৃথিবীর সকল জলে প্রবেশ করেন। সেই তিনলোক-আচ্ছাদনকারী সোম স্তুত হয়ে ঊষার আলোকে উজ্জ্বলরূপে শোভা পাচ্ছেন ॥

ষষ্ঠ খণ্ড ঃ (সূক্ত ২০) ৭০৩. যজ্ঞাযজ্ঞা বো অগ্নয়ে গিরাগিরা চ দক্ষসে। প্র প্র বয়মমৃতং জাতবেদসং প্রিয়ং মিত্রং ন শংসিষম্ ॥ ১ ॥ ৭০৪. ঊর্জো নপাতং স হিনায়মস্ময়ুর্দাশেম হব্যদাতয়ে। ভুবদ্ বাজেষ্ববিতা ভুবদ্ বৃধ উত ত্রাতা তনূনাম্ ॥ ২ ॥ (সূক্ত ২১) ৭০৫. এহ্যূ ষু ব্রবাণি তেঽগ্ন ইত্থেতরা গিরঃ। এভির্বর্ধাস ইন্দুভিঃ ॥ ১ ॥ ৭০৬. যত্র ক্ব চ তে মনো দক্ষং দধস উত্তরম্। তত্র যোনিং কৃণবসে ॥ ২ ॥ ৭০৭. ন হি তে পূর্তমক্ষিপদ্ ভুবন্নেমানাং পতে। অথা দুবো বনবসে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ২২) ৭০৮. বয়মু ত্বামপূর্ব্য স্থূরং কচ্চিদ্ ভরন্তোঽ-বস্যবঃ। বাজ্রিং চিত্রং হবামহে ॥ ১ ॥ ৭০৯. উপ ত্বা কর্মন্নূতয়ে স নো যুবোগ্রশ্চ-ক্রাম যো ধৃষৎ। ত্বামিধ্যবিতারং ববৃমহে সখায় ইন্দ্র সানসিম্ ॥ (সূক্ত ২৩)

৭১০. অধা হীন্দ্র গির্বণ উপ ত্বা কাম ঈমহে সসৃগ্মহে। উদেব গ্মন্ত উদভিঃ ॥ ১ ॥
৭১১. বার্ণ ত্বা যব্যাভির্বর্ধন্তি শূর ব্রহ্মাণি। বাবৃধ্বাংসং চিদদ্রিবো দিবেদিবে ॥ ২ ॥
৭১২. যুঞ্জন্তি হরী ইষিরস্য গাথয়োরৌ রথ উরুযুগে বচোযুজা ইন্দ্রবাহা স্বর্বিদা ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ৭০৩. যজ্ঞে যজ্ঞে মন্ত্রে মন্ত্রে তোমাদের জন্য আমরা অমৃতসমান সর্বজ্ঞ প্রিয় মিত্র প্রশংসনীয় অগ্নির উদ্দেশে সেই পবিত্রবলের উদ্দেশে স্তব করি॥ ৭০৪. আমরা বলের পুত্রকে (=অগ্নিকে) সেই হব্যদানকারী অগ্নিকে আমাদের উন্নতি বিধানকল্পে কামনা করে হব্যদান করি। তিনি যেন আমাদের রক্ষক, সমৃদ্ধিদাতা এবং সকলজনের ত্রাতারূপে অবস্থান করেন॥ ৭০৫. এস হে অগ্নি, তোমাকে এইভাবেই স্তুতি করবো। এইভাবেই সকল সোমের দ্বারা (বা যজ্ঞের দ্বারা) তুমি বর্ধিত হও॥ ৭০৬. যখন কোথাও তুমি তোমার মন সমর্পণ কর এবং পরে সূর্যতে মন সমর্পণ কর সেখানেই তুমি জল উৎপন্ন কর॥ ৭০৭. এই সকল বস্তুর পালনকর্তা হে অগ্নি, তোমার ঋত চক্রের কার্য কখনই শেষ হয়ে যায় না এবং তুমি সর্বসিদ্ধিকর ধন (=বারিসম্পদ) সকলের মধ্যে বিভাগ করে দাও॥ ৭০৮. হে অপূর্ব্য ইন্দ্র, আমরা তোমাকে বিপুল মনে করে আমাদের রক্ষার জন্য তোমার কাছে নত হয়ে আসিনি। আমরা তোমাকে বজ্রধারী ও বিচিত্রলীলাকারীরূপে পূজা করি॥ ৭০৯. হে ইন্দ্র, আমাদের সকলপ্রকার রক্ষার জন্য তোমার কাছে আসি; তুমিই সেই যিনি আমাদের জন্য যুবা, উগ্র, পরাভবকারী। হে ইন্দ্র, আমরা তোমার সখা; সম্ভজনীয় ও রক্ষাকারী তোমাকেই বরণ করি॥ ৭১০. হে ইন্দ্র, হে স্তুতিপ্রিয়, জল যেমন জলে গিয়ে মেশে তেমনি তোমার কাছে যে কাম্যবস্তু যাচ্ঞা করি তা-ই আবার তোমাকে উৎসর্গ করি॥ ৭১১. হে শূর, হে, বজ্রধারী ইন্দ্র, নদীসমূহ যেরূপ জলের দ্বারা বর্ধিত হয় সেরূপ আমরা স্তুতির দ্বারা তোমাকে প্রতিদিন বর্ধিত করি॥ ৭১২. বহুযুগের সঙ্গে যুক্ত গমনশীল ইন্দ্রের মহৎ রথে তাঁর বাহন ও বাক্যবশীভূত অশ্বদ্বয়কে (=দেশ ও কাল) স্তোতাগণ স্তোত্রের দ্বারা যুক্ত করেন॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায় ছয় খণ্ডে বিভক্ত। মন্ত্র সংখ্যা ৬২। ঋগ্বেদীয় ২২টি সূক্ত হতে গৃহীত। (সূক্তানুসারে) দেবতা ১—১২ ইন্দ্র, ১৩ অগ্নি, ১৪ উষা, ১৫ অশ্বিদ্বয়, ১৬-২২ পবমান সোম। ছন্দ ১ (২।৩), ২-১১, ১৬-১৯, ২১ গায়ত্রী, ১২, ২২ (১।২) উষ্ণিক্. ১৩-১৫, ২০ প্রগাথ বৃহতী, ১ (১), ২২ (৩) অনুষ্টুপ্॥ ঋষি ১।৪ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস, ২, ৮, ১৩, ১৪, ১৫ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৩ মেধ্যাতিথি কাণ্ব. প্রিয়মেধা আঙ্গিরস, ৫ ইরিমিঠি কাণ্ব, ৬ কুসীদী কাণ্ব, ৭ ত্রিশোক কাণ্ব, ৯ বিশ্বামিত্র গাথিন. ১০ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ১১ শুনঃশেপ আজীগর্তি, ১২ নারদ কাণ্ব, ১৬ অবৎসার কাশ্যপ, ১৭ (১) শুনঃশেপ অজীগর্তি, ১৭ (২।৩) মেধ্যাতিথি কাণ্ব, ১৮ (১।৩) অসিত কাশ্যপ বা দেবল, ১৮ (২) অমহীয়ু আঙ্গিরস, ১৯ ত্রিত আপ্ত্য, ২০ সপ্ত ঋষি (প্রথম অধ্যায় দ্রঃ). ২১ শ্যাবাশ্ব আত্রেয়, ২২ (১।২) অগ্নি চাক্ষুস, ২২ (৩) প্রজাপতি বৈশ্বামিত্র বা বাক্‌পুত্র॥

প্রথম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১) ৭১৩. পান্তমা বো অন্ধস ইন্দ্রমভি প্র গায়ত। বিশ্বাসাহং

শতক্রতুং মংহিষ্ঠং চর্ষণীনাম্ ॥ ১ ॥ ৭১৪. পুরুহূতং পুরুষ্টুতং গাথান্যাৎং সনশ্রুতম্ । ইন্দ্র ইতি ব্রবীতন ॥ ২ ॥ ৭১৫. ইন্দ্র ইন্নো মহোনাং দাতা বাজানাং নৃতুঃ । মহাঁ অভিজ্ঞ্বাযমৎ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ২) ৭১৬. প্র ব ইন্দ্রায় মাদনং হর্যশ্বায় গায়ত । সখায়ঃ সোমপাবনে ॥ ১ ॥ ৭১৭. শংসেদুক্থং সুদানব উত দ্যুক্ষং যথা নরঃ । চকৃমা সত্যরাধসে ॥ ২ ॥ ৭১৮. ত্বং ন ইন্দ্র বাজয়ুস্ত্বং গব্যুঃ শতক্রতো । ত্বং হিরণ্যয়ুর্বসো ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৩) ৭১৯. বয়মু ত্বা তদিদর্থা ইন্দ্র ত্বায়ন্তঃ সখায়ঃ । কণ্বা উক্থেভির্জরন্তে ॥ ১ ॥ ৭২০. ন ঘেমন্যদা পপন বজ্রিন্নপসো নবিষ্ঠৌ । তবেদু স্তোমৈশ্চিকেত ॥ ২ ॥ ৭২১. ইচ্ছন্তি দেবাঃ সুন্বন্তং ন স্বপ্নায় স্পৃহয়ন্তি । যন্তি প্রমাদমতন্দ্রঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৪) ৭২২. ইন্দ্রায় মন্বনে সুতং পরি ষ্টোভন্তু নো গিরঃ । অর্কমর্চন্তু কারবঃ ॥ ১ ॥ ৭২৩. যস্মিন্ বিশ্বা অধি শ্রিয়ো রণন্তি সপ্ত সংসদঃ । ইন্দ্রং সুতে হবামহে ॥ ২ ॥ ৭২৪. ত্রিকদ্রুকেষু চেতনং দেবাসো যজ্ঞমত্নত । তমিদ্ বর্ধন্তু নো গিরঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ৭১৩. তোমাদের মঙ্গলের জন্য ইন্দ্রের উদ্দেশে জ্ঞানযোগ্য সোমরস নিবেদন করে গান কর ; তিনি বিশ্বজিৎ, শতকর্মা, মানুষের শ্রেষ্ঠদাতা ॥ ৭১৪. বহুলোকের দ্বারা আহূত, বহু লোকের দ্বারা স্তুত, সকল গাথাযোগ্য চির প্রসিদ্ধ দেবতাকে ইন্দ্র নামে সম্বোধন করে থাক ॥ ৭১৫. ইন্দ্রই মহাধনের দাতা, মহা অন্নের দাতা ও নৃত্যশালী । মহান ইন্দ্র ধনসমূহকে আমাদের অভিমুখ করুন ॥ ৭১৬. হে সখাগণ, হরিতবর্ণ রশ্মিযুক্ত, সোমপায়ী ইন্দ্রের উদ্দেশে আনন্দজনক গান গাও ॥ ৭১৭. শোভনদানযুক্ত সর্বসিদ্ধিকর সত্যধনযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে মানুষেরা যেরূপ দীপ্ত স্তোত্র পাঠ করে আমরাও সেরূপ করি ॥ ৭১৮. হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের জন্য অন্নকামনা করে থাক, হে শতক্রতু, তুমি গো (বাক্য, জল প্রভৃতি) কামনা করে থাক ; হে নিবাসপ্রদ, তুমি আমাদের জন্য হিরণ্য কামনা করে থাক । ৭১৯. হে ইন্দ্র, আমরা তোমার সখা, তোমাকেই কামনা করি । আমরা কণ্বের সন্তান (অথবা বিপ্রগণ) তোমাকে মন্ত্রমালায় স্তুতি করি ॥ ৭২০. হে বজ্রধারী ইন্দ্র, তুমি কর্মবান, নতুন যজ্ঞে অন্য কোন স্তোত্র উচ্চারণ করি না, কেবল তোমার স্তোত্রেই তোমাকে জানি । ৭২১. দেবগণ সোম অভিষব-কারীকেই পেতে ইচ্ছা করেন, তাঁরা স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করেন না ; তাঁরা অতন্দ্র থেকে মদকর সোমের প্রতি গমন করেন ॥ ৭২২. ইন্দ্রের উদ্দেশে যে মদকর সোম তাকে ঘিরে আমাদের গান হোক । গায়কেরা সোমকে অর্চনা করুন ॥ ৭২৩. সকল ঐশ্বর্য যে ইন্দ্রে অধিষ্ঠিত, সপ্ত লোক যাঁর দ্বারা প্রীত হয়, সেই ইন্দ্রকে সোম অভিষুত হলে পর আমরা ডাকি ॥ ৭২৪. হে দেবগণ, তোমরা তিন লোকে চেতনাযুক্ত যজ্ঞকে বিস্তার করেছ । সেই যজ্ঞকে আমাদের স্তুতিবাক্য বর্ধিত করুক ॥

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৫) ৭২৫. অয়ং ত ইন্দ্র সোমো নিপূতো অধি বর্হিষি । এহীমস্য দ্রবা পিব ॥ ১ ॥ ৭২৬. শাচিগো শাচিপূজনায়ং রণায় তে সুতঃ । আখণ্ডল প্র হূয়সে ॥২॥ ৭২৭. যস্তে শৃঙ্গবৃষো ণপাৎ প্রণপাৎ কুণ্ডপায্যঃ । ন্যস্মিন্ দধ্র আ মনঃ ॥ ৩॥ (সূক্ত ৬) ৭২৮. আ তূ ন ইন্দ্র ক্ষুমন্তং চিত্রং গ্রাভং সংগৃভায় মহাহস্তী দক্ষিণেন ॥ ১ ॥ ৭২৯. বিদ্মা হি ত্বা তুবিকূর্মিং তুবিদেষ্ণং তুবীমঘম্ । তুবিমাত্রমবোভিঃ ॥ ২ ॥ ৭৩০. ন হি ত্বা শূর দেবা ন মর্তাসো দিৎসন্তম্ । ভীমং ন গাং বারয়ন্তে ॥৩ ॥ (সূক্ত ৭)৭৩১. অভি ত্বা বৃষভা সুতে সুতং সৃজামি পীতয়ে ।

তৃম্পা ব্যশ্নুহী মদম্ ।। ১ ।। ৭৩২. মা ত্বা মূরা অবিষ্যবো মোপহস্বান আ দভন্ । মা কীং ব্রহ্মদ্বিষং বনঃ ।। ২ ।। ৭৩৩. ইহ ত্বা গোপরীণসং মহে মন্দন্তু রাধসে । সরো গৌরো যথা পিব ।। ৩ ।। (সূক্ত ৮) ৭৩৪. ইদং বসো সুতমন্ধঃ পিবা সুপূর্ণমুদরম্ । অনাভয়িন্ ররিমা তে ।। ১ ।। ৭৩৫. নৃভির্ধৌতঃ সুতো অশ্নৈরব্যা বারৈঃ পরিপূতঃ । অশ্বা ন নিক্তো নদীষু ।। ২ ।। ৭৩৬. তং তে যবং যথা গোভিঃ স্বাদুমকর্ম শ্রীণন্তঃ । ইন্দ্র ত্বাস্মিন্‌ৎসধমাদে ।। ৩ ।।

অনুবাদ ঃ ৭২৫. হে ইন্দ্র, কুশের উপরে যে পূত সোম রয়েছে তা তোমার জন্য ; এখন এস, এই সোম পান কর ।। ৭২৬. কর্মের দ্বারা জলযুক্ত, কর্মের দ্বারা পূজ্য, হে ইন্দ্র, তোমার আনন্দের জন্য এই সোম । হে আখণ্ডল (=মেঘ-বিদারক) প্রকৃষ্ট স্তবের দ্বারা তুমি আহূত ॥ ৭২৭. হে শৃঙ্গবৃষ(=সূর্যমণ্ডলে আশ্রিত থেকে বর্ষণকারী), তোমার পানের যোগ্য কুণ্ডে যে জল আছে (=অন্তরিক্ষে অবস্থিত মেঘরূপ বারিরাশি) তাতে মন (=সকল ইন্দ্রিয়) ধারণ করে থাক । ৭২৮. এস হে ইন্দ্র, মহাহস্তাবিশিষ্ট ; আমাদের গ্রহণযোগ্য বিবিধ অন্নধন দানের জন্য তোমার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত কর ।। ৭২৯. হে ইন্দ্র, তোমাকে আমরা জানি । তুমি বহুকর্মা, বহুদাতা, বহুধন, এবং রক্ষার দ্বারা বহুর নির্মাতা ।। ৭৩০. হে শূর ইন্দ্র, তুমি দান করতে ইচ্ছা করলে দেবগণ বা মনুষ্যগণ বৃষভের মত ভয়ংকর তোমাকে বারণ করতে পারে না । ৭৩১. হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র, সোম প্রস্তুত হলে তোমাব পানের জন্য তা উৎসর্গ করি ; সেই মদকর সোম পান করে তৃপ্ত হও ।। ৭৩২. রক্ষাভিলাষী হয়ে মূঢ় লোক যেন তোমাকে উপহাস বা হিংসা না করে ; স্তুতিবিদ্বেষীকে প্রীত করো না ।। ৭৩৩. মহাধন লাভের জন্য মানুষেরা সোমপানে মত্ত হোক, আর হে ইন্দ্র, তুমি তৃষিত মৃগের মত সোম পান কর ।। ৭৩৪. হে সর্বধন ইন্দ্র. উদর পূর্ণ করে সোমপান কর ; হে নির্ভীক, এদান তোমার জন্য ।। ৭৩৫. নৃত্যশীলী রশ্মিসমূহের দ্বারা ধৌত ও মেঘশিখর হতে নিঃসারিত বারিদ্বারা পরিপ্লুত নদীসমূহে জলরাশি উজ্জ্বল রশ্মির মত শোভা পাচ্ছে ।। ৭৩৬. হে ইন্দ্র, বলীবর্দের দ্বারা যব যেমন নিষ্পেষিত হয়, তেমনি তোমার সেই দান স্বাদু বারিধনকে তোমার মত্ততার জন্য সোমরসে মিশ্রিত করেছি ।।

তৃতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৯) ৭৩৭. ইদং হ্যন্বোজসা সুতং রাধানাং পতে । পিবা ত্বাহস্য গির্বণঃ ।। ১ ।। ৭৩৮. যস্তে অনু স্বধামসৎ সুতে নি যচ্ছ তন্বম্ । স ত্বা মমত্তু সোম্য ।। ২ ।। ৭৩৯. প্র তে অশ্নোতু কুক্ষ্যোঃ প্রেন্দ্র ব্রহ্মণা শিরঃ । প্র বাহূ শূর রাধসা ।। ৩ ।। (সূক্ত ১০) ৭৪০. আ ত্বেতা নি ষীদতেন্দ্রমভি প্র গায়ত । সখায়ঃ স্তোমবাহসঃ ।। ১ ।। ৭৪১. পুরূতমং পুরূণামীশানং বার্যাণাম্ । ইন্দ্রং সোমে সচা সুতে ।। ২ ।। ৭৪২. স ঘা নো যোগ আ ভুবৎ স রায়ে স পুরন্ধ্যা । গমদ্ বাজেভিরা স নঃ ।। ৩ ।। (সূক্ত ১১) ৭৪৩. যোগেযোগে তবস্তরং বাজেবাজে হবামহে । সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ।। ১ ।। ৭৪৪. অনু প্রত্নস্যৌকসো হুবে তুবিপ্রতিং নরম্ । যং তে পূর্বং পিতা হুবে ।। ২ ।। ৭৪৫. আ ঘা গমদ্ যদি শ্রবৎ সহস্রিণীভিরূতিভিঃ । বাজেভিরুপ নো হবম্ ।। ৩ ।। (সূক্ত ১২) ৭৪৬. ইন্দ্র সুতেষু সোমেষু ক্রতুং পুনীষ উক্‌থ্যম্ । বিদে বৃধস্য দক্ষস্য মহাঁ হি ষঃ ।। ১ ।। ৭৪৭. স প্রথমে ব্যোমনি দেবানাং সদনে বৃধঃ । সুপারঃ সুশ্রবস্তমঃ সমপ্সুজিৎ ।।২।। ৭৪৮. তমু হুবে বাজসাতয় ইন্দ্র ভরায় শুষ্মিণম্ । ভবা নঃ সুম্নে অন্তমঃ সখা বৃধে।। ৩ ।।

অনুবাদ ঃ ৭৩৭. হে রাধাপতি (=সর্বসিদ্ধিকর ধনের অধিপতি), হে স্তুতিপ্রিয় ইন্দ্র, বলসহায়ে প্রস্তুত এই সোমরস তোমার পানের জন্য ।। ৭৩৮. হে ইন্দ্র, তোমার জন্য যে সোম অভিষুত হয়েছে সেই সোমের মধ্যে তোমার দেহ নিমগ্ন কর। সোম্য তুমি সোম তোমাকে হৃষ্ট করুক ।। ৭৩৯. হে ইন্দ্র, সোম তোমার কুক্ষিদ্বয়ে ব্যাপ্ত হোক, স্তোত্রের সংগে তোমার শরীরে প্রবেশ করুক। হে শূর, সর্বসিদ্ধিকর ধন দানের জন্য সোম তোমার বাহুদ্বয়ে ব্যাপ্ত হোক ।। ৭৪০ হে সামগানকারী সখাগণ, এস, শীঘ্র এস, উপবেশন কর ; ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্তর দিয়ে গান কর ।। ৭৪১. হে সখাগণ, সোম অভিষুত হলে পর তোমরা সমবেতভাবে বহুজনের আকাঙ্ক্ষিত, বহু বরণীয় ধনের ঈশ্বর ইন্দ্রকে লক্ষ্য করে স্তব কর ।। ৭৪২. সেই ইন্দ্রই আমাদের যোগের জন্য (=অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তির জন্য), ধনের জন্য, বহুপ্রজ্ঞার জন্য, অন্নবলসহ আমাদের কাছে আসুন ।। ৭৪৩. আমরা ইন্দ্রের সখা আমাদের রক্ষার জন্য অতি মহান ইন্দ্রকে আমরা প্রত্যেক কর্মকৌশলে, প্রত্যেক জ্ঞানকর্মে আহ্বান করি ।। ৭৪৪. যে তোমাকে তোমার পিতা (=প্রজাপতি বা সূর্য) প্রথমে করেছিলেন আহ্বান, তাঁকে অনুসরণ করে সর্বত্রগামী নেতা তোমাকে তোমার আদি নিবাস থেকে আমরাও করি আহ্বান ।। ৭৪৫. ইন্দ্র যদি শুনে থাকেন আমাদের সেই আহ্বান তবে আমাদের কাছে সহস্র কল্যাণ ও অন্নবল নিয়ে শীঘ্র আসুন ।। ৭৪৬. হে ইন্দ্র, অভিষুত সোমযাগে যজ্ঞকর্ম ও স্তুতিকে পবিত্র কর ; দক্ষতা ও বৃদ্ধির জন্যই ইন্দ্র মহান ।। ৭৪৭. ইন্দ্র প্রথমে আকাশে দেবগণের (=রশ্মিগণের) বাসস্থানে বৃদ্ধিলাভ করেন। তিনি সীমাহীন, উত্তম শোভন ধনযুক্ত এবং জলরাশিকে জয় করেন ।। ৭৪৮. অন্নবল লাভের জন্য, কামনা পূরণের জন্য বলবান ইন্দ্রকে আহ্বান করি। হে ইন্দ্র, আমাদের সুখ বৃদ্ধির জন্য আমাদের সখা হয়ে কাছে এস ।।

চতুর্থ খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৩) ৭৪৯. এনা বো অগ্নিং নমসোর্জো নপাতমা হুবে। প্রিয়ং চেতিষ্ঠমরতিং স্বধ্বরং বিশ্বস্য দূতমমৃতম্ ।। ১ ।। ৭৫০. স যোজতে অরুষা বিশ্বভোজসা স দুদ্রবৎ স্বাহুতঃ। সুব্রহ্মা যজ্ঞঃ সুশমী বসূনাং দেবং রাধো জনানাম্ ।। ২ ।। (সূক্ত ১৪) ৭৫১. প্রত্যু অদর্শ্যায়ত্যুচ্ছন্তী দুহিতা দিবঃ। অপো মহী বৃণুতে চক্ষুসা তমো জ্যোতিষ্কৃণোতি সূনরী ।। ১ ।। ৭৫২. উদুস্রিয়াঃ সৃজতে সূর্যঃ সচা উদ্যন্নক্ষত্রমর্চিবৎ। তবেদুষো ব্যুষি সূর্যস্য চ সংভক্তেন গমেমহি ।। ২ ।। (সূক্ত ১৫) ৭৫৩. ইমা উ বাং দিবিষ্টয় উস্রা হবন্তে অশ্বিনা। অয়ং বামহ্বেঽবসে শচীবসূ বিশংবিশং হি গচ্ছথঃ ।। ১ ।। ৭৫৪. যুবং চিত্রং দদথুর্ভোজনং নরা চোদেথাং সূনৃতাবতে। অর্বাগ্রথং সমনসা নি যচ্ছতং পিবতং সোম্যং মধু ।। ২ ।।

অনুবাদ ঃ ৭৪৯. তোমাদের জন্য বলপুত্র প্রিয় উত্তমচৈতন্য ভ্রমণশীলা সুযজ্ঞ বিশ্বদূত অমৃতসমান অগ্নিকে স্তবের দ্বারা আহ্বান করি ।। ৭৫০. তিনি রশ্মিকে যুক্ত করেন, তেজের দ্বারা সকল কিছু অভিভূত করেন। তিনি দ্রুতগামী, সুন্দররূপে আহুত, সুষ্ঠুরূপে স্তুত, সমস্ত যজ্ঞকর্ম, সুকর্মা, দেব ও জনগণের আরাধ্য ।। ৭৫১. অন্ধকার নাশ করতে করতে দ্যুলোকের দুহিতা আসছেন। তিনি সকলকে দেখা দিলেন। ঊষা জ্ঞানালোকের দ্বারা তমোনাশ করে জ্যোতির্বিস্তার করেন, আর বিপুল জলরাশিকে বরণ করেন ।। ৭৫২. সূর্য রশ্মি-সমূহকে যুগপৎ সৃষ্টি করে চলেছেন, (অস্তগমনের দ্বারা) নক্ষত্রকে দীপ্তরূপে প্রকাশিত করেন। হে ঊষা, তোমার ও সূর্যের প্রকাশ হলে আমরা যেন অন্নের সংগে

মিলিত হই ।। ৭৫৩. হে অশ্বিদ্বয়, এই দ্যুলোকগামী রশ্মিগণ তোমাদের দুজনকেই আহ্বান করে। কর্ম, প্রজ্ঞা ও বাক্যরূপ সম্পদের অধিকারী হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা প্রতি মানুষের গৃহেই গমন করে থাক ; এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন তোমাদের দুজনকে আমি আমার রক্ষণের জন্য আহ্বান করি ।। (পূর্বে ৩০৪ মন্ত্রের টীকা দ্রষ্টব্য) ।। ৭৫৪. হে নৃত্যশালী অশ্বিদ্বয়, তোমরা যে বিচিত্র ভোজন যোগ্য ধন ধারণ কর তা সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের কাছে প্রেরণ কর। তোমরা দুজন সমানমনা হয়ে তোমাদের রথকে আমাদের অভিমুখ কর এবং সোম্য মধু পান কর ।।

পঞ্চম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৬) ৭৫৫. অস্য প্রত্নামনু দ্যুতং শুক্রং দুদুহ্রে অহ্রয়ঃ। পয়ঃ সহস্রসামৃষিম্ ।। ১ ।। ৭৫৬. অয়ং সূর্য ইবোপদৃগয়ং সরাংসি ধাবতি। সপ্ত প্রবত আ দিবম্ ।। ২ ।। ৭৫৭. অয়ং বিশ্বানি তিষ্ঠতি পুনানো ভুবনোপরি। সোমো দেবো ন সূর্যঃ ।। ৩ ।। (সূক্ত ১৭) ৭৫৮. এষ প্রত্নেন জন্মনা দেবো দেবেভ্যঃ সুতঃ। হরিঃ পবিত্রে অর্ষতি ।। ১ ।। ৭৫৯. এষ প্রত্নেন মন্মনা দেবো দেবেভ্যস্পরি। কবির্বিপ্রেণ বাবৃধে ।। ২ ।। ৭৬০. দুহানঃ প্রত্নমিৎ পয়ং পবিত্রে পরি ষিচ্যসে। ক্রন্দং দেবাঁ অজীজনঃ ।। ৩ ।। (সূক্ত ১৮) ৭৬১. উপ শিক্ষাপতস্থুষো ভিয়সমা ধেহি শত্রবে। পবমান বিদা রয়িম্ ।। ১ ।। ৭৬২. উপো ষু জাতমপ্তুরং গোভির্ভঙ্গং পরিস্কৃতম্। ইন্দুং দেবা অযাসিষুঃ ।। ২ ।। ৭৬৩. উপাস্মৈ গায়তা নরঃ পবমানায়েন্দবে। অভি দেবাঁ ইয়ক্ষতে ।। ৩ ।।

অনুবাদ ঃ ৭৫৫. নিবারণ রশ্মিসমূহ দীপ্ত উজ্জ্বল সোমের বাসস্থান থেকে সোমকে দোহন করলেন ; সেই জল সহস্র বলের আধার ।। ৭৫৬. সূর্যের মত সর্ববস্তু নিরীক্ষণ-কারী প্রকৃষ্টগতি সোম দ্যুলোকে সপ্তধাম পর্যন্ত সকল জলে ধাবিত হন ।। ৭৫৭. সোমদেব সূর্যের মত ভুবনের উপরে শুদ্ধরূপে থেকে সকল বস্তুতে অবস্থান করেন ।। ৭৫৮. হরিৎবর্ণ এই সোমদেব দ্যুলোকে জন্মলাভ করে দেবগণের জন্য অভিষুত হয়ে রশ্মি আশ্রিত হয়ে ক্ষরিত হচ্ছেন ।। ৭৫৯. কবি এই সোমদেব দেবগণের মধ্যে বাস করে বিদ্বানের স্তুতির দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন ।। ৭৬০. দ্যুলোক থেকে পরিস্রুত হয়ে সোম শব্দ করে দেবগণকে উৎপন্ন করে রশ্মিধারায় জল সেচন করছেন ।। ৭৬১. হে পবমান সোম, যারা দূরে আছে তাদের কাছে আন, শত্রুদের ভয় উৎপাদন কর। তুমি সকল ধনের বিষয়ে জান ।। ৭৬২. শব্দের দ্বারা বিদলিত, শুদ্ধীকৃত, যথাসময়ে বর্ষণকারী সোমের প্রতি দেবগণ নিজ আধিপত্যের জন্য গমন করছেন ।। ৭৬৩. হে নরগণ, এই পবমান সোমের উদ্দেশে গান কর, ইনি দেবগণের কাছে যাচ্ঞা করতে যাচ্ছেন ।।

ষষ্ঠ খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৯) ৭৬৪. প্র সোমাসো বিপশ্চিতোঽপো নয়ন্তঃ ঊর্ময়ঃ। বনানি মহিষা ইব ।। ১ ।। ৭৬৫. অভি দ্রোণানি বভ্রবঃ শুক্রা ঋতস্য ধারয়া। বাজং গোমন্তমক্ষরন্ ।। ২ ।। ৭৬৬. সুতা ইন্দ্রায় বায়বে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ। সোমা অর্ষন্তু বিষ্ণবে ।। ৩ ।। (সূক্ত ২০) ৭৬৭. প্র সোম দেববীতয়ে সিন্ধুর্ন পিপ্যে অর্ণসা। অংশোঃ পয়সা মদিরো ন জাগৃবিরচ্ছা কোশং মধুশ্চুতম্ ।। ১ ।। ৭৬৮. আ হর্যতো অর্জুনো অৎকে অব্যত প্রিয়ঃ সূনুর্ন মর্জ্যঃ। তমীং হিন্বন্ত্যপসো যথা রথং নদীষ্বা গভস্ত্যোঃ ।। ২ ।। (সূক্ত ২১) ৭৬৯. প্র সোমাসো মদচ্যুতঃ শ্রবসে নো মঘোনাম্। সুতা বিদথে অক্রমুঃ ।। ১ ।। ৭৭০. আদীং হংসো যথা গণং বিশ্বস্যাবীবশন্মতিম্। অত্যো ন গোভিরজ্যতে ।। ২ ।। ৭৭১. আদীং ত্রিতস্য

যোষণো হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। ইন্দুমিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ২২)
৭৭২. অয়া পবস্ব দেবয়ু রেভন্‌পবিত্রং পর্যেষি বিশ্বতঃ। মধোর্ধারা অসৃক্ষত ॥ ১ ॥ ৭৭৩. পবতে হর্যতো হরিরতি হ্বরাংসি রংহ্যা। অভ্যর্ষ স্তোতৃভ্যো বীরবদ্‌ যশঃ ॥ ২ ॥ ৭৭৪. প্র সুন্বানায়ান্ধসো মর্তো ন বষ্ট তদ্‌বচঃ। অপ শ্বানমরাধসং হতা মখং ন ভৃগবঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ৭৬৪. মহান মাধ্যমিক রশ্মিগণের মত অজ্ঞানতা নাশকারী সোম জলতরঙ্গ সমূহকে ঊর্ধ্বে নিয়ে যাচ্ছেন ॥ ৭৬৫. পিঙ্গলবর্ণ উজ্জ্বল মেঘসমূহের প্রতি গমনকারী সোম অন্নবল সৃষ্টিকারী জলকে ধারার আকারে ক্ষরিত করছেন ॥ ৭৬৬. অভিষুত সোমসকল ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মরুদ্‌গণ এবং বিষ্ণুর উদ্দেশে ক্ষরিত হোক ॥ ৭৬৭. হে সোম, দেবতার আনন্দপানের জন্য যেমন জলের দ্বারা নদীকে পরিপূর্ণ কর, তেমনি জলের মধুর ক্ষরিত ধারার মত সোমের মদির ধারায় তোমার প্রতি যে জাগরূক তাকে পূর্ণ কর ॥ ৭৬৮. মেঘ হতে নিঃসৃত উজ্জ্বল সোমকে প্রিয় পুত্রের গাত্রমার্জনের মত শোধনের দ্বারা শোভিত করা হচ্ছে। ইন্দ্রের দুই হস্তের দ্বারা মার্জিত হয়ে, যেমন রথকে বলের দ্বারা চালনা করা হয়, সেইভাবে তিনি চালিত হয়ে নদীসমূহের প্রতি যাচ্ছেন ॥ ৭৬৯. মদস্রাবী সোমসকল যজ্ঞে অভিষুত হয়ে আমাদের জন্য ধনসমূহের শ্রেষ্ঠ অন্নধনের জন্য (ঊর্ধ্বে) গমন করছেন ॥ ৭৭০. হংসরূপী আদিত্য যেমন বিশ্বের সকল মানুষের বুদ্ধিতে প্রবেশ করেন, তেমনি সোম জলের সহিত দ্রুতগমনের দ্বারা লোকমধ্যে প্রবেশ করছেন ॥ ৭৭১. ইন্দ্র যেন পান করতে পারেন এইজন্য হরিৎবর্ণ সোমকে ত্রিতের (=ইন্দ্রের) আঙ্গুলগুলি (=রশ্মিসকল) মেঘপুঞ্জকে নিষ্পীড়িত করছে ॥ ৭৭২. হে সোম, দেবকাম তুমি রশ্মিকে আশ্রয় করে শব্দ করতে করতে সকল দিক জুড়ে অঝোর ধারায় ক্ষরিত হও ; তোমার মধুর ধারা ক্ষরিত কর ॥ ৭৭৩. আনন্দময় হরি (=সোম) দ্রুতগমনের দ্বারা কুটিল পথসকল অতিক্রম করে ক্ষরিত হলেন। স্তোতাদের জন্য বীরযুক্ত যশ (=অন্ন) দান করলেন ॥ ৭৭৪. মানুষের কামনাসুলভ স্তুতি যেমন জলকে ঘিরে হয়, তেমনি সোমদেব মেঘ হতে জল নিষ্কাশনের জন্য মেঘকে ঘিরে থাকেন। মাধ্যমিক ভৃগুনামক রশ্মিগণ যেমন যজ্ঞকর্মকে শুষ্ক করেন, তেমনি ক্রুর অদানকারী প্রবল বায়ুকে সোমদেব বিনাশ করন (পূর্বে ৫৫৩ মন্ত্র দ্রষ্টব্য) ॥

তৃতীয় অধ্যায়

॥ সূক্ত সংখ্যা ১৯, মন্ত্র সংখ্যা ৫৫ ॥ দেবতা (সূক্তানুসারে) ১-৫, ১০, ১৫-১৭ পবমান সোম, ৬ অগ্নি, ৭ মিত্র ও বরুণ, ৮, ১২-১৪, ১৮, ১৯ ইন্দ্র, ৯ ইন্দ্রাগ্নী ॥ ছন্দ ১-১০, ১৫, ১৮ গায়ত্রী, ১১ ত্রিস্টুপ্‌, ১২-১৪ প্রাগাথ বৃহতী, ১৬, ১৯ অনুষ্টুপ্‌, ১৭ জগতী ॥ ঋষি ১ জমদগ্নি ভার্গব, ২।৫।১৫ অমহীয়ু আঙ্গিরস, ৩ কশ্যপ মারীচ, ৪, ১০ ভৃগু বারুণি বা জমদগ্নি ভার্গব, ৬, ৭ মেধাতিথি কাণ্ব, ৮ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৯ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণ, ১১ উপমন্যু বাসিষ্ঠ, ১২ শংযু বার্হস্পত্য, ১৩ প্রষ্কণ্ব কাণ্ব, বালখিল্য, ১৪ নৃমেধ আঙ্গিরস, ১৬ নহুষ মানব, ১৭ (১-২) সিকতা নিবাবরী (৩) পৃশ্ন্যোহজা, ১৮ শ্রুতকক্ষ সুকক্ষ আঙ্গিরস, ১৯ জেতা মাধুচ্ছন্দস।

প্রথম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১) ৭৭৫. **পবস্ব** বাচো অগ্রিয়ঃ সোম চিত্রাভিরূতিভিঃ। অভি বিশ্বাণি কাব্যা ॥ ১ ॥ ৭৭৬. **ত্বং সমুদ্রিয়া** অপোঽগ্রিয়ো বাচ ঈরয়ন্‌। **পবস্ব** বিশ্বচর্ষণে ॥ **২** ॥ ৭৭৭. তুভ্যেমা ভুবনা কবে মহিম্নে সোম তস্থিরে। তুভ্যং ধাবন্তি ধেনবঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ২) ৭৭৮. **পবস্বেন্দো** বৃষা সুতঃ কৃধী নো যশসো জনে। বিশ্বা অপ দ্বিষো জহি ॥ ১ ॥ ৭৭৯. যস্য তে সখ্যে বয়ং সাসহ্যাম পৃতন্যতঃ। তবেন্দো দ্যুম্ন উত্তমে ॥ ২ ॥ ৭৮০. যা তে ভীমান্যায়ুধা তিগ্মানি সন্তি ধূর্বণে। রক্ষা সমস্য নো নিদঃ ॥ ৩ ॥ ৭৮১. (সূক্ত ৩) বৃষা সোম দ্যুমাঁ অসি বৃষা দেব বৃষব্রতঃ। বৃষা ধর্মাণি দধ্রিষে ॥ ১ ॥ ৭৮২. বৃষ্ণস্তে বৃষ্ণ্যং শবো বৃষা বনং বৃষা সুতঃ। স ত্বং বৃষন্‌ বৃষেদসি ॥ ২ ॥ ৭৮৩. অশ্বো ন চক্রদো বৃষা সং গা ইন্দো সমর্বতঃ। বি নো রায়ে দুরো বৃধি ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৪) ৭৮৪. বৃষা হ্যসি ভানুনা দ্যুমন্তং ত্বা হবামহে। পবমান স্বর্দৃশম্‌ ॥ ১ ॥ ৭৮৫. যদদ্ভিঃ পরিষিচ্যসে মর্মৃজ্যমান আয়ুভিঃ। দ্রোণে **সধস্থমশ্নুষে** ॥ **২** ॥ ৭৮৬. আ **পবস্ব** সুবীর্যং মন্দমানঃ স্বায়ুধ। ইহো ষ্বিন্দবা গহি ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৫) ৭৮৭. **পবমানস্য** তে বয়ং পবিত্রমভ্যুন্দতঃ। সখিত্বমা বৃণীমহে ॥ ১ ॥ ৭৮৮. যে তে পবিত্রমূর্ময়োঽভিক্ষরন্তি ধারয়া। তেভির্নঃ সোম মৃড়য় ॥ ২ ॥ ৭৮৯. স নঃ পুনান আ ভর রয়িং বীরবতীমিষম্‌। ঈশানঃ সোম বিশ্বতঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ৭৭৫. হে সোম, তোমার স্থান সর্বাগ্রে ; তুমি বিচিত্র বাক্যসামর্থ্যের দ্বারা বিশ্বের সকল কাব্যকে লক্ষ্য করে ক্ষরিত হও ॥ ৭৭৬. তুমি সবার আগে থেকে অন্তরিক্ষ হতে জল ও বাক্যকে প্রেরণ কর। হে বিশ্বদ্রষ্টা ক্ষরিত হও ॥ ৭৭৭. হে কবি সোম, তোমার জন্যই সকল ভুবন বাসযোগ্য হয়েছে। তোমাকে লক্ষ্য করে বাক্‌সমূহ ধাবিত হয় ॥ ৭৭৮. হে বর্ষণকারী ইন্দু, অভিষুত হয়ে ক্ষরিত হও ; লোকমধ্যে আমাদের যশস্বী কর ; সকল দ্বেষ নাশ কর ॥ ৭৭৯. হে ইন্দু, তোমার উত্তম অন্নে পুষ্ট হয়ে আমরা যারা তোমার সখ্যতা লাভ করেছি, সেই আমরা যেন জীবন সংগ্রামে শত্রুজয় করতে পারি ॥ ৭৮০. হে সোম, বিপক্ষ সংহারের জন্য তোমার যে ভয়ঙ্কর আয়ুধ আছে, তার সাহায্যে আমাদের পরাজয় হতে রক্ষা কর ॥ ৭৮১. হে সোম, তুমি দীপ্তিমান, তুমি বর্ষণকারী। হে দেব, বর্ষণকর্মই তোমার ব্রত ; বর্ষণের দ্বারাই তুমি সকল ধর্মকে ধারণ কর ॥ ৭৮২. বর্ষণই তোমার কর্ম ; বর্ষণের জন্যই তোমার বল ; বর্ষণের জন্যই তোমার ভজন ; বর্ষণের জন্যই তুমি অভিষুত। সেই তুমি, হে বৃষন্‌, বর্ষণকারী হও ॥ ৭৮৩. হে ইন্দু, তুমি জলরাশি এবং বেগবান রশ্মিদের সঙ্গে নিয়ে অশ্বের মত চক্রাকারে ভ্রমণ করতে করতে বর্ষণ কর। তুমি আমাদের সম্পদের জন্য বৃষ্টির দুয়ার খুলে দাও ॥ ৭৮৪. হে পবমান সোম, তুমিই বর্ষণকারী ; সূর্যের দ্বারা সূর্যরশ্মির মত ঔজ্জ্বল্যযুক্ত তোমাকে আহ্বান করি ॥ ৭৮৫. রশ্মিসমূহের দ্বারা বার বার শোধিত হয়ে যখন তুমি নিষ্পীড়িত মেঘ থেকে সর্বদিকে জল সিঞ্চন কর তখন বর্ষণকারী মেঘে সারা আকাশ ব্যাপ্ত কর ॥ ৭৮৬. অস্ত্রে সুসজ্জিত, আনন্দবিধায়ক, হে ইন্দু, সুবীর্য বারি ক্ষরণ কর ; শোভনরূপে আমাদের কাছে এস ॥ ৭৮৭. হে সোম, আমরা তোমার পবিত্র রসধারায় সিক্ত হয়ে তোমাকে সখিত্বে বরণ করি ॥ ৭৮৮. হে সোম, তোমার যে তরঙ্গায়িত জলরাশিকে ধারারূপে ক্ষরিত কর সেই পবিত্রধারায় আমাদের সুখী কর ॥ ৭৮৯. হে সোম, সেই তুমি আমাদের জন্য বীর্যযুক্ত অন্ন ধন আন, যে তুমি সর্ব জগতের ঈশ্বর ॥

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৬) ৭৯০. অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্‌।

অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ ॥ ১ ॥ ৭৯১. অগ্নিমগ্নিং হবীমভিঃ সদা হবন্ত বিশ্‌-পতিম্ । হব্যবাহং পুরুপ্রিয়ম্ ॥ ২ ॥ ৭৯২. অগ্নে দেবাঁ ইহা বহ জজ্ঞানো বৃক্তবর্হিষে । অসি হোতা ন ঈড্যঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৭) ৭৯৩. মিত্রং বয়ং হবামহে বরুণং সোমপীতয়ে । যা জাতা পূতদক্ষসা ॥ ১ ॥ ৭৯৪. ঋতেন যাবৃতাবৃধাবৃতস্য জ্যোতিষস্পতী । তা মিত্রাবরুণা হুবে ॥ ২ ॥ ৭৯৫. বরুণঃ প্রাবিতা ভুবন্মিত্রো বিশ্বাভিরূতিভিঃ । করতাং নঃ সুরাধসঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৮) ৭৯৬. ইন্দ্রমিদ্ গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ । ইন্দ্রং বাণীরনূষত ॥ ১ ॥ ৭৯৭. ইন্দ্র ইদ্ধর্যোঃ সচা সম্মিশ্ল আ বচোযুজা । ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ ॥ ২ ॥ ৭৯৮. ইধদ্র বাজেষু নোঽব সহস্রপ্রধনেষু চ । উগ্র উগ্রাভিরূতিভিঃ ॥ ৩ ॥ ৭৯৯. ইন্দ্রো দীর্ঘায় চক্ষস আ সূর্যং রোহয়দ্ দিবি । বি গোভিরদ্রিমৈরয়ৎ ॥ ৪ ॥ (সূক্ত ৯) ৮০০. ইন্দ্রে অগ্না নমো বৃহৎ সুবৃক্তিমেরয়ামহে ; ধিয়া ধেনা অবস্যবঃ ॥ ১ ॥ ৮০১. তা হি শশ্বন্ত ঈডত ইত্থা বিপ্রাস ঊতয়ে । সবাধো বাজসাতয়ে ॥ ২ ॥ ৮০২. তা বাং গীর্ভির্বিপন্যুবঃ প্রযস্বন্তো হবামহে । মেধসাতা সনিষ্যবঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ৭৯০. এই যজ্ঞের মঙ্গলসম্পাদক, দেবগণের দূত, হোতা, বিশ্বধন অগ্নিকে বরণ করি ॥ ৭৯১. অগ্নিকে যজ্ঞকারিগণ মন্ত্রের দ্বারা সদা আহ্বান করেন যে অগ্নি জনগণের পালক, হব্যবাহী, বহুপ্রিয়। ৭৯২. হে অগ্নি, ঋত্বিকের জন্য অরণিজাত হয়ে (অথবা অন্তরিক্ষে জন্মলাভ করে) দেবগণকে এই স্থানে আন। দেবগণের আহ্বাতা তুমি আমাদের পূজ্য ॥ ৭৯৩. যাঁরা কর্মের জন্য আবির্ভূত শুদ্ধবলসম্পন্ন সেই মিত্র ও বরুণকে সোমপানের জন্য আহ্বান করি॥ ৭৯৪. সৎ-কর্মের দ্বারা যে দুইজন উদক তথা সৎকর্মের বৃদ্ধিকারক এবং সত্য জ্যোতির পালক সেই মিত্র ও বরুণকে আহ্বান করি ॥ ৭৯৫. বরুণ ও মিত্র উত্তমরূপে রক্ষক হয়ে সকলপ্রকার রক্ষণকর্মের দ্বারা আমাদের উৎকৃষ্ট সর্বার্থসিদ্ধিকর ধনসম্পন্ন করুন ॥ ৭৯৬. সামগানকারী বৃহৎ সামে, ঋগ্বেদীয় হোতা ঋক্‌মন্ত্রে এবং যজুর্বেদীগণ যজুর্মন্ত্রে ইন্দ্রকে স্তব করেন ॥ ৭৯৭. ইন্দ্রই উদক ও বিদ্যুতের সম্যক মিশ্রণকর্তা (=উদক ও বিদ্যুতের মিশ্রণ ক্রিয়া থেকে বৃষ্টি হয়)। তাঁর ইচ্ছামাত্রই রশ্মিগণ যুক্ত হয় ; ইন্দ্রদেব বজ্রধারী ও হিরন্ময় । [জ্যোতি ও উদক=হরি। উদক ও বিদ্যুতের মিশ্রণক্রিয়ায় বর্ষা হয় । উদক ও বিদ্যুতের সম্যক্ মিশ্রণকর্তা ইন্দ্র] ॥ ৭৯৮. হে ইন্দ্র, তুমি উগ্র (=উগ্রকার্যের দ্বারা কর্মকে মিলিত করে থাক ; তোমার উগ্রতারূপ সকলপ্রকার রক্ষণশক্তির দ্বারা অন্নে ও সহস্রধনে আমাদের রক্ষা কর ॥ ৭৯৯. ইন্দ্র চিরকাল দর্শনের জন্য সূর্যকে দ্যুলোকে স্থাপিত করেছেন ; জলের জন্য মেঘকে বিশেষভাবে প্রেরণ করেছেন ॥ ৮০০. ইন্দ্র ও অগ্নির কাছে যে সুশোভন প্রভূত অন্ন আছে সে অন্নের দ্বারা রক্ষা ইচ্ছা করে আমরা মন ও বাক্যের দ্বারা ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি উচ্চারণ করি ॥ ৮০১. সেই ইন্দ্র ও অগ্নিকে নিত্যই এইভাবে বিপ্রগণ অন্ন ধনলাভের জন্য, সকল রক্ষার জন্য, অতি আগ্রহের সঙ্গে স্তুতি করেন ॥ ৮০২. সেই যজ্ঞধন তোমাদের দুজনকে, হে ইন্দ্র ও অগ্নি, অন্নবান ধন-কামী আমরা বিপ্রগণ স্তোত্র উচ্চারণ করে আহ্বান করি ॥

তৃতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ১০) ৮০৩. বৃষা পবস্ব ধারয়া মরুত্বতে চ মৎসরঃ । বিশ্বা দধান ওজসা ॥ ১ ॥ ৮০৪. তং ত্বা ধর্তারমোণ্যোঽঽপবমান স্বর্দৃশম্ । হিন্বে বাজেষু বাজিনম্ ॥ ২ ॥ ৮০৫. অয়া চিত্তো বিপানয়া হরিঃ পবস্ব ধারয়া । যুজং বাজেষু চোদয় ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১১) ৮০৬. বৃষা শোণো অভিকনিক্রদদ্ গা

নদয়ন্নেষি পৃথিবীমুত দ্যাম্ । ইন্দ্রস্যেব বগ্নুরা শৃণ্ব আজৌ প্রচোদয়ন্নর্ষসি বাচ-মেমাম্ ॥ ১ ॥ ৮০৭. রসায্যঃ পয়সা পিন্বমান ঈরয়ন্নেষি মধুমন্তমংশুম্ । পবমান সন্তনিমেষি কৃণ্বন্নিন্দ্রায় সোম পরিষিচ্যমানঃ ॥ ২ ॥ ৮০৮. এবা পবস্ব মদিরো মদায়োদগ্রাভস্য নময়ন্ বধস্নুম্ । পরি বর্ণং ভরমাণো রুশন্তং গব্যুর্নো অর্ষ পরি সোম সিক্তঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ৮০৩. হে বর্ষণকারী সোম, মরুদ্‌গণসমন্বিত ইন্দ্রের আনন্দের জন্য আনন্দধারা প্রবাহিত কর, যাঁরা সকলকিছু বলের দ্বারা ধারণ করে আছেন ॥ ৮০৪. হে পবমান সোম, তুমিই সূর্য, দ্যু ও পৃথিবীর ধারণকর্তা, এবং অন্নবান। সেই তোমাকে আমরা অন্নের মধ্যে প্রাপ্ত হই ॥ ৮০৫. হে সোম, তুমি সকল বস্তু হরণ-কারী, তুমি প্রজ্ঞান ; তুমি শব্দযুক্ত ধারায় ক্ষরিত হও ; তোমার সখাকে (=বারি-রাশিকে) অন্নসমূহে প্রেরণ কর ॥ ৮০৬. বর্ষণকারী গতিযুক্ত সোম রশ্মিগণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দ করতে করতে দ্যু ও পৃথিবীর মধ্যে বিচরণ করতে লাগলেন। ইন্দ্রের বজ্রের মত তাঁর শব্দ শোনা যাচ্ছে। হে সোম, তুমি (মেঘের সঙ্গে) যুদ্ধে গমনকালে এই বাক্য বর্ষণ করে থাক ॥ ৮০৭. হে রসময় সোম, জলের সঙ্গে তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। তোমার সুমধুর সোমরস সঙ্গে নিয়ে তুমি আসছো। ক্ষরণশীল তুমি অবিরাম ধারায় ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হও ॥ ৮০৮. তুমি মদকর, হর্ষের জন্য ক্ষরিত হও ; জলবর্ষী মেঘকে আপন নিয়মে বশীভূত কর ; হে সোম, তুমি জলযুক্ত হয়ে উজ্জ্বলবর্ণ ধারণ করে চতুর্দিক সিক্ত করে ক্ষরিত হও ॥

চতুর্থ খণ্ড ঃ (সূক্ত ১২) ৮০৯. ত্বামিদ্ধি হবামহে সাতৌ বাজস্য কারবঃ। ত্বাং বৃত্রেষ্বিন্দ্র সৎপতিং নরস্ত্বা কাষ্ঠাস্ববর্তঃ ॥ ১ ॥ ৮১০. স ত্বং নশ্চিত্র বজ্রহস্ত ধৃষ্ণুয়া মহঃ স্তবানো অদ্রিবঃ। গামশ্বং রথ্যমিন্দ্র সং কির সত্রা বাজং ন জিগ্যুষে ॥ ২॥ (সূক্ত ১৩) ৮১১. অভি প্র বঃ সুরাধসমিন্দ্রমর্চ যথা বিদে। যো জরিতৃভ্যো মঘবা পুরূবসুঃ সহস্রেণেব শিক্ষতি ॥ ১ ॥ ৮১২. শতানীকেব প্র জিগাতি ধৃষ্ণুয়া হন্তি বৃত্রাণি দাশুষে। গিরেরিব প্র রসা অস্য পিন্বিরে দত্রাণি পুরুভোজসঃ ॥ ২ ॥ (সূক্ত ১৪) ৮১৩. ত্বামিদা হ্যো নরোঽপীপ্যন্ বজ্রিন্ ভূর্ণয়ঃ। স ইন্দ্র স্তোমবাহস ইহ শ্রুধ্যুপ স্বসরমা গহি ॥ ১ ॥ ৮১৪. মৎস্বা সুশিপ্রিন্ হরিবস্তমীমহে ত্বয়া ভূষন্তি বেধসঃ। তব শ্রবাংস্যুপমান্যুক্‌থ্য সুতেষ্বিন্দ্র গির্বণঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ ৮০৯. আমরা স্তোতারা তোমাকেই ডাকি অন্নবল লাভের আশায়। হে ইন্দ্র, যে তুমি মেঘপুঞ্জে অবস্থিত জলরাশির মধ্যে অশ্বরশ্মিরূপে অবস্থান করে মেঘবিদারণের দ্বারা সৎকর্মের সাধক হও, নরগণ সেই তোমাকেই ডাকে ॥ ৮১০. হে বিচিত্র, হে বজ্রহস্ত, হে মহান বলযুক্ত (বা স্তবযুক্ত) মেঘবিদারণকারী ইন্দ্র. সংগ্রামে বিজয়ীদের মধ্যে রথযুথ অশ্ব, গো এবং অন্ন প্রভৃতি যেভাবে প্রদত্ত হয় সেইভাবে তুমি ধার্ষ্ট্যযুক্ত হয়ে আমাদের জন্য প্রচুর বারি বর্ষণ কর ॥ ৮১১. আমি যেমন করি তোমরাও তোমাদের মঙ্গলের জন্য শোভন সর্ব সিদ্ধিকর ধনবিশিষ্ট ইন্দ্রের কাছে সেইভাবে প্রার্থনা কর, যিনি মহান দাতা বহুধনযুক্ত এবং স্তোতাকে সহস্রপ্রকারে দান করে থাকেন ॥ ৮১২. শতব্যূহযুক্ত সেনার মত প্রগল্‌ভ হয়ে তিনি যাচ্ছেন, তিনি হব্যদাতার জন্য মেঘপুঞ্জকে হনন করছেন। বহুলোকের পালক ইন্দ্র মেঘের মত স্বর্ণোজ্জ্বল তার রসধারা প্রদান করছেন। ৮১৩. তোমাকে

হে বজ্রধারী ইন্দ্র, কর্মব্যস্ত যজ্ঞনেতারা কাল ও আজ সোমপান করিয়েছেন। সেই ইন্দ্র সামগানকারিদের গান শুনুন, তাঁদের গৃহে আসুন ॥ ৮১৪. হে উদকবান, আনন্দে মত্ত হও ; হে অশ্বযুক্ত (=রশ্মিযুক্ত) ইন্দ্র, তোমার কাছে আমরা প্রার্থনা করি ; তোমার প্রদত্ত সোমকে প্রাজ্ঞগণ ভূষিত করেছেন। হে ইন্দ্র, হে স্তুতিপ্রিয়, অভিষুত সোমে তোমার উদ্দেশে যে প্রশংসনীয় স্তুতি উচ্চারিত হয় তা-ই তোমার প্রদত্ত অন্নসমূহের উপমা ॥

পঞ্চম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৫) ৮১৫. যস্তে মদো বরেণ্যস্তেনা পবস্বান্ধসা। দেবাবীরঘশংসহা ॥ ১ ॥ ৮১৬. জঘ্নির্বৃত্রমমিত্রিয়ং সস্নির্বাজং দিবেদিবে। গোষাতিরশ্বসা অসি ॥ ২ ॥ ৮১৭. সম্মিশ্লো অরুষো ভুবঃ সূপস্থাভির্ন ধেনুভিঃ। সীদঞ্ছ্যেনো ন যোনিমা ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৬) ৮১৮. অয়ং পূষা রয়ির্ভগঃ সোমঃ পুনানো অর্ষতি। পতির্বিশ্বস্য ভূমনো ব্যখ্যদ্ রোদসী উভে ॥ ১ ॥ ৮১৯. সমু প্রিয়া অনূষত গাবো মদায় ঘৃষ্বয়ঃ। সোমাসঃ কৃণ্বতে পথঃ পবমানাস ইন্দবঃ ॥ ২ ॥ ৮২০. য ওজিষ্ঠস্তমা ভর পবমান শ্রবায্যম্। যঃ পঞ্চ চর্ষণীরভি রয়িং যেন বনামহে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৭) ৮২১. বৃষা মতীনাং পবতে বিচক্ষণঃ সোমো অহ্নাং প্রতরীতোষসাং দিবঃ। প্রাণা সিন্ধূনাং কলশাং অচিক্রদদিন্দ্রস্য হার্দ্যাবিশন্ মনীষিভিঃ ॥ ১ ॥ ৮২২. মনীষিভিঃ পবতে পূর্ব্যঃ কবির্নৃভির্যতঃ পরি কোশাং অসিষ্যদৎ। ত্রিতস্য নাম জনয়ন্ মধু ক্ষরন্নিন্দ্রস্য বায়ুং সখ্যায় বর্ধয়ন্ ॥ ২ ॥ ৮২৩. অয়ং পুনানো উষসো অরোচয়দয়ং সিন্ধুভ্যো অভবদু লোককৃৎ। অয়ং ত্রিঃ সপ্ত দুদুহান আশিরং সোমো হৃদে পবতে চারু মৎসরঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ৮১৫. হে সোম, যে আনন্দ বরণীয়, যা দেবগণকে মত্ত করে এবং অন্ধকার নাশ করে সেই অন্নরূপ আনন্দরস ধারণ করে ক্ষরিত হও ॥ ৮১৬. হে সোম, তুমি আমার বিরুদ্ধপক্ষ মেঘপুঞ্জকে হনন করে প্রতিদিন বারিরূপ অন্ন ভাগ করে দিয়ে তুমি জলাবতরণকারী ও আয়ুরূপ রশ্মিসমূহের প্রদানকারী হও ॥ ৮১৭. হে সোম, তুমি সুস্বাদু জল এবং বাকের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে দীপ্তরূপ ধারণ করে স্বস্থানে উপবেশন কর, যেমন ইন্দ্র তাঁর স্বস্থান অন্তরিক্ষে দ্রুত গমন করেন (অথবা যেমন শ্যেনপক্ষী নিজ বাসস্থানে দ্রুত গমন করে) ॥ ৮১৮. ইনিই পোষণকারী, ইনিই ভজনীয় সম্পদ, ইনি শোধিত হয়ে যাচ্ছেন ; ইনি বিশ্বভুবনের পতি ; ইনি দ্যুলোক ও ভূলোককে পরস্পর থেকে পৃথক করেছেন ॥ ৮১৯. স্তুতিসমূহ যেন পরস্পর প্রতিযোগী হয়ে সোমের স্তব করলো। পবমান সোমধারা নিজের পথ করে নিয়ে ক্ষরিত হলেন ॥ ৮২০. হে পবমান সোম, তোমার যে প্রখ্যাত উত্তম বলযুক্ত ধন আছে তা এনে দাও ; যে ধন তুমি পঞ্চ জনের জন্য আন তা যেন আমরা পাই ॥ ৮২১. সোমদেব সকলকে অনুগ্রহ বুদ্ধিতে দর্শন করেন, তিনি বর্ষণক্রিয়ার দ্বারা বুদ্ধিসমূহের বর্ষণকারী, তিনি দ্যুলোকের ঊষার আলোকে বিস্তৃত করে দিন করেন (=মেঘ হতে বারিবর্ষণের দ্বারা আলোকের বিস্তার সাধন করেন)। তিনি নদীসমূহের প্রাণ জলরাশিকে সৃষ্টি করেন ; ইন্দ্রের প্রিয় সোম প্রজ্ঞাযোগে সব কিছুতে প্রবিষ্ট হন ॥ ৮২২. প্রজ্ঞাসম্পন্ন নৃত্যশালী রশ্মিগণের দ্বারা গতিযুক্ত হয়ে চিরায়ত কবি সোম মেঘকে ঘিরে বসলেন। তিনি ত্রিত ইন্দ্রের (=ক্ষিতি, জল ও অন্তরিক্ষলোকে বিরাজমান ইন্দ্রের) জল সৃষ্টি করলেন, মধুর জলকে ক্ষরিত করলেন এবং বায়ুকে সখ্যতার জন্য বর্ধিত করলেন (অর্থাৎ বায়ুর সহায়তায় বর্ষণ করলেন) ॥

৮২৩. ইনি ক্ষরিত হয়ে ঊষার আলোককে প্রকাশিত করেন ; ইনি নদীসমূহ হতে উৎপন্ন হয়েছেন এবং ইনি ত্রিলোকের স্রষ্টা। সপ্তলোক বার বার দোহন করে হৃদয়ের আনন্দদায়ক শোভন সোম ক্ষরিত হচ্ছেন ॥

ষষ্ঠ খণ্ডঃ (সূক্ত ১৮) ৮২৪. এবা হ্যসি বীরয়ুরেবা শূর উত স্থিরঃ। এবা তে রাধ্যং মনঃ ॥ ১ ॥ ৮২৫. এবা রাতিস্তুবিমঘ বিশ্বেভির্ধায়ি ধাতৃভিঃ। অধা চিদিন্দ্র নঃ সচা ॥ ২ ॥ ৮২৭. মোষু ব্রহ্মেব তন্দ্রয়ুর্ভুবো বাজানাং পতে। মৎস্বা সুতস্য গোমতঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৯) ৮২৭. ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্‌ৎসমুদ্রব্যচসং গিরঃ। রথীতমং রথীনাং বাজানাং সৎপতিং পতিম্ ॥ ১ ॥ ৮২৮. সখ্যে ত ইন্দ্র বাজিনো মা ভেম শবসস্পতে। ত্বামভি প্র নোনুমো জেতারমপরাজিতম্ ॥ ২ ॥ ৮২৯. পূর্বীরিন্দ্রস্য রাতয়ো ন বিদস্যন্ত্যূতয়ঃ। যদা বাজস্য গোমতস্তোতৃভ্যো মংহতে মঘম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ৮২৪. হে শূর, তুমি অবিচল, তুমি বীর্যকামী, তুমি এইরূপ ; তোমার আরাধ্য মনও এইরূপ ॥ ৮২৫. হে বহুধন ইন্দ্র, এই যে তোমার দান তা বিশ্বের সকল ধারণযোগ্য বস্তুর দ্বারা ধৃত হয়। এখন, হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের সঙ্গে মিলিত হও ॥ ৮২৬. হে অন্নসমূহের অধিপতি, ক্লান্ত হয়ে নিদ্রাযুক্ত হয়ো না ; সর্বজ্ঞানসম্পন্নের মত অভিষুত গব্যযুক্ত সোমে হৃষ্ট হও ॥ ৮২৭. যিনি আকাশের মত সর্বব্যাপী, যিনি রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রথী, যিনি অন্ন ও সকল জীবের রক্ষক, সেই ইন্দ্রকে সকল স্তবস্তুতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত করে ॥ ৮২৮. হে ইন্দ্র, তোমার সখিত্বে আমরা অন্নবান (বা বেগবান) ; হে বলপতি, আমরা ভীত নই ; তোমা অভিমুখে বার বার প্রণত হই, তুমি জেতা অপরাজিত ॥ ৮২৯. ইন্দ্রের দান চিরন্তন ; তাঁর পালনসামর্থ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না যদি তিনি জলের সঙ্গে অন্নবল ধন দান করেন ॥

চতুর্থ অধ্যায়

॥ সূক্ত সংখ্যা ১৯, মন্ত্র সংখ্যা ৫৬ ॥ দেবতা (সূক্তানুসারে) ১-৪।৯।১০।১৪-১৬ পবমান সোম, ৫।১৭ অগ্নি, ৬ মিত্র ও বরুণ, ৭ মরুদ্‌গণ ও ইন্দ্র, ৮ ইন্দ্রাগ্নী, ১১-১৩। ১৮।১৯ ইন্দ্র ॥ ছন্দ ১-৮।১৪ গায়ত্রী, ৯ (৩) দ্বিপদা বিরাট্, ১০ ত্রিষ্টুপ্, ৯ (১,২)।১১।১৩ বার্হত প্রগাথ, ১২ বৃহতী, ১৫।১৯ অনুষ্টুপ্, ১৬ জগতী, ১৭ (১) বিষমা ককুপ্ ; (২) সমা সতোবৃহতী, ১৮ উষ্ণিক্ ॥ ঋষি ১ জমদগ্নি ভার্গব, ২ ভৃগু বারুণি বা জমদগ্নি ভার্গব, ৩ কবি ভার্গব, ৪ কশ্যপ মারীচ, ৫ মেধাতিথি কাণ্ব, ৬।৭ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৮ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ৯ সপ্ত ঋষি (ভরদ্বাজ—কশ্যপ —গোতম—অত্রি—বিশ্বামিত্র—জমদগ্নি—বসিষ্ঠ), ১০ পরাশর শাক্ত্য, ১১ পুরুহন্মা আঙ্গিরস, ১২ মেধ্যাতিথি কাণ্ব, ১৩ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ১৪ ত্রিত আপ্ত্য, ১৫ যযাতি নাহুষ, ১৬ পবিত্র আঙ্গিরস, ১৭ সোভরি কাণ্ব, ১৮ গোষূক্তি ও অশ্বসূক্তি কাণ্বায়ন, ১৯ তিরশ্চী আঙ্গিরস ॥

প্রথম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১) ৮৩০. এতে অসৃগ্রমিন্দবস্তিরঃ পবিত্রমাশবঃ। বিশ্বান্যভি-

সৌভগা ॥ ১ । ৮৩১. বিঘ্নন্তো দুরিতা পুরু সুগা তোকায় বাজিনঃ। ত্মনা কৃণ্বন্তো অর্বতঃ ॥ ২ ॥ ৮৩২. কৃণ্বন্তো বরিবো গবেঽভ্যর্ষন্তি সুষ্টুতিম্‌। ইডামস্মভ্যং সংযতম্‌ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ২) ৮৩৩. রাজা মেধাভিরীয়তে পবমানো মনাবধি। অন্তরিক্ষেণ যাতবে ॥ ১ ॥ ৮৩৪. আ নঃ সোম সহো জুবো রূপং ন বর্চসে ভর। সুষ্বণো দেববীতয়ে ॥ ২ ॥ ৮৩৫. আ ন ইন্দো শাতগ্বিনং গবাং পোষং স্বশ্ব্যম্‌। বহা ভগত্তিমূতয়ে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৩) ৮৩৬. তং ত্বা নৃম্ণানি বিভ্রতং সধস্থেষু মহো দিবঃ। চারুং সুকৃত্যয়েমহে ॥ ১ ॥ ৮৩৭. সবৃক্তধৃষ্ণুমুক্‌থ্যং মহামহিব্রতং মদম্‌। শতং পুরো রুরুক্ষণিম্‌ ॥ ২ ॥ ৮৩৮. অতস্ত্বা রয়িরভ্যযদ্‌রাজানং সুক্রতো দিবঃ। সুপর্ণো অব্যথী ভরৎ ॥ ৩ ॥ ৮৩৯. অধা হিন্বান ইন্দ্রিয়ং জ্যায়ো মহিত্বমানশে। অভিষ্টিকৃদ্‌ বিচর্ষণিঃ ॥ ৪ ॥ ৮৪০. বিশ্বস্মা ইৎ স্বদৃশে সাধারণং রজস্তুরম্‌। গোপামৃতস্য বির্ভরৎ ॥ ৫ ॥ (সূক্ত ৪) ৮৪১. ইষে পবস্ব ধারয়া মৃজ্যমানো মনীষিভিঃ। ইন্দো রুচাভি গা ইহি ॥ ১ ॥ ৮৪২. পুনানো বরিবস্কৃধ্যূর্জং জনায় গির্বণঃ। হরে সৃজন আশিরম্‌ ॥ ২ ॥ ৮৪৩. পুনানো দেববীতয়ে ইন্দ্রস্য যাহি নিষ্কৃতম্‌। দ্যুতানো বাজিভির্হিতঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ৮৩০. সকল সৌভাগ্যকে লক্ষ্য করে এই সোমধারা রশ্মিকে আশ্রয় করে দ্রুত বিস্তার লাভ করছেন ॥ ৮৩১. বহুস্থনে গমনকারী অন্নবান সোম বিঘ্ন দূর করে প্রজননের জন্য নিজ আত্মাকে গতিশীল করেছেন ॥ ৮৩২. আমাদের সংযত সুস্তুতিতে প্রীত হয়ে রশ্মিতে প্রস্তুত বারিধারা বর্ষিত হচ্ছেন ॥ ৮৩৩. পবমান রাজা সোম অন্তরিক্ষ পথে গমনের জন্য স্তোতাদের দ্বারা একাগ্রচিত্তে স্তুত হচ্ছেন ॥ ৮৩৪. হে সোম, দেবতাদের আনন্দের জন্য তুমি নিষ্পীড়িত হয়েছ ; তুমি আমাদের উজ্জলরূপ ও বিপক্ষপরাভবকারী শক্তি দাও ॥ ৮৩৫. হে ইন্দু, আমাদের সকল প্রকার সামর্থ্যের জন্য সহস্রধারার বারিধন দান কর যা আমাদের আয়ু, গতি, পুষ্টি ও সম্পদ দেবে ॥ ৮৩৬. তোমাকে মহান দ্যুলোকের নিবাসস্থানসমূহে বলসেনারা (—রশ্মিগণ) ধারণ করে আছে ; সেই চারু মঙ্গলময় তোমার কাছে বারিধন যাচ্‌ঞা করি ॥ ৮৩৭. তোমার মত্ততাযুক্ত মহাব্রত এই যে, তুমি প্রশংসনীয় বলের দ্বারা মেঘের শতপুর ছিন্নভিন্ন করে ধ্বংসকারী ॥ ৮৩৮. সুতরাং সুকর্মা তোমাকে সুপর্ণ রশ্মিগণ আকাশ হতে অবাধে আহরণ করে আনে, কারণ তুমিই ধনদানের রাজা ॥ ৮৩৯. তারপর অভীষ্টবর্ষী, সর্বদ্রষ্টা সোম নিজ মহিমায় বৃহৎ আকার ধারণ করে ব্যাপ্ত হলেন ॥ ৮৪০. সকলের জন্যই সূর্যদর্শনের নিমিত্ত তিনি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অন্তরিক্ষে গমনকারী, জলের রক্ষাকারী, সকলের পক্ষে সমানভাবে জলবিতরণকারী ॥ ৮৪১. হে ইন্দু, মনীষিদের দ্বারা শোধিত হয়ে অন্নলাভের জন্য ধারারূপে ক্ষরিত হও ; দীপ্তিশোভা ধারণ করে জলরাশির দিকে গমন কর ॥ ৮৪২. হে হরি (—হরিৎবর্ণ সোম বা সর্ববস্তু হরণকারী), তুমি জনগণের প্রার্থনা পূরণের জন্য স্তুতিযুক্ত হয়ে জলমিশ্রিত অন্নধন বিতরণ কর ॥ ৮৪৩. তুমি দীপ্তিময়, বলমধ্যে নিহিত দেবগণের আনন্দের জন্য পরিস্রুত হয়ে নির্গমনের জন্য ইন্দ্রের কাছে গমন কর ॥

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৫) ৮৪৪. অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে কবিগৃর্হপতির্যুবা। হব্যবাড্‌ জুহ্বাস্যঃ ॥ ১ ॥ ৮৪৫. যস্ত্বামগ্নে হবিষ্পতির্দূতং দেব সপর্যতি। তস্য স্ম প্রাবিতা ভব ॥ ২ ॥ ৮৪৬. যো অগ্নিং দেববীতয়ে হবিষ্মাঁ আবিবাসতি। তস্মৈ পাবক মৃড়য় ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৬) ৮৪৭. মিত্রং হুবে পূতদক্ষং বরুণং চ রিশাদসম।

ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা ॥ ১ ॥ ৮৪৮. ঋতেন মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবৃতস্পৃশা। ক্রতুং বৃহন্তমাশাথে ॥ ২ ॥ ৮৪৯. কবী নো মিত্রাবরুণা তুবিজাতা উরুক্ষয়া। দক্ষং দধাতে অপসম্ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৭) ৮৫০. ইন্দ্রেন সং হি দৃক্ষসে সংজগ্মানো অবিভ্যুষা। মন্দূ সমানবর্চসা ॥ ১ ॥ ৮৫১. আদহ স্বধামনু পুনর্গর্ভত্বমেরিরে। দধানা নাম যজ্ঞিয়ম্ ॥ ২ ॥ ৮৫২. বীলু চিদারুজত্নুভির্গুহা চিদিন্দ্র বহ্নিভিঃ। অবিন্দ উস্রিয়া অনু ॥ ৩ । (সূক্ত ৮) ৮৫৩. তা হুবে যয়োরিদং পপ্নে বিশ্বং পুরা কৃতম্। ইন্দ্রাগ্নী ন মর্ধতঃ ॥ ১ ॥ ৮৫৪. উগ্রা বিঘনিনা মৃধ ইন্দ্রাগ্নী হবামহে। তা নো মৃড়াত ঈদৃশে ॥ ২ ॥ ৮৫৫. হথো বৃত্রাণ্যার্যা হথো দাসানি সৎপতী। হথো বিশ্বা অপ দ্বিষঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ৮৪৪. কবি (=ক্রান্তদর্শী), গৃহপতি (=সকল গৃহের রক্ষক), যুবা (=অনেক কর্মা), হব্যবাহী (=দেবগণের নিকট আহুতি বহনকারী), জুহু-আস্য (=পূর্বমুখী) অগ্নিদেব অগ্নিদ্বারা সুপ্রজ্বলিত হন ॥ ৮৪৫. হে অগ্নি, হে দেব, তুমি দেবদূত, যে হবির পতি (=অন্নের অধিকারী=যজমান) তোমাকে পরিচর্যা করে তুমি অবশ্যই তার রক্ষক হও ॥ ৮৪৬. যে হবিষ্মান্ (=হবি বা অন্নযুক্ত যজমান) দেবগণের আনন্দের জন্য (অথবা দেবগণের হবি ভক্ষণের জন্য) অগ্নিকে পরিচর্যা করে, হে পাবক (=পবিত্রতাকারক অগ্নি), তুমি তাকে সুখী কর ॥ ৮৪৭. পবিত্রবল মিত্রকে আহ্বান করি, হিংসানাশকারী বরুণকেও আহ্বান করি ; তাঁরা বর্ষণপ্রেরণ কর্মের সাধক ॥ ৮৪৮. হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা উদকবর্ধক ও উদক-স্পর্শী, তোমরা সৎকর্মের জন্য মহান যজ্ঞকে ব্যাপ্ত করেছ ॥ ৮৪৯. মিত্র ও বরুণ উভয়ে ক্রান্তদর্শী, বহুর জন্য জাত, অন্তরিক্ষে বাসকারী ; তাঁরা বল ও কর্মকে ধারণ করে আছেন ॥ ৮৫০. হে মরুৎগণ, তোমরা ভয়বর্জিত, নিত্যপ্রমুদিত ও তুল্য দীপ্তি-বিশিষ্ট হয়ে ইন্দ্রের সঙ্গেই মিলিতভাবে দৃষ্ট হয়ে থাক (=বর্ষণকার্যের জন্য একত্র থাক) ॥ ৮৫১. তারপর (অর্থাৎ বর্ষণের পরেই) ভবিষ্যতে যে অন্ন (বা উদক) জন্মাবে তাকে লক্ষ্য করে মরুদ্গণ যজ্ঞযোগ্য নাম ধারণ করতে করতে (অর্থাৎ কর্মের উপযোগী নাম বা নমনীয়তা স্বীকার করে) পুনরায় জলের গর্ভাকার প্রেরণ করেন (=অন্তরিক্ষে কর্মসম্পাদি উদকেব সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত হন) ॥ ৮৫২. হে ইন্দ্র (=ইন্দ্ররূপী সূর্য, তুমি দুর্গম স্থানে অবস্থানকারী মরুদ্ বায়ুগণের সঙ্গে থেকে অন্ধকাররূপ গুহাতে অবস্থিত রশ্মিগণকে উদ্ধার করলে (অর্থাৎ প্রাণবায়ুদের সঙ্গে মিলিত থেকে রাত্রি অবসানে পুনরায় উদিত হলে) ॥ ৮৫৩. যাঁদের পালন করার ইচ্ছা হতে পূরাকালে এই সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়েছে সেই ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করি। ইন্দ্র ও অগ্নি হিংসা করেন না ॥ ৮৫৪. উগ্র, বিঘ্নবিনাশক ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করি। তাঁরা আমাদের বিঘ্ন বিনাশ করে এইভাবেই যেন সুখী করেন। ৮৫৫. হে আর্য, হে সৎকর্মের পালক ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা বৃত্র ধ্বংস কর, অনিষ্টকারক শক্তিকে ধ্বংস কর. সকল অপশক্তিকে বিনাশ কর ॥

তৃতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৯) ৮৫৬. অভি সোমাস আয়বঃ পবন্তে মদ্যং মদম্। সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপে মনীষিণো মৎসরাসো মদচ্যুতঃ ॥ ১ ॥ ৮৫৭. তরৎ সমুদ্রং পবমান ঊর্মিণা রাজা দেব ঋতং বৃহৎ। অর্ষা মিত্রস্য বরুণস্য ধর্মণা প্র হিন্বান ঋতং বৃহৎ ॥ ২ ॥ ৮৫৮. নৃভির্যেমাণো হর্যতো বিচক্ষণো রাজা দেবঃ সমুদ্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১০) ৮৫৯. তিস্রো বাচ ঈরয়তি প্র বহ্নির্ঋতস্য ধীতিং ব্রহ্মণো মনীষাম্। গাবো যন্তি গোপতিং পৃচ্ছমানাঃ সোমং যন্তি মতয়ো বাবশানাঃ

॥ ১ ॥ ৮৬০. সোমং গাবো ধেনবো বাবশানাঃ সোমং বিপ্রা মতিভিঃ পৃচ্ছমানাঃ। সোমঃ সুত ঋচ্যতে পূয়মানঃ সোমং অর্কাস্ত্রিষ্টুভঃ সং নবন্তে ॥ ২ ॥ ৮৬১. এবা নঃ সোম পরিষিচ্যমান আ পবস্ব পূয়মানঃ স্বস্তি ইন্দ্রমা বিশ বৃহতা মদেন বর্ধয়া বাচং জনয়া পুরন্ধিম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ৮৫৬. সূর্যের জন্য (সূর্যরশ্মির দ্বারা) ঊর্ধ্বাকাশে অবস্থিত, মনের অভিলাষ পূর্ণকারী, আনন্দদায়ক, মধুক্ষরণকারী, আয়ুষ্কারক, সোমরাশি আনন্দধারা ক্ষরণ করছেন ॥ ৮৫৭. হে পবমান রাজা, হে সোমদেব, তুমি অন্তরিক্ষে তরঙ্গাকারে গমন করতে করতে বিপুল জলরাশি সৃষ্টি করেছ। মিত্র ও বরুণের কর্মের দ্বারা বিপুল জলরাশি প্রাপ্ত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে বর্ষণ কর ॥ ৮৫৮. নৃত্যশালী রশ্মিসমূহের দ্বারা প্রেরিত হয়ে সর্বদ্রষ্টা রাজা সোমদেব অন্তরিক্ষে বিস্তৃত হলেন ॥ ৮৫৯. বহনকারী সোম ঋতদেবের (=সূর্যদেবের) বৃষ্টিপ্রদান বিষয়ক বুদ্ধি এবং অন্নদান রূপ প্রজ্ঞাকে ধারণ করে তিন প্রকার বাক্য প্রেরণ করেন (=ঋক্ যজু সাম)। গাভীগণ যেমন গোপতিকে লক্ষ্য করে শব্দ করতে করতে যায় তেমনি কামনাভিলাষী বুদ্ধিসকল সোম অভিমুখে যাচ্ছে ॥ ৮৬০. গবাদি পশুগণ সোমকে কামনা করে ; বিপ্রগণ স্তুতির দ্বারা সোমকে সম্ভাষণ করেন, পবিত্রীকৃত সোম স্তুত হচ্ছেন, সোমকে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে নব সাজে সজ্জিত করছেন ॥ ৮৬১. হে সোম, তুমি এইভাবে পরিসিক্ত হয়ে, পরিশোধিত হয়ে আমাদের কল্যাণের জন্য ক্ষরিত হও ; অতি মত্ত হয়ে ইন্দ্রের মধ্যে প্রবেশ কর ; বাক্যকে বিস্তৃত কর ; প্রজ্ঞাকে সৃষ্টি কর ॥

চতুর্থ খণ্ড ঃ (সূক্ত ১১) ৮৬২. যদ্দ্যাব ইন্দ্র তে শতং শতং ভূমীরুত স্যুঃ। ন ত্বা বজ্রিন্ৎসহস্রং সূর্যা অনু ন জাতমষ্ট রোদসী ॥ ১ ॥ ৮৬৩. আ পপ্রাথ মহিনা বৃষ্ণ্যা বৃষন্ বিশ্বা শবিষ্ঠ শবসা। অস্মাঁ অব মঘবন্ গোমতি ব্রজে বজ্রিং চিত্রাভিরূতিভিঃ ॥ ২ ॥ (সূক্ত ১২) ৮৬৪. বয়ং ঘ ত্বা সুতাবন্ত আপো ন বৃক্তবর্হিষঃ। পবিত্রস্য প্রস্রবণেষু বৃত্রহন্ পরি স্তোতার আসতে ॥ ১ ॥ ৮৬৫. স্বরন্তি ত্বা সুতে নরো বসো নিরেক উক্থিনঃ। কদা সুতং তৃষাণ ওক আগম ইন্দ্র স্বব্দীব বংসগঃ ॥ ২ ॥ ৮৬৬. কণ্বেভির্ধৃষ্ণবা ধৃষদ্ বাজং দর্ষি সহস্রিণম্। পিশঙ্গরূপং মঘবন্ বিচর্ষণে মক্ষু গোমন্তমীমহে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৩) ৮৬৭. তরণিরিৎ সিষাসতি বাজং পুরন্ধ্যা যুজা। আ ব ইন্দ্রং পুরুহূতং নমে গিরা নেমিং তষ্টেব সুদ্রুবম্ ॥ ১ ॥ ৮৬৮. ন দুষ্টুতির্দ্রবিণোদেষু শস্যতে ন স্রেধন্তং রয়ির্নশৎ। সুশক্তিরিন্মঘবং তুভ্যং মাবতে দেষ্ণং যৎ পার্যে দিবি ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ ৮৬২. হে ইন্দ্র, দ্যুলোক ও পৃথিবী যদি শত শতও হয় তবু তারা তোমার মহিমা প্রকাশ করতে পারে না। হে বজ্রধারী, সহস্র সূর্যও তোমাকে প্রকাশ করতে পারে না ; যারা জন্মেছে তারা এবং দ্যুলোক ও পৃথিবী কেহই তোমাকে ব্যাপ্ত করতে পারে না ॥ ৮৬৩. হে বর্ষণকারী, হে বলিষ্ঠ, তুমি বিপুল বর্ষণের দ্বারা, সকল বলকর্মের দ্বারা এই সব কিছু ব্যাপ্ত করেছ। হে মঘবা, তোমার বিচিত্র সামর্থ্যের দ্বারা আমাদের রক্ষার জন্য জলপূর্ণ মেঘের গমনপথ করে দাও ॥ ৮৬৪. হে বৃত্রহন্তা (=মেঘবিদারণকারী ইন্দ্র), সম্প্রতি তুমি অন্তরিক্ষে অবস্থিত যে বারিরাশি দান করলে আমরা সোমবন্ত স্তোতারা সেই পবিত্র প্রস্রবণকে ঘিরে বসেছি, আর আমাদের মনও তোমা অভিমুখে নিম্নগতি বারির মত যাচ্ছে ॥ ৮৬৫. হে নিবাসপ্রদ ইন্দ্র, তুমি কখন সোমের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে বৃষভের মত শব্দ করতে করতে গৃহে আগমন করবে,

এই প্রত্যাশায় সোম অভিষুত হয়ে নির্গত হলে সামগানকারী স্তোতাগণ গান করছেন ॥ ৮৬৬. হে বিঘ্নবিনাশক ইন্দ্র, আমরা কণ্বের সন্তান, আমাদের প্রচুর অন্ন দাও। হে মঘবা, সর্বদ্রষ্টা ইন্দ্র, আমরা হর্ষকর পিশঙ্গরূপ গোমান্ অন্ন কামনা করি ॥ ৮৬৭. প্রজ্ঞাদ্বারা যুক্ত হয়ে ক্ষিপ্রকারী ব্যক্তিই ধনসেবা করে থাকেন। বহুব্যক্তির দ্বারা আহূত ইন্দ্রকে স্তুতির দ্বারা নত হয়ে তোমাদের জন্য বেষ্টিত করি, যেমন সূর্য সুগমনের দ্বারা সংবৎসরকে বেষ্টন করেন ॥ ৮৬৮. মন্দ স্তুতির দ্বারা ধনের প্রশংসা হয় না ; বিনষ্টকারীর ধনলাভ হয় না। হে মঘবা, দ্যুলোকে তোমার যে ধন সঞ্চিত আছে তা আমার মত সুকর্মা ব্যক্তিই লাভ করতে পারে ॥

পঞ্চম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৪) ৮৬৯. তিস্রো বাচ উদীরত গাবো মিমন্তি ধেনবঃ। হরিরেতি কনিক্রদৎ ॥ ১ ॥ ৮৭০. অভি ব্রহ্মীরনূষত যহ্বীঋর্তস্য মাতরঃ। মর্জয়ন্তীর্দিবঃ শিশুম্ ॥ ২ ॥ ৮৭১. রায়ঃ সমুদ্রাংশ্চতুরোঽস্মভ্যং সোম বিশ্বতঃ। আ পবস্ব সহস্রিণঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৫) ৮৭২. সুতাসো মধুমত্তমাঃ সোমা ইন্দ্রায় মন্দিনঃ। পবিত্রবন্তো অক্ষরন্ দেবান্ গচ্ছন্তু বো মদাঃ ॥ ১ ॥ ৮৭৩. ইন্দুরিন্দ্রায় পবত ইতি দেবাসো অব্রুবন্। বাচস্পতির্মখস্যতে বিশ্বস্যেশান ওজসঃ ॥ ২ ॥ ৮৭৪. সহস্রধারঃ পবতে সমুদ্রো বাচমীঙ্খয়ঃ। সোমস্পতী রয়ীণাং সখেন্দ্রস্য দিবেদিবে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৬) ৮৭৫. পবিত্রং তে বিততং ব্রহ্মণস্পতে প্রভুর্গাত্রাণি পর্যেষি বিশ্বতঃ। অতপ্ততনূর্ন তদামো অশ্নুতে শৃতাস ইদ্বহন্তঃ সং তদাশত ॥ ১ ॥ ৮৭৬. তপোষ্পবিত্রং বিততং দিবস্পদেঽর্চন্তো অস্য তন্তবো ব্যস্থিরন্। অবন্ত্যস্য পবিতারমাশবো দিবঃ পৃষ্ঠমধি রোহন্তি তেজসা ॥ ২ ॥ ৮৭৭. অরূরুচদুষসঃ পৃশ্নিরগ্রিয় উক্ষা মিমেতি ভুবনেষু বাজয়ুঃ। মায়াবিনো মমিরে অস্য মায়য়া নৃচক্ষসঃ পিতরো গর্ভমা দধুঃ ॥৩॥

অনুবাদ ঃ ৮৬৯. তিন প্রকার স্তুতি বাক্য (=ঋক্ যজুঃ সাম) ঊর্ধ্বলোকে যাচ্ছে ; আকাশে অবস্থিত রশ্মিগণ ও বাক্‌রূপী ধেনুগণ শব্দ করছে (=মেঘগর্জন) ; হরিৎবর্ণ সোম শব্দ করতে করতে যাচ্ছেন ॥ ৮৭০. বৃষ্টিপ্রদনাকারিণী মহতী অন্ননির্মাত্রী শক্তিগণ দ্যুলোকে সোমরূপ শিশুকে জলের জন্য স্তব করেছিলেন ॥ ৮৭১. হে সোম, চারিদিকে বিস্তৃত মেঘস্থ জলরাশিকে আমাদের সহস্র সম্পদের জন্য ক্ষরিত কর ॥ ৮৭২. ইন্দ্রের হর্ষের জন্য এই উত্তম মধুময় সোম প্রস্তুত হয়েছে। হে রশ্মিযুক্ত সোমরসসকল, তোমাদের আনন্দ দেবগণকে (=রশ্মিগণকে) লক্ষ্য করে ক্ষরিত হতে হতে গমন করুক ॥ ৮৭৩. দেবগণ বললেন, হে সোম, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। বাকের অধিপতি, বিশ্বের ঈশ্বর বলের দ্বারা যজ্ঞকর্মকে প্রস্তুত করছেন ॥ ৮৭৪. শব্দের দ্বারা পরিচালিত জল সহস্র ধারায় ক্ষরিত হচ্ছেন। বারিধনের অধিপতি সোম, ইন্দ্রের সখা সোম প্রতিদিন ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ৮৭৫. হে ব্রহ্মের রক্ষক সোম, পবিত্র তোমার বিস্তার ; তোমার বিপুল অঙ্গ সর্বদিকে বিস্তৃত। অতপ্ত দেহের মত অপক্ক জল রোগ বিস্তার করে ; সম্যক্ পরিপক্ক জলরাশির দ্বারাই সকল ভোগ সাধিত হয় ॥ ৮৭৬. সোম তপের দ্বারা (=উত্তাপের দ্বারা) পবিত্র এবং দ্যুলোকের পদে (= স্থানে) বিস্তৃত ; এর উজ্জ্বল তন্তুসকল স্থিরভাবে অবস্থান করছে। এই সোমের দ্রুত বিস্তার (=বারিরাশি) শোধনকারীকে (=রশ্মিকে বা ইন্দ্রকে) রক্ষা করছে এবং বলের দ্বারা দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে গমন করছে ॥ ৮৭৭. সূর্যোদয়ের পূর্বে ঊষার আলোক প্রকাশিত হলে হিমকণারূপ উদক ক্ষরিত হয় ; অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এই হিমকণাসমূহ ভুবনের অন্ন প্রস্তুত করে। জলের প্রজ্ঞাসহায়ে মানুষের দর্শনকারী দেবগণ সর্বতোভাবে অন্নের গর্ভ স্থাপন করেন ॥

ষষ্ঠ খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৭) ৮৭৮. প্র মংহিষ্ঠায় গায়তে ঋতাব্নে বৃহতে শুক্রশোচিষে। উপস্তুতাসো অগ্নয়ে ॥ ১॥ ৮৭৯. আ বংসতে মঘবা বীরবদ্‌ যশঃ সমিদ্ধো দ্যুম্ন্যাহুতঃ। কুবিন্নো অস্য সুমতির্ভবীয়স্যচ্ছা বাজেভিরাগমৎ ॥ ২ ॥ (সূক্ত ১৮) ৮৮০. তং তে মদং গৃণীমসি বৃষণং পৃক্ষুঃ সাসহিম্‌। উ লোককৃত্নুমদ্রিবো হরিশ্রিয়ম্‌ ॥ ১ ॥ ৮৮১. যেন জ্যোতীংষ্যায়বে মনবে চ বিবেদিথ। মন্দানো অস্য বর্হিষো বি রাজসি ॥ ২ ॥ ৮৮২. তদদ্যা চিত্ত উক্‌থিনোঽনু ষ্টুবন্তি পূর্বথা। বৃষপত্নীরপো জয়া দিবেদিবে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৯) ৮৮৩. শ্রুধী হবং তিরশ্চ্যা ইন্দ্র যস্ত্বা সপর্যতি সুবীর্যস্য গোমতো রায়স্পূধি মহাঁ অসি ॥ ১ ॥ ৮৮৪. যস্ত ইন্দ্র নবীয়সীং গিরং মন্দ্রামজীজনৎ। চিকিত্বিন্মনসং ধিয়ং প্রত্নামৃতস্য পিপ্যুষীম্‌ ॥ ২ ॥ ৮৮৫. তমু ষ্টবাম যং গিরি ইন্দ্রমুক্‌থ্যানি বাবৃধুঃ। পুরূণ্যস্য পৌংস্যা সিষাসন্তো বনামহে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ৮৭৮. হে স্তোতাগণ, তোমরা শ্রেষ্ঠদাতা, সত্যধর্মা মহান পবিত্র দীপ্তিময় অগ্নির উদ্দেশে গান কর॥ ৮৭৯. ধনবান, অন্নবান অগ্নি সুপ্রজ্বলিত ও আহূত হয়ে যশোযুক্ত অন্ন দান করেন ; এঁর সুমতি হলে ইনি বহু অন্নের সঙ্গে আমাদের কাছে আগমন করেন ॥ ৮৮০. হে মেঘবিদারণকারী ইন্দ্র, (বৃত্রের সঙ্গে সংগ্রামে) তোমার অভিভবকারী শক্তির এবং বারিবর্ষণের জন্য তোমার মত্ততার প্রশংসা করি ; আর তুমিই ভুবনসৃষ্টিকারী ও রশ্মি আশ্রিত ॥ ৮৮১. যে জ্যোতিসমূহের সহায়ে তুমি বায়ু ও সূর্যকে জেনেছ সেই শক্তির দ্বারা আনন্দ সহকারে অন্তরিক্ষে শোভিত হও ॥ ৮৮২. হে ইন্দ্র, বর্ষণকারী তোমার পালিকা শক্তির জলবিজয় প্রতি-দিন হয় ; স্তোতাগণ পূর্বের মত আজও তোমার সেই বলের প্রশংসা করে॥ ৮৮৩. হে ইন্দ্র, তিরশ্চী ঋষির আহবান শোন যে তোমাকে পরিচর্যা করছে। জলযুক্ত বীর্যবান মহান তুমি আমাকে ধনদানে পূর্ণ কর ॥ ৮৮৪. হে ইন্দ্র, তোমার জন্য যে হর্ষদায়ক নূতন স্তোত্র রচিত হয় তা জ্ঞানযুক্ত অভিলষিত কর্মযুক্ত চিরায়ত বিপুলাকার জলের জন্ম দান করে॥ ৮৮৫. সেই ইন্দ্রকেই আমরা স্তব করি যাঁকে স্তুতিগান বৃদ্ধি করে ; বহু বলবীর্য ভোগেচ্ছুক আমরা তাঁকে ভজনা করি ॥

পঞ্চম অধ্যায়

॥ সূক্ত সংখ্যা ২২, মন্ত্র সংখ্যা ৬৯ ॥ দেবতা (সূক্তানুসারে) ১-৫, ১০-১২, ১৩-১৯ পবমান সোম, ৬।২০ অগ্নি, ৭ মিত্র ও বরুণ, ৮, ১৩-১৫, ২১ ইন্দ্র, ৯ ইন্দ্রাগ্নী ॥ ছন্দ ১।৬ জগতী, ২-৫, ৭-১০, ১২, ১৬; ২০ গায়ত্রী, ১১।১৫ প্রগাথ বৃহতী ও সতোবৃহতী, ১৩ বিরাট্‌, ১৪ (১) অতি জগতী (২, ৩) উপরিষ্টাৎ বৃহতী, ১৭ প্রগাথ বিষমা ককুপ্‌, সতোবৃহতী, ১৮ উষ্ণিক্‌, ১৯, ত্রিষ্টুপ্‌, ২১ অনুষ্টুপ্‌ ॥ ঋষি ১ আকৃষ্ট মাষগণ, ২ অমহীয়ু আঙ্গিরস, ৩ মেধ্যাতিথি কাণ্ব, ৪।১২ বৃহস্পতি আঙ্গিরস, ৫ ভৃগু বারুণি বা জমদগ্নি ভার্গব, ৬ সুতম্ভর আত্রেয় ৭ গৃৎসমদ শৌনক, ৮।২১ গোতম রাহূগণ, ৯।১৩ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ১০ দৃঢ়চ্যুত আগস্ত্য, ১১ সপ্ত ঋষি (ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, কশ্যপ মারীচ, গোতম রাহূগণ, অত্রি ভৌম, বিশ্বামিত্র গাথিন, জমদগ্নি ভার্গব, বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি), ১৪ রেভ কাশ্যপ, ১৫ পুরুহন্মা আঙ্গিরস, ১৬

অসিত কাশ্যপ বা দেবল, ১৭ (১) শক্তি বাসিষ্ঠ, (২) উরু আঙ্গিরস, ১৮ অগ্নি চাক্ষুস, ১৯ প্রতর্দন দৈবোদাসি, ২০ প্রয়োগ ভার্গব, ২২ পাবক অগ্নি বার্হস্পত্য (এই সূক্তের দেবতা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে, এই সূক্ত ঋগ্বেদে নেই) ।।

প্রথম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১) ৮৮৬. প্র ত আশ্বিনীঃ পবমান ধেনবো দিব্যা অসৃগ্রন্ পয়সা ধরীমণি । প্রান্তরিক্ষাৎ স্থাবিরীস্তে অসৃক্ষত যে ত্বা মৃজন্ত্যৃষিষাণ বেধসঃ ।। ১ ।। ৮৮৭. উভয়তঃ পবমানস্য রশ্ময়ো ধ্রুবস্য সতঃ পরি যন্তি কেতবঃ । যদী পবিত্রে অধি মৃজ্যতে হরিঃ সত্তা নি যোনৌ কলশেষু সীদতি ।। ২ ।। ৮৮৮. বিশ্বা ধামানি বিশ্বচক্ষ ঋভ্বসঃ প্রভোস্টে সতঃ পরি যন্তি কেতবঃ । ব্যানশী পবসে সোম ধর্মণা পতির্বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজসি ।। ৩ ।। (সূক্ত ২) ৮৮৯. পবমানো অজীজনদ্ দিবশ্চিত্রং ন তন্যতুম্ । জ্যোতির্বৈশ্বানরং বৃহৎ ।। ১ ।। ৮৯০. পবমান রসস্তব মদো রাজন্নদুচ্ছুনঃ । বি বারমব্যমর্ষতি ।। ২ ।। ৮৯১. পবমানস্য তে রসো দক্ষো বি রাজতি দ্যুমান্ । জ্যোতির্বিশ্বং স্বদৃশে ।। ৩ ।। (সূক্ত ৩) ৮৯২. প্র যদ্ গাবো ন ভূর্ণয়স্ত্বেষা অযাসো অক্রমুঃ । ঘ্নন্তঃ কৃষ্ণামপ ত্বচম্ ।। ১ ।। ৮৯৩. সুবিতস্য বনামহেঽতি সেতুং দুরাষ্যম্ । সাহ্যাম দস্যুমব্রতম্ ।। ২ ।। ৮৯৪. শৃণ্বে বৃষ্টেরিব স্বনঃ পবমানস্য শুষ্মিণঃ । চরন্তি বিদ্যুতো দিবি ।। ৩ ।। ৮৯৫. আ পবস্য মহীমিষং গোমদিন্দো হিরণ্যবৎ । অশ্ববৎ সোম বীরবৎ ।। ৪ ।। ৮৯৬. পবস্ব বিশ্বচর্ষণ আ মহী রোদসী পৃণ । উষাঃ সূর্যো ন রশ্মিভিঃ ।। ৫ ।। ৮৯৭. পরি ণঃ শর্মযন্ত্যা ধারয়া সোম বিশ্বতঃ । সরা রসেব বিষ্টপম্ ।। ৬ ।।

অনুবাদ ঃ ৮৮৬. হে সোম, সকল দিকে বিস্তৃত হয়ে তোমার ধারাগুলি মানসবেগে শূন্যপথে মেঘের মধ্যে জলকণার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে । যে রশ্মিগণ তোমাকে শোধিত করেন, তাঁরা তোমায় প্রবাহধারায় ক্ষরিত করেছেন ।। ৮৮৭. প্রজ্ঞাসম্পন্ন রশ্মিগণ সতত গমনশীল পবমান সোমকে দুই ভাবে পরিচালনা করেন । হরিৎবর্ণ সোমকে রশ্মিতে পরিশোধিত করেন, যিনি পরে অন্তরিক্ষ হতে পৃথিবীর সকল জলে প্রবেশ করেন ।। ৮৮৮. হে সর্বদ্রষ্টা, হে প্রভু, তোমার প্রজ্ঞাযুক্ত উজ্জ্বল তেজোরাশি সকল দিকে ছড়িয়ে পড়েছে । বিশ্বজগতের পতি তুমি, তোমার নিজ ধর্মের দ্বারা ব্যাপ্ত হয়ে ভুবনের সকল বস্তুতে বিরাজ কর । হে সোম, ক্ষরিত হও ।। ৮৮৯. পবমান সোম দ্যুলোক হতে ক্ষরিত হতে হতে আদিত্যের মত বিচিত্র বৃহৎ জ্যোতিঃপুঞ্জকে বিস্তৃত করলেন ।। ৮৯০. হে পবমান সোম, তোমার দীপ্ত রসধারা উজ্জ্বলরূপ ধারণ করে মেঘ হতে ক্ষরিত হয়ে জলাশয়ের দিকে যাচ্ছে ।। ৮৯১. তোমার কর্মকুশল দীপ্ত ক্ষরিত রসধারা সকলদিকে সূর্যের জ্যোতির মত দীপ্তিলাভ করছে ।। ৮৯২. যখন তিনি ভ্রমণশীল রশ্মির মত উদকের সঙ্গে বিচরণ করছিলেন, তখন কালো মেঘের আবরণ ভেদ করে উদককে প্রাপ্ত হলেন ।। ৮৯৩. দুর্বিনীত কর্মনিরোধক মেঘকে পরাভবকারী যজ্ঞকর্মের সেতুস্বরূপ পবমান সোমকে আমরা স্তব করি ।। ৮৯৪. বলবান পবমান সোমের বৃষ্টির ধারার মত শব্দ শোনা যাচ্ছে ; জলরাশি দ্যুলোকে বিদ্যুতের মধ্যে বিচরণ করছে ।। ৮৯৫. হে জলবিশিষ্ট হিরন্ময় ইন্দু সোম, বিপুল অন্নের জন্য ক্ষরিত হও ; হে সোম তুমি অশ্বের মত গতিযুক্ত এবং বীর্যযুক্ত ।। ৮৯৬. হে বিশ্বদ্রষ্টা সোম, ক্ষরিত হও । উষা যেমন সূর্যরশ্মির দ্বারা দিনকে পূর্ণ করেন সেইভাবে তুমি মহতী দ্যু ও পৃথিবীকে তোমার বারিধারায় পূর্ণ কর ।। ৮৯৭. হে সোম, তোমার রসধারা যেমন আকাশকে বিস্তৃত করে, সেইভাবে তোমার রসধারা আমাদের সুখের জন্য সর্বত্র গমন করে ।।

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৪) ৮৯৮. আশুরর্ষ বৃহন্মতে পরিপ্রিয়েণ ধাম্না। যত্র দেবা ইতি ব্রুবন্ ॥ ১ ॥ ৮৯৯. পরিষ্কৃণ্বন্নষ্কৃতং জনায় যাতয়ন্নিষঃ। বৃষ্টিং দিবঃ পরিস্রব ॥ ২ ॥ ৯০০. অয়ং স যো দিবস্পরি রঘুযামা পবিত্র আ। সিন্ধোরূর্মা ব্যক্ষরৎ ॥ ৩ ॥ ৯০১. সুত এতি পবিত্র আ ত্বিষিং দধান ওজসা। বিচক্ষাণো বিরোচয়ন্ ॥ ৪ ॥ ৯০২. অবিবাসন্ পরাবতো অথো অর্বাবত ঃ সুতঃ। ইন্দ্রায় সিচ্যতে মধু ॥ ৫ ॥ ৯০৩. সমীচীনা অনূষত হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। ইন্দুমিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ৬ ॥ (সূক্ত ৫) ৯০৪. হিন্বন্তি সুরমুস্রয়ঃ স্বসারো জাময়স্পতিম্। মহামিন্দুং মহীয়ুবঃ ॥ ১ ॥ ৯০৫. পবমান রুচারুচা দেব দেবেভ্যঃ সুতঃ। বিশ্বা বসূন্যা বিশ ॥ ২ ॥ ৯০৬. আ পবমান সুষ্টুতিং বৃষ্টিং দেবেভ্যো দুবঃ। ইষে পবস্ব সংযতম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ৮৯৮-৮৯৯. যখন দেবগণ (= রশ্মিগণ) এরূপ বলেন, হে মহামতি সোম, তোমার প্রিয় উজ্জ্বল আলোতে পরিবেষ্টিত হয়ে শীঘ্র গমন কর —, (তখন) তুমি অপরিশুদ্ধ অবস্থা থেকে পরিশোধিত রূপে জন্মলাভ করে অন্নদানের জন্য গমন কর, দ্যুলোক হতে বৃষ্টি ক্ষরণ কর ।। ৯০০. ইনিই সেই যিনি দ্রুতগমনের দ্বারা দ্যুলোকে ঊর্ধ্বে রশ্মিতে সর্বত্র জল রচনা করেন, মেঘস্থিত জলরাশিকে ক্ষরিত করেন ।। ৯০১. অভিষুত বলের দ্বারা দীপ্তি ধারণ করে সর্বপদার্থকে দর্শন করে এবং উজ্জল করে জলের দিকে গমন করছেন ।। ৯০২. দূরের এবং কাছের রশ্মিগণের দ্বারা অভিষুত হয়ে সোমদেব ইন্দ্রের জন্য মধু সিঞ্চন করছেন ।। ৯০৩. ইন্দুকে (=জলকে) ইন্দ্রের পানের জন্য সত্যস্বরূপ দেবগণ হরিৎবর্ণ সোমকে স্তব করেন এবং মেঘপুঞ্জ সৃষ্টির দ্বারা প্রাপ্ত হন ।। ৯০৪. পরস্পর ভগিনীস্বরূপা হর্ষান্বিতা রশ্মিগণ জলের অধিপতি মহান ইন্দু দেবকে প্রাপ্ত হন ।। ৯০৫. হে পবমান সোমদেব, শ্রেষ্ঠ উজ্জ্বল তুমি, দেবগণের জন্য অভিষুত হয়ে বিশ্বের সকল ধনে প্রবেশ কর ।। ৯০৬. হে পবমান সোম, তুমি দেবগণের জন্য উদ্দীপ্ত, তুমি অন্নের জন্য সুন্দররূপে স্তুত, সম্যক মিলিত বৃষ্টিধারাকে ক্ষরিত কর ।।

তৃতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৬) ৯০৭. জনস্য গোপা অজনিষ্ট জাগৃবিরগ্নিঃ সুদক্ষঃ সুবিতায় নব্যসে। ঘৃতপ্রতীকো বৃহতা দিবিস্পৃশা দ্যুমদ্ বি ভাতি ভরতেভ্যঃ শুচিঃ ।। ১ ।। ৯০৮. ত্বামগ্নে অঙ্গিরসো গুহা হিতমন্ববিন্দঞ্ছিশ্রিয়াণং বনেবনে। স জায়সে মথ্যমানঃ সহো মহৎ ত্বামাহুঃ সহসস্পুত্রমঙ্গিরঃ ।। ২ ।। ৯০৯. যজ্ঞস্য কেতুং প্রথমং পুরোহিতমগ্নিং নরস্ত্রিষধস্থে সমিন্ধতে। ইন্দ্রেণ দেবৈঃ সরথং স বর্হিষি সীদন্ নি হোতা যজথায় সুক্রতুঃ ।। ৩ ।। (সূক্ত ৭) ৯১০. অয়ং বাং মিত্রাবরুণা সুতঃ সোম ঋতাবৃধা। মমেদিহ শ্রুতং হবম্ ।। ১ ।। ৯১১. রাজানাবনাভিদ্রুহা ধ্রুবে সদস্যুত্তমে। সহস্রস্থূণ আশাতে ।। ২ ।। ৯১২. তা সম্রাজা ঘৃতাসুতী আদিত্যা দানুনস্পতী। সচেতে অনবহ্বরম্ ।। ৩ ।। (সূক্ত ৮) ৯১৩. ইন্দ্রো দধীচো অস্থভির্বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ। জঘান নবতীর্নব ।। ১ ।। ৯১৪. ইচ্ছন্নশ্বস্য যচ্ছিরঃ পর্বতেষ্বপশ্রিতম্। তদ্ বিদচ্ছর্যণাবতি ।। ২ ।। ৯১৫. অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যম্। ইত্থা চন্দ্রমাসো গৃহে ।। ৩ ।। (সূক্ত ৯) ৯১৬. ইয়ং বামস্য মন্মন ইন্দ্রাগ্নী পূর্ব্যস্তুতিঃ। অভ্রাদ্ বৃষ্টিরিবাজনি ।। ১ ।। ৯১৭. শৃণুতং জরিতুর্হবমিন্দ্রাগ্নী বনতং গিরঃ। ঈশানা পিপ্যতং ধিয়ঃ ।। ২ ।। ৯১৮. মা পাপত্বায় নো নরেন্দ্রাগ্নী মাভিশস্তয়ে। মা নো রীরধতং নিদে ।। ৩ ।।

অনুবাদ ঃ ৯০৭. জনগণের পালক, সদাজাগ্রত অগ্নি, সুদক্ষ, সুকর্মের জন্য

সর্বদা নূতনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ঘৃতাবয়ব, শুচি অগ্নি বহনকারী রশ্মি-সমূহের জন্য দ্যুলোকস্পর্শী বিপুল জ্যোতি ধারণ করে প্রকাশিত হন।। ৯০৮. হে অগ্নি, অঙ্গিরাগণ (=Carbons) গুহার মধ্যে নিহিত, বনে বনে (=প্রতি উদ্ভিদে) অবস্থিত তোমাকে আবিষ্কার করেছেন (অর্থাৎ অগ্নি কার্বনরূপে সকল কিছুর মধ্যে অবস্থিত)। হে অঙ্গিরা, তুমি বলের দ্বারা মথিত হয়ে উৎপন্ন হও বলে তোমাকে 'বলের পুত্র' বলা হয়।। ৯০৯. যজ্ঞকর্মের প্রজ্ঞাস্বরূপ, সর্বপ্রথম জাত, সর্বকর্মে সর্বাগ্রে অবস্থিত অগ্নিকে নৃত্যশালী রশ্মিগণ তিনলোকে প্রজ্বালিত করেন। ইন্দ্র ও অন্যদেবগণের সহিত সমান গতিযুক্ত সেই সুকর্মা অগ্নি অন্তরিক্ষে অবস্থান করে যজ্ঞকর্মের জন্য সকল দেবগণের আহ্বানকারীরূপে নিযুক্ত।। ৯১০. হে মিত্র ও বরুণ, হে জলবর্ধক, তোমাদের জন্য এই সোম অভিষুত হয়েছে। তোমরা আমার আহ্বান শোন।। ৯১১. শত্রুতাপরিশূন্য রাজা মিত্র ও বরুণ সহস্র স্তম্ভবিশিষ্ট দ্যুলোকে উত্তম স্থানে সতত ব্যাপ্ত থাকেন।। ৯১২. সম্যক্‌দীপ্ত, উদকক্ষরণকারী, আদিত্য ও দাতা মিত্রাবরুণ, ঋজুকর্মকে মিলিত করেন।। ৯১৩. অপরাজিত ইন্দ্র লোকপালকত্ব নিবন্ধন ধ্যানস্থ সূর্য (=দধীচি) থেকে বজ্র (=অস্থি) আহরণ করে অসংখ্যবার বৃত্রকে বধ করে থাকেন।। ৯১৪. অশ্বরশ্মির মধ্যে বর্তমান যে সূর্য (=শিরঃ), যিনি মেঘপুঞ্জের মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন, তাঁকে ইন্দ্র পেতে ইচ্ছা করলেন, এবং (মেঘের মধ্যে) নল-খাগড়ার মত বিচ্ছুরিত রশ্মি থেকে তাঁর উপস্থিতি জানতে পারলেন।। ৯১৫. এইরূপে সূর্যমণ্ডল হতে স্নিগ্ধরশ্মি যে চন্দ্রমণ্ডলে প্রবিষ্ট হয় তা ইন্দ্র জানেন।। ৯১৬. হে ইন্দ্র ও অগ্নি, মেঘ হতে বৃষ্টির জন্মের মত, মনের ভক্তি থেকে উৎসারিত এই স্তুতি চিরন্তন।। ৯১৭ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, স্তোতার আহ্বান শোন, তার স্তুতির সেবা গ্রহণ কর। তোমরা জগতের ঈশ্বর, সৎকর্মসমূহকে পূর্ণতা দান কর।। ৯১৮. হে জগৎনিয়ন্তা ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা আমাদের গর্হিত কর্মের বশীভূত করো না, পরাভবের বশীভূত করো না, নিন্দার বশীভূত করো না।।

চতুর্থ খণ্ড : (সূক্ত ১০) ৯১৯. পবস্ব দক্ষসাধনো দেবেভ্যঃ পীতয়ে হরে। মরুদ্ভ্যো বায়বে মদঃ।। ১।। ৯২০. সং দেবৈঃ শোভতে বৃষা কবির্যোনাবধি প্রিয়ঃ। পবমানো অদাভ্যঃ।। ২।। ৯২১. পবমান ধিয়া হিতোঽভিযোনিং কনিক্রদৎ। ধর্মণা বায়ু-মারুহঃ।। ৩।। (সূক্ত ১১) ৯২২. তবাহং সোম রারণ সখ্য ইন্দো দিবেদিবে। পুরূণি বভ্রো নি চরন্তি মামব পরিধীঁ রতি তাঁ ইহি।। ১।। ৯২৩. তবাহং নক্তমুত সোম তে দিবা দুহানো বভ্র ঊধনি। ঘৃণা তপন্তমতি সূর্যং পরঃ শকুনা ইব পপ্তিম।। ২।। (সূক্ত ১২) ৯২৪. পুনানো অক্রমীদভি বিশ্বা মৃধো বিচর্ষণিঃ। শুম্ভন্তি বিপ্রং ধীতিভীঃ।। ১।। ৯২৫. আ যোনিমরুণো রুহদ্‌ গমদিন্দ্রো বৃষা সুতম্‌। ধ্রুবে সদসি সীদতু।। ২।। ৯২৬. নূনো রয়িং মহামিন্দোঽস্মভ্যং সোম বিশ্বতঃ। আ পবস্ব সহস্রিণম্‌।। ৩।।

অনুবাদ : ৯১৯. হে হরিৎবর্ণ সোম, তুমি আনন্দকারক কুশলকর্ম নিষ্পাদক; তুমি দেবগণের (=রশ্মিগণের), মরুদ্‌গণের (=প্রাণবায়ুগণের) ও বায়ুর (=ইন্দ্রের) পানের জন্য ক্ষরিত হও।। ৯২০. বর্ষণকারী, অদম্য, প্রিয়, কবি, পবমান সোম অন্তরিক্ষে দেবগণসহ (=রশ্মিগণসহ) শোভা পাচ্ছেন।। ৯২১. হে পবমান সোম, যজ্ঞকর্মের দ্বারা স্থাপিত হয়ে শব্দ করতে করতে নিজ ধর্মে বায়ুকে আশ্রয় করে জলকে আমাদের অভিমুখ কর।। ৯২২. হে ইন্দু, প্রতিদিন আমি তোমার সখ্যতায় প্রীতিলাভ করি।

বহু জলভরা মেঘ আকাশে বিচরণ করছে। আমাকে রক্ষা করবে বলে সেই নিরুদ্ধ জলকে আমার কাছে আন ॥ ৯২৩. হে সোম, আমি দিনে ও রাতে তোমার রস-প্রক্ষারণ যাচ্ঞা করি। হে পিঙ্গলবর্ণ সোম, রাত্রিকালে তোমার নিজ কিরণে সূর্যের অপেক্ষা অতি তপ্ত হয়ে পরে শকুনের মত দ্রুত গতিতে পতিত হও ॥ ৯২৪. শুদ্ধী-কৃত সর্বদর্শী সোম সকল যুদ্ধ অতিক্রম করে এলেন ; সকলে সেই সঞ্চারিত সোমকে জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা শোভিত করছেন ॥ ৯২৫. অরুণবর্ণ সোম জলের উপর আরোহণ করলেন, ইন্দ্র বর্ষণকারী অভিষুত সোমের কাছে গেলেন। হে সোম, তোমার নিত্য বাসস্থানে উপবেশন কর ॥ ৯২৬. হে ইন্দু, আমাদের শীঘ্র জলধন দাও ; হে সোম, আমাদের জন্য সর্বত্র সহস্রধারায় ক্ষরিত হও ॥

পঞ্চম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৩) ৯২৭. পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা যং তে সুষাব হর্য-শ্বাদ্রিঃ। সোতুর্বাহুভ্যাং সুয়তো নার্বা ॥ ১ ॥ ৯২৮. যস্তে মদো যুজ্যশ্চারুরস্তি যেন বৃত্রাণি হর্যশ্ব হংসি। স ত্বামিন্দ্র প্রভূবসো মমত্তু ॥ ২ ॥ ৯২৯. বোধা সু মে মঘবন্ বাচমেমাং যাং তে বসিষ্ঠো অর্চতি প্রশস্তিম্। ইমা ব্রহ্ম সধমাদে জুষস্ব ॥৩॥ (সূক্ত ১৪) ৯৩০. বিশ্বাঃ পৃতনা অভিভূতরং নরঃ সজূস্ততক্ষুরিন্দ্রং জজনুশ্চ রাজসে। ক্রত্বে বরে স্থেমন্যামুরীমুতোগ্রমোজিষ্ঠং তরসং তরস্বিনম্ ॥ ১ ॥ ৯৩১. নেমিং নমন্তি চক্ষসা মেষং বিপ্রা অভিস্বরে। সুদীতয়ো বো অদ্রুহোঽপি কর্ণে তরস্বিনঃ সমৃক্বভিঃ ॥ ২ ॥ ৯৩২. সমুরেভাসো অস্বরন্নিন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে। স্বঃ পতির্যদী বৃধে ধৃতব্রতো হ্যোজসা সমূতিভিঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৫) ৯৩৩. যো রাজা চর্ষণীনাং যাতা রথেভিরধ্রিগুঃ। বিশ্বাসাং তরুতা পৃতনানাং জ্যেষ্ঠং যো বৃত্রহা গৃণে ॥ ১ ॥ ৯৩৪. ইন্দ্রং তং শুম্ভ পুরুহন্মন্নবসে যস্য দ্বিতা বিধর্তরি। হস্তেন বজ্রঃ প্রতি ধায়ি দর্শতো মহা দেবো ন সূর্যঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ ৯২৭. হে ইন্দ্র, সোমপান কর ; সেই সোম তোমাকে আনন্দিত করুক। অশ্বরশ্মির দ্বারা সকল বস্তুর অভিভবকারী হে ইন্দ্র, সুন্দরভাবে প্রস্তুত এই সোমকে সংযতস্বভাবযুক্ত মানুষেরা তাঁদের দুই বাহুবলে পেষণের দ্বারা প্রস্তুত করেছেন ॥ ৯২৮. হে হরিনামক অশ্বযুক্ত ইন্দ্র (=রশ্মিযুক্ত ইন্দ্র), তোমার যোগ্য মদকর যে চারু সোম আছে যার দ্বারা তুমি বৃত্র (=মেঘ) হনন করেছ ; সেই তোমাকে, হে প্রভূত ধনের অধিকারী ইন্দ্র, সোম প্রমত্ত করুক ॥ ৯২৯. হে মঘবা, আমার এই সুন্দর বাক্য যা তোমার উদ্দেশে বলছি তা হৃদয়ঙ্গম কর ; বসিষ্ঠ তোমার প্রশস্তিকে অর্চনা করছে ; এই স্তুতিসহ সোমপানে মত্ত হয়ে প্রীত হও ॥ ৯৩০. বিশ্বের নরগণ প্রীত হয়ে সকল সংগ্রামে ইন্দ্রকেই শত্রুপরাজয়কারীরূপে নিরূপণ করেছেন এবং সংগ্রামে তিনিই অধিস্বামীরূপে বিরাজিত হন। সেই বলিষ্ঠ উগ্র অতিমহান প্রবৃদ্ধ ইন্দ্রকে সকল সঙ্কল্পে ও বরণীয় কর্মে তাঁরা কামনা করেন ॥ ৯৩১. বিপ্রগণ (=জ্ঞানীগণ) দর্শনের দ্বারা মেষের (মেষ=ইন্দ্র, যেহেতু ইন্দ্র মেষের মত ডাকা মাত্রই আসেন) বজ্রকে নমস্কার করেন, এবং তোমাদের মঙ্গলের জন্য সুদীপ্ত, অদ্রোহী ক্ষিপ্রগতিযুক্ত বিপ্রগণ ইন্দ্রের শোষণকারী কর্ণকে (=বজ্রকে) লক্ষ্য করে স্তব করেন ॥ ৯৩২. স্তোতাগণ ইন্দ্রকে সোমপানের জন্য সম্যক্ রূপে স্তুতি করেছিলেন ; যখন দ্যুলোকের পতি ইন্দ্রের বৃদ্ধির জন্য স্তুতি করা হয় তখন ধৃতব্রত ইন্দ্র বল ও সকল প্রকার পালন সামর্থ্যের দ্বারা রক্ষা করেন ॥ ৯৩৩. যিনি মানুষের রাজা, রশ্মি-সহায়ে অপ্রতিহতগতিযুক্ত ও পুনঃপুনঃ ভ্রমণকারী, যিনি সকল সংগ্রামে ত্রাণকর্তা সেই শ্রেষ্ঠ বৃত্র হননকারী ইন্দ্রকে স্তব করি ॥ ৯৩৪. হে পুরুহন্ম (=বহু

আঘাতকারী বজ্র), আমাদের রক্ষার জন্য সেই ইন্দ্রকে শোভিত কর, যাঁর দুই হাতে বজ্র ধৃত আছে ; সেই দর্শনীয় বজ্র মহান সূর্যদেবের মত রূপ ধারণ করে ॥

ষষ্ঠ খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৬) ৯৩৫. পরি প্রিয়া দিবঃ কবির্বয়াংসি নপ্ত্যোর্হিতঃ। স্বানৈর্যাতি কবিক্রতুঃ ॥ ১ ॥ ৯৩৬. স সূনুর্মাতরা শুচির্জাতো জাতে অরোচয়ৎ। মহান্ মহী ঋতাবৃধা ॥ ২ ॥ ৯৩৭. প্র প্র ক্ষয়ায় পন্যসে জনায় জুষ্টো অদ্রুহঃ। বীত্যর্ষ পনিষ্টয়ে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৭) ৯৩৮. ত্বং হ্যাঙ্গ দৈব্য পবমান জনিমানি দ্যুমত্তমঃ। অমৃতত্বায় ঘোষয়ন্ ॥ ১ ॥ ৯৩৯. যেনা নবগ্বা দধ্যঙ্ঙপোর্ণুতে যেন বিপ্রাস আপিরে। দেবানাং সুম্নে অমৃতস্য চারুণো যেন শ্রবাংস্যাশত ॥ ২ ॥ (সূক্ত ১৮) ৯৪০. সোমঃ পুনান ঊর্মিণাব্যং বারং বি ধাবতি। অগ্রে বাচঃ পবমানঃ কনিক্রদৎ ॥ ১ ॥ ৯৪১. ধীভির্মৃজন্তি বাজিনং বনে ক্রীড়ন্তমত্যবিম্। অভি ত্রিপৃষ্ঠং মতয়ঃ সমস্বরন্ ॥ ২ ॥ ৯৪২. অসর্জি কলশাং অভি মীঢ়্বান্ৎসপ্তির্ন বাজয়ুঃ। পুনানো বাচং জনয়ন্নসিষ্যদৎ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৯) ৯৪৩. সোমঃ পবতে জনিতা মতীনাং জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ। জনিতাগ্নের্জনিতা সূর্যস্য জনিতেন্দ্রস্য জনিতোত বিষ্ণোঃ ॥ ১ ॥ ৯৪৪. ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনামৃষির্বিপ্রাণাং মহিষো মৃগাণাম্ শ্যেনো গৃধ্রাণাং স্বধিতির্বনানাং সোমঃ পবিত্র-মত্যেতি রেভন্ ॥ ২ ॥ ৯৪৫. প্রাবীবিপদ্বাচ ঊর্মিং ন সিন্ধুর্গিরস্তোমান্ পবমানো মনীষাঃ। অন্তঃ পশ্যন্ বৃজনেমাবরাণ্যা তিষ্ঠতি বৃষভো গোষু জানন্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ৯৩৫. সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয়ে সর্বকর্মা ক্রান্তদর্শী প্রিয় সোম দ্যুলোকে জলের মধ্যে নিহিত রশ্মিরূপ পাখীদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যাচ্ছেন ॥ ৯৩৬. যজ্ঞ কর্মের (=জলের) বর্ধয়িত্রী, মহতী দ্যু ও পৃথিবীর পুত্ররূপে জাত মহান সেই শুচি সোম জন্মলাভ করেই দীপ্তি লাভ করেন ॥ ৯৩৭. হে সোম, তোমার মধ্যে বসবাসকারী, দ্রোহশূন্য, স্তুতিকারী মানুষের পানের জন্য বারিধারা ক্ষরণ কর ॥ ৯৩৮. হে অতি উজ্জ্বলকান্তি সোম, তুমি ক্ষিপ্র ও দ্যুলোকসম্বন্ধযুক্ত ; তুমি অমৃতত্ব ঘোষণা করতে করতে ক্ষরিত হয়ে থাক ॥ ৯৩৯. এই সেই সোম, যিনি নব নব গতির দ্বারা ধ্যানস্থ সূর্যকে আচ্ছাদিত করেন, যাঁকে বিপ্রগণ বন্ধুরূপে কামনা করেন (বা পান করেন), দেবগণের বলকার্যে যাঁর শোভন অমৃত ধারা ক্ষরিত হয় এবং যিনি অন্নসম্পদকে ব্যাপ্ত করেন ॥ ৯৪০. ক্ষরণের জন্য প্রস্তুত শোধিত সোম মেঘ থেকে তরঙ্গায়িত হয়ে জলাশয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছেন। সম্মুখে শব্দকে রেখে ক্ষরণশীল সোম শব্দ করতে করতে আসছেন ॥ ৯৪১. প্রজ্ঞাযুক্ত দেবগণ (=রশ্মিগণ) জলমধ্যে অবস্থিত সূর্যকে ঘিরে ক্রীড়াকারী দ্রুতগামী সোমকে শোধিত করছেন ; তিন লোক আচ্ছাদনকারীকে লক্ষ্য করে মিলিতভাবে শব্দ করছেন ॥ ৯৪২. প্রচুর অন্ন দান করবেন বলে দ্রুতগামী অশ্বের মত সোম কলশ (=পৃথিবী) অভিমুখে গমন করলেন ; পবিত্র সোম শব্দ সৃষ্টি করে ক্ষরিত হলেন ॥ ৯৪৩. সোম ক্ষরিত হচ্ছেন। তিনি বুদ্ধির (বা বাক্যের) জন্মদাতা, দ্যুলোকের জন্মদাতা, পৃথিবীর জন্মদাতা, অগ্নির জন্মদাতা, সূর্যের জন্মদাতা, ইন্দ্রের জন্মদাতা এবং বিষ্ণুরও জন্মদাতা ॥ ৯৪৪. দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মা (=সর্বজ্ঞানসম্পন্ন), কবিগণের মধ্যে বিদ্যার্জিত গুণ, বিপ্রগণের মধ্যে ঋষি, পশুগণের মধ্যে মহিষ, গৃধ্রগণের মধ্যে শ্যেনপক্ষী, রশ্মিগণের মধ্যে বজ্ররূপ কুঠার, সোম শব্দ করতে করতে রশ্মিকে অতিক্রম করে আসছেন ॥ ৯৪৫. সমুদ্রের তরঙ্গের মত অপ্রমত্তভাবে শব্দ তরঙ্গের বিক্ষেপকারী পবমান সোম প্রজ্ঞাযুক্ত বাক্যের

স্তুতিসমূহকে প্রেরণ করেন। তিনি আকাশের মধ্যস্থল অবলোকন করে জলের মধ্যে ইন্দ্রের অবস্থান জেনে দুর্নিবার বীর্য ধারণ করে অবস্থান করেন ॥

সপ্তম খণ্ড ঃ (সূক্ত ২০) ৯৪৬ অগ্নিং বো বৃধন্তমধ্বরাণাং পুরূতমম্ । অচ্ছা নপ্ত্রে সহস্বতে ॥ ১ ॥ ৯৪৭. অয়ং যথা ন আভুবৎ ত্বষ্টা রূপেব তক্ষ্যা । অস্য ক্রত্বা যশস্বতঃ ॥ ২ ॥ ৯৪৮. অয়ং বিশ্বা অভি শ্রিয়োঽগ্নির্দেবেষু পত্যতে । আ বাজৈরুপ নো গমৎ ॥ ৩ । (সূক্ত ২১) ৯৪৯. ইমমিন্দ্র সুতং পিব জ্যেষ্ঠমমর্ত্যং মদম্ । শুক্রস্য ত্বাভ্যক্ষরন্ ধারা ঋতস্য সাদনে ॥ ১ ॥ ৯৫০. ন কিষ্ট্বদ্ রথীতরো হরী যদিন্দ্র যচ্ছসে । ন কিষ্ট্বানু মজ্মনা ন কিঃ স্বশ্ব আনশে ॥ ২ ॥ ৯৫১. ইন্দ্রায় নূনমর্চতোক্থানি চ ব্রবীতন । সুতা অমৎসুরিন্দবো জ্যেষ্ঠং নমস্যতা সহঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ২২) ৯৫২. ইন্দ্র জুষস্ব প্র বহা যাহি শূর হরিহ । পিবা সুতস্য মতির্ন মধোশ্চকানশ্চারুর্মদায় ॥ ১ । ৯৫৩. ইন্দ্র জঠরং নব্যং ন পৃণস্ব মধোর্দিবো ন । অস্য সুতস্য স্বাতর্নোপ ত্বা মদাঃ সু বাচো অস্থুঃ ॥ ২ ॥ ৯৪৫. ইন্দ্রস্তুরাষাণ্‌-মিত্রো ন জঘান বৃত্রং যতির্ন । বিভেদ বলং ভৃগুর্ন সসাহে শত্রূন্ মদে সোমস্য ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ৯৪৬. তোমাদের সন্তানের জন্য, বলের জন্য অহিংসিত যজ্ঞের বর্ধনকারী অতিব্যাপ্ত অগ্নিকে প্রাপ্ত হও । ৯৪৭. ত্বষ্টা (=সূর্য) যেমন তক্ষণকার্যের দ্বারা রূপ সৃষ্টি করেন, সেইরূপ অগ্নির কর্মের দ্বারা আমরা যেন যশোযুক্ত হই ॥ ৯৪৮. এই অগ্নি (মানুষের জন্য) সকল শ্রী সম্পদ অভিলাষ করে দেবগণের মধ্যে গমন করেন । তিনি সকল অন্নবলসহ আমাদের কাছে আসুন ॥ ৯৪৯. হে ইন্দ্র, এই শ্রেষ্ঠ হর্ষজনক অমৃত সোম পান কর : জলের গৃহে (=অন্তরিক্ষে) উজ্জ্বল এই সোমধারা তোমার উদ্দেশেই প্রবাহিত হচ্ছে ॥ ৯৫০. হে ইন্দ্র, তুমি যখন তোমার দুই অশ্বযুক্ত রথে গমন কর, তখন তোমার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন রথী থাকে না ; তোমার মত বলবানও কেউ নেই ; তোমার মত শোভন অশ্বযুক্ত হয়ে কেউ ব্যাপ্তও হতে পারে না ॥ ৯৫১. ইন্দ্রের উদ্দেশে এখনি পূজা কর এবং স্তুতিবাক্য উচ্চারণ কর ; অভিষুত সোমরস তাঁকে হৃষ্ট করুক ; জ্যেষ্ঠ ও বলবান ইন্দ্রকে নমস্কার কর ॥ ৯৫২. হে বীর ইন্দ্র, এস ; তোমার প্রতি উচ্চারিত আমাদের শোভনস্তুতি তুমি প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ কর । হে হরিৎবর্ণ সোম, প্রবাহিত হও ; হে ইন্দ্র, মত্ততার জন্য মধুর সোমরস পান কর ॥ ৯৫৩. হে ইন্দ্র, দ্যুলোকের মত চির নূতন এই উজ্জ্বল মধুর সোম তোমার জঠর পূর্ণ করুক । সূর্যের মত উজ্জ্বল এই অভিষুত সোমের উদ্দেশে উচ্চারিত আনন্দকর স্তুতিসমূহ তোমার কাছে অবস্থান করুক । [ইন্দ্রের জঠর=আকাশ] ॥ ৯৫৪. শত্রুবল পরাভবকারী ইন্দ্র সোমপানে মত্ত হবার জন্য মিত্রের মত বৃত্রকে হনন করলেন, যতির মত বলকে ছিন্নভিন্ন করলেন, ভৃগুর মত শত্রুদের নিষ্পেষিত করলেন ॥ [বৃত্র—মেঘ । বল—মেঘ । শত্রু—মেঘরূপ শত্রু ॥ যতি—এক প্রকার রশ্মি । ভৃগু—এক প্রকার রশ্মি] ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

।। সূক্ত সংখ্যা ২৩, মন্ত্র সংখ্যা ৭৬ ।। দেবতা (সূক্তানুসারে) ১-৬, ১১-১৩, ১৬-২০ পবমান সোম, ৭।২১ অগ্নি, ৮ মিত্র ও বরুণ, ৯।১৪।১৫।২২।২৩ ইন্দ্র, ১০ ইন্দ্রাগ্নী ।। ছন্দ ১।৭ জগতী, ২-৬, ৮-১১, ১৩, ১৬ গায়ত্রী, ১২ বৃহতী, ১৪। ১৫।২১ পঙ্‌ক্তি, ১৭ প্রগাথ ককুপ সতোবৃহতী, ১৮।২২ উষ্ণিক্, ১৯।২৩ অনুষ্টুপ্, ২০ ত্রিষ্টুপ্ ।। ঋষি ১ অকৃষ্ট ঋষিত্রয়, ২ কশ্যপ মারীচ, ৩।৪।১৩ অসিত কাশ্যপ, বা দেবল, ৫ অবৎসার কাশ্যপ, ৬।১৬ জমদগ্নি ভার্গব, ৭ অরুণ বৈতহব্য, ৮ উরুচক্রি আত্রেয়, ৯ কুরুসুতি কাণ্ব, ১০ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ১১ ভৃগু বারুণি বা জমদগ্নি ভার্গব, ১২ মনু বা সপ্ত ঋষি, ১৪।১৫।২৩ গোতম রাহুগণ, ১৭ (১) ঊর্ধ্বসদ্মা আঙ্গিরস, (২) কৃতযশা, ১৮ ত্রিত আপ্ত্য, ১৯ রেভ কাশ্যপদ্বয়, ২০ মন্যু বাসিষ্ঠ, ২১ বসুশ্রুত আত্রেয়, ২২ নৃমেধ আঙ্গিরস ।।

প্রথম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১) ৯৫৫. গোবিৎপবস্ব বসুবিদ্ধিরণ্যবিদ্‌রেতোধা ইন্দো ভুবনেষ্বর্পিতঃ। ত্বং সুবীরো অসি সোম বিশ্ববিৎ তং ত্বা নর উপ গিরেম আসতে ।।১।। ৯৫৬. ত্বং নৃচক্ষা অসি সোম বিশ্বতঃ পবমান বৃষভ তা বি ধাবসি। স নঃ পবস্ব বসুমদ্ধিরণ্যবদ্ বয়ং স্যাম ভুবনেষু জীবসে ।। ২ ।। ৯৫৭. ঈশান ইমা ভুবনানি ঈয়সে যুজান ইন্দো হরিতঃ সুপর্ণ্যঃ। অস্তে ক্ষরন্তু মধুমদ্ ঘৃতম্ পয়স্তব প্রতে সোম তিষ্ঠন্তু কৃষ্টয়ঃ ।। ৩ ।। (সূক্ত ২) ৯৫৮. পবমানস্য বিশ্ববিৎ প্র তে সর্গা অসৃক্ষত। সূর্যস্যেব ন রশ্ময়ঃ ।। ১ ।। ৯৫৯. কেতুং কৃণ্বন্ দিবস্পরি বিশ্বা রূপাভ্যর্ষসি। সমুদ্রঃ সোম পিন্বসে ।। ২ ।। ৯৬০. জজ্ঞানো বাচমিষ্যসি পবমান বিধর্মণি। ক্রন্দন্ দেবো ন সূর্যঃ ।। ৩ ।। (সূক্ত ৩) ৯৬১. প্র সোমাসো অধন্বিষুঃ পবমানাস ইন্দবঃ। শ্রীণানা অপ্সু বৃঞ্জতে ।। ১ ।। ৯৬২. অভি গাবো অধন্বিষু-রাপো ন প্রবতা যতীঃ। পুনানা ইন্দ্রমাশত ।। ২ ।। ৯৬৩. প্র পবমান ধন্বসি সোমেন্দ্রায় মাদনঃ। নৃভির্যতো বি নীয়সে ।। ৩ ।। ৯৬৪. ইন্দো যদদ্রিভিঃ সুতঃ পবিত্রং পরিদীয়সে। অরমিন্দ্রস্য ধাম্নে ।। ৪ ।। ৯৬৫. ত্বং সোম নৃমাদনঃ পবস্ব চর্ষণীধৃতিঃ। সস্নির্যো অনুমাদ্যঃ ।। ৫ ।। ৯৬৬. পবস্ব বৃত্রহন্তম উক্থেভির-নুমাদ্যঃ। শুচিঃ পাবকো অদ্ভুতঃ ।। ৬ ।। ৯৬৭. শুচিঃ পাবক উচ্যতে সোমঃ সুতঃ স মধুমান্। দেবাবীরঘশংসহা ।। ৭ ।।

অনুবাদ ঃ ৯৫৫. হে ইন্দু, তুমি জলের ধারক, তুমি জল, ধন ও রশ্মিকে আহরণ কর; তুমি সকল ভুবনে অর্পিত। হে সোম, তুমি সুবীর; সেই তোমাকে এইভাবে জেনে মানুষেরা স্তুতিবাক্যে উপাসনা করছে ।। ৯৫৬. হে সোম, তুমি সকল মানুষের দ্রষ্টা; হে পবমান বর্ষণকারী সোম, তুমি সর্বত্র বর্ষণের দ্বারা সকল কিছু ধারণ কর। সেই তুমি আমাদের জন্য ধনময় হিরণ্ময় বারি ক্ষরণ কর যেন আমরা লোকমধ্যে জীবিত থাকি ।। ৯৫৭. হে ইন্দু তুমি উজ্জ্বল পক্ষযুক্ত রশ্মিগণের সহায়তায় জগৎনিয়ন্তার মত এই বিশ্বভুবনে গমনাগমন কর। তোমার সেই রশ্মিগণ মধুময় দুগ্ধবৎ জল ক্ষরণ করুক; হে সোম, মানুষেরা যেন তোমার কর্মে ব্যাপৃত থাকে ।। ৯৫৮. হে বিশ্ববিদ্, সূর্যের কিরণরাশির মত মুষলধারে তোমার পবমান ধারা ক্ষরিত কর ।। ৯৫৯. বিশ্বের সকল রূপ উদ্‌ভাসিত করে দ্যুলোক হতে এস। হে সোম, তুমি সমুদ্রের মত বর্ধিত হও ।। ৯৬০. হে পবমান সোম, সূর্যদেবের মত নিরন্তর কর্মে

অবস্থিত থেকে তুমি জন্মলাভ করেই বাক্যকে কামনা করলে ॥ ৯৬১. সোমসকল শোধিত ও দীপ্ত হয়ে ঊর্ধ্বে আকাশে গমন করছেন ; (রশ্মিদ্বারা) জলমধ্যে মিশ্রিত হয়ে মার্জিত হচ্ছেন ॥ ৯৬২. নিম্নগামী জলের মত সোম যাচ্ছেন ঊর্ধ্বলোকের জলের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য এবং শোধিত হয়ে ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করছেন ॥ ৯৬৩. হে পবমান সোম, নৃত্যশালী রশ্মিগণ ঊর্ধ্বলোকে তোমাকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে তুমি ইন্দ্রের মত্ততার জন্য গমন করছো ॥ ৯৬৪. হে ইন্দু, যখন তুমি মেঘপুঞ্জ থেকে নিষ্পীড়িত হয়ে জল ক্ষরিত কর, তখন পর্যাপ্ত পরিমাণে ইন্দ্রের ধামে (=অন্তরিক্ষে) অবস্থান কর ॥ ৯৬৫. হে সোম, তুমি নৃত্যশালী রশ্মিগণের মত্ততাকারক, মনুষ্যগণের ধারক ; যে তুমি মেঘকে প্রাপ্ত হয়ে মত্ত হও, সেই তুমি ক্ষরিত হও ॥ ৯৬৬. হে উত্তম মেঘহননকারী, তুমি স্তবের দ্বারা মত্ত হয়ে ক্ষরিত হও ; তুমি শুচি, তুমি পাবক, তুমি অদ্ভুত ॥ ৯৬৭. অভিষুত সোমকেই শুচি ও পাবক বলা হয় ; তিনি মধুমান্ ; দেবগণের আনন্দবিধায়ক এবং বিঘ্নবিনাশক ॥

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৪) ঃ ৯৬৮. প্র কবির্দেববীতয়েঽব্যা বারেভিরব্যত। সাহ্বান্ বিশ্বা অভি স্পৃধঃ ॥ ১ ॥ ৯৬৯. স হি ষ্মা জরিতৃভ্য আ বাজং গোমন্তমিন্বতি। পবমানঃ সহস্রিণম্ ॥ ২ ॥ ৯৭০. পরি বিশ্বানি চেতসা মৃজ্যসে পবসে মতী। স নঃ সোম শ্রবো বিদঃ ॥ ৩ ॥ ৯৭১. অভ্যর্ষ বৃহদ্ যশো মঘবদ্ভ্যো ধ্রুবং রয়িম্। ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ৪ ॥ ৯৭২. ত্বং রাজেব সুব্রতো গিরঃ সোমা বিবেশিথ। পুনানো বহ্নে অদ্ভুত ॥ ৫ ॥ ৯৭৩. স বহ্নিরপ্সু দুষ্টরো মৃজ্যমানো গভস্ত্যোঃ। সোমশ্চমূষু সীদতি ॥ ৬ ॥ ৯৭৪. ক্রীড়ুর্মখো ন মংহয়ুঃ পবিত্রং সোম গচ্ছসি। দধৎ স্তোত্রে সুবীর্যম্ ॥ ৭ ॥ (সূক্ত ৫) ৯৭৫. যবং যবং নো অন্ধসা পুষ্টং পুষ্টং পরিস্রব। বিশ্বা চ সোম সৌভগা ॥ ১ ॥ ৯৭৬. ইন্দো যথা তব স্তবো যথা তে জাতমন্ধসঃ। নি বর্হিষি প্রিয়ে সদঃ ॥ ২ ॥ ৯৭৭. উত নো গোবিদশ্ববিৎ পবস্ব সোমান্ধসা। মক্ষূতমেভিরহভিঃ ॥ ৩ ॥ ৯৭৮. যো জিনাতি ন জীয়তে হন্তি শত্রুমভীত্য। স পবস্ব সহস্রজিৎ ॥ ৪ ॥ (সূক্ত ৬) ৯৭৯. যাস্তে ধারা মধুশ্চুতোঽসৃগ্রমিন্দ উতয়ে। তাভিঃ পবিত্রমাসদঃ ॥ ১ ॥ ৯৮০. সো অর্ষেন্দ্রায় পীতয়ে তিরো বারাণ্যব্যয়া। সীদন্নৃতস্য যোনিমা ॥ ২ ॥ ৯৮১. ত্বং সোম পরি স্রব স্বাদিষ্ঠো অঙ্গিরোভ্যঃ। বরিবোবিদ্ ঘৃতং পয়ঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ৯৬৮. মহাশক্তিধর কবি সোম দেবগণের আনন্দবিধানের জন্য সকল বাধা অতিক্রম করে জলসমূহের গতির দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে গমন করছেন ॥ ৯৬৯. সেই পবমান সোম স্তোতাদের জন্য অন্ন-উৎপাদনক্ষম বারিরাশি সহস্রধারায় আনয়ন করেন ॥ ৯৭০. হে সোম, তুমি চেতনসম্পন্ন শুদ্ধ অলঙ্কৃত সমস্ত ধন দান কর ; সেই তুমি আমাদের অন্ন দাও ॥ ৯৭১. হে সোম, হব্যদাতাদের জন্য বিপুল যশ ও ধ্রুব ধন দান কর , স্তোতাদের জন্য অন্ন এনে দাও ॥ ৯৭২. হে বহনকারী, হে অদ্ভুত, তুমি সুকর্মা ; তুমি শোধিত হয়ে রাজার মত আমাদের স্তুতি গ্রহণ কর ॥ ৯৭৩. সেই বহনকারী সোম জলমধ্যে দুরনুকরণীয় হস্তের দ্বারা শোধিত হয়ে দ্যু ও পৃথিবীর অন্তর্গত জলাধারে উপবেশন করলেন ॥ ৯৭৪. হে সোম, তুমি সম্প্রতি দান করতে ইচ্ছা করে আনন্দের সঙ্গে ক্রীড়া করে গমন করছো ; স্তোতার জন্য সুবীর্য জল ধারণ কর ॥ ৯৭৫. হে সোম, আমাদের পুষ্টিসাধক প্রচুর যব খাদ্যশস্য দানের জন্য বারিরাশি ক্ষরণ কর, আর সকল সৌভাগ্য দান কর ॥ ৯৭৬. হে ইন্দু, যেরূপ তোমার

স্তব, যেরূপ তোমার সৃষ্ট অন্ন, সেরূপ তোমার প্রিয় অন্তরিক্ষে অবস্থিত বাসস্থান ॥ ৯৭৭. আর, হে সোম, এই সকল অন্নের সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই জ্যোতি এবং গতি প্রাপ্তির জন্য আমাদের উদ্দেশে বারি বর্ষণ কর ॥ ৯৭৮. যিনি জয় করেন, যিনি পরাজিত হন না, যিনি শত্রুর প্রতি (=মেঘের প্রতি) ধাবিত হয়ে তাকে হনন করেন, সেই সহস্রজিৎ সোম ক্ষরিত হোন ॥ ৯৭৯. হে সোম, শুদ্ধরূপে উৎপন্ন মধুক্ষরণ-কারী তোমার যে রসধারা আমাদের বল সামর্থ্যের জন্য, সেই ধারাসহকারে তুমি এসে উপবেশন কর ॥ ৯৮০. জলের বাসস্থান অন্তরিক্ষে অবস্থান করে ইন্দ্রের পানের জন্য গতির দ্বারা যে জলরাশিকে প্রাপ্ত হয়েছ, তা আমাদের জন্য বর্ষণ কর ॥ ৯৮১. হে সোম, অঙ্গাররূপে অঙ্গির সৃষ্টির জন্য (=উত্তম কার্বন জাতীয় জৈব উপাদান) তুমি অতি সুস্বাদু দুগ্ধবৎ জল ক্ষরিত কর ॥

তৃতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৭) ৯৮২. তব শ্রিয়ো বর্ষ্যস্যেব বিদ্যুতোঽগ্নেশ্চিকিত্র উষসামিবেতয়ঃ যদোষধীরভিসৃষ্টো বনানি চ পরি স্বয়ং চিনুষে অন্নমাসনি ॥ ১ ॥ ৯৮৩. বাতোপজূত ইষিতো বশাঁ অনু তৃষু যদন্না বেবিষদ্বিতিষ্ঠসে। আ তে যতন্তে রথ্যো৩যথা পৃথক্ শর্ধাংস্যগ্নে অজরস্য ধক্ষতঃ ॥ ২ ॥ ৯৮৪. মেধাকারং বিদথস্য প্রসাধনমগ্নিং হোতারং পরিভূতরং মতিম্। ত্বামর্ভস্য হবিষঃ সমানমিৎ ত্বাং মহো বৃণতে নান্যং ত্বৎ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৮) ৯৮৫. পুরূরুণা চিদ্ধ্যস্ত্যবো নূনং বাং বরুণ। মিত্র বংসি বাং সুমতিম্ ॥ ১ ॥ ৯৮৬. তা বাং সম্যগদ্রুহ্বাণেষমশ্যাম ধাম চ। বয়ং বাং মিত্রা স্যাম ॥ ২ ॥ ৯৮৭. পাতং নো মিত্রা পায়ুভিরুত ত্রায়েথাং সুত্রাত্রা। সাহ্যাম দস্যুস্তনূভিঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৯) ৯৮৮. উত্তিষ্ঠন্নোজসা সহ পীত্বা শিপ্রে অবেপয়ঃ। সোমমিন্দ্র চমূ সুতম্ ॥ ১ ॥ ৯৮৯. অনু ত্বা রোদসী উভে স্পর্ধমানমদদেতাম্। ইন্দ্র যদ্ দস্যুহাভবঃ ॥ ২ । ৯৯০. বাচমষ্টাপদীমহং নবস্রক্তিমৃতাবৃধম্। ইন্দ্রাৎ পরি তন্বং মমে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১০) ৯৯১. ইন্দ্রাগ্নী যুবামিমে৩ঽভি স্তোমা অনূষত। পিবতং শম্ভুবা সুতম্ ॥ ১ ॥ ৯৯২. যা বাং সন্তি পুরুস্পৃহো নিযুতো দাশুষে নরা। ইন্দ্রাগ্নী তাভিরা গতম্ ॥ ২ ॥ ৯৯৩. তাভিরা গচ্ছতং নরোপেদং সবনং সুতম্। ইন্দ্রাগ্নী সোমপীতয়ে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ৯৮২. হে অগ্নি, তোমার বিচিত্র শোভাসমূহ জলবর্ষণকারী মেঘ হতে আহরিত ; সেই শোভা বিদ্যুতের মত, প্রভাতের আগমনসূচক উষার আলোকের মত দৃষ্ট হতে থাকে; তুমি যেন তখন বন্ধনমুক্ত হয়ে উদ্ভিদ বন প্রভৃতি অন্বেষণ করতে থাক ; তারা যেন তোমার মুখে অন্নের মত ॥ ৯৮৩. হে অগ্নি, তুমি বায়ুর দ্বারা কম্পিত হয়ে সঞ্চালিত হও : উত্তম অন্নসমূহের মধ্যে প্রবেশ করে অবস্থান কর। হে অগ্নি, তুমি যখন দগ্ধ করতে উদ্যত হও, তখন তোমার বিনাশরহিত প্রবল শিখা-সমূহ রথারূঢ় যোদ্ধার মত পৃথক পৃথক ভাবে বল প্রকাশ করতে থাকে ॥ ৯৮৪. অগ্নি মানুষকে মেধাযুক্ত করেন ; তিনি যজ্ঞকর্মের সিদ্ধিদাতা, হোমকর্তা, অতি মহান ও প্রজ্ঞাবান। অল্প হোমদ্রব্য অথবা বেশী হোমদ্রব্য যা-ই দেওয়া হোক না কেন সকল যজ্ঞকর্মে অগ্নিকেই বরণ করা হয়, তিনি ছাড়া অন্য কাউকে নয় ॥ ৯৮৫. হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা দুজনে বহুদূরে ব্যাপী বিস্তৃত একথা প্রসিদ্ধ (=সকলেই জানে); তোমাদের কাছে সুমতি কামনা করি ; তোমরা অবশ্যই আমাদের রক্ষা করবে ॥ ৯৮৬. হে দ্রোহরহিত দেবদ্বয়, আমরা যেন সম্যক্রূপে অন্ন ও গৃহ পাই ; হে মিত্র ও বরুণ, আমরা যেন তোমাদের দুজনকে (সখারূপে) পাই ॥ ৯৮৭ হে মিত্র ও বরুণ, তোমাদের পালনসামর্থ্যের দ্বারা আমাদের রক্ষা কর এবং উত্তম

ত্রাণশক্তির দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ কর ; আমরা যেন আমাদের সন্তানদের সহায়তায় দুর্জনদের পরাভূত করতে পারি ॥ ৯৮৮. হে দ্যু ও পৃথিবী, সোম অভিষুত হয়েছে। হে ইন্দ্র, জল নিম্নদেশে অবস্থান করবে বলে তুমি দুগ্ধবৎ সোম পান করে বলসহায়ে উত্থিত হও ॥ ৯৮৯. হে ইন্দ্র, তুমি যখন মেঘরূপ দস্যুকে (দস্যু = মেঘ ; বারি বাষ্পাকারে ক্ষীণরূপ ধারণ করে মেঘাকার ধারণ করে জলকে নিরুদ্ধ রাখে বলে মেঘের এক নাম দস্যু) হনন কর তখন দ্যু ও পৃথিবী উভয়ে তোমাকে অনুসরণ করে সেই স্পর্ধমানকে দান করেন (=মেঘক্ষরিত করে বারি দান করেন) ॥ ৯৯০. আমি যে স্তুতি রচনা করি সেই অষ্টাপদী ও নবদিকব্যাপী যজ্ঞস্পর্শী স্তুতিও ইন্দ্র অপেক্ষা ন্যূন ! [চতুর্দিক ও চতুষ্কোণ = অষ্টাপদী। অষ্টাপদী এবং ঊর্ধ্বদিক = নবদিক বা নবপদী] ॥ ৯৯১. হে নত্যশালী ইন্দ্র ও অগ্নি, এই স্তোতাগণ তোমাদের দুজনকে স্তব করছেন। হে সুখপ্রদানকারী ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা অভিষুত সোম পান কর ॥ ৯৯২. হে জগতনিয়ন্তা ইন্দ্র ও অগ্নি, বাঞ্ছিতকে দানের জন্য তোমাদের দুজনের যে নিযুত ধন আছে, সেই ধন নিয়ে এস ॥ ৯৯৩. হে নায়ক ইন্দ্র ও অগ্নি, নিযুত ধন নিয়ে এই অভিষুত সোমের কাছে পানের জন্য এস ॥

চতুর্থ খণ্ড : (সূক্ত ১১) ৯৯৪. অর্ষা সোম দ্যুমত্তমোঽভি দ্রোণানি রোরুবৎ। সীদন্ যোনৌ বনেষ্বা ॥ ১ ॥ ৯৯৫. অপ্সা ইন্দ্রায় বায়বে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ। সোমা অর্ষন্তু বিষ্ণবে ॥ ২ ॥ ৯৯৬. ইষং তোকায় নো দধদস্মভ্যং সোম বিশ্বতঃ। আ পবস্ব সহস্রিণম্ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১২) ৯৯৭. সোম উ ষ্বাণঃ সোতৃভিরধি ষ্ণুভিরবীনাম্। অশ্বয়েব হরিতা যাতি ধারয়া মন্দ্রয়া যাতি ধারয়া ॥ ১ ॥ ৯৯৮. অনূপে গোমান্ গোভিরক্ষাঃ সোমো, দুগ্ধাভিরক্ষাঃ ; সমুদ্রং ন সংবরণান্যগ্মন্ মন্দী মদায় তোশতে ॥ ২ ॥ (সূক্ত ১৩) ৯৯৯. যৎসোম চিত্রমুক্থ্যং দিব্যং পার্থিবং বসু। তন্নঃ পুনান আ ভর ॥ ১ ॥ ১০০০. বৃষা পুনান আয়ূংষি স্তনয়ন্নধি বর্হিষি : হরিঃ সন্ যোনিমাসদঃ ॥ ২ ॥ ১০০১. যুবং হি স্থঃ স্বঃ পতী ইন্দ্রশ্চ সোম গোপতী। ঈশানা পিপ্যতং ধিয়ঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ : ৯৯৪. হে সোম, তুমি অতি গম্ভীর শব্দ করতে করতে মেঘপুঞ্জের প্রতি ধাবমান হও ; অন্তরিক্ষে অবস্থিত জলমধ্যে প্রবেশ কর ॥ ৯৯৫. হে সোমরস-সকল, তোমরা জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মরুদ্গণ এবং বিষ্ণুর উদ্দেশে ক্ষরিত হও ॥ ৯৯৬. হে সোম, আমাদের সন্তানদের জন্য অন্ন দান কর, সকল দিকে সহস্রধারায় ক্ষরিত হও ॥ ৯৯৭. ঊর্ধ্বাকাশে হরিৎ অশ্বরশ্মির দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে সোম পরিচালিত হয়ে ধারারূপে বয়ে চলেছেন ; আনন্দ সহকারে সোম ধারারূপে বয়ে চলেছেন ॥ ৯৯৮. উদকবিশিষ্ট স্থানে (= অন্তরিক্ষে) গোপালক (=জলের পালক ইন্দ্র) গোগণের সঙ্গে (=জলসমূহের সঙ্গে। গো = জল) বাস করেন ; তখন দোহনযোগ্য সেই গাভীসমূহ হতে সোমরূপ দুগ্ধ ক্ষরিত হয়। জলরাশি যেমন অন্তরিক্ষকে আচ্ছাদিত করে, তেমনি স্তুতিযুক্ত সোম আনন্দসহকারে (পৃথিবীর) সকল জলাশয়ের দিকে গমন করে তাদের তুষ্ট করলেন (=আচ্ছাদিত করলেন) ॥ ৯৯৯ হে সোম, যা কিছু স্তুতিযোগ্য পার্থিব ও দিব্য ধন আছে তা তুমি শোধিত হয়ে আমাদের জন্য আন ॥ ১০০০. আয়ুবর্ধনকারী, বর্ষণশীল, শোধিত হরিৎবর্ণ সোম শব্দ করতে করতে উপরে আকাশে জলমধ্যে গিয়ে বসলেন ॥ ১০০১. হে সোম, তুমি এবং ইন্দ্র তোমরা দুজনে দ্যুলোকের অধিপতি এবং গোপালক (=জল,

রশ্মি বা পৃথিবীর পালক)। সকল কর্মের নিয়ন্তা তোমরা দুজন আমাদের কর্ম-সমূহকে ধারণ কর ॥

পঞ্চম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৪) ১০০২. ইন্দ্রো মদায় বাবৃধে শবসে বৃত্রহা নৃভিঃ। তমিন্মহৎস্বাজিষূতিমর্ভে হবামহে স বাজেষু প্র নোঽবিষৎ ॥ ২ ॥ ১০০৩. অসি হি বীর সেন্যোঽসি ভূরি পরাদদিঃ। অসি দভ্রস্য চিদ্‌বৃধো যজমানায় শিক্ষসি সুন্বতে ভূরি তে বসু ॥ ২ ॥ ১০০৪. যদুদীরৎ আজযো ধৃষ্ণবে ধীয়তে ধনম্। যুঙ্‌ক্ষ্বা মদচ্যুতা হরী কং হনঃ কং বসৌ দধোঽস্মাং ইন্দ্র বসৌ দধঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৫) ১০০৫. স্বাদোরিত্থা বিষূবতো মধোঃ পিবন্তি গৌর্যঃ। যা ইন্দ্রেণ সয়াবরীর্বৃষ্ণা মদন্তি শোভথা বস্বীরনু স্বরাজ্যম্ ॥ ১ ॥ ১০০৬. তা অস্য পৃশনায়ুবঃ সোমং শ্রীণন্তি পৃশ্নয়ঃ প্রিয়া ইন্দ্রস্য ধেনবো বজ্রং হিন্বন্তি সায়কং বস্বীরনু স্বরাজ্যম্ ॥ ২ ॥ ১০০৭. তা অস্য নমসা সহঃ সপর্যন্তি প্রচেতসঃ। ব্রতান্যস্য সশ্চিরে পুরূণি পূর্বচিত্তয়ে বস্বীরনু স্বরাজ্যম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১০০২. মেঘহননকারী ইন্দ্র নৃত্যশালী রশ্মিগণের দ্বারা আনন্দের জন্য ও বলের জন্য বর্ধিত হন। তাঁকেই আমরা ক্ষুদ্র মহৎ সকল সংগ্রামেই ডাকি ; তিনিই সকল সংগ্রামে আমাদের সুন্দরভাবে রক্ষা করেন ॥ ১০০৩. তুমি বীর, তুমিই যোধ্যা ; তুমি মেঘহনন করে প্রভুত ধন দান কর ; তোমার প্রভূত ধন আছে ; তুমি অল্পবিত্তকেও ধনে বর্ধিত কর ; তুমি সোম অভিষবকারী যজমানকেও ধন দান কর ॥ ১০০৪. সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গেলেই সংগ্রামে (=জীবনসংগ্রামে) ধন লাভ হয়। হে ইন্দ্র, সোমপানে মত্ত তোমার অশ্ব দুইটির (=দেশ ও কাল) সহযোগিতায় কাউকে বধ কর। কাউকে ধন দান কর। হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের ধনসম্পদে রাখ ॥ ১০০৫. হলুদবর্ণ কিরণরাশি এই বিষুববিন্দুতে মধুর জলের স্বাদ আস্বাদন করেন ; সেই বর্ষণশীলা কিরণরাশি ইন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থেকে বর্ষণকর্মে মত্ত হন, আর ইন্দ্রের অনুগমন করে তাঁর রাজ্যকে শোভিত করেন ॥ ১০০৬. ইন্দ্রের সঙ্গ কামনা করে ওই সকল নানাবর্ণের কিরণরাশি সোমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জল সৃষ্টি করছেন। ইন্দ্রের প্রিয় বাক্‌রূপী ধেনুগণ মেঘবিদারক বজ্রকে মেঘমধ্যে প্রেরণ করছেন। তাঁরা ইন্দ্রের রাজ্যে অবস্থান করেন ॥ ১০০৭. প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত বাক্‌সমূহ (=মেঘগর্জন) তাদের সৃষ্ট দুগ্ধবৎ জলের দ্বারা ইন্দ্রের বলের কাছে নত হন ; তাঁরা প্রথম থেকেই সকলের অবগতির জন্য ইন্দ্রের মেঘহননরূপ বহু কর্মের বিষয়ে ঘোষণা করতে থাকেন (=গর্জন করতে থাকেন) ॥

ষষ্ঠ খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৬) ১০০৮. অসাব্যংশুর্মদায়াপ্‌সু দক্ষো গিরিষ্ঠাঃ। শ্যেনো ন যোনিমাসদৎ ॥ ১ ॥ ১০০৯. শুভ্রমন্ধো দেববাতমপ্‌সু ধৌতং নৃভিঃ সুতম্। স্বদন্তি গাবঃ পয়োভিঃ ॥ ২ ॥ ১০১০. আদীমশ্বং ন হেতারমশুশুভন্নমৃতায়। মধ্বো রসং সধমাদে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৭) ১০১১. অভি দ্যুম্নং বৃহদ্যশ ইষস্পতে দিদীহি দেব দেবয়ুম্। বিকোশং মধ্যমং যুব ॥ ১ ॥ ১০১২. আ বচ্যস্ব সুদক্ষ চম্বোঃ সুতো বিশাং বহ্নির্ন বিশ্‌পতিঃ। বৃষ্টিং দিবঃ পবস্ব রীতিমপো জিন্বন্ গবিষ্টয়ে ধিয়ঃ ॥ ২ ॥ (সূক্ত ১৮) ১০১৩. প্রাণা শিশুর্মহীনাং হিন্বন্নৃতস্য দীধিতিম্। বিশ্বা পরি প্রিয়া ভুবদধ দ্বিতা ॥ ১ ॥ ১০১৪. উপ ত্রিতস্য পাষ্যোঽরভক্ত যদ্ গুহা পদম্। যজ্ঞস্য সপ্তস্য সপ্ত ধামভিরধ প্রিয়ম্ ॥ ২ ॥ ১০১৫. ত্রীণি ত্রিতস্য ধারয়া পৃষ্ঠেষ্বেরয়দ্‌রায়িম্। মিমীতে অস্য যোজনা বি সুক্রতুঃ ॥ ৩ ॥

(সূক্ত ১৯) ১০১৬. পবস্ব বাজসাতয়ে পবিত্রে ধারয়া সুতঃ। ইন্দ্রায় সোম বিষ্ণবে দেবেভ্যো মধুমত্তরঃ ॥ ১ ॥ ১০১৭. ত্বাং রিহন্তি ধীতয়ো হরিং পবিত্রে অদ্রুহঃ। বৎসং জাতং ন মাতরঃ পবমান বিধর্মণি ॥ ২ ॥ ১০১৮. ত্বং দ্যাং চ মহিব্রত পৃথিবীং চাতি জভ্রিষে। প্রতি দ্রাপিমমুঞ্চথাঃ পবমান মহিত্বনা ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ২০) ১০১৯. ইন্দুর্বাজী পবতে গোন্যোঘা ইন্দ্রে সোমঃ সহ ইন্বন্মদায়। হন্তি রক্ষো বাধতে পর্যরাতিং বরিবস্কৃন্বন্ বৃজনস্য রাজা ॥ ১ ॥ ১০২০. অধ ধারয়া মধ্বা পৃচানস্তিরো রোম পবতে অদ্রিদুগ্ধঃ। ইন্দুরিন্দ্রস্য সখ্যং জুষাণো দেবো দেবস্য মৎসরো মদায় ॥ ২ ॥ ১০২১. অভি ব্রতানি পবতে পুনানো দেবো দেবান্ৎস্বেন রসেন পৃঞ্চন্। ইন্দুর্ধর্মাণ্যৃতুথা বসানো দশ ক্ষিপো অব্যত সানো অব্যে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১০০৮. মেঘে অবস্থিত কর্মকুশল সোম আনন্দের জন্য অভিষুত হয়ে শ্যেন (=রশ্মি) যেমন দ্রুতবেগে ধায়, সেইভাবে আপন স্থানে (=আকাশে) উপবেশন করলেন ॥ ১০০৯. দেবগণের (=রশ্মিগণের) কাম্য শুভ্র অন্ন জলের মধ্যে নৃত্যশালী রশ্মিগণের দ্বারা ধৌত ও অভিষুত হলেন; রশ্মিগণ দুগ্ধবৎ জলের স্বাদ গ্রহণ করলেন ॥ ১০১০. অশ্বের মত মত্ত সোমকে অমৃতত্বের জন্য মধুর রসে ইন্দ্রের আনন্দবিধানের জন্য, দেবগণ সুশোভিত করলেন ॥ ১০১১. হে অন্নের অধিপতি দেব, আকাশস্থ মেঘকে উত্তমরূপে মিশ্রিত কর ; দেবকাম উজ্জ্বল প্রভূত অন্নকে আমাদের উদ্দেশে দান কর ॥ ১০১২. হে সুদক্ষ সোম, তুমি দ্যু ও পৃথিবীর মধ্যে সৃষ্ট হয়ে রাজ্যভার বহনকারী রাজার মত এস। আকাশ থেকে জলবর্ষণ কর ; জলাভিলাষী ব্যক্তির সকল কর্ম সম্পন্ন কর ॥ ১০১৩. জলরাশির প্রাণ এই শিশু জলের উজ্জ্বল সৌন্দর্যকে ধারণ করেন। তারপর দুভাগে বিভক্ত হয়ে সকলের প্রিয় এই জল পৃথিবীর সকল কিছু হলেন ॥ ১০১৪. ত্রিতের (ত্রিত=ইন্দ্র) বজ্ররূপ প্রস্তর ফলক মেঘরূপ গুহা মধ্যে লুক্কায়িত ছিল ; প্রিয় সোম তার মধ্যে অবস্থিত ছিলেন ; ইন্দ্র বজ্রাঘাতে মেঘকে বিভক্ত করলেন : ইন্দ্রের যজ্ঞকর্মের ফলস্বরূপ সোম সপ্তধাম অভিমুখে গমন করলেন ॥ ১০১৫. ত্রিতের (=ইন্দ্রের) তিন লোক আচ্ছাদনকারী মেঘের মধ্য থেকে ধারার আকারে বারিধন ক্ষরিত হতে লাগলো এবং সুকর্মের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য গমন করলো ॥ ১০১৬. হে সোম, শুদ্ধরূপে অভিষুত হয়ে অন্নলাভের জন্য ক্ষরিত হও ; তুমি ইন্দ্রের জন্য, বিষ্ণুর জন্য এবং দেবগণের জন্য অতি মধুররূপে ক্ষরিত হও ॥ ১০১৭. হে পবমান সোম, সূর্যে আশ্রিত দ্রোহরহিত রশ্মিগণ হরিৎবর্ণ সোম তোমাকে ধারণ করে নবজাত বৎসকে গাভীগণ যেরূপ লেহন করে, সেইরূপে তোমাকে লেহন করছে ॥ ১০১৮. হে পবমান সোম, হে মহান ব্রতধারী, তোমার মহান কর্মের দ্বারা দ্যুলোক ও পৃথিবীকে ধারণ কর এবং তাঁদের মেঘাবরণ থেকে মুক্ত কর ॥ ১০১৯. ইন্দু অশ্বের মত ব্যাপ্ত। তিনি প্রচুর বারিরাশি ক্ষরণ করেন। সোম ইন্দ্রের সহযোগে মত্ত হয়েছেন। যাদের হাত থেকে জীবন রক্ষা করা কর্তব্য সেই শত্রুদের পরাভূত করছেন। যিনি বলশালী রাজার মত কাম্যবস্তু উৎপাদন করেন ॥ ১০২০. বজ্রদ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে মধুর ধারার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে জল (রোম=জল) ক্ষরিত হচ্ছেন ; ইন্দ্রদেবের মত্ততাজনক আনন্দের জন্য ইন্দু সোম প্রীতিভরে ইন্দ্রের সখ্যতা কামনা করছেন ॥ ১০২১. কর্মসকলকে লক্ষ্য করে শোধিত সোমদেব ক্ষরিত হচ্ছেন। স্বীয় রসে মিশ্রিত হয়ে দেবগণের প্রতি গমন করে উপযুক্ত কালে কর্ম সম্পন্ন করেন। দশদিকে ভ্রমণশীল বস্তুর আচ্ছাদন পরিধান করে মেঘশিখর হতে ক্ষরিত হন ॥ [ক্ষিপ=আঙুল ; চলনশীল

বস্তু। এই স্থলে চলনশীল বস্তু=মেঘকে বোঝাচ্ছে। এই মন্ত্রের যাজ্ঞিক ব্যাখ্যা =দশ আঙ্গুলের দ্বারা সোম মেষলোমের ছাঁকনিতে যাচ্ছেন]॥

সপ্তম খণ্ড ঃ (**সূক্ত ২১**) ১০২২. আ তে অগ্ন ইধীমহি দ্যুমন্তং দেবাজরম্। যদ্ধ স্যা তে পনীয়সী সমিদ্দীদয়তি দ্যবীষং স্তোতৃভ্য আভর ॥ ১ ॥ ১০২৩. আ তে অগ্ন ঋচা হবিঃ শুক্রস্য জ্যোতিষস্পতে। সুশ্চন্দ্র দস্ম বিশ্পতে হব্যবাট্ তুভ্যং হূয়তঃ ইষং স্তোতৃভ্য আভর ॥ ২ ॥ ১০২৪. উভে সুশ্চন্দ্র বিশ্পতে দর্বী শ্রীণীষ আসনি। উতো ন উৎপুপূর্যা উকথেষু শবসস্পত ইষং স্তোতৃভ্য আভর ॥ ৩ ॥ (**সূক্ত ২২**) ১০২৫. ইন্দ্রায় সাম গায়ত বিপ্রায় বৃহতে বৃহৎ। ব্রহ্মকৃতে বিপশ্চিতে পনস্যবে ॥১॥ ১০২৬. ত্বমিন্দ্রাভিভূরসি ত্বং সূর্যমরোচয়ঃ। বিশ্বকর্মা বিশ্বদেবো মহাঁ অসি ॥ ২ ॥ ১০২৭. বিভ্রাজঞ্জ্যোতিষা স্বরগচ্ছো রোচনং দিবঃ। দেবাস্ত ইন্দ্র সখ্যায় যেমিরে ॥ ৩ ॥ (**সূক্ত ২৩**) ১০২৮. অসাবি সোম ইন্দ্র তে শবিষ্ঠ ধৃষ্ণবা গহি। আ ত্বা পৃণক্ত্বিন্দ্রিয়ং রজঃ সূর্যো ন রশ্মিভিঃ ॥ ১ ॥ ১০২৯. আ তিষ্ঠ বৃত্রহন্ রথং যুক্তা তে ব্রহ্মণা হরী। অর্বাচীনং সু তে মনো গ্রাবা কৃণোতু বগ্নুনা ॥ ২ ॥ ১০৩০. ইন্দ্রমিদ্ধরী বহতোঽপ্রতিধৃষ্টশবসম্। ঋষীণাং সুষ্টুতীরুপ যজ্ঞং চ মানুষাণাম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১০২২. হে অগ্নি, হে দেব, দীপ্তিমান্ অজর তোমাকে সর্বতোভাবে প্রদীপ্ত করি ; তোমার যে মহতী দীপ্তি দ্যুলোকে প্রদীপ্ত হয়, তার দ্বারা স্তোতাদের জন্য অন্ন এনে দাও ॥ ১০২৩. হে জ্যোতির অধিপতি, হে আহ্লাদকারক, হে শত্রুনাশক, হে প্রজাপালক, হে হব্যবাহক, হে অগ্নি, দীপ্ত তুমি ; তোমার উদ্দেশে স্তুতিসহকারে হবি উৎসর্গ করা হয় ; তুমি স্তোতাদের জন্য অন্ন এনে দাও ॥ ১০২৪. হে আহ্লাদজনক অগ্নি, হে জনগণপালক, দুইটি কাঠের হাতায় ঘৃতপূর্ণ আহুতি তোমার মুখে উৎসর্গীকৃত। আর হে বলের অধিপতি, তুমি আমাদের যজ্ঞকর্ম সিদ্ধ কর ; স্তোতাদের জন্য অন্ন এনে দাও ॥ ১০২৫. ইন্দ্রের উদ্দেশে সামগান কর, মহান জ্ঞানীর উদ্দেশে বৃহৎ সামগান কর। সেই ধনকারী চৈতন্যময় মহিমান্বিতের উদ্দেশে তোমরা গান কর ॥ ১০২৬. হে ইন্দ্র, তুমি দর্পহারী ; তুমি সূর্যকে প্রকাশিত করেছ ; তুমি বিশ্বকর্মা ; তুমি বিশ্বদেব ; তুমি মহান ॥ ১০২৭. হে ইন্দ্র, তুমি জ্যোতির দ্বারা দ্যুলোককে প্রকাশিত করে সূর্যের কাছে গমন কর ; দেবগণ (=রশ্মিগণ) তোমার সখ্যতালাভের কামনা করেন ॥ ১০২৮. হে ইন্দ্র, এই জলরাশি তোমার কিরণরাশিতে সৃষ্ট হয়েছে। হে শ্রেষ্ঠকর্মা, এস। সূর্য যেমন কিরণরাশির দ্বারা আকাশকে পূর্ণ করেন, তোমাকেও তেমনি ইন্দ্রিয় সামর্থ্য পূর্ণ করুক ॥ ১০২৯. হে মেঘহননকারী ইন্দ্র, স্তবযুক্ত হয়ে তোমার অশ্বদ্বয়কে রথে যুক্ত কর। উদক নিঃসারণকারী বজ্রের ধ্বনির দ্বারা তোমার মন আমাদের অভিমুখ করুক। [গ্রাবা=প্রস্তর। বগ্নু=শব্দ। ইন্দ্রের প্রস্তরের শব্দ=বজ্রের আঘাতে মেঘগর্জন]॥ ১০৩০. ইন্দ্রের অশ্ব দুইটি অহিংসিত বল ইন্দ্রকে ঋষিগণের এবং মনুষ্যগণের স্তুতি ও যজ্ঞের নিকটে বহন করে আনুক ॥

সপ্তম অধ্যায়

॥ সূক্ত সংখ্যা ২৪, মন্ত্র সংখ্যা ৮৫ ॥ দেবতা (সূক্তানুসারে) ১-৬, ১১-১৩ ১৭-২১ পবমান সোম, ৭।২২ অগ্নি, ৮ আদিত্য. ৯।১৪।১৬ ইন্দ্র, ১০ ইন্দ্রাগ্নী, ১৫ সোম, ২৩ বিশ্বদেবগণ, ২৪ ইন্দ্র ॥ ছন্দ ১।৭ জগতী, ২-৬, ৮-১১, ১৩, ১৪, ১৭ গায়ত্রী, ১২ প্রগাথ বার্হত, ১৬ মহাপঙ্‌ক্তি, ১৮ (১) যবমধ্যা গায়ত্রী, ১৮ (২) সতো বৃহতী, ১৯ উষ্ণিক্‌, ২০ অনুষ্টুপ্‌, ২১ ত্রিষ্টুপ্‌, ২২ দ্বিপদা বিরাট (বা ভুরিগ্‌বৃহতী) ২৩ দ্বিপদা ত্রিষ্টুপ্‌, ২৪ দেবা বৃহতী ॥ ঋষি ১ (১) আকৃষ্ট মাষত্রয়, (২, ৩) সিকতা নিবাবরী, ২।১১ কশ্যপ মারীচ, ৩ মেধাতিথি কাণ্ব, ৪ হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরস, ৫ অবৎসার কাশ্যপ. ৬ জমদগ্নি ভার্গব, ৭।২১ কুৎস আঙ্গিরস, ৮ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৯ ত্রিশোক কাণ্ব, ১০ শ্যাবাশ্ব আত্রেয়, ১২ সূক্ত ঋষি (পূর্বে দ্রষ্টব্য), ১৩ অমহীয়ু আঙ্গিরস, ১৪ শুনঃশেপ আজীগর্তি, ১৫ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ১৬ (১, ৩, ২-পূর্বার্ধ) মান্ধাতা যৌবনাশ্ব, (২-উত্তরার্ধ) গোধা ঋষিকা, ১৭ অসিত কাশ্যপ বা দেবল, ১৮ (১) ঋণঞ্চয় রাজর্ষি, (২) শক্তি বাসিষ্ঠ, ১৯ পর্বত ও নারদ কাণ্ব, ২০ মনু সাংবরণ, ২২ বন্ধু, সুবন্ধু, শ্রুতবন্ধু, বিপ্রবন্ধু, গোপায়ন বা লোপায়ন. ২৩ ভুবন আপ্ত্য সাধন বা ভৌবন। ২৪ (প্রতীকত্রয়—ঋষি অজ্ঞাত) ॥

প্রথম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১) ১০৩১. জ্যোতির্যজ্ঞস্য পবতে মধু প্রিয় পিতা দেবানাং জনিতা বিভূবসুঃ। দধাতি রত্নং স্বধয়োরপীচ্যং মদিন্তমো মৎসর ইন্দ্রিয়ো রসঃ ॥ ১ ॥ ১০৩২. অভিক্রন্দন্ কলশং বাজ্যর্ষতি পতির্দিবঃ শতধারো বিচক্ষণঃ। হরির্মিত্রস্য সদনেষু সীদতি মর্মৃজানোঽবিভিঃ সিন্ধুভির্বৃষা ॥ ২ ॥ ১০৩৩. অগ্রে সিন্ধূনাং পবমানো অর্ষস্যগ্রে বাচো অগ্রিয়ো গোষু গচ্ছসি। অগ্রে বাজস্য ভজসে মহদ্ ধনং স্বায়ুধঃ সোতৃভিঃ সোম সূয়সে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১০৩১. যজ্ঞের জ্যোতিঃস্বরূপ, দেবতাদের উৎপাদনকারী, ধনের অধিপতি, প্রিয় সোম মধুর রস ক্ষরিত করেন। ইনি দ্যুলোকে ও ভূলোকে বিবিধ প্রকার রত্ন ধারণ করেন এবং ইনি ইন্দ্রের পানযোগ্য মাদকতাসম্পন্ন অতি উত্তম রস ॥ ১০৩২. ইনি শব্দ করতে করতে দ্রুতগতিতে জলাধারে প্রবেশ করছেন ; ইনি শতধারা, দ্যুলোকের অধিপতি এবং সর্বদ্রষ্টা ; অন্তরিক্ষে অবস্থিত মেঘপুঞ্জ মধ্যে শোধিত হয়ে বর্ষণশীল হরিৎবর্ণ সোম সূর্যের (=সূর্যরশ্মির) বাসস্থানসমূহে (=আকাশে) অবস্থান করছেন ॥ ১০৩৩. হে সোম, তুমি ক্ষরিত হয়ে প্রথমে সিন্ধুপানে (=নদীর দিকে) ধেয়ে চল, তোমার সম্মুখে শব্দ এবং রশ্মিসমূহকে রেখে তুমি অগ্রসর হও। তোমার নিজ আয়ুধযুক্ত হয়ে নিষ্পীড়নকারী রশ্মিদের দ্বারা অভিষুত হয়ে তুমি ক্ষরিত হও, তুমি সম্মুখে বারিরূপ মহৎ ধনকে রেখে অন্নের ভজনা কর ॥

(সূক্ত ২) ১০৩৪. অসৃক্ষত প্র বাজিনো গব্যা সোমাসো অশ্বয়া ॥ শুক্রাসো বীরয়াশবঃ ॥ ১ ॥ ১০৩৫. শুম্ভমানা ঋতায়ুভির্মৃজ্যমানা গভস্ত্যোঃ। পবন্তে বারে অব্যয়ে ॥ ২ ॥ ১০৩৬. তে বিশ্বা দাশুষে বসু সোমা দিব্যানি পার্থিবা। পবন্তামান্তরিক্ষ্যা ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৩) ১০৩৭. পবস্ব দেববীরতি পবিত্র সোম রংহ্যা। ইন্দ্রমিন্দো বৃষা বিশ ॥ ১ ॥ ১০৩৮. আ বচ্যস্ব মহিপ্সরো বৃষেন্দো দ্যুম্নবত্তমঃ। আ যোনিং ধর্ণসিস্সদঃ ॥ ২ ॥ ১০৩৯. অধুক্ষত প্রিয়ং মধু ধারা সুতস্য বেধসঃ।

অপো বসিষ্ট সুক্রতুঃ ॥ ৩ ॥ ১০৪০. মহান্তং ত্বা মহীরন্বাপো অর্ষন্তি সিন্ধবঃ। যদ্ গোভির্বাসয়িষ্যসে ॥ ৪ ॥ ১০৪১. সমুদ্রো অপ্সু মামৃজে বিষ্টম্ভো ধরুণো দিবঃ। সোম পবিত্রে অস্ময়ুঃ ॥ ৫ ॥ ১০৪২. অচিক্রদদ্ বৃষা হরির্মহান্ মিত্রো ন দর্শতঃ। সং সূর্যেণ দিদ্যুতে ॥ ৬ ॥ ১০৪৩. গিরস্ত ইন্দ ওজসা মর্মৃজ্যন্তে অপস্যুবঃ। যাভির্মদায় শুম্ভতে ॥ ৭ ॥ ১০৪৪. তং ত্বা মদায় ধৃষ্বয় উ লোককৃত্নুমীমহে। তব প্রশস্তয়ে মহে ॥ ৮ ॥ ১০৪৫. গোষা ইন্দো নৃষা অস্যশ্বসা বাজসা উত। আত্মা যজ্ঞস্য পূর্ব্যঃ ॥ ৯ ॥ ১০৪৬. অস্মভ্যমিন্দবিন্দ্রিয়ং মধোঃ পবস্ব ধারয়া। পর্জন্যো বৃষ্টিমাঁ ইব ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ১০৩৪. বীর্যযুক্ত, স্বকার্য সম্পাদনে ক্ষিপ্র, উজ্জ্বল, বেগশালী সোমরসধারা শব্দযুক্ত এবং গতিযুক্ত হয়ে ক্ষরিত হলেন ॥ ১০৩৫. যজ্ঞসৃষ্টিতে উৎসাহী রশ্মিগণের হস্তদ্বারা মার্জিত ও শোভিত হয়ে নিত্যধারায় সোমরাশি জলাশয়ের দিকে যাচ্ছেন ॥ ১০৩৬. দেবতার উদ্দেশে হব্যসমর্পণকারীর জন্য সেই সোমরসধারা অন্তরিক্ষ হতে ক্ষরিত হয়ে দিব্য এবং পার্থিব সকল ধন দান করেন ॥ ১০৩৭. হে সোম, দেবকাম হয়ে বায়ুভরে অতি বেগে ক্ষরিত হও। হে ইন্দু, ইন্দ্রকে লক্ষ্য করে বর্ষণশীল হয়ে জলে প্রবেশ কর ॥ ১০৩৮. হে বর্ষণশীল সোম, তুমি উত্তম অন্নের ধারক, তুমি জলের প্রেরক ; তোমার আসন জলের বাসস্থান অন্তরিক্ষে ॥ ১০৩৯. অভিষুত, কাম্য সোমের ধারা প্রিয় মধু দোহন করে ; সুকর্মা সোম জলরাশিকে আচ্ছাদিত করেন ॥ ১০৪০. হে সোম, মহান তোমাকে যখন জলরাশি আচ্ছাদিত করে, তখন সেই জলরাশি সকল নদীর অভিমুখে গমন করে ॥ ১০৪১. হে সোম, তুমি আমাদের হিতকারী মিত্র হয়ে সমুদ্র মধ্যে অবস্থিত জলরাশিকে রশ্মিসহায়ে মার্জিত করে ঊর্ধ্বলোকে সেই জলরাশি ধারণ করে স্তম্ভিত করে রাখ ॥ ১০৪২. মিত্রের মত (=সূর্যের মত) দর্শনীয়, বর্ষণশীল, হরিৎবর্ণ মহান সোম শব্দ করছেন ; তিনি সূর্যের দ্বারা সম্যক্‌রূপে দীপ্ত হচ্ছেন ॥ ১০৪৩. হে ইন্দু, সুকর্ম ইচ্ছা করে শব্দরাশি বলের দ্বারা তোমাকে শোধিত করছেন, যার ফলে তুমি মত্ত হয়ে শোভিত হও ॥ ১০৪৪. আর যে তুমি বলের দ্বারা ধৃষ্ট হয়ে ভুবনলোক সৃষ্টি করে থাকে সেই তোমাকে জল সৃষ্টির জন্য, তোমার প্রশস্তির জন্য, তোমার আনন্দের জন্য আমরা তোমাকে যাচ্ঞা করি ॥ ১০৪৫. হে ইন্দু, তুমি জলদাতা, জ্যোতিদাতা, গতিদাতা এবং অন্নদাতা ; তুমি এই যজ্ঞকর্মের চিরায়ত আত্মা ॥ ১০৪৬. হে ইন্দু, মেঘ যেমন বর্ষণ করে সেরূপ তুমি আমাদের জন্য মধুর ধারায় ধন বর্ষণ কর ॥ [ইন্দ্রিয়ম্ =ধন] ॥

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৪) ১০৪৭. সনা চ সোম জেষি চ পবমান মহি শ্রবঃ। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ১ ॥ ১০৪৮. সনা জ্যোতিঃ সনা স্বর্বিশ্বা চ সোম সৌভগা। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ২ ॥ ১০৪৯. সনা দক্ষমুত ক্রতুমপ সোম মৃধো জহি। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৩ ॥ ১০৫০. পবীতারঃ পুনীতন সোমমিন্দ্রায় পাতবে। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৪ ॥ ১০৫১. ত্বং সূর্যে ন আ ভজ তব ক্রত্বা তবোতিভিঃ। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৫ ॥ ১০৫২. তব ক্রত্বা তবোতিভির্জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যম্। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৬ ॥ ১০৫৩. অভ্যর্ষ স্বায়ুধ সোম দ্বিবর্হসং রয়িম্। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৭ ॥ ১০৫৪. অভ্যর্ষানপচ্যুতো বাজিন্‌ৎসমৎসু সাসহিঃ। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৮ ॥ ১০৫৫. ত্বাং যজ্ঞৈরবীবৃধন্ পবমান বিধর্মণি। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৯ ॥ ১০৫৬. রয়িং নশ্চিত্রমশ্বিনমিন্দো

বিশ্বায়ুম ভর। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ১০ ॥ (সূক্ত ৫) ১০৫৭. তরৎ স মন্দী ধাবতি ধারা সুতস্যান্ধসঃ। তরৎ স মন্দী ধাবতি ॥ ১ ॥ ১০৫৮. উস্রা বেদ বসূনাং মর্তস্য দেব্যবসঃ। তরৎ স মন্দী ধাবতি ॥ ২ ॥ ১০৫৯. ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোরা সহস্রাণি দদ্মহে। তরৎ স মন্দী ধাবতি ॥ ৩ ॥ ১০৬০. আ যয়োস্ত্রিংশতং তনা সহস্রাণি চ দদ্মহে। তরৎ স মন্দী ধাবতি ॥ ৪ ॥ (সূক্ত ৬) ১০৬১. এতে সোমা অসৃক্ষত গৃণানাঃ শবসে মহে। মদিন্তমস্য ধারয়া ॥ ১ ॥ ১০৬২. অভি গব্যানি বীতয়ে নৃম্ণা পুনানো অর্ষসি, সনদ্বাজঃ পরিস্রব ॥ ২ ॥ ১০৬৩. উত নো গোমতীরিষো বিশ্বা অর্ষ পরিষ্টুভঃ। গৃণানো জমদগ্নিনা ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৭) ১০৬৪. ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সং মহেমা মনীষয়া। ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ১ ॥ ১০৬৫. ভরামেধ্মং কৃণবামা হবীংষি তে চিতয়ন্তঃ পর্বণা পর্বণা বয়ম। জীবাতবে প্রতরাং সাধয়া ধিয়োঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ২ ॥ ১০৬৬. শকেম ত্বা সমিধং সাধয়া ধিয়স্ত্বে দেবা হবিরদন্ত্যাহুতম্ ॥ ত্বমাদিত্যাং আ বহ তান্ হ্যুশ্মস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১০৪৭. হে পবমান সোম, বিপুল অন্নদান কর, জয় কর ; তারপর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ॥ ১০৪৮. হে সোম, জ্যোতি দান কর, জল দান কর, সকল সৌভাগ্য দান কর ; তারপর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ॥ ১০৪৯. হে সোম, সামর্থ্য দান কর, সুকর্ম দান কর, শত্রুনাশ কর ; তারপর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ॥ ১০৫০. হে পবিত্রকারকগণ (=রশ্মিগণ), ইন্দ্রের পানের জন্য সোমকে পবিত্র কর ; তারপর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ॥ ১০৫১. তুমি সূর্যমণ্ডলে অবস্থিত থেকে তোমার কর্ম ও সামর্থ্যের দ্বারা আমাদের সকলপ্রকার রক্ষার ভাগী হও। তারপর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ॥ ১০৫২. তোমার কর্মসামর্থ্যের দ্বারা, তোমরা সকলপ্রকার রক্ষাসামর্থ্যের দ্বারা আমরা যেন চিরকাল সূর্যকে দর্শন করতে পারি ; সুতরাং আমাদের মঙ্গল বিধান কর ॥ ১০৫৩. হে উত্তম আয়ুধবিশিষ্ট সোম, তুমি দুই লোকের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধন (=দ্যু ও পৃথিবী উৎপন্ন বারিধন) আমাদের প্রতি বর্ষণ কর ; তারপর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ॥ ১০৫৪. হে ক্ষিপ্রগতি সোম, তুমি সংগ্রামে মেঘপুঞ্জকে পরাভূত করে আমাদের অভিমুখে বারিক্ষরণ কর ; তারপর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ॥ ১০৫৫. হে পাবমান সোম, বিশেষরূপে ধারণকার্যের জন্য তোমাকে যজ্ঞকর্মের দ্বারা বর্ধিত করা হয়েছে ; সুতরাং তুমি আমাদের মঙ্গল বিধান কর ॥ ১০৫৬. হে ইন্দু, তুমি আমাদের জন্য বিচিত্র ধন, বলবেগ ও বিশ্বায়ু আহরণ কর ; তারপর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ॥ ১০৫৭. সেই অভিষুত সোমের আনন্দধারা তড়িৎ বেগে প্রবাহিত হচ্ছেন। সেই আনন্দধারা তড়িৎবেগে প্রবাহিত হচ্ছেন ॥ ১০৫৮. সেই স্বর্গীয় জ্যোতি মানুষের ধনসমূহের উৎস জ্যোতিঃপুঞ্জকে জানেন। সেই সোমের আনন্দধারা তড়িৎ বেগে প্রবাহিত হচ্ছেন ॥ ১০৫৯. পৃথিবীতে এবং আকাশে অবস্থিত দুই প্রকার বিস্তৃত জলরাশির কাছে সহস্র প্রকার সম্পদ আমরা কামনা করি। সেই সোমের আনন্দধারা তড়িৎবেগে প্রবাহিত হচ্ছেন ॥ ["ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোঃ" ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বিবচনের রূপ। পতনশীল এবং বিস্তৃত জলরাশির দুই প্রকার =আকাশে অবস্থিত এবং পৃথিবীতে অবস্থিত জলরাশির কথা বলা হয়েছে] ॥ ১০৬০. যে দুজনের কাছে (=দুই প্রকার জলরাশির কাছে) তিরিশ দিন ধন গ্রহণ করি এবং সহস্র প্রকার ধন গ্রহণ করি, সেই স্তুতিযোগ্য আনন্দধারা তড়িৎবেগে প্রবাহিত

হচ্ছেন ॥ [ত্রিংশতং তনা সহস্রাণি চ—ত্রিংশতম্—ত্রিশ দিন বোঝাচ্ছে। তনা—ধন। প্রতিদিনই জীবনযাত্রার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন ছাড়াও অতিরিক্ত সম্পদের প্রয়োজন, সেকথা বলা হয়েছে]॥ ১০৬১. উত্তম বলের জন্য, আনন্দদায়ক ধারাসহকারে এই শব্দকারী সোমরাশি ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ১০৬২. তুমি বলের দ্বারা পরিশোধিত হয়ে আমাদের ভক্ষণের জন্য গব্যদ্রব্যসমূহের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ক্ষরিত হও; অন্নের ভজনা করিতে করিতে ক্ষরিত হও ॥ ১০৬৩. আর হে সোম, জমদগ্নি ঋষির দ্বারা স্তুত হয়ে (অথবা যজ্ঞসম্পাদক ঋষির দ্বারা স্তুত হয়ে) যে অন্নসহায়ে প্রজ্ঞা লাভ হয়, সেই প্রকার প্রশস্ত অন্নের জন্য সর্বত্র বর্ষণ কর ॥ ১০৬৪. সূর্যসমান পূজনীয় সর্বজ্ঞান অগ্নির উদ্দেশে প্রজ্ঞাদ্বারা এই স্তুতি রচনা করি। অগ্নির উপাসনায় আমাদের বুদ্ধি হোক কল্যাণময়ী। হে অগ্নি, আমরা তোমার সখ্যতা লাভ করলে কেউ হিংসা করতে পারবে না ॥ ১০৬৫. হে অগ্নি, তোমাকে সন্দীপ্ত করবার জন্য সমিধ আহরণ করি; অপ্রমত্ত আমরা প্রতি পর্বে তোমার উদ্দেশে হবি প্রদান করি। আমাদের আয়ু বৃদ্ধির জন্য সকল যজ্ঞ কর্ম সম্পন্ন কর; হে অগ্নি, আমরা তোমার সখ্যতা লাভ করলে কেউ হিংসা করতে পারবে না ॥ ১০৬৬. হে অগ্নি, আমরা যেন তোমাকে সন্দীপ্ত করতে পারি; তুমি আমাদের সকল যজ্ঞকর্ম সম্পন্ন কর; তোমাতে প্রদত্ত আহুতি দেবগণ গ্রহণ করে থাকেন; তুমি আদিত্যগণকে (=রশ্মিগণকে) নিয়ে এস, তাঁদেরই আমরা কামনা করি; হে অগ্নি, তোমার সখ্যতা পেলে আমাদের কেউ হিংসা করতে পারবে না ॥

তৃতীয় খণ্ডঃ (সূক্ত ৮) ১০৬৭. প্রতি বাং সূর উদিতে মিত্রং গৃণীষে বরুণম্। অর্যমণং রিশাদসম্ ॥ ১ ॥ ১০৬৮. রায়া হিরণ্যয়া মতিরিয়মবৃকায় শবসে। ইয়ং বিপ্রা মেধসাতয়ে ॥ ২ ॥ ১০৬৯. তে স্যাম দেব বরুণ তে মিত্র সূরিভিঃ সহ। ইষং স্বশ্চ ধীমহি ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৯) ১০৭০. ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ পরি বাধো জহী মৃধঃ। বসু স্পার্হং তদা ভর ॥ ১ ॥ ১০৭১. যস্য তে বিশ্বমানুষগ্ ভূরের্দত্তস্য বেদতি। বসু স্পার্হং তদা ভর ॥ ২ ॥ ১০৭২. যদ্বীড়াবিন্দ্র যৎ স্থিরে যৎ পর্শানে পরাভৃতম্। বসু স্পার্হং তদা ভর ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১০) ১০৭৩. যজ্ঞস্য হি স্থ ঋত্বিজা সস্নী বাজেষু কর্মসু। ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্ ॥ ১ ॥ ১০৭৪. তোশাসা রথয়াবানা বৃত্রহনাপরাজিতা। ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্ ॥ ২ ॥ ১০৭৫. ইদং বা মদিরং মধ্বধুক্ষন্নদ্রিভির্নরঃ। ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদঃ ১০৬৭. সূর্য উদিত হলে অন্ধকারনাশক শত্রুনাশক মিত্র ও বরুণ দুজনকে স্তব করবো ॥ ১০৬৮. এই স্তুতি হিরণ্যধনের সঙ্গে যুক্ত হোক; অহিংসিত বলের জন্য হোক; এই জ্ঞান যজ্ঞসাধনের জন্য হোক ॥ ১০৬৯. হে দেব বরুণ, আমরা যেন তোমার আশ্রয় পাই। হে মিত্র, প্রজ্ঞাবানদের সঙ্গে থেকে আমরা যেন তোমার আশ্রয়ে থাকি; আমরা অন্নও জলের জন্য সাধনা করি ॥ ১০৭০. হে ইন্দ্র, সকল অপশক্তিকে দ্বেষ কর; বিনাশ কর; সংগ্রামকারী শত্রুকে বধ কর; তারপর কাম্যধন প্রদান কর ॥ ১০৭১. হে ইন্দ্র, তোমার যে প্রচুর দানের বিষয় সকল মানুষ জানে সেই স্পৃহণীয় ধন এনে দাও ॥ ১০৭২. হে ইন্দ্র, দৃঢ় দুর্গমস্থানে, স্থাবরে, মেঘের মধ্যে যে ধন তুমি গুপ্ত রেখেছ সেই স্পৃহণীয় ধন আমাদের জন্য আন ॥ ১০৭৩. হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা দুইজনে যজ্ঞকর্মের ঋত্বিক (=উপযুক্তকালে কর্মসম্পাদনকারী) এবং জলের দ্বারা পরিবেষ্টিত (সস্নী=জলের দ্বারা পরিবেষ্টিত বা বিশুদ্ধ দুইজন) হয়ে অবস্থান কর। তোমরা দুইজন সকল অন্নের মধ্যে এবং

কর্মের মধ্যে অবস্থান কর সে বিষয়ে তোমরা জান ॥ ১০৭৪. হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা বিঘ্নবিনাশকারী। তোমাদের গমনপথ নির্বাধ, মেঘহননকারী ও অপরাজিত, সে বিষয়ে অবগত হও ॥ ১০৭৫. হে ইন্দ্র ও অগ্নি, নৃত্যশালী রশ্মিগণ মেঘবিদারণ করে এই আনন্দদায়ক মধুর রস দোহন করেছেন, সে বিষয়ে তোমরা জান ॥

চতুর্থ খণ্ড ঃ (সূক্ত ১১) ১০৭৬. ইন্দ্রায়েন্দো মরুত্বতে পবস্ব মধুমত্তমঃ। অর্কস্য যোনিমাসদম্ ॥ ১ ॥ ১০৭৭. তং ত্বা বিপ্রা বচোবিদঃ পরিষ্কৃণ্বন্তি ধর্ণসিম্। সং ত্বা মৃজন্ত্যায়বঃ ॥ ২ ॥ ১০৭৮. রসং তে মিত্রো অর্যমা পিবন্ত বরুণঃ কবে। পবমানস্য মরুতঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১২) ১০৭৯. মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যা সমুদ্রে বাচমিন্বসি ঃ রয়িং পিশঙ্গং বহুলং পুরুস্পৃহং পবমানাভ্যর্ষসি ॥ ১ ॥ ১০৮০. পুনানো বারে পবমানো অব্যয়ে বৃষো অচিক্রদদ্বনে। দেবানাং সোম পবমান নিষ্কৃতং গোভিরঞ্জানো অর্ষসি ॥ ২ ॥ (সূক্ত ১৩) ১০৮১. এতমু ত্যং দশ ক্ষিপো মৃজন্তি সিন্ধুমাতরম্। সমাদিত্যেভিরখ্যত ॥ ১ ॥ ১০৮২. সমিন্দ্রেণোত বায়ুনা সুত এতি পবিত্র আ। সং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ ॥ ২ ॥ ১০৮৩. স নো ভগায় বায়বে পূষ্ণে পবস্ব মধুমান্। চারুর্মিত্রে বরুণে চ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১০৭৬. হে ইন্দ্র, তুমি মরুদ্গণের সঙ্গে যুক্ত ইন্দ্রের পানের জন্য মধুরতম রসরূপে ক্ষরিত হও ; ইন্দ্রের গৃহে (=অন্তরিক্ষে) তোমার বাস ॥ ১০৭৭. এরূপ যে বলবান তুমি সেই তোমাকে স্তুতিবিদ্ বিপ্রগণ মার্জিত করেন ; তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে অন্য লোকেরাও তোমাকে মার্জিত করে ॥ ১০৭৮. হে কবি, ক্ষরিত তোমার রসধারা মিত্র, অর্যমা, বরুণ এবং মরুদ্গণ পান করেন ॥ ১০৭৯. হে ক্ষরণশীল সোম, তুমি সুকৌশলে পরিস্কৃত হয়ে আকাশে শব্দ করে বিচরণ কর ; তুমি উজ্জ্বল বর্ণ, বহুলোকের আকাঙ্ক্ষিত প্রচুর ধনসম্পদ এনে দিয়ে থাক। ১০৮০. পবমান বর্ষণশীল পরিশুদ্ধ সোম শব্দ করতে করতে অক্ষুণ্ণ জলাধারে প্রবেশ করলেন। হে পবমান সোম, তুমি রশ্মিসমূহের দ্বারা রঞ্জিত হয়ে দেবগণের আবাসভূমি হতে নিষ্কৃত হয়ে বর্ষণ করে থাক ॥ ১০৮১. নদীসমূহের নির্মাতা এই সেই সোমকে দশদিক জুড়ে অবস্থিত রশ্মিগণ পরিশোধিত করছেন ; তিনি আদিত্যগণের সঙ্গে (= রশ্মিগণের সঙ্গে) মিলিত হয়ে প্রকাশিত হলেন ॥ ১০৮২. ইন্দ্র এবং বায়ুর দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে জলমধ্যে অবস্থিত সোম সূর্যরশ্মিগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে আগমন করছেন ॥ ১০৮৩. সেই তুমি, হে মধুমান সোম, সুচারুরূপে আমাদের জন্য, ভগদেবতার জন্য, (ভগ =উদিতপ্রায় সূর্য), বায়ুর জন্য, পূষার জন্য (পূষা = পোষণকারী সূর্য), মিত্রের জন্য (মিত্র = মরণ থেকে ত্রাণকারী সূর্য), এবং বরুণের জন্য (বরুণ = বর্ষণকারী মেঘাবৃত সূর্য) ক্ষরিত হও ॥

পঞ্চম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৪) ১০৮৪. রেবতীর্নঃ সধমাদ ইন্দ্রে সন্তু তুবিবাজাঃ। ক্ষুমন্তো যাভির্মদেম ॥ ১ ॥ ১০৮৫. আ ঘ ত্বাবান্ ত্মনাযুক্তঃ স্তোতৃভ্যো ধৃষ্ণবীয়ানঃ। ঋণোরক্ষং ন চক্র্যোঃ ॥ ২ ॥ ১০৮৬. আ যদ্দুবঃ শতক্রতবা কামং জরিতৃণাম্। ঋণোরক্ষং ন শচীভিঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৫) ১০৮৭. সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে। জুহূমসি দ্যবিদ্যবি ॥ ১ ॥ ১০৮৮. উপ নঃ সবনা গহি সোমস্য সোমপাঃ পিব। গোদা ইদ্ রেবতো মদঃ ॥ ২ ॥ ১০৮৯. অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাম্। মা নো অতি খ্য আ গহি ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৬) ১০৯০. উভে যদিন্দ্র রোদসী আপপ্রাথোষা ইব। মহান্তং ত্বা মহীনাং সম্রাজংচর্ষণীনাম্।

দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ১ ॥ ১০৯১. দীর্ঘং হ্যঙ্কুশং যথাশক্তিং বিভর্ষি মন্তুমঃ। পূর্বেণ মঘবন্ পদা বয়ামজো যথা যমঃ। দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ২ ॥ ১০৯২. অব স্ম দুর্হণায়তো মর্তস্য তনুহি স্থিরম্। অধস্পদং তমীং কৃধি যো অস্মাঁ অভিদাসতি। দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ : ১০৮৪. সোমে মত্ত ইন্দ্রে হোক আমাদের জন্য প্রচুর অন্ন ও জল যে অন্নজলে অন্নবান হয়ে আমরা হৃষ্ট হবো ॥ ১০৮৫. হে প্রগল্ভ ইন্দ্র, তুমি এরূপ কর্মেই নিজেকে নিজে ব্যাপ্ত করেছ ; রথচক্র যেমন বারবার আবর্তিত হয়ে ব্যাপ্তিলাভ করে তেমনি তুমি যাচ্ঞাকারী স্তুতিকারীদের জন্য (=জীবকুলের রক্ষার জন্য) বারবারই আবর্তিত হও (=জাগতিক ক্রম, ঋতুর নিয়মনিবন্ধ গতি একইভাবে বারবার আবর্তিত হয়) ॥ ১০৮৬. হে শতক্রতু (=শতকর্মা ইন্দ্র), তোমার কর্মচক্রের মত স্তোতাদের যা কিছু কামনা বাসনা তুমি বারবার একইভাবে আবর্তিত কর ॥ ১০৮৭. পয়স্বিনী গাভীকে দোহনের জন্য দোহনকারী যেমন ডাকে তেমনি আমরাও সুকর্মা ইন্দ্রকে আমাদের রক্ষার জন্য ডাকি ॥ ১০৮৮. হে সোমপায়ী ইন্দ্র, আমাদের সকল যজ্ঞকর্মে তুমি এস, সোমপান কর ; ঐশ্বর্যযুক্ত তোমার হর্ষ আমাদের জন্য বারিপ্রদ (বা গোধনপ্রদ) হয় ॥ ১০৮৯. তোমার সোমপানের পর, হে ইন্দ্র, তোমার কল্যাণকারী বুদ্ধির আশ্রয়ে থেকে আমরা যেন তোমাকে জানতে পারি ; আমাদের অতিক্রম করে যেও না ॥ ১০৯০. হে ইন্দ্র, যখন তুমি ঊষার আলোকের মত দ্যুলোক ও পৃথিবীকে আলোকে পরিপূর্ণ কর, তখন তুমি মানুষদের মধ্যে যে সম্রাট তার থেকেও মহান্ হয়ে সম্রাটরূপে বিরাজিত হও। কল্যাণময়ী অদীনা অক্ষয়া শক্তি মাতা অদিতি তোমাকে জন্ম দিয়েছেন, তিনিই তোমাকে জন্ম দিয়েছেন। [ইন্দ্রের মাতা=অদীনা অক্ষয়া অদিতি] ॥ ১০৯১. হে মঘবা, অগ্নির মত সূর্য যেমন রশ্মিদের সম্মুখে রেখে গমন করেন সেইরূপ তুমি দীর্ঘ অঙ্কুশের মত তোমার প্রজ্ঞাযুক্ত শক্তি তোমার অগ্রে ধারণ কর। কল্যাণময়ী অদীনা অক্ষয়া শক্তি মাতা অদিতি তোমাকে জন্ম দিয়েছেন। তিনিই তোমাকে জন্ম দিয়েছেন। [মঘবা=মহানদাতা ইন্দ্র। অজ=গমনশীল সূর্য। বয়=পক্ষী ; রশ্মিগণ যেন পক্ষযুক্ত। এইজন্য রশ্মিদের পক্ষী বলা হয়। যম=অগ্নি] ॥ ১০৯২. (হে ইন্দ্র,), মানুষের নিশ্চিন্ততার জন্য দুরাত্মাদের বল ক্ষীণ কর। যে দুরাত্মা আমাদের অনিষ্ট ইচ্ছা করে তাকে অধোগামী কর। (হে ইন্দ্র), কল্যাণময়ী অদীনা অক্ষয়া শক্তি মাতা অদিতি তোমাকে জন্ম দিয়েছেন, তিনিই তোমাকে জন্ম দিয়েছেন ॥

ষষ্ঠ খণ্ড : (সূক্ত ১৭) ১০৯৩. পরি স্বানো গিরিষ্ঠাঃ পবিত্রে সোমো অক্ষরৎ। মদেষু সর্বধা অসি ॥ ১ ॥ ১০৯৪. ত্বং বিপ্রস্ত্বং কবির্মধু প্র জাতমন্ধসঃ। মদেষু সর্বধা অসি ॥ ২ ॥ ১০৯৫. ত্বং বিশ্বে সজোষসো দেবাসঃ পীতিমাশত। মদেষু সর্বধা অসি ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৮) ১০৯৬. স সুন্বে যো বসূনাং যো রায়ামানেতা য ইড়ানাম্। সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম্ ॥ ১ ॥ ১০৯৭. যস্য ত ইন্দ্রঃ পিবাদ্ যস্য মরুতো যস্য বার্যমণা ভগঃ। আ যেন মিত্রাবরুণা করামহ এন্দ্রমবসে মহে ॥ ২ ॥ (সূক্ত ১৯) ১০৯৮. তং বঃ সখায়ো মদায় পুনানমভি গায়ত। শিশুং ন হব্যৈঃ স্বদয়ন্ত গূর্তিভিঃ ॥ ১ ॥ ১০৯৯. সং বৎস ইব মাতৃভিরিন্দুর্হিন্বানো অজ্যতে। দেবাবীর্মদো মতিভিঃ পরিষ্কৃতঃ ॥ ২ ॥ ১১০০. অয়ং দক্ষায় সাধনোঽয়ং শর্ধায় বীতয়ে। অয়ং দেবেভ্যো মধুমত্তরঃ সুতঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ২০) ১১০১. সোমাঃ পবন্ত ইন্দবোঽস্মভ্যং গাতুবিত্তমাঃ। মিত্রাঃ স্বানা অরেপসঃ স্বাধ্যঃ স্বর্বিদঃ ॥ ১ ॥

১১০২. তে পূতাসো বিপশ্চিতঃ সোমাসো দধ্যাশিরঃ। সূরাসো ন দর্শতাসো জিগত্নবো ধ্রুবা ঘৃতে ॥ ২ ॥ ১১০৩. সুম্বাণাসো ব্যদ্রিভিশ্চিতানা গোরধি ত্বচি। ইষমস্মভ্যমভিতঃ সমস্বরন্ বসুবিদঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ২১) ১১০৪. অয়া পবা পবস্বৈনা বসূনি মাংশ্চত্ব ইন্দো সরসি প্রধন্ব। ব্রধ্নশ্চিদ্ যস্য বাতো ন জূতিং পুরুমেধাশ্চিত্তকবে নরং ধাৎ ॥ ১ ॥ ১১০৫. উত ন এনা পবয়া পবস্বাধি শ্রুতে শ্রবায্যস্য তীর্থে। ষষ্টিং সহস্রা নৈগুতো বসূনি বৃক্ষং ন পক্বং ধূনবদ্ রণায় ॥ ২ ॥ ১১০৬. মহীমে অস্য বৃষ নাম শূষে মাংশ্চত্বে বা পৃশনে বা বধত্রে। অস্বাপয়ন্ নিগুতঃ স্নেহয়চ্চাপামিত্রাঁ অপাচিতো অচেতঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ: ১০৯৩. সুন্দররূপে পরিচালিত হয়ে মেঘে অবস্থিত সোম (=জল) রশ্মিকে আশ্রয় করে ক্ষরিত হলেন। হে সোম, তুমি আনন্দের মধ্যে সকল কিছু ধারণ কর ॥ ১০৯৪. হে সোম, তুমি জ্ঞানসম্পন্ন, তুমি কবি, তোমার মধুর রস হতে অন্ন জাত হয়। তুমি আনন্দের মধ্যে সকল কিছু ধারণ কর ॥ ১০৯৫. তোমাকে তোমার সমান প্রীতিসম্পন্ন দেবগণ পানের জন্য সর্বত্র ব্যাপ্ত করেন। তুমি আনন্দের মধ্যে সকল কিছু ধারণ কর ॥ ১০৯৬. সেই সোমকেই অভিষুত করা হয়েছে যিনি সম্পদের, অন্নের ও কর্ষণযোগ্য সুন্দর ভূমির মধ্যে অবস্থান করে আমাদের সকল ধন দান করেন ॥ ১০৯৭. যে সোম প্রস্তুত হলে ইন্দ্র, মরুদ্গণ, অর্যমা ও ভগদেব পান করেন, সেই মহান সোমের সহায়তায় আমাদের রক্ষাকর্মের জন্য মিত্র, বরুণ ও ইন্দ্রকে আমাদের প্রতি অনুকূল করি ॥ ১০৯৮. হে সখাগণ, তোমাদের আনন্দের জন্য সেই ক্ষরণশীল সোমের উদ্দেশে গান গাও। শিশুর মত নবজাতক এই সোমকে গানের দ্বারা ও হব্যদানের দ্বারা আহ্লাদিত কর ॥ ১০৯৯. গোবৎস যেমন মাতা গাভীগণের সহিত মিলিত হয় সেরূপ সোম দেবরশ্মিগণের দ্বারা শোধিত হয়ে আনন্দ সহকারে জলের সঙ্গে গিয়ে মিশছেন ॥ ১১০০. এই কর্মনিষ্পাদক উত্তম মধুর সোম দক্ষতার জন্য, যজ্ঞকর্মের জন্য, পানের জন্য, এবং দেবগণের জন্য অভিষুত হয়েছেন ॥ ১১০১. উত্তমরূপে পথের সকল বাধা অতিক্রমকারী, সুন্দরভাবে প্রস্তুত জলধারা আমাদের জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন। এই সোমধারা বন্ধু, বাক্যুক্ত, পাপশূন্য, সুপ্রজ্ঞ এবং সূর্যকে জানেন ॥ ১১০২. চৈতন্যময় পবিত্র সোমরাশি জলদানকারী (অথবা দধিমিশ্রিত) হয়ে সূর্যকিরণরাশির মত উজ্জ্বল দর্শনীয়রূপে ধারণ করে ঘৃতবৎ জলের সঙ্গে নিত্য গমন করেন ॥ ১১০৩. মেঘ হতে নিষ্পীড়িত হয়ে, সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয়ে চৈতন্যযুক্ত সোমধারা পৃথিবীর ওপর ঝ'রে পড়ছেন। সম্পদের জ্ঞাতা সোমরাশি সমস্বরে শব্দ করতে করতে আমাদের জন্য অন্নদান করেন ॥ ১১০৪. হে অশ্বযুক্ত ইন্দু (=গতিযুক্ত সোমদেব) এইভাবে আকাশ হতে ক্ষরিত হয়ে জলাশয়ে ধন ধারণ কর। বায়ুর মত যাঁর গতি সেই মহান বহুমেধা সোম গতির জন্যই যেন মানুষকে ধারণ করেন ॥ ১১০৫. আর হে সোম, এই জলধারা-সহকারে প্রশংসনীয় বিখ্যাত তীর্থের (=জলে বা তীর্থস্থানে) উপরে ক্ষরিত হও। পরিপক্ব ফলপূর্ণ বৃক্ষকে নাড়া দিলে যেমন ফল মাটিতে পড়ে তেমনি ষাট হাজার শত্রুকে বিনাশ করে সোম ধন পাতিত করেন। [ষাট হাজার শত্রু=অসংখ্য মেঘ। ধন=জল। মেঘরূপ শত্রুকে হনন করলে বৃষ্টিধন পৃথিবীতে পতিত হয়] ১১০৬. হে বর্ষণকারী সোম, তোমার মেঘরূপ শত্রুকে ক্ষিপ্রগতিতে বা বলে বা তীব্র আঘাতে হত্যা করে বারি বর্ষণ কর। তোমার মিত্রদের স্নেহিত কর; অচেতনদের দূর কর ॥

সপ্তম খণ্ড: (সূক্ত ২২) ১১০৭. অগ্নে ত্বং নো অন্তম উত ত্রাতা শিবো ভুবে।

বরূথ্যঃ ॥ ১ ॥ ১১০৮. বসুরগ্নির্বসুশ্রবা অচ্ছা নক্ষি দ্যুমত্তমো রয়িং দাঃ ॥ ২ ॥ ১১০৯. তং ত্বা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ সুম্নায় নূনমীমহে সখিভ্যঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ২৩) ১১১০. ইমা নু কং ভুবনা সীষধেমেন্দ্রশ্চ বিশ্বে চ দেবাঃ ॥ ১ ॥ ১১১১. যজ্ঞং চ নস্তন্বং চ প্রজাং চাদিত্যৈরিন্দ্রঃ সহ সীষধাতু ॥ ২ ॥ ১১১২. আদিত্যৈরিন্দ্রঃ সগণো মরুদ ভিরস্মভ্যং ভেষজা করৎ । ৩ ॥ (সূক্ত ২৪) ১১১৩-১১১৫. প্রবোহ্চোপ ॥ [প্র ব='প্রব ইন্দ্রায়……' ; অর্চ='অর্চন্ত্যর্ক'ং…' ; উপ='উপ প্রক্ষে মধুমতি' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের সংক্ষিপ্তরূপ একত্র করে 'প্রবোহ্চোপ' । এই মন্ত্রগুলি যথাক্রমে পূর্বে উল্লিখিত ৪৪৬, ৪৫৫, ৪৪৪ সংখ্যক মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত রূপ । সামবেদের 'উদ্বংশপুত্র' নামে যে উহগান তার সংক্ষিপ্ত রূপ এস্থলে এইভাবে দেখানো হয়েছে] ॥

অনুবাদ ঃ ১১০৭. হে অগ্নি, তুমি আমাদের সর্বাপেক্ষা নিকটে বাসকারী এবং ত্রাতা ; তুমি সুখদায়ক (বা মঙ্গলদায়ক) ও ভূলোক নিবাসকারী ॥ ১১০৮. ধন ও অন্নদাতা অগ্নি আমাদের প্রতি অনুকূল হয়ে উজ্বল দীপ্তিসম্পন্ন ধন দান করুন । ১১০৯. যে তুমি সদা দীপ্ত উত্তম জ্যোতি সেই তোমাকে সখিত্বের জন্য, সুখের জন্য অবশ্যই কামনা করি ॥ ১১১০. ইন্দ্র এবং বিশ্বের সকল দেবতা (=সর্বরশ্মিগণ) এই নিখিল ভুবনকে যেন আমাদের জন্য সুখকর করেন ॥ ১১১১. ইন্দ্র ও আদিত্যগণ (আদিত্যগণ=রশ্মিগণ ; অথবা বৎসরের বার মাসে সূর্য যে বিভিন্নরূপে ধারণ করেন সেই দ্বাদশরূপে=আদিত্যগণ) মিলিতভাবে আমাদের সুবর্ণ দেহ এবং সন্তানসন্ততিদের নিরুপদ্রবে রাখুন ॥ ১১১২. ইন্দ্র (=যিনি বলসামর্থ্য দান করেন) আদিত্যগণ এবং মরুৎগণের সঙ্গে (মরুদ্গণ= প্রাণবায়ু যা ভিন্ন জীবদেহ রক্ষা পায় না) মিলিত হয়ে আমাদের নীরোগ রাখবার জন্য ভেষজ (=ঔষধ) সৃষ্টি করেন ॥ ১১১৩-১১১৫. এই মন্ত্রগুলি পূর্বে উল্লিখিত ৪৪৬, ৪৪৫, ৪৪৪ মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত রূপ মাত্র !

অষ্টম অধ্যায়

॥ সূক্ত সংখ্যা ১৪, মন্ত্র সংখ্যা ৫৯ ॥ দেবতা (সূক্তানুসারে) ১।২।৭।৯।১১ পবমান সোম, ৪ মিত্র ও বরুণ, ৫।৮।১৩।১৪ ইন্দ্র, ৬ ইন্দ্রাগ্নী, ৩।১২ অগ্নি ॥ ছন্দ ১ (১-৩), ৩ ত্রিষ্টুপ্, ১(৪-১২), ২।৪।৫।৬।১১।১২ গায়ত্রী, ৭ জগতী, ৮ প্রগাথ, ৯ উষ্ণিক্, ১০ দ্বিপদা বিরাট, ১৩(১-২) ককুপ্, (৩) পুরা উষ্ণিক্, ১৪ অনুষ্টুপ্ ॥ ঋষি ১ (১-৩) বৃষগণ বাসিষ্ঠ, ১ (৪-১২), ২ (১-৯) অসিত কাশ্যপ বা দেবল, ২ (১০-১২), ১১ ভৃগুবারুণি বা জমদগ্নি ভার্গব, ৩।৬ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ৪ যজত আত্রেয়, ৫ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৭ সিকতা নিবাবরী, ৮ পুরুহন্মা আঙ্গিরস, ৯ পর্বত ও নারদ, শিখণ্ডিনীদ্বয়, বা কাশ্যপ ও অবপ্সের, ১০ অগ্নিধিষ্ণ্য ঈশ্বর, ১২ বৎস কাণ্ব, ১৩ নৃমেধ আঙ্গিরস, ১৪ অত্রি ভৌম ॥

প্রথম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১) ১১১৬. প্র কাব্যমুশনেব ব্রুবাণো দেবো দেবানাং জনিমা বিবক্তি । মহিব্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পাবকঃ পদা, বরাহো অভ্যেতি রেভন্ ॥ ১ ॥ ১১১৭. প্র হংসাসস্তৃপলা বগ্নুচ্ছামাদস্তং বৃষগণা অযাসুঃ । অঙ্গোষিণং পবমানং সখায়ো

দ্রুর্মর্ষং বাণং প্র বদন্তি সাকম্ ॥ ২ ॥ ১১১৮ স যোজত উরুগায়স্য জূতিং বৃথা ক্রীড়ন্তং মিমতে ন গাবঃ। পরীণসং কৃণুতে তিগ্মশৃঙ্গো দিবা হরির্দদৃশে নক্তম্ ঋজ্রঃ ॥ ৩॥
১১১৯. প্র স্বানাসো রথা ইবার্বন্তো ন শ্রবস্যবঃ। সোমাসো রায়ে অক্রমুঃ ॥ ৪ ॥
১১২০. হিন্বানাসো রথা ইব দধন্বিরে গভস্ত্যোঃ। ভরাসঃ কারিণামিবঃ ॥ ৫ ॥
১১২১. রাজানো ন প্রশস্তিভিঃ সোমাসো গোভিরঞ্জতে। যজ্ঞো ন সপ্ত ধাতৃভিঃ ॥ ৬ ॥
১১২২. পরি স্বানাস ইন্দবো মদায় বর্হণা গিরা। মধো অর্ষন্তি ধারয়া ॥ ৭ ॥
১১২৩. আপানাসো বিবস্বতো জিন্বন্ত উষসো ভগম্। সূরা অণ্বং বি তন্বতে ॥ ৮ ॥
১১২৪. অপ দ্বারা মতীনাং প্রত্না শৃণ্বন্তি কারবঃ। বৃষ্ণো হরস আয়বঃ ॥ ৯ ॥
১১২৫. সমীচীনাস আশত হোতারঃ সপ্তজানয়ঃ। পদমেকস্য পিপ্রতঃ ॥ ১০ ॥
১১২৬. নাভা নাভিং ন আ দদে চক্ষুষা সূর্যং দৃশে। কবেরপত্যমা দুহে ॥ ১১ ॥
১১২৭. অভি প্রিয়ং দিবস্পদমধ্বর্যুভির্গুহা হিতম্। সূরঃ পশ্যতি চক্ষসা ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ঃ ১১১৬. সোমদেব কবির মত উৎসাহিত হয়ে মেঘধ্বনিরূপে রসাত্মক বাক্য সৃষ্টি করে দেবগণের অবস্থান জানিয়ে দিচ্ছেন। মহাব্রতধারী, শুচিবন্ধু, পবিত্রতা-কারক সোম শব্দ করতে করতে গমনসাধনের দ্বারা মেষকে সর্বদা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন ॥ ১১১৭. ক্ষিপ্রগামী, বর্ষণকারী, তমোহন্তা আদিত্যরশ্মিগণ বর্ষণের উদ্দেশে শব্দকারী জলশোষক আকাশ আচ্ছাদনকারী মেঘের প্রতি ধাবিত হলেন। পরস্পর সখিভাবাপন্ন রশ্মিগণ একত্র মিলিত হয়ে প্রশংসাযোগ্য শব্দময় দুর্জয় ক্ষরণশীল সোমকে প্রকৃষ্টরূপে বর্ণনা করছেন (=ক্ষরণের জন্য প্রশংসা করছেন) ॥ ১১১৮. তিনি (=সোমদেব) ভ্রমণশীল, বৃথা ক্রীড়নকারী (=বর্ষণ না করে অকারণ ভ্রমণকারী মেঘ) এবং গাভীর মত শব্দকারী মেঘকে যুক্ত করে পরিচালিত করলেন ; (তারপর সেই মেঘ থেকে) বহু বর্ষণ করলেন ; ঋজুগামী হরিৎবর্ণ সোম উজ্জ্বল দীপ্তিসম্পন্ন হয়ে দিনে ও রাতে দৃষ্ট হন ॥ ১১১৯. রথ এবং অশ্বের মত দ্রুতগামী হয়ে, অন্নসম্পদ দান করতে ইচ্ছা করে সোমরাশি জল অভিমুখে গমন করলেন (=আকাশে অবস্থিত বারি-রাশি পৃথিবীতে অবস্থিত জলের অভিমুখে গমন করলেন। রায়, রয়ি প্রভৃতি শব্দে ধন এবং জল উভয়ই বোঝায়) ॥ ১১২০. যোদ্ধাগণের সংগ্রামে জয়লক্ষ্মী ধারণের ন্যায় রথের মত গতিযুক্ত হয়ে জলরাশির প্রাপক রশ্মিগণ যেন দুই হাতে বারি ধারণ করলেন ॥ ১১২১. রাজাগণ যেমন স্তুতির দ্বারা শোভিত হন, সুকর্ম যেমন সপ্ত-লোকের দ্বারা ধৃত হয়ে শোভিত হয়, সেইরূপে সোমরাশি রশ্মিসমূহের দ্বারা রঞ্জিত হন ॥ ১১২২. স্তুতিসমূহের দ্বারা বর্ধিত হয়ে, সম্যক্‌রূপে পরিচালিত হয়ে সোমরাশি মধুর ধারায় ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ১১২৩. মত্ত সোমপানকারিগণ (=জলরাশি) ক্ষরিত হয়ে উষার আলোককে প্রীত করেন। রশ্মিগণ উদিতপ্রায় সূর্যের ক্ষীণ রশ্মিকে ব্যাপ্ত করে সূর্যের শরীর বিস্তৃত করেন ॥ ১১২৪. স্তুতিসমূহের কর্তাগণ (=স্তোত্র-রচয়িতাগণ) চিরায়ত দেবীদ্বারের দ্বারা নির্গত জলরাশির পতনশব্দ শুনতে পাচ্ছেন। হে সোম, বিষ্ণু হতে (=সূর্য হতে) আয়ুসমূহ আহরণ কর। [দ্বার=দ্বারদেবী, যিনি বৃষ্টির পতনের জন্য দ্যুলোকের দুয়ার উদ্‌ঘাটিত করেন]॥ ১১২৫. সোমের একমাত্র বহনকারী, দেবগণের আহ্বানকারী, ভগিনীসদৃশ হে সপ্ত অগ্নিশিখাগণ, তোমরা সম্মিলিতভাবে সোমকে ব্যাপ্ত করেছ ॥ ১১২৬. সোমদেব দ্যুলোকের মধ্যে অবস্থিত ভৌমরসকে আমাদের জন্য দান করেন যাতে আমরা সূর্যকে দেখতে পাই ; কবির পুত্রকে (=জলকে) আমি দোহন করি। [নাভা=নাভৌ= মধ্যে অবস্থিত=আকাশের মধ্যে অবস্থিত ॥ নাভি=ভুমি হতে যে রস রশ্মির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে আকাশে অবস্থান করে=ভৌমরস ॥ কবেরপত্যম্=কবির পুত্রকে=

অগ্নির পুত্রকে=জলকে। কবি=অগ্নি]॥ ১১২৭. দ্যুলোকের পদে দুর্গমস্থানে অহিংসিত রশ্মিগণের দ্বারা স্থাপিত প্রিয় সোমকে সূর্য চক্ষুর দ্বারা অভিনিবেশ সহকারে দর্শন করেন। [অধ্বর্যু=যাঁরা যজ্ঞকর্মকে সমাপ্তির পথে নিয়ে যান অগ্নিই রশ্মিগণের সহায়ে সকল সুকর্ম সম্পন্ন করেন। রশ্মিগণই অধ্বর্যুগণ। লৌকিক অধ্বর্যু যজ্ঞের সামান্য অংশই সম্পন্ন করেন]॥

দ্বিতীয় খণ্ড : (সূক্ত ২) ১১২৮. অসৃগ্রমিন্দবঃ পথা ধর্মন্নৃতস্য সুশ্রিয়ঃ। বিদানা অস্য যোজনা ॥ ১ ॥ ১১২৯. প্র ধারা মধো অগ্রিয়ো মহীরপো বিগাহতে। হবির্হবিঃষু বন্দ্যঃ ॥ ২ ॥ ১১৩০. প্র যুজা বাচো অগ্রিয়ো বৃষো অচিক্রদদ্ বনে। সদ্মাভি সত্যো অধ্বরঃ ॥ ৩ ॥ ১১৩১. পরি যৎ কাব্যা কবির্নৃম্ণা পুনানো অর্ষতি। স্বর্বাজী সিষাসতি ॥ ৪ ॥ ১১৩২. পবমানো অভি স্পৃধো বিশো রাজেব সীদতি। যদীমৃণ্বন্তি বেধসঃ ॥ ৫ ॥ ১১৩৩. অব্যা বারে পরি প্রিয়ো হরির্বনেষু সীদতি। রেভো বনুষ্যতে মতী ॥ ৬ ॥ ১১৩৪. স বায়ুমিন্দ্রমশ্বিনা সাকং মদেন গচ্ছতি। রণা যো অস্য ধর্মণা ॥ ৭ ॥ ১১৩৫. আ মিত্রে বরুণে ভগে মধোঃ পবন্তঃ ঊর্ময়ঃ। বিদানা অরস্য শক্মভিঃ ॥ ৮ ॥ ১১৩৬. অস্মভ্যং রোদসী রয়িং মধ্বো বাজস্য সাতয়ে। শ্রবো বসূনি সংজিতম্ ॥ ৯ ॥ ১১৩৭. আ তে দক্ষং ময়োভুবং বহ্নিমদ্যা বৃণীমহে। পান্তমা পুরুস্পৃহম্। ১০ ॥ ১১৩৮. আমন্দ্রমা বরেণ্যমা বিপ্রমা মনীষিণম্। পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥ ১১ ॥ ১১৩৯. আ রয়িমা সুচেতুনমা সুক্রতো তনূষ্বা। পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ : ১১২৮. যোগ্য কর্মের সংগে যুক্ত ঋতের পথ ধরে সুশ্রী সোমরাশি সৃষ্ট হচ্ছেন ॥ ১১২৯. সকলের বন্দনীয় হবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবি সোম মহৎ জলরাশির মধ্যে অবগাহন করছেন ; মধুর শ্রেষ্ঠ ধারা বয়ে চলেছে ॥ ১১৩০. অহিংসিত সৎকর্মপরায়ণ, শ্রেষ্ঠ বর্ষণকারী সোম, জলকে উদ্দেশ্য করে শব্দের সংগে যুক্ত হয়ে জলের মধ্যে অবস্থান করে শব্দ করে চলেছেন ॥ ১১৩১. যখন কবি সোম শব্দ ও বলের দ্বারা পরিশোধিত হয়ে বর্ষণ করেন তখন তিনি সূর্যের বলকে পেতে ইচ্ছা করেন ॥ ১১৩২. যখন জলসৃষ্টিকারী দেবগণ (=রশ্মিগণ) সোমকে প্রেরণ করেন তখন সোম গর্বিত রাজার মত মনুষ্যলোকে প্রবেশ করে ॥ ১১৩৩. প্রিয় হরিৎবর্ণ সোম গতিযুক্ত হয়ে জলাশয়ে, বনমধ্যে চতুর্দিকে উপবেশন করেন। স্তোতা তাঁর উদ্দেশে স্তুতি করেন। ১১৩৪. যিনি তাঁর নিজ কর্মের দ্বারা আনন্দে মত্ত হন সেই সোম বায়ু, ইন্দ্র এবং অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গে একত্র মিলিত হয়ে আনন্দের জন্য গমন করছেন ॥ ১১৩৫. বলের দ্বারা গতিযুক্ত হয়ে মধুর তরঙ্গমালা মিত্র, বরুণ ও ভগদেবতার উদ্দেশে ক্ষরিত হচ্ছে ॥ ১১৩৬. হে দ্যু ও পৃথিবী, অন্নলাভের জন্য আমাদের মধুর সোমরূপ সম্পদ দাও, যা আমাদের উৎকর্ষবর্ধক যশ ও ধনের সহায়ক হবে ॥ ১১৩৭. হে সোম, তুমি দক্ষ, সুখপ্রদ, বহনশীল, পাণযোগ্য এবং বহুলোকের আকাঙ্ক্ষিত ; তোমাকে আজ বরণ করি ॥ ১১৩৮. আনন্দময়, বরণীয়, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, প্রীতিকর, পানযোগ্য এবং বহুলোকের আকাঙ্ক্ষিত সোমকে সকলেই কামনা করেন ॥ ১১৩৯. হে সৎকর্মপরায়ণ সোম, তুমি পানযোগ্য এবং বহুলোকের আকাঙ্ক্ষিত ; তোমাকে ধন, প্রজ্ঞা এবং সন্তানের জন্য কামনা করি ॥

তৃতীয় খণ্ড : (সূক্ত ৩) ১১৪০. মূর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিম্। কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্নঃ পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ ॥ ১ ॥ ১১৪১. তাং

বিশ্বে অমৃতং জায়মানং শিশুং ন দেবা অভি সং নবন্তে। তব ক্রতুভিরমৃতত্বমায়ন্ বৈশ্বানর যৎ পিত্রোরদীদেঃ ॥ ২ ॥ ১১৪২. নাভিং যজ্ঞানাং সদনং রয়ীণাং মহা-মাহাবমভি সং নবন্ত। বৈশ্বানরং রথ্যমধ্বরাণাং যজ্ঞস্য কেতুং জনয়ন্ত দেবাঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৪) ১১৪৩. প্র বো মিত্রায় গায়ত বরুণায় বিপা গিরা। মহিক্ষত্রাবৃতং-বৃহৎ ॥ ১ ॥ ১১৪৪. সম্রাজা যা ঘৃতযোনী মিত্রশ্চোভা বরুণশ্চ। দেবা দেবেষু প্রশস্তা ॥ ২ ॥ ১১৪৫. তা নঃ শক্তং পার্থিবস্য মহো রায়ো দিব্যস্য। মহি বাং ক্ষত্রং দেবেষু ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৫) ১১৪৬. ইন্দ্রা যাহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ। অণ্বীভিস্তনা পূতাসঃ ॥ ১ ॥ ১১৪৭. ইন্দ্রা যাহি ধিয়েষিতো বিপ্রজূতঃ সুতাবতঃ। উপ ব্রহ্মাণি বাঘতঃ ॥ ২ ॥ ১১৪৮. ইন্দ্রা যাহি তুতুজান উপ ব্রহ্মাণি হরিবঃ। সুতে দধিষ্ব নশ্চনঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৬) ১১৪৯. তমীড়িষ্ব যো অর্চিষা বনা বিশ্বা পরি-ষ্বজৎ। কৃষ্ণা কৃণোতি জিহ্বয়া ॥ ১ ॥ ১১৫০. য ইধ্ম আ বিবাসতি সুম্নমিন্দ্রস্য মর্ত্যঃ। দ্যুম্নায় সুতরা অপঃ ॥ ২ ॥ ১১৫১. তা নো বাজবতীরিষ আশূন্ পিপৃতমর্বতঃ। ঐন্দ্রমগ্নিং চ বোঢ়বে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১১৪০. দ্যুলোকের মস্তক, পৃথিবীর শাসক, বিশ্বনায়ক, সৎকর্মের প্রকাশক, কবি, সম্রাট, অতিথির ন্যায় পূজ্য জনগণের মুখপাত্র অগ্নিদেবকে দেবগণ (=রশ্মিগণ) প্রকাশিত করেন ॥ ১১৪১. হে বৈশ্বানর অগ্নি (=যে অগ্নিকে মানুষেরা স্তুতি করেন তিনি), তুমি যখন তোমার সুকর্মসমূহের দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়ে দ্যুলোক এবং পৃথিবীর মধ্যে দীপ্তিলাভ কর, তখন বিশ্বদেবগণ (=রশ্মিগণ) অমৃতত্বের উৎপাদন-কারী তোমাকে নিষ্পাপ শিশুর মত স্তব করেন (=আদর করেন)॥ ১১৪২. যজ্ঞ-সমূহের নাভি (=সুকর্মদ্বারা লব্ধ ভোমরস যা জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ), ধনসমূহের আধারস্বরূপ, সকল হব্যের আশ্রয়, অগ্নিকে স্তোতাগণ স্তব করেন। সকল যজ্ঞের বহনকারী, সুকর্মের প্রজ্ঞাস্বরূপ বৈশ্বানর অগ্নিকে দেবগণ উৎপন্ন করেন ॥ ১১৪৩. তোমরা তোমাদের মঙ্গলের জন্য মহাবল মিত্র ও বরুণের উদ্দেশে মহান স্তোত্র-বাক্যের দ্বারা স্তব কর ॥ ১১৪৪-১১৪৫. যে মিত্র ও বরুণ উভয়ে জলের উৎপত্তির কারণ, যাঁরা উভয়ে সম্যক্ দীপ্ত এবং দেবগণের মধ্যে অধিক প্রশস্তিযুক্ত—, সেই দেবগণের মধ্যে মহাবলযুক্ত এবং দিব্য ও পার্থিব মহাধন দানে সমর্থ তোমাদের দুজনকে আমরা কামনা করি ॥ ১১৪৬. হে বিচিত্রদীপ্ত ইন্দ্র, এস। য়দের দ্বারা বিস্তৃত ও প্রস্তুত (অথবা ঋত্বিকদের আঙ্গুলের দ্বারা প্রস্তুত) নিত্যপরিশুদ্ধ এই অভিষুত সোমসকল তোমাকে কামনা করে। [তাৎপর্য এই, আকাশে বিস্তৃত জল মেঘগর্জনরূপ শব্দযুক্ত। অণ্বীভিঃতনা=শব্দের দ্বারা বিস্তৃত। অণ্ ধাতুর অর্থ 'শব্দ করা' ; অণ্ ধাতু হতে 'অণ্বী' শব্দ নিষ্পন্ন। 'অণ্বী' শব্দের অপর অর্থ 'আঙ্গুল'] ॥ ১১৪৭. হে ইন্দ্র, প্রজ্ঞার দ্বারা প্রার্থিত, মেধাবিগণের দ্বারা প্রেরিত, সোম-অভিষবকারী ঋত্বিকের স্তুতি-সকল প্রাপ্তির জন্য কাছে এস ॥ ১১৪৮. হে হরিবাহন ইন্দ্র (=রশ্মিবাহন ইন্দ্র), আমাদের স্তুতি শোনবার জন্য শীঘ্র এস। অভিষুত সোমযাগে আমাদের অন্নসমূহ ধারণ কর ॥ ১১৪৯. যিনি নিজ শিখার দ্বারা সমস্ত বর্ণকে আচ্ছন্ন করেন, যিনি তাঁর জ্বালারূপ জিহ্বাদ্বারা (=শিখার দ্বারা) সকল কিছুতে কালিমা লেপন করেন, তুমি সেই অগ্নির স্তব কর ॥ ১১৫০. যে মানুষ প্রজ্বলিত সুখকর অগ্নিকে ইন্দ্রের উদ্দেশে হব্য প্রদানের দ্বারা পরিচর্যা করেন, তার বলদীপ্তির জন্য ইন্দ্র বারিবর্ষণ করেন ॥ ১১৫১. সেই হব্য বহনকারী ইন্দ্র ও অগ্নি আমাদের ক্ষিপ্রগতি এবং বল-কারক অন্নের দ্বারা পূর্ণ করুন ॥

চতুর্থ খণ্ড ঃ (সূক্ত ৭) ১১৫২. প্রো অয়াসীদিন্দুরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতং সখা সখ্যুর্ন প্র

মিনাতি সঙ্গিরম্ । মর্য ইব যুবতিভিঃ সমর্ষতি সোমঃ কলশে শতযামনা পথা ॥ ১ ॥ ১১৫৩. প্র বো ধিয়ো মন্দ্রযুবো বিপন্যুবঃ পনস্যুবঃ সংবরণেষ্বক্রমুঃ । হরিং ক্রীড়ন্তমভ্যনূষত স্তুভোঽভি ধেনবঃ পয়সেদশিশ্রয়ুঃ ॥ ২ ॥ ১১৫৪. আ নঃ সোম সংযতং পিপ্যুসীমিষমিন্দো পবস্ব পবমান ঊর্মিণা । যা নো দোহতে ত্রিরহন্নসশ্চুষী ক্ষুমদ্ বাজবন্ মধুমৎ সুবীর্যম্ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৮) ১১৫৫. নকিষ্টং কর্মণা নশদ্ যশ্চকার সদাবৃধম্ । ইন্দ্র ন যজ্ঞৈর্বিশ্বগূর্তমৃভ্বসমধৃষ্টং ধৃষ্ণুমোজসা ॥ ১ ॥ ১১৫৬. অষাঢ়মুগ্রং পৃতনাসু সাসহিং যস্মিন্ মহীরুরুজ্রয়ঃ । সং ধেনবো জায়মানে অনোনবুর্দ্যাব ক্ষামীরনোনবুঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ ১১৫২. ইন্দ্রের সখা ইন্দু উত্তমরূপে শোধিত হয়ে গমন করলেন ; সখার মত রসহরণকারী মেঘকে হনন করলেন ; মানুষেরা যেমন যুবতী সমভিব্যাহারে গমন করে, তেমনি সোম রশ্মিগণ সহযোগে শতপথে কলশে (=পৃথিবীরূপ কলশে) প্রবেশ করলেন । ১১৫৩. তোমাদের মঙ্গলের জন্য বুদ্ধিমান হর্ষান্বিত মেধাবী স্তোতাগণ জলমধ্যে প্রবেশ করলেন ; স্তোত্রসহকারে ক্রীড়াশীল হরিৎবর্ণ সোমকে স্তুতি করলেন, বাক্‌সমূহ (=স্তুতিসমূহ) দুগ্ধবৎ জলের সঙ্গে মিশ্রিত হলেন ॥ [ধেনবঃ=বাক্-সমূহ] ॥ ১১৫৪. হে সোম, আমাদের জন্য প্রচুর অন্নের সমাগম কামনা করি ; হে ইন্দু, ক্ষরণশীল মেঘ থেকে তিনকাল ব্যাপী অবিশ্রান্তধারায় সেই বারিবর্ষণ কর, যা মধুময় সুবীর্য বলযুক্ত অন্ন আমাদের জন্য দোহন করে ॥ ১১৫৫. যিনি সদাবৃদ্ধিশীল, যিনি সুকর্মের দ্বারা সর্বস্তুতিযোগ্য, মহান, অপরাজিত ও অতি নিপুণ সেই ইন্দ্রকে কেহই বলের দ্বারা বা কর্মের দ্বারা জানতে পারে না ॥ ১১৫৬. যিনি শত্রুর পক্ষের অসহনীয় (শত্রু=মেঘ), উগ্র, এবং শত্রুসেনার (=মেঘপুঞ্জের) অভিভবকারী সেই ইন্দ্রকে স্তব করি ॥ ইন্দ্রের জন্ম হলে মহতী বেগবিশিষ্টা সকল বাক্ (=মেঘগর্জনসমূহ) মিলিতভাবে ইন্দ্রকে স্তুতি করেছিলেন এবং দ্যুলোক ও পৃথিবীও স্তব করেছিলেন ॥ [ইন্দ্র=বজ্র] ॥

পঞ্চম খণ্ড ঃ (সূক্ত ৯) ১১৫৭. সখায় আ নিষীদত পুনানায় প্রগায়ত । শিশুং ন যজ্ঞৈঃ পরিভূষত শ্রিয়ে ॥ ১ ॥ ১১৫৮. সমী বৎসং ন মাতৃভিঃ সৃজতা গয়সাধনম্ । দেবাব্যাংমদমভি দ্বিশবসম্ ॥ ২ ॥ ১১৫৯. পুনাতা দক্ষসাধনং যথা শর্ধায় বীতয়ে । যথা মিত্রায় বরুণায় শন্তমম্ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১০) ১১৬০. প্র বাজ্যক্ষাঃ সহস্রধারস্তিরঃ পবিত্রং বি বারমব্যম্ ॥ ১ ॥ ১১৬১. স বাজ্যক্ষাং সহস্ররেতা অদ্ভির্মৃজানো গোভিঃ শ্রীণানঃ ॥ ২ ॥ ১১৬২. প্র সোম যাহীন্দ্রস্য কুক্ষা নৃভির্যেমানো অদ্রিভিঃ সূতঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১১) ১১৬৩. যে সোমাসঃ পরাবতি যে অর্বাবতি সুন্বিরে । যে বাদঃ শর্যণাবতি ॥ ৩ ॥ ১১৬৪. য আর্জীকেষু কৃত্বসু যে মধ্যে পস্ত্যানাম্ । যে বা জনেষু পঞ্চসু ॥ ২ ॥ ১১৬৫. তে নো বৃষ্টিং দিবস্পরি পবন্তামা সুবীর্যম্ । স্বানা দেবাস ইন্দবঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১১৫৭. হে সখাগণ, এস, বস । ক্ষরণশীল সোমকে ঘিরে গান কর । শিশুর মত নবজাতক এই সোমের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যজ্ঞের দ্বারা একে পরিভূষিত কর ॥ ১১৫৮. বৎসগণ যেমন গাভীগণের সংগে যুক্তভাবে গমন করে, তেমনি সোম দেবগণের মত্ততা উৎপন্ন করে প্রাণিবর্গের ইন্দ্রিয়সাধনের জন্য অন্ন ও বল যুক্তভাবে সৃষ্টি করেন । ১১৫৯. কুশলকর্মসাধনের জন্য এবং পানের জন্য কর্মসাধক সোমকে শোধিত কর যেমনভাবে মিত্র ও বরুণের সুখের জন্য তিনি শোধিত হন ॥ ১১৬০. সোম রশ্মিকে আশ্রয় করে সহস্রধারায় প্রবলবেগে ক্ষরিত হয়ে অফুরন্ত জলাধারে গিয়ে

মিলিত হলেন ॥ ১১৬১. সেই সোম জলের দ্বারা পরিশোধিত হয়ে, রশ্মিসমূহের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে সহস্রধারায় প্রবলবেগে ক্ষরিত হলেন ॥ ১১৬২. হে সোম, তুমি মেঘ নিষ্পীড়নের দ্বারা অভিষুত হয়েছে ; নৃত্যশালী রশ্মিগণের দ্বারা শোধিত হয়েছ ; এখন ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর ॥ ১১৬৩-১১৬৪-১১৬৫. যে সোমরাশি মেঘে অবস্থিত আছে, যে সোমরাশি উদক প্রেরণ করে রস প্রস্তুত করেছে এবং যে সোমরাশি রশ্মিবিচ্ছুরিত করে শব্দ করছে —, যে সোমরাশি বহু ঋজুগামিনী নদীর মধ্যে আছে, এবং যে জলরাশি সকল গৃহে আছে, অথবা যে জলরাশি সকল জাতের মনুষ্যসমাজের মধ্যে আছে —, সেই সকল জলরাশি দেবরশ্মিগণের দ্বারা চালিত হয়ে দ্যুলোক হতে সুবীর্য বৃষ্টিরূপে আমাদের জন্য ক্ষরিত হোক ॥

ষষ্ঠ খণ্ড ঃ (সূক্ত ১২) ১১৬৬. আ তে বৎসো মনো যমৎ পরমাচ্চিৎ সধস্থাৎ। অগ্নে ত্বাং কাময়ে গিরা ॥ ১ ॥ ১১৬৭. পুরুত্রা হি সদৃঙ্ঙসি দিশো বিশ্বা অনু প্রভুঃ। সমৎসু ত্বা হবামহে ॥ ২ ॥ ১১৬৮. সমৎস্বগ্নিমবসে বাজয়ন্তো হবামহে। বাজেষু চিত্ররাধসম্ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৩) ১১৬৯. ত্বং ন ইন্দ্রা ভর ওজো নৃম্ণং শতক্রতো বিচর্ষণে। আ বীরং পৃতনাসহম্ ॥ ১ ॥ ১১৭০. ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা শতক্রতো বভূবিথ। অথা তে সুম্নমীমহে ॥ ২ ॥ ১১৭১ ত্বাং শুষ্মিন্ পুরুহূত বাজয়ন্তমুপ ব্রুবে সহস্কৃত। স নো রাস্ব সুবীর্যম্ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৪) ১১৭২. যদিন্দ্র চিত্র ম ইহ নাস্তি ত্বাদাতমদ্রিবঃ। রাধস্তন্নো বিদদ্বস উভয়া হস্ত্যাভর ॥ ১ ॥ ১১৭৩. যন্মন্যসে বরেণ্যমিন্দ্র দ্যুক্ষং তদা ভর। বিদাম তস্য তে বয়মকূপারস্য দাবনঃ ॥ ২ ॥ ১১৭৪. যৎ তে দিক্ষু প্ররাধ্যং মনো অস্তি শ্রুতং বৃহৎ। তেন দৃঢ়া চিদদ্রিব আ বাজং দর্ষি সাতয়ে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১১৬৬. এস হে অগ্নি পরলোক থেকে। বৎস ঋষি তোমাকে কামনা করে স্তবমালায় তোমার মন আকর্ষণ করে ॥ ১১৬৭. হে অগ্নি, বহুরূপে তুমি দেখা দাও ; যেদিকে তাকাই তোমাকেই প্রভুরূপে দর্শন পাই ; জীবন সংগ্রামে তোমাকেই ডাকি ॥ ১১৬৮. আমরা অন্নকামী হয়ে জীবনসংগ্রামে অগ্নিকে আমাদের রক্ষার জন্য ডাকি ; সকল অন্নের মধ্যে তিনিই বিচিত্রভাবে সর্বসিদ্ধিদাতা ॥ ১১৬৯. হে শতকর্মা, বিশ্বদ্রষ্টা ইন্দ্র, আমাদের জন্য ধন ও বল আহরণ কর ; আর আন শত্রুজিৎ বীরদের ॥ ১১৭০. হে আশ্রয়দাতা, শতকর্মা ইন্দ্র, তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের মাতা ; এখন আমরা তোমার কাছে সুখ চাই। ১১৭১. হে বলবান্, তোমাকে বহু লোকে ডাকে ; অন্নবলের অধিকারী তোমাকে স্তব করি ; আমাদের সুবীর্য ধন দাও ॥ ১১৭২. হে ইন্দ্র, যে কাম্য পূজনীয় ধন আছে (অথবা যে কাম্যধন আমার গৃহে নেই) সেই ধন আমাদের দেওয়া তোমার কর্তব্য। হে বজ্রধারী, হে ধনাধিপতি, সেই ধন তোমার উভয় হস্তে আমাদের প্রদান কর ॥ ১১৭৩. হে ইন্দ্র, উজ্বল বরণীয় ধন তুমি দিতে ইচ্ছা কর, তা আমাদের দাও ; আমরা যেন তোমার নিজস্ব প্রভূত ধনের একাংশ পাই ॥ ১১৭৪. হে বজ্রধারী ইন্দ্র, তোমার যে বিপুল বিখ্যাত উত্তম কার্যসিদ্ধিকর উজ্বল ধন আছে তা দুর্গম স্থানে অবস্থিত হলেও তুমি উদার চিত্তে আমাদের দানের জন্য বর্ষণ করে থাক ॥

নবম অধ্যায়

॥ সূক্ত সংখ্য ২০, মন্ত্রসংখ্যা ৭৮ ॥ দেবতা (সূক্তানুসারে) ১-৮, ১১, ১২, ১৫-১৭ পবমান সোম, ৬।১৮ অগ্নি, ১০।১৩।১৪।১৯।২০ ইন্দ্র ॥ ছন্দ ১।৯ ত্রিষ্টুপ্, ২।৮।১০। ১১।১৫।১৮ গায়ত্রী, ১২ জগতী, ১৩।১৪ প্রগাথ, ১৬।২০ অনুষ্টুপ্, ১৭ দ্বিপদা বিরাট্, ১৯ উষ্ণিক্ ॥ ঋষি ১ প্রতর্দন দৈবোদাসি, ২-৪ অসিত কাশ্যপ বা দেবল, ৫।১১ উচথ্য আঙ্গিরস, ৬।৭ অমহীয়ু আঙ্গিরস, ৮।১৫ নিধ্রুবি কাশ্যপ, ৯ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ১০ সুকক্ষ আঙ্গিরস, ১২ কবি ভার্গব, ১৩ দেবাতিথি কাণ্ব, ১৪ ভর্গ প্রাগাথ, ১৬ অম্বরীষ বার্ষাগির, ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ, ১৭ অগ্নি ধিষ্ণ্য ঈশ্বর, ১৯ উশনা কাব্য, ১৯ নৃমেধ আঙ্গিরস, ২০ জেতা মাধুছন্দস ॥

প্রথম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১) ১১৭৫. শিশুং জজ্ঞানং হর্যতং মৃজন্তি শুম্ভন্তি বিপ্রং মরুতো গণেন। কবির্গীর্ভিঃ কাব্যেনা কবিঃ সন্ত্সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্ ॥ ১ ॥ ১১৭৬. ঋষিমনা য ঋষিকৃৎ স্বর্ষাঃ সহস্রনীথঃ পদবীঃ কবীনাম্। তৃতীয়ং ধাম মহিষঃ সিষাসন্ত্সোমো বিরাজমনু রাজতি ষ্টুপ্ ॥ ২ ॥ ১১৭৭. চমূষচ্ছ্যেনঃ শকুনো বিভৃত্বা গোবিন্দুর্দ্রপ্স আয়ুধানি বিভ্রৎ। অপামূর্মিং সচমানঃ সমুদ্রং তুরীয়ং ধাম মহিষো বিবক্তি ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ২) ১১৭৮. এতে সোমা অভি প্রিয়-মিন্দ্রস্য কামমক্ষরন্। বর্ধন্তো অস্য বীর্যম্ ॥ ১ ॥ ১১৭৯. পুনানাসশ্চমূষদো গচ্ছন্তো বায়ুমশ্বিনা। তে নো ধত্ত সুবীর্যম্ ॥ ২ ॥ ১১৮০. ইন্দ্রস্য সোম রাধসে পুনানো হার্দি চোদয়। দেবানাং যোনিমাসদম্ ॥ ৩ ॥ ১১৮১. মৃজন্তি ত্বা দশ ক্ষিপো হিন্বন্তি সপ্ত ধীতয়ঃ। অনু বিপ্রা অমাদিষুঃ ॥ ৪ ॥ ১১৮২. দেবেভ্য স্ত্বা মদায় কং সৃজানমতি মেষ্যঃ। সং গোভির্বাসয়ামসি ॥ ৫ ॥ ১১৮৩. পুনানঃ কলশেষ্বা বস্ত্রাণ্যরুষো হরিঃ। পরি গব্যান্যব্যত ॥ ৬ ॥ ১১৮৪. মঘোন আ পবস্ব নো জহি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ। ইন্দো সখায়মাবিশ ॥ ৭ । ১১৮৫. নৃচক্ষসং ত্বাং বয়মিন্দ্রপীতং স্বর্বিদম্। ভক্ষীমহি প্রজামিষম্ ॥ ৮ ॥ ১১৮৬. বৃষ্টিং দিবঃ পরি স্রব দ্যুম্নং পৃথিব্যা অধি। সহো নঃ সোম পৃৎসু ধাঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ ১১৭৫. মরুতেরা মিলিতভাবে (মরুদ্গণ = প্রাণবায়ুসমূহ) নবজাতক, বিপ্র, হরিৎবর্ণ সোমকে মার্জনা করেছেন, অলংকৃত করছেন। স্তুতিরূপ কাব্যের দ্বারা স্তুত হয়ে কবি (= ক্রান্তদর্শী) সোম শব্দ করতে করতে বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করে এলেন। [পবিত্র শব্দ অনেকার্থক। এখানে বায়ু বা বায়ুমণ্ডলকে বোঝাচ্ছে] ॥ ১১৭৬. সোম ঋষিমনা (= দূরদর্শী); যিনি সুগমনশীলা সহস্র জলধারা সৃষ্টি করে জ্ঞানের উদ্দীপক এবং কবিগণের বিদ্যার্জনিত পথের সন্ধান দেন, সেই মহান সোম অন্নদান করতে ইচ্ছুক হয়ে আনন্দপূর্ণ ধ্বনি করে তৃতীয় লোককে (= সূর্যকে) ঐশ্বর্যযুক্ত করছেন (= প্রকাশিত করছেন)। [বিরাজম্ = অন্নকে। সিষাসন্ = সেবা অথবা দান করতে ইচ্ছুক। ষ্টুপ্ = আনন্দপূর্ণ ধ্বনি। তৃতীয়ং ধাম = তৃতীয় লোক = সূর্যের ধাম। রাজতি - বেদে রাজতি শব্দ ঐশ্বর্য অর্থ প্রকাশ করে। এই মন্ত্রটিতে দিনকালীন বর্ষণের বর্ণনা। দিনের বেলায় বর্ষণের পর আকাশ মেঘমুক্ত হলে সূর্য ঐশ্বর্যযুক্ত হন অর্থাৎ প্রকাশিত হন, ইহাই তাৎপর্য।] ॥ ১১৭৭. দ্রুতগামী শ্যেন পক্ষীরূপ সোম দ্যুলোক ও

পৃথিবীলোকের মধ্যে মেঘরূপে জলধারে অবস্থিত জলের সন্ধানে ব্যাপৃত থেকে জলবিন্দুরাশি ধারণ করে আয়ুধসমান তীক্ষ্ণ রশ্মিসমূহকে ধারণ করলেন (=জলবর্ষণের জন্য আয়ুধ শানাতে লাগলেন)। জলতরঙ্গকে সেচন করে মহান সোম চতুর্থ ধামরূপ অন্তরিক্ষের অস্তিত্ব ঘোষণা করলেন। [এই মন্ত্রটিতে রাত্রিকালীন আকাশের বর্ণনা। পূর্ব মন্ত্রে দিনকালে বর্ষণের দ্বারা সোম সূর্যকে প্রকাশিত করলেন বলা হয়েছে। রাত্রিকালে সূর্য অস্তমিত। সূর্যলোক পর্যন্ত তিনলোক—দ্যুলোক (=সূর্যের ধাম), অন্তরিক্ষলোক (=সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যস্থিত আকাশ), এবং পৃথিবীলোক। এই তিনলোকের ঊর্ধ্বে যে মহাকাশ তা চতুর্থলোক যেখানে নক্ষত্রগণের বাস। বারিবর্ষণের পর রাত্রে আকাশ মেঘমুক্ত হলে নক্ষত্রলোক প্রকাশিত হন, ইহাই তাৎপর্য]॥ ১১৭৮. এই সোমরাশি বর্ধিত হয়ে এই ইন্দ্রের প্রিয় পরাক্রমযুক্ত কর্মকে ক্ষরিত করেছেন॥ ১১৭৯. বায়ু এবং অশ্বিদ্বয়ের প্রতি গমনশীল, মেঘরূপ জলপাত্রসমূহে অবস্থিত পবিত্র সোমরাশি আমাদের জন্য শোভন বল ধারণ করেন॥ ১১৮০. হে ইন্দ্রের প্রিয় সোম তুমি পরিশুদ্ধ হয়ে আমাদের সর্বসিদ্ধিকর ধনের জন্য দেবগণের স্থানে গমনকারী জলকে প্রেরণ কর॥ ১১৮১. প্রজ্ঞাসম্পন্ন মরুদ্গণ যেমন অত্যন্ত বলযুক্ত হয়ে আকাশপথে দ্রুতগমনকারী দীপ্তিমান রশ্মিকে তীক্ষ্ণশররূপ অস্ত্রে পরিণত করে তোমাকে (=সোমকে) পবিত্র করেন, তেমনি দশদিকে অবস্থিত আলোক ক্ষেপণকারী রশ্মিগণ তোমাকে পবিত্র করছেন এবং বৃষ্টিপ্রদানবিষয়ক বুদ্ধিযুক্ত সপ্তরশ্মিগণ তোমাকে প্রাপ্ত হচ্ছেন। [ইষুঃ=ইষু দীপ্তিসম্পন্ন হয়ে আকাশ পথে বেগে গমন করে—শররূপে রশ্মি। দশ ক্ষিপঃ= দশদিকে ক্ষেপণকারী=দশদিকে আলোক ক্ষেপণকারী রশ্মি। ধীতয়ঃ=রশ্মিগণের বৃষ্টিপ্রদান বিষয়ক বুদ্ধিসমূহ। সপ্ত ধীতয়ঃ=সপ্ত রশ্মি। বিপ্রাঃ=প্রজ্ঞাসম্পন্ন মরুদগণ]॥ ১১৮২. দেবগণের হর্ষের জন্য তোমাকে মেঘসম্বন্ধীয় বারি হতে সেচনের দ্বারা উদকরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে ; আমরা সেই জলের সঙ্গে পরমানন্দে বাস করি॥ ১১৮৩. মেঘ হতে জাত বারিরূপ বস্ত্রসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পবিত্র উজ্জ্বল হরিৎবর্ণ সোম দ্রুতগতিতে সকল জলধারে প্রবেশ করছেন॥ ১১৮৪. হে সোম, তুমি ইন্দ্রসখাতে প্রবেশ কর ; (ইন্দ্রের) বলসমূহকে আশ্রয় করে ক্ষরিত হও ; আমাদের সকল শত্রু নাশ কর॥ ১১৮৫. হে সোম, ইন্দ্র দ্বারা বারিরূপে ক্ষরিত, নরগণের দর্শনকারী, সর্বজ্ঞ তোমাকে আমরা অন্ন ও সন্তান বৃদ্ধি কামনায় পান করে থাকি॥ ১১৮৬. হে সোম, তুমি দ্যুলোক হতে পৃথিবীর উপর বারিধন বর্ষণ করে থাক ; জীবন সংগ্রামে আমাদের বল দাও॥

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৩) ১১৮৭. সোমঃ পুনানো অর্ষতি সহস্রধারো অত্যবিঃ। বায়োরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্॥ ১॥ ১১৮৮. পবমানমবস্যবো বিপ্রমভি প্র গায়ত। সুষ্বাণং দেববীতয়ে॥ ২॥ ১১৮৯. পবন্তে বাজসাতয়ে সোমাঃ সহস্রপাজসঃ॥ গৃণানা দেববীতয়ে॥ ৩॥ ১১৯০. উত নো বাজসাতয়ে পবস্ব বৃহতীরিষঃ॥ দ্যুমদিন্দো সুবীর্যম্॥ ৪॥ ১১৯১ অত্যা হিয়ানা ন হেতৃভিরসৃগ্রং বাজসাতয়ে। বিবারমব্যমাশবঃ॥ ৫॥ ১১৯২. তে নঃ সহস্রিণং রয়িং পবন্তামা সুবীর্যম্। স্বানা দেবস ইন্দবঃ॥ ৬॥ ১১৯৩. বাশ্রা অর্ষন্তীন্দবোঽভি বৎসং ন মাতরঃ। দধন্বিরে গভস্ত্যোঃ॥ ৭॥ ১১৯৪. জুষ্ট ইন্দ্রায় মৎসরঃ পবমান কনিক্রদৎ। বিশ্বা অপ দ্বিষো জহি॥ ৮॥ ১১৯৫. অপঘ্নন্তো অরাব্ণঃ পবমানাঃ স্বর্দৃশঃ। যোনাবৃতস্য সীদত॥ ৯॥

অনুবাদ ঃ ১১৮৭. বায়ু এবং ইন্দ্রের দ্বারা নিঃসারিত হয়ে সহস্রধারাবিশিষ্ট শুদ্ধ

সোম বায়ুভরে আকাশ অতিক্রম করে বর্ষণ করেছেন ॥ ১১৮৮. তোমরা আত্মরক্ষা কামনা করে দেবগণের পানের জন্য প্রস্তুত সুন্দররূপে পরিচালিত বিপ্র সোমকে উদ্দেশ্য করে গান কর ॥ ১১৮৯. সহস্রবল, স্তবযুক্ত সোমধারা দেবগণের পানের জন্য এবং অন্নবল লাভের জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ১১৯০. আর, হে ইন্দু, আমাদের অন্নবল লাভের জন্য; উৎসাহব্যঞ্জক উত্তম বলযুক্ত প্রচুর অন্নদানের উদ্দেশে ক্ষরিত হও ॥ ১১৯১. অন্নলাভের জন্য উৎসাহযুক্ত রশ্মিগণের দ্বারা সৃষ্ট হয়ে সোমধারা ক্ষিপ্রগতি অশ্বের মত প্রবলবেগে জলাশয়ের প্রতি গমন করছেন ॥ ১১৯২. সুপরিচালিত সোমদেবের ধারাসমূহ আমাদের জন্য সুবীর্য সহস্র ধন ক্ষরণ করুন ॥ ১১৯৩ মাতা গাভী যেমন গোবৎস অভিমুখে শব্দ করে, তেমনি জলধারা শব্দ করে (মাতা পৃথিবী অভিমুখে) গমন করছেন। মানুষেরা সেই জল দুই হাতে গ্রহণ করছে ॥ ১১৯৪. হে পবমান সোম, তুমি ইন্দ্রের প্রিয় ও মত্ততাকারক; তুমি শব্দ করতে করতে আগমন কর, বিশ্বের সকল হিংসা বিনাশ কর ॥ ১১৯৫. হে পবমান, বিঘ্নহন্তা, সূর্যসমান সোমরাশি, তোমরা জলের উৎপত্তিস্থানে গিয়ে উপবেশন কর ॥

তৃতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৪) ১১৯৬. সোমা অসৃগ্রমিন্দবঃ সুতা ঋতস্য ধারয়া। ইন্দ্রায় মধুমত্তমাঃ ॥ ১ ॥ ১১৯৭. অভি বিপ্রা অনূষত গাবো বৎসং ন ধেনবঃ। ইন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে ॥ ২ ॥ ১১৯৮. মদচ্যুৎক্ষেতি সাদনে সিন্ধোরূর্মা বিপশ্চিৎ। সোমো গৌরী অধিশ্রিতঃ ॥ ৩ ॥ ১১৯৯. দিবো নাভা বিচক্ষণোঽব্যো বারে মহীয়তে। সোমো যঃ সুক্রতুঃ কবিঃ ॥ ৪ ॥ ১২০০. যঃ সোমঃ কলশেষ্বা অন্তঃ পবিত্র আহিতঃ। তমিন্দুঃ পরি ষস্বজে ॥ ৫ ॥ ১২০১. প্র বাচমিন্দুরিষ্যতি সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপি। জিন্বন্ কোশং মধুশ্চুতম্ ॥ ৬ ॥ ১২০২. নিত্যস্তোত্রো বনস্পতির্ধেনা-মন্তঃসবর্দুঘাম্। হিন্বানো মানুষা যুজা ॥ ৭ ॥ ১২০৩. আ পবমান ধারয়া রয়িং সহস্রবর্চসম্। অস্মে ইন্দো স্বাভুবম্ ॥ ৮ ॥ ১২০৪. অভি প্রিয়া দিবঃ কবির্বিপ্রঃ স ধারয়া সুতঃ। সোমো হিন্বে পরাবতি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ ১১৯৬. ইন্দ্রের জন্য ঋতের ধারাসহকারে উত্তম মধুর সোমরাশি প্রস্তুত হচ্ছেন ॥ ১১৯৭. গাভীরা যেমন গোবৎসকে লক্ষ্য করে শব্দ করে, তেমনি বিপ্রগণ ইন্দ্রের সোমপানের জন্য ইন্দ্রকে লক্ষ্য করে স্তুতিরূপে শব্দ করেন ॥ ১১৯৮. মধুক্ষরা চৈতন্যযুক্ত সোম নদীতরঙ্গে বাস করেন; সোম মাধ্যমিকা বাক্ মেঘগর্জনকে আশ্রয় করে থাকেন ॥ ১১৯৯. সোমদেব যিনি সুকর্মা, কবি, স্বর্গীয় বারি, সর্বদ্রষ্টা, তিনি জলাশয়ে গমনের দ্বারা আনন্দের সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছেন ॥ ১২০০. যে সোম পৃথিবীর সকল জলাধারে আছেন, যিনি মধ্যাকাশে অবস্থান করছেন, সেই সোমকে (=জলকে) ইন্দুদেব (=সোমের অধিষ্ঠাতৃ দেব) আলিঙ্গন করছেন ॥ ১২০১. অন্তরিক্ষে সূর্যরশ্মিতে আশ্রিত হয়ে, মধুক্ষরা মেঘকে প্রীত করতে করতে ইন্দুদেব প্রকৃষ্টরূপে বাক্যকে প্রেরণ করেছেন ॥ ১২০২. নিত্য স্তোত্রযুক্ত হয়ে বনস্পতি সোম মানুষের সঙ্গে মিলিত করার জন্য (দ্যুলোক ও পৃথিবীলোকের) মধ্যভাগে (মেঘকে) প্রাপ্ত হয়ে উদকক্ষরণকারিণী বাক্‌কে প্রেরণ করেন ॥ [ধেনা=বাক্। সবর্দুঘা= উদক্ষরণকারিণী। অন্তঃ=মধ্যে। বনস্পতি =বনের পালয়িতা; বন=জল] ॥ ১২০৩. হে পবমান সোম, আমাদের জন্য বাক্ হতে উৎপন্ন, সহস্রদীপ্তিবিশিষ্ট বারিসম্পদকে ধারারূপে সর্বত্র ক্ষরণ কর ॥ ১২০৪. সোমদেব দূরে অবস্থিত প্রিয় মেঘকে লক্ষ্য করে গমন করেন। দ্যুলোকের কবি, বিপ্র, সোম অভিষুত হয়ে ধারা-সহকারে ক্ষরিত হচ্ছেন ॥

চতুর্থ খণ্ড ঃ (সূক্ত ৫) ১২০৫. উৎ তে শুষ্মাস ঈরতে সিন্ধোরূর্মেরিব স্বনঃ। বাণস্য চোদয়া পবিম্ ॥ ১ ॥ ১২০৬. প্রসবে ত উদীরতে তিস্রো বাচো মখস্যুবঃ। যদব্য এষি সানবি ॥ ২ ॥ ১২০৭. অব্যা বারৈঃ পরি প্রিয়ং হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। পবমানং মধুশ্চুতম্ ॥ ৩ ॥ ১২০৮. আ পবস্ব মদিন্তম পবিত্রং ধারয়া কবে। অর্কস্য যোনিমাসদম্ ॥ ৪ ॥ ১২০৯. স পবস্ব মদিন্তম গোভিরঞ্জানো অক্তুভিঃ। এন্দ্রস্য জঠরং বিশ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ ১২০৫. (হে সোম), ঊর্ধ্ব হতে তোমার বলসমূহ সমুদ্রের তরঙ্গের মত শব্দতরঙ্গকে প্রেরণ করে ; তুমি বীণার ঝঙ্কারের মত শব্দকে প্রেরণ করে থাক ॥ ১২০৬. যখন তুমি (বারিবর্ষণের জন্য) ঊর্ধ্বে বায়ুতে (বা রশ্মিতে) আরোহণ কর, তখন তোমার যজ্ঞফলভূত বারিরাশির উৎপত্তির কারণে যজ্ঞকর্মেচ্ছু মহান বলশালী মরুদ্‌গণ তিন প্রকার ধ্বনিরূপ বাক্য (=ঋক্, যজুঃ, সাম, বাক্যরূপ ধ্বনি বা স্তুতি) প্রেরণ করেন। মখস্যুবঃ— মখঃ=যজ্ঞ ; মহৎ বল। মখস্যুবঃ=মহান্ যজ্ঞরূপ কর্মকে ইচ্ছা করেন যাঁরা=মরুদ্‌বায়ুগণ - প্রাণরূপী বায়ুগণ]॥ ১২০৭. ইন্দ্রের বজ্রসমূহের দ্বারা নিষ্পীড়িত, রক্ষিত এবং বিন্যস্ত হরিৎবর্ণ মধুক্ষরা পবমান প্রিয় সোমকে দেবগণ সর্বত্র প্রেরণ করলেন ॥ ১২০৮. হে কবি সোম, সূর্যের নিকট গমনকারী আনন্দদায়ক পবিত্র জলকে ধারারূপে ক্ষরিত কর ॥ [অর্ক=সূর্য। যোনি=জল]। ১২০৯. হে আনন্দবিধায়ক, সেই তুমি, রশ্মিসমূহের দ্বারা রঞ্জিত এবং প্রকাশিত হয়ে ক্ষরিত হও ; ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর ॥

পঞ্চম খণ্ড ঃ (সূক্ত ৬) ১২১০. অয়া বীতী পরি স্রব যস্ত ইন্দো মদেষ্বা। অবাহন্নবতীর্নব ॥ ১ ॥ ১২১১ পুরঃ সদ্য ইত্থাধিয়ে দিবোদাসায় শম্বরম্। অধ ত্যং তুর্বশং যদুম্ ॥ ২ ॥ ১২১২. পরি নো অশ্বমশ্ববিদ্ গোমদিন্দো হিরণ্যবৎ। ক্ষরা সহস্রিণীরিষঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৭) ১২১৩. অপঘ্নন্ পবতে মৃধোঽপ সোমো অরাব্ণঃ। গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্ ॥ ১ ॥ ১২১৪. মহো নো রায় আ ভর পবমান জহী মৃধঃ। রাস্বেন্দো বীরবদ্ যশঃ ॥ ২ ॥ ১২১৫. ন ত্বা শতং চন হ্রুতো রাধো দিৎসন্তমা মিনন্। যৎপুনানো মখস্যসে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৮) ১২১৬. অযা পবস্ব ধারয়া যয়া সূর্যমরোচয়ঃ। হিন্বানো মানুষীরপঃ ॥ ১ ॥ ১২১৭. অযুক্ত সূর এতশং পবমানো মনাবধি। অন্তরিক্ষেণ যাতবে ॥ ২ ॥ ১২১৮. উত ত্যা হরিতো রথে সূরো অযুক্ত যাতবে। ইন্দুরিন্দ্র ইতি ব্রুবন্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১২১০. যে ইন্দ্র মত্ত হয়ে অসংখ্য মেঘ ধ্বংস করলেন, হে সোম, সেই মেঘ নিঃসৃত বারিধারাকে প্রবাহিত কর ॥ ১২১১-১২১২. হে ইন্দু, তুমি হিরণ্যের মত উজ্জ্বল, জলযুক্ত এবং গতিপ্রাপ্ত ; তুমি দ্যুলোক হতে দানের জন্য এবং আমাদের কর্মের জন্য ওই অন্তরিক্ষে অগ্রবর্তী হয়ে সহস্র অন্নকে লক্ষ্য করে বেগবান জলকে সকল দিকে ক্ষরিত কর ; তারপর সেই জল ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষলাভে ইচ্ছুক সংযত মানুষকে দান কর। [তুর্বশঃ=চতুর্বর্গলাভে ইচ্ছুক মানুষ। যদু=আচার্যের দ্বারা সংযত মানুষ।]॥ ১২১৩. ইন্দ্রের সহায়তায় (বারিদানে) অনুদার মেঘকে যুদ্ধে হনন করে মেঘ থেকে বারিরূপে নির্গত হয়ে সোম বয়ে চলেছেন ॥ ১২১৪. হে পবমান সোম, আমাদের (অস্তিত্বের জন্য) প্রচুর বারিধন আন ; বিঘ্ন অপসারণ কর ; অন্নদানে উৎসাহী হয়ে

বীরের মত ধ্বনি কর ॥ ১৫১২. হে সোম, তুমি যখন শোধিত হয়ে ধন ও অন্নদানে উদ্যোগী হও, তখন শতবিঘ্ন মিলিত হয়েও তোমাকে দান হতে নিরস্ত করতে পারে না ॥ ১২১৫. হে সোম, সেই ধারায় ক্ষরিত হও যে ধারায় ক্ষরিত হলে পর বারিরাশি মনুষ্যকুলকে তৃপ্ত করবে ও সূর্যকে প্রকাশিত করবে ॥ ১২১৭. পবমান সোম অন্তরিক্ষে গতিবিধিকালে মানুষের মঙ্গলের জন্য সূর্যের অশ্বরশ্মিকে যুক্ত করছেন ॥ ১২১৮ আর, 'ইন্দ্রই এসব করছেন' একথা বলতে বলতে সকলদিকে সূর্যের রশ্মিকে যুক্ত করছেন ॥

ষষ্ঠ খণ্ড ঃ (সূক্ত ৯) ১২১৯. অগ্নিং বো দেবমগ্নিভিঃ সজোষা যজিষ্ঠং দূতমধ্বরে কৃণুধ্বম্। যো মর্ত্যেষু নিধ্রুবির্ঋতাবা তপুর্মূর্ধা ঘৃতান্নঃ পাবকঃ ॥ ১ ॥ ১২২০. প্রোথদশ্বো ন যবসেঽবিষ্যন্ যদা মহঃ সংবরণাদ্ ব্যস্থাৎ। আদস্য বাতো অনুবাতি শোচিরধ স্ম তে ব্রজনং কৃষ্ণমস্তি ॥ ২ ॥ ১২২১. উদ্ যস্য তে নবজাতস্য বৃষ্ণোঽগ্নে চরন্ত্যজরা ইধানাঃ অচ্ছা দ্যামরুষো ধূম এষি সং দূতো অগ্ন ঈয়সে হি দেবান্ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১০) ১২২২. তমিন্দ্রং বাজয়ামসি মহে বৃত্রায় হন্তবে। স বৃষা বৃষভো ভুবৎ ॥ ১ ॥ ১২২৩. ইন্দ্রঃ স দামনে কৃত ওজিষ্ঠঃ স বলং হিতঃ। দ্যুম্নী শ্লোকী স সোম্যঃ ॥ ২ ॥ ১২২৪ গিরা বজ্রো ন সম্ভৃতঃ স বলো অনপচ্যুতঃ। ববক্ষ উগ্রো অস্তৃতঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১২১৯. যে অগ্নিদেব মানুষের মধ্যে নিত্য স্থির অচঞ্চলরূপে বাস করেন, যিনি যজ্ঞবান, তাপদানকারী, তেজোবিশিষ্ট, ঘৃতময় অন্নযুক্ত (=জলরূপ ঘৃতময় অন্নযুক্ত) এবং পাবক, সেই সকল যজ্ঞকর্মের নায়ক এবং সকল অগ্নির সঙ্গে মিলিতভাবে অবস্থানকারী অগ্নিকে তোমাদের মঙ্গলের জন্য অহিংসযজ্ঞের দূত কর ॥ ১২২০. মহাভোজনকারী অশ্বের মত অগ্নিরশ্মি অন্নের কারণে জলনিরোধকারী মেঘ হতে যখন বারিবর্ষণ করে সকল উদ্ভিদে প্রবেশ করেন তখন বায়ু অগ্নির শিখাকে অনুসরণ করে বহিতে থাকেন ; আর তোমার (=অগ্নির) গমন তখন কৃষ্ণবর্ণ হয় ॥ [অগ্নি অন্নসৃষ্টি করেন এবং সেই সৃষ্ট অন্নসকলের তিনিই ভোক্তা] ॥ ১২২১. হে অগ্নি, তোমার মৃত্যুহীন শিখা উদ্গত হয়ে যখন বর্ষণকারী নবজাত উদকের উদ্দেশে গমন করে, তখন তোমার দীপ্ত ধূমসহ তুমি দ্যুলোকে গমন কর, এবং হে অগ্নি, দূতরূপে গমন করে দেবগণকে (=সকল জলবর্ষণকারী রশ্মিগণকে) প্রাপ্ত হও ॥ ১২২২. বিপুলাকৃতি বৃত্রকে (=মেঘকে) বধের জন্য আমরা ইন্দ্রকে রহস্যময় বাক্যের দ্বারা স্তব করি। সেই অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র আমাদের অভিলাষ পূরণ করুন ॥ ১২২৩. সেই ইন্দ্র ধনবর্ষণের জন্যই সৃষ্ট হয়েছেন ; তিনিই শ্রেষ্ঠ বল, এবং বলের মধ্যেই স্থাপিত ; তিনি যশস্বী, স্তুতিবান এবং সোম্য ॥ ১২২৪ সকল ভার বহনে ইচ্ছুক, মহান, অহিংসিত ইন্দ্র বাক্যের দ্বারা স্তুত হয়ে বজ্রের মত সন্দীপিত এবং বলযুক্ত হয়ে স্বকার্যে অবিচলরূপে বিরাজ করেন ॥

সপ্তম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১১) ১২২৫. অধ্বর্যো অদ্রিভিঃ সুতং সোমং পবিত্র আ নয়। পুনাহীন্দ্রায় পাতবে ॥ ১ ॥ ১২২৬. তব ত্য ইন্দো অন্ধসো দেবা মধোর্ব্যাশত। পবমানস্য মরুতঃ ॥ ২ ॥ ১২২৭. দিবঃ পীযূষমুত্তমং সোমমিন্দ্রায় বজ্রিণে। সুনোতা মধুমত্তমম্ ॥ (সূক্ত ১২) ১২২৮. ধর্তা দিবঃ পবতে কৃত্ব্যো রসো দক্ষো দেবানামনুমাদ্যো নৃভিঃ। হরিঃ সৃজানো অত্যো ন সত্বভির্বৃথা পাজাংসি কৃণুষে নদীষ্বা ॥ ১ ॥ ১২২৯. শূরো ন ধত্ত আয়ুধা গভস্ত্যোঃ স্বঃ সিষাসন্ রথিরো

গীর্বাণ্টষু। ইন্দ্রস্য শুষ্মমীরয়ন্নপস্যুভিরিন্দুর্হিন্বানো অজ্যতে মনীষীভিঃ ॥ ২ ॥ ১২৩০. ইন্দ্রস্য সোম পবমান ঊর্মিণা তবিষ্যমাণো জঠরে ষ্বা বিশ। প্র নঃ পিন্ব বিদ্যুদভ্রেব রোদসী ধিয়া নো বাজাঁ উপ মাহি শশ্বতঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৩) ১২৩১. যদিন্দ্র প্রাগপাগুদঙ্ ন্যগ্ বা হূয়সে নৃভিঃ। সিমা পুরু নৃষূতো অস্যানবেঽসি প্রশর্ধ তুর্বশে ॥ ১ ॥ ১২৩২. যদ্ বা রুমে রুশমে শ্যাবকে কৃপ ইন্দ্র মাদয়সে সচা। কণ্বাসস্ত্বা স্তোমেভির্ব্রহ্মবাহস ইন্দ্রা যচ্ছন্ত্যা গহি ॥ ২ ॥ (সূক্ত ১৪) ১২৩৩. উভয়ং শৃণবচ্চ ন ইন্দ্রো অর্বাগিদং বচঃ। সত্রাচ্যা মঘবান্‌ৎসোমপীতয়ে ধিয়া শবিষ্ঠ আ গমৎ ॥ ১ ॥ ১২৩৪ তং হি স্বরাজং বৃষভং তমোজসা ধিষণে নিষ্টতক্ষতুঃ। উতোপমানাং প্রথমো নি ষীদসি সোদকামং হি তে মনঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ ১২২৫. হে অধ্বর্যু (=সূর্য), মেঘপুঞ্জ হতে নিঃসারিত সোমকে রশ্মিতে বহন করে আন, ইন্দ্রের পানের জন্য শোধিত কর ॥ (৪৯৯ মন্ত্র দ্রষ্টব্য) ॥ ১২২৬. হে সোম, তোমার ক্ষরিত মধুর ধারার সঙ্গে সকল অন্নকে মিলিত করবার জন্য সকল দেবগণ (=রশ্মিগণ) ও মরুদ্‌গণ (=প্রাণবায়ুগণ) সেই মধুর ধারার সকলদিক ঘিরে বসছেন ॥ ১২২৭. (হে দেবগণ), বজ্রধারী ইন্দ্রের জন্য দ্যুলোকের মধুশ্রেষ্ঠ উত্তম পীযূষধারা সোমকে নিষ্পীড়িত কর ॥ ১২২৮. দ্যুলোকের ধারক, দেবগণের সৃষ্ট, দক্ষ, রসরূপ সোম রশ্মিসহায়ে মত্ত হয়ে দ্যুলোক হতে ক্ষরিত হচ্ছেন। অশ্বের মত বেগবান, বর্ষণশীল উজ্জ্বল সোম উদকের দ্বারা অনায়াসে নদীসমূহের বলবৃদ্ধি করলেন ॥ ১২২৯. ইনি যেন বীরের মত দুই হাতে রশ্মিরূপ তীক্ষ্ণ আয়ুধ ধারণ করেন ; অমৃতবারিকে দান করতে ইচ্ছা করে রথীর মত মেঘস্থিত জলরাশির মধ্যে ইন্দ্রের বলসামর্থ্যকে প্রেরণ করেন ; ইন্দুসোম প্রাজ্ঞরশ্মিগণের দ্বারা গতিপ্রাপ্ত জল-ধারার সঙ্গে গমন করেন ॥ ১২৩০. হে পবমান সোম, জলতরঙ্গের দ্বারা বলযুক্ত হয়ে তুমি ইন্দ্রের জঠরে প্রবেশ কর (ইন্দ্রের জঠর=অন্তরিক্ষ। ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ অন্তরিক্ষে মেঘরূপে অবস্থান)। বিদ্যুৎ যেমন মেঘকে দোহন করে বৃষ্টি বর্ষণ করে, তেমনি তুমি তোমার প্রজ্ঞাকর্মের দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে দোহন করে আমাদের চিরকাল অন্নদান করে থাক ॥ ১২৩১. হে ইন্দ্র, যখন তুমি পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সকল দিকের সকল মানুষের দ্বারা আহূত হও, তখন উদ্যোগী সেই সকল মানুষের যজ্ঞকর্মের কাছে তাদের প্রীতির জন্য তুমি উপস্থিত থাক ॥ ১২৩২. আর হে ইন্দ্র, যদিও তুমি অতিদীপ্তির সঙ্গে, মেঘহননরূপ কর্মের সঙ্গে, ক্ষিপ্রগামী রশ্মির সঙ্গে এবং ভীমগর্জনের সঙ্গে যুক্ত থেকে মেতে ওঠ, কণ্বের পুত্রগণ, যাঁরা ঋক্‌মন্ত্রে সুর যোজনা করে বার বার গান করে সেই সঙ্গীতকে তোমার কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন, তাঁদের কাছে তুমি এস ॥ [এই মন্ত্রের যাজ্ঞিক ব্যাখ্যা এইরূপ—যদিও, হে ইন্দ্র, তুমি রুম, রুশম, শ্যাবক ও কৃপের সঙ্গে মেতে ওঠ······ইত্যাদি। যাজ্ঞিক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে রুম, রুশম প্রভৃতি ইন্দ্রের বন্ধু। কিন্তু বেদে বলা হয়েছে ইন্দ্রের সখা মরুদ্‌গণ এবং তাঁর কোন শত্রু বা বন্ধু নেই। তিনি মানুষ্যকল্যাণের জন্য বলকর্মের দ্বারা সমস্ত কর্ম সম্পাদন করেন। ইন্দ্র=বজ্র, বিদ্যুৎ প্রভৃতির দেবতা। বিস্তারিত বিবরণ 'বেদগ্রন্থমালা'য় দ্রষ্টব্য। রুম, রুশম প্রভৃতি শব্দের ধাতুগত অর্থবিচারে যে অর্থ গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সেরূপ লেখা হয়েছে। স্তোমবাহসঃ= যাঁরা ঋক্‌মন্ত্রে সুর যোজনা করে বার বার গান করে ইন্দ্রের কাছে পৌঁছে দেন।] ॥ ১২৩৩. ইন্দ্র আমাদের মুখের বাণী ও অন্তরের বাণী শ্রবণ করুন। আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অতিদাতা অতিবল ইন্দ্র কর্ম ও প্রজ্ঞাসহায়ে সোমপানের জন্য আসুন ॥ ১২৩৪. স্বীয় দীপ্তিতে উজ্জ্বল, বারিবর্ষণকারী সেই ইন্দ্রকে দ্যুলোক

ও পৃথিবী মিলে সমস্ত বলসামর্থ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং হে ইন্দ্র, তুমি তোমার সমান অন্য দেবগণের মধ্যে (=রশ্মিগণের মধ্যে) প্রধানরূপে অবস্থান কর ; আর তোমার মন কেবলই সোমকে পেতে ইচ্ছা করে ॥

অষ্টম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৫) ১২৩৫. পবস্ব দেব আয়ুষগিন্দ্রং গচ্ছতু তে মদঃ। বায়ুমা রোহ ধর্মণা ॥ ১ ॥ ১২৩৬. পবমান নি তোশসে রয়িং সোম শ্রবায্যম্। ইন্দো সমুদ্রমা বিশ ॥ ২ ॥ ১২৩৭. অপঘ্নন্ পবসে মৃধঃ ক্রতুবিৎ সোম মৎসরঃ। নুদস্যাদেবয়ুং জনম্ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৬) ১২৩৮. অভী নো বাজসাতমং রয়িমর্ষ শতস্পৃহম্। ইন্দো সহস্রভর্ণসং তুবিদ্যুম্নং বিভাসহম্ ॥ ১ ॥ ১২৩৯. বয়ং তে অস্য রাধসো বসোর্বসো পুরুস্পৃহঃ। নি নেদিষ্ঠতমা ইষঃ স্যাম সুম্নে তে অধ্রিগো ॥ ২ ॥ ১২৪০. পরি স্য স্বানো অক্ষরদিন্দুরব্যে মদচ্যুতঃ। ধারা য ঊর্ধ্বো অধ্বরে ভ্রাজা ন যাতি গব্যয়ুঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৭) ১২৪১. পবস্ব সোম মহান্‌ৎসমুদ্রঃ পিতা দেবানাং বিশ্বাভিধাম ॥ ১ ॥ ১২৪২. শুক্রঃ পবস্ব দেবভ্যঃ সোম দিবে পৃথিব্যৈ শং চ প্রজাভ্যঃ ॥ ২ ॥ ১২৪৩. দিবো ধর্তাসি শুক্রঃ পিযূষঃ সত্যে বিধর্মন্ বাজী পবস্ব ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১২৩৫. হে সোম , তোমার হর্ষ আয়ুহিতকর অন্ন-সৃষ্টিকারক ইন্দ্রের প্রতি গমন করুক ; সত্যকর্মের দ্বারা বায়ুতে আরোহণ কর (=বৃষ্টি প্রদানের জন্য বায়ুকে আশ্রয় কর) ; হে দেব, ক্ষরিত হও ॥ ১২৩৬. হে পবমান সোম, তোমার যে ধনের প্রশংসা শোনা যায় সেই ধন (=বারিধন)) নিঃশেষে দানের জন্য (ক্ষরিত হও) ; হে ইন্দু, সমুদ্রে প্রবেশ কর ॥ ১২৩৭. হে সোম, তুমি কর্মপ্রেরক ও তৃপ্তি-দায়ক। তুমি যুদ্ধে মেঘকে তাড়িত করে দেবভক্ত মানুষের প্রতি উদক প্রেরণ কর ॥ ১২৩৮. হে ইন্দু, আমাদের জন্য সর্বজনকাম্য সহস্রপ্রকার বল ও ধনযুক্ত বহু অন্নসম্পদ আন ॥ ১২৩৯. হে সবল ধনের ধন ইন্দ্র, আমরা যেন তোমার সর্বসিদ্ধিকর ধনের কাছে থাকি যে ধন সকলেই চায় ; হে অপ্রতিহতগতি ইন্দ্র, আমরা যেন সদাই তোমার অন্ন ও বলের কাছে বাস করি ॥ ১২৪০. সুষ্ঠুরূপে নিষ্পীড়িত ও পরিচালিত হয়ে মত্তধারায় সোম চারিদিকে ঝরে পড়ছেন ; তাঁর যে ধারা ঊর্ধ্বে অন্তরিক্ষলোকে যাচ্ছে (= বাষ্পকারে যে বারি ঊর্ধ্বে যাচ্ছে) তাও সুদীপ্ত হয়ে জলবর্ষণ কামনাতেই যাচ্ছে ॥ ১২৪১. হে সোম, তুমি মহান সমুদ্রের মত (বা অন্তরিক্ষের মত) ব্যাপ্ত, সকল দেবগণের পিতা, তুমি সকলস্থানে ক্ষরিত হও ॥ ১২৪২. হে সোম, তুমি উজ্জ্বলরূপ ধারণ করে দ্যুলোকে দেবগণের জন্য ক্ষরিত হও, আর পৃথিবীতে ক্ষরিত হও প্রাণিমাত্রের সুখের জন্য ॥ ১২৪৩. তোমার উজ্জ্বল পীযূষধারায় দ্যুলোক ধারণ করে আছ ; তুমি সত্য কর্ম ধারণ করে দ্রুতবেগে ক্ষরিত হও ॥

নবম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৮) ১২৪৪. প্রেষ্ঠং বো অতিথিং স্তুষে মিত্রমিব প্রিয়ম্। অগ্নে রথং ন বেদ্যম্ ॥ ১ ॥ ১২৪৫. কবিমিব প্রশংস্যং যং দেবাস ইতি দ্বিতা। নি মর্ত্যেষ্বাদধুঃ ॥ ২ ॥ ১২৪৬. ত্বং যবিষ্ঠ দাশুষো নৄঁঃ পাহি শৃণুহী গিরঃ। রক্ষা তোকমুত ত্মনা ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৯) ১২৪৭. এন্দ্র নো গধি প্রিয় সত্রাজিদগোহ্য। গিরির্ন বিশ্বতঃ পৃথুঃ পতির্দিবঃ ॥ ১ ॥ ১২৪৮. অভি হি সত্য সোমপা উভে বভূথ রোদসী। ইন্দ্রাসি সুন্বতো বৃধঃ পতির্দিবঃ ॥ ২ ॥ ১২৪৯. ত্বং হি শশ্বতীনামিন্দ্র ধর্তা পুরামসি। হন্তা দস্যোর্মনো বৃধঃ পতির্দিবঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ২০)

১২৫০. পুরাং ভিন্দুর্যুবা কবিরমিতৌজা অজায়ত। ইন্দ্রো বিশ্বস্য কর্মণো ধর্তা বজ্রী পুরুষ্টুতঃ ॥ ১ ॥ ১২৫১. ত্বং বলস্য গোমতোঽপাবরদ্রিবো বিলম্। ত্বাং দেবা অবিভ্যুষস্তুজ্যমানাস আবিষুঃ ॥ ২ ॥ ১২৫২. ইন্দ্রমীশানমোজসাভি স্তোমৈরনূষত। সহস্রং যস্য রাতয় উত বা সন্তি ভূয়সীঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদঃ ১২৪৪. প্রিয়তম অতিথিকে, মিত্রের ন্যায় প্রিয় অগ্নিকে তোমাদের জন্য তোষণ করি। হে অগ্নি, তুমি সূর্যের মত জ্ঞেয় ॥ ১২৪৫-১২৪৬ কবির মত প্রশংসনীয় যে অগ্নিকে দেবগণ (=রশ্মিগণ) দুই প্রকারে মর্ত্যের মানুষের মধ্যে স্থাপন করেছেন (দুই প্রকার অগ্নি=সূর্য এবং পার্থিব) —, সেই তুমি, হে সকল-কর্মের উত্তম মিশ্রণকারী অগ্নি, তোমার প্রতি নিবেদিত যে প্রাণ তাঁর আশ্রিতজনকে পালন কর, এই স্তুতি শোন; নিজ মাহাত্ম্যে সন্তানদের রক্ষা কর ॥ ১২৪৭. হে ইন্দ্র, তুমি সকলের প্রিয়, সকল যজ্ঞজয়কারী; তুমি অগোপনীয় (ইন্দ্র=সূর্য বা বিদ্যুৎ যাকে কেউ গোপন করতে পারে না।) তুমি আমাদের জন্য সকলভাবকে মিশ্রিত কর। তুমি গিরিপর্বতের মত সর্বত্র বিপুল হয়ে বিস্তৃত রয়েছ; তুমি দ্যুলোকের পতি ॥ ১২৪৮. হে সত্যস্বরূপ, হে সোমের পালনকারী ইন্দ্র, তুমি এইজন্যই (=সোমপালনরূপ সৎকর্মের জন্যই) দ্যুলোক এবং পৃথিবী উভয়ের মধ্যে জন্মেছ। হে ইন্দ্র, তুমি সোম নিষ্পীড়নের জন্যই বৃদ্ধিলাভ কর; তুমি দ্যুলোকের পতি ॥ ১২৪৯ তুমিই, হে ইন্দ্র, সর্বকালের সর্বজীবের ধারণ কর্তা (=আত্মা-রূপে অবস্থান কর); তুমি মেঘের হননকর্তা, মানুষের বর্ধক, দ্যুলোকের পতি [দস্যু=মেঘ। মেঘে জলরাশি ক্ষীণ হয়ে নিরুদ্ধ থাকে, তাই মেঘের এক নাম দস্যু, মেঘ হতে বর্ষণ না হলে কোন কর্মই হয় না। সেই মেঘের হন্তা ইন্দ্র] ॥ ১২৫০. ইন্দ্র সকল জীবদেহের অন্তরাত্মা (=পুরাম্ ভিন্দুঃ); তিনি একই সময়ে অনেক কর্ম করেন (=যুবা) এবং গতির দ্বারা সেই কর্মকে অতিক্রম করেন (=কবি), তিনি অমিতবলরূপে জাত হয়ে বিশ্বের সকলকর্মের ধারক, বজ্রধারী ও বহুস্তুত ॥ ১২৫১. হে মেঘবিদারক ইন্দ্র, তুমি বিদ্যুৎপূর্ণ মেঘের জলসমূহের নির্গমনদ্বার খুলে দিয়েছিলে; তখন ক্ষিপ্র দেবগণ (মরুৎ বায়ুগণ) ভয়বর্জিত হয়ে তোমার অনুগমন করেছিলেন ॥ ১২৫২. যাঁর দান সহস্র, সেই জগৎ নিয়ামক ইন্দ্রকে স্তোতাগণ বলের দ্বারা (বা জলের দ্বারা) সকলস্থানে পূজা করেন ॥

দশম অধ্যায়

॥ সূক্ত সংখ্যা ২৩, মন্ত্রসংখ্যা ৯৪ ॥ দেবতা (সূক্তানুসারে) ১-৭, ১১-১৩, ১৬-২০ পবমান সোম, ৮ পবমানী অধ্যেতা স্তুতি, ৯ অগ্নি, ১০।১৪।১৫।২১-২৩ ইন্দ্র ॥ ছন্দ ১।৯ ত্রিষ্টুপ্, ২-৭, ১০।১১।১৬।২ ।২১ গায়ত্রী, ৮।১৮।২৩ অনুষ্টুপ্, ১২ (১-২), ১৪, ১৫ প্রগাথ, ১৩ (৩), ১৯ দ্বিপদা বিরাট্; ১৩ জগতী, ১৪ নিবৃদ্বৃহতী, ১৭।২২ উষ্ণিক্, ১২।১৯ দ্বিপদা পঙ্ক্তি ॥ ঋষি ১ পরাশর শাক্ত্য, ২ শুনঃশেপ আজীগর্তি, ৩ অসিত কাশ্যপ বা দেবল, ৪।৭ রহূগণ আঙ্গিরস, ৬ ইধ্মবাহ, ৮ পবিত্র আঙ্গিরস বা বসিষ্ট বা উভয়ে, ৯ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ১০ বৎস কাণ্ব, ১১ শত বৈখানসগণ, ১২ সপ্ত ঋষি (নাম পূর্বে দ্রষ্টব্য), ১৩ বসু ভারদ্বাজ, ১৪ নৃমেধ, ১৫ ভর্গ প্রাগাথ, ১৬ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ১৭ মনু আপ্সব, ১৮ অম্বরীষ বার্ষাগির ও ঋজিশ্ব ভারদ্বাজ, ১৯ অগ্নি ধিষ্ণ্য ঐশ্বর, ২০ হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরস, ২১ ত্রিশোক কাণ্ব, ২২ গোতম রাহূগণ, ২৩ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র ॥

প্রথম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১) ১২৫৩. অক্রান্ৎসমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্মন্ জনয়ন্ প্রজা ভুবনস্য

গোপাঃ। বৃষা পবিত্রে অধিসানো অব্যে বৃহৎ সোমো বাবৃধে স্বানো অদ্রিঃ ॥ ১ ॥ ১২৫৪. মৎসি বায়ুমিষ্টয়ে রাধসে নো মৎসি মিত্রাবরুণা পূয়মানঃ। মৎসি শর্ধো মারুতং মৎসি দেবান্ মৎসি দ্যাবাপৃথিবী দেব সোম ॥ ২ ॥ ১২৫৫. মহত্তৎসোমো মহিষশ্চকারাপাং যদ্গর্ভোঽবৃণীত দেবান্। অদধাদিন্দ্রে পবমান ওজোঽজনয়ৎ সূর্যে-জ্যোতিরিন্দুঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ২) ১২৫৬. এষ দেবো অমর্ত্যঃ পর্ণবীরিব দীয়তে। অভি দ্রোণান্যাসদম্ ॥ ১ ॥ ১২৫৭. এষ বিপ্রৈরভিষ্টুতোঽপো দেবো বি গাহতে। দধদ্রত্নানি দাশুষে ॥ ২ ॥ ১২৫৮. এষ বিশ্বানি বার্যা শূরো যন্নিব সত্বভিঃ। পবমানঃ সিষাসতি ॥ ৩ ॥ ১২৫৯. এষ দেবো রথর্যতি পবমানো দিশস্যতি। আবিষ্কৃণোতি বগ্বনুম্ ॥ ৪ ॥ ১২৬০. এষ দেবো বিপন্যুভিঃ পবমান ঋতায়ুভিঃ। হরির্বাজায় মৃজ্যতে ॥ ৫ ॥ ১২৬১. এষ দেবো বিপা কৃতোঽতি হ্বরাংসি ধাবতি। পবমানো অদাভ্যঃ ॥ ৬ ॥ ১২৬২. এষ দিবং বি ধাবতি তিরো রজাংসি ধারয়া। পবমানঃ কনিক্রদৎ ॥ ৭ ॥ ১২৬৩. এষ দিবং ব্যাসরৎ তিরো রজাংস্যস্পৃতঃ। পবমানঃ স্বধ্বরঃ ॥ ৮ ॥ ১২৬৪. এষ প্রত্নেন জন্মনা দেবো দেবেভ্যঃ সুতঃ। হরিঃ পবিত্রে অর্ষতি ॥ ৯ ॥ ১২৬৫. এষ উ স্য পুরুব্রতো জজ্ঞানো জনয়ন্নিষঃ। ধারয়া পবতে সুতঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ১২৫৩. আকাশের মত অনতিক্রমণীয়, ভুবনের রক্ষক সোম প্রথমে জগৎ-ধারণের উদ্দেশ্যে প্রজা সৃষ্টি করলেন। সেই বর্ষণশীল মহান সোম নিজ অনুগ্রহে পর্বত শিখরে রশ্মিকে আশ্রয় করে শব্দযুক্ত মেঘ আকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেন ॥ ১২৫৪. হে সোমদেব, তুমি শুদ্ধীকৃত হয়ে আমাদের ইষ্টিসাধনের জন্য এবং সর্বসিদ্ধিকর ধনদানের জন্য বায়ুকে মত্ত কর, মিত্র ও বরুণকে মত্ত কর, প্রবল মরুদ্গণকে মত্ত কর, দেবগণকে মত্ত কর, দ্যুলোক ও পৃথিবীকে মত্ত কর ॥ ১২৫৫. সেই মহান সোম বিপুল জলরাশি সৃষ্টি করলেন, যার গর্ভ সমস্ত দেবরশ্মিদের আচ্ছাদিত করলো (=মেঘে ঢাকা সূর্যরশ্মি)। সোম ক্ষরিত হয়ে ইন্দ্রে বলাধান করলেন, সূর্যে জ্যোতি সৃষ্টি করলেন ॥ ১২৫৬. এই মৃত্যুহীন সোমদেব বর্ষণকারী মেঘপুঞ্জে অধিষ্ঠান করবেন বলে সেই অভিমুখে ডানা মেলা পাখীর মত উড়ে যাচ্ছেন ॥ ১২৫৭. ভক্ত স্তোতাদ্বারা সুস্তুত সোমদেব ভক্তের জন্য রত্ন দান করতে জলমধ্যে প্রবেশ করলেন ॥ ১২৫৮. বীরের মত গমনকারী এই পবমান সোম উদকরাশির সঙ্গে সকল সম্পদ দান করতে ইচ্ছা করেন ॥ ১২৫৯ এই সোমদেব দেবগণের অভিমুখে গমন ইচ্ছা করেন, দান করতে ইচ্ছা করেন, এবং বাক্যকে প্রকাশিত করেন ॥ ১২৬০. এই পবমান হরিৎবর্ণ সোম অন্নের জন্য সত্যাশ্রয়ী জ্ঞানীদের দ্বারা শোধিত ও শোভিত হচ্ছেন ॥ ১২৬১. এই অদম্য পবমান সোমদেব শব্দের দ্বারা সৃষ্ট হয়ে সমস্ত কুটিল পথ অতিক্রম করে ধাবিত হচ্ছেন ॥ ১২৬২. এই পবমান সোম আকাশকে প্রাপ্ত হয়ে শব্দ করতে করতে প্রবল ধারায় বারিবর্ষণ করছেন ॥ ১২৬৩. সুকর্মবিশিষ্ট অহিংসিত পবমান সোম দ্যুলোককে প্রাপ্ত হয়ে বারিরাশির সঙ্গে মিলিত হয়ে আসছেন ॥ ১২৬৪. হরিৎবর্ণ এই সোমদেব দ্যুলোকে জন্মলাভ করে দেবগণের জন্য অভিষুত হয়ে রশ্মি আশ্রিত হয়ে ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ১২৬৫. এই বহুকর্মা নিষ্পীড়িত সোম জন্মলাভ করেই অন্ন উৎপাদন ইচ্ছা করে ধারাসহকারে ক্ষরিত হচ্ছেন ॥

দ্বিতীয় খন্ড ঃ ১২৬৬. (সূক্ত ৩) এষ ধিয়া যাত্যণ্ব্যা শূরো রথেভিরাশুভিঃ। যচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্ ॥ ১ ॥ ১২৬৭. এষ পুরু ধিয়ায়তে বৃহতে দেবতাতয়ে। যত্রামৃতাস আশতে ॥ ২ ॥ ১২৬৮. এতং মৃজন্তি মর্জ্যমুপ দ্রোণেষ্বায়বঃ। প্রচক্রাণং মহীরিষঃ ॥ ৩ ॥

১২৬৯. এষ হিতো বি নীয়তেঽন্তঃ শুন্ধ্যাবতা পথা। যদী তুঞ্জন্তি ভূর্ণয়ঃ ॥ ৪ ॥
১২৭০. এষ রুক্মিভিরীয়তে বাজী শুভ্রেভিরংশুভিঃ। পতিঃ সিন্ধূনাং ভবন্ ॥ ৫ ॥
১২৭১. এষ শৃঙ্গাণি দোধুবচ্ছিশীতে যূথ্যোঽবৃষা। নৃম্ণা দধান ওজসা ॥ ৬ ॥
১২৭২. এষ বসূনি পিব্দনঃ পরুষাঃ যযিবাঁ অতি। অব শাদেষু গচ্ছতি ॥ ৭ ॥
১২৭৩. এতমু ত্যং দশ ক্ষিপো হরিং হিন্বন্তি যাতবে। স্বায়ুধং মদিন্তমম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ ১২৬৬. এই বীর সোম ক্ষিপ্রগামী সূর্যরশ্মিগণের দ্বারা কর্ম বলে সূক্ষ্মরূপ ধারণ করে বিচরণ করছেন ; ইন্দ্রের সংস্কৃত সোমকে (=ইন্দ্রের বজ্রের দ্বারা নিষ্পেষিত বিশুদ্ধ জলকে) বিচ্যুত করছেন (=ক্ষরিত করছেন) ॥ ১২৬৭. যেখানে দেবগণ (=রশ্মিগণ) ব্যাপ্ত হন, সেখানে দেবগণসৃষ্ট বৃহৎ যজ্ঞকর্মে এই সোমদেব বহু কর্ম (=বৃষ্টিদানরূপ বহু কর্ম) ইচ্ছা করেন ॥ ১২৬৮. শোধনের যোগ্য এই সোমকে জলভরা মেঘপুঞ্জের মধ্যে মিশ্রণকারী ও আহরণকারী রশ্মিগণ (=যে রশ্মিগণ বাষ্পাকারে জল আহরণ করেছেন) পরিশুদ্ধ করছেন ॥ ১২৬৯. ভ্রমণশীল মেঘগণ বারিপ্রদান করলেই এই সোম সূর্যরশ্মিযুক্ত পথে মধ্যবর্তীস্থানে বিশেষভাবে নীত হয়ে স্থাপিত হন ॥ ১২৭০. এই বেগবান সোম সকল নদীর পালয়িতা হয়ে দীপ্ত শুভ্র কিরণরাশির দ্বারা বাহিত হয়ে যাচ্ছেন ॥ ১২৭১ এই বর্ষণকারী সোম কম্পমান জলবিন্দুর তীক্ষ্ম অগ্রভাগগুলি কম্পমান জলবিন্দুর সেনাবলের দ্বারা ধারণ করে যূথপতিরূপে দলবদ্ধভাবে বৃষ্টিদান করছেন ॥ ১২৭২. এই সোম জমাটবাঁধা বিচিত্র কালোবরণ জলদানকারী মেঘপুঞ্জকে অতিক্রম করে পতনশীল জলবিন্দুরাশির মধ্যে অবস্থিত থেকে নিম্নাভিমুখে গমন করছেন ॥ ১২৭৩. এই সেই নিজ আয়ুধযুক্ত হরিৎবর্ণ মত্ত সোম যাঁকে দশদিকে অবস্থিত রশ্মিগণ চক্রাকারে আবর্তিত কর্মের অনুষ্ঠানের জন্য প্রাপ্ত হয়ে থাকেন ॥

তৃতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৪) ১২৭৪. এষ উ স্য বৃষা রথোঽব্যা বারেভিরব্যত। গচ্ছন্ বাজং সহস্রিণম্ ॥ ১ ॥ ১২৭৫. এতং ত্রিতস্য যোষণো হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। ইন্দুমিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ২ ॥ ১২৭৬. এষ স্য মানুষীষ্বা শ্যেনো ন বিক্ষু সীদতি। গচ্ছঞ্জারো ন যোষিতম্ ॥ ৩ ॥ ১২৭৭. এষ স্য মদ্যো রসোঽব চষ্টে দিবঃ শিশুঃ। য ইন্দুর্বারমাবিশৎ ॥ ৪ ॥ ১২৭৮. এষ স্য পীতয়ে সুতো হরিরর্ষতি ধর্ণসিঃ। ক্রন্দন্ যোনিমভি প্রিয়ম্ ॥ ৫ ॥ ১২৭৯. এতং ত্যং হরিতো দশ মর্মৃজ্যন্তে অপস্যুবঃ। যাভির্মদায় শুম্ভতে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ ১২৭৪. সহস্র অন্ন উৎপাদনের প্রতি লক্ষ্য রেখে জলধারাযুক্ত হয়ে ক্ষিপ্র গতিতে বর্ষণশীল সোম আসছেন ॥ ১২৭৫. ত্রিত ইন্দ্রের (ত্রিত ইন্দ্র =ক্ষিতি, জল ও অন্তরিক্ষে বিরাজমান ইন্দ্র) দীপ্তিময়ী কিরণরাশি ইন্দ্রের পানের জন্য এই হরিৎবর্ণ ইন্দুসোমকে মেঘ নিষ্পীড়নের দ্বারা প্রাপ্ত হচ্ছেন ॥ ১২৭৬. প্রিয় পত্নীর কাছে বিশ্বস্ত বন্ধুর মত যেমন পতি গমন করেন, তেমনি এই সোমদেব ক্ষিপ্রগতি শ্যেন পাখীর মত দ্রুতগমনে বিশ্বস্ত বন্ধুর মত মানুষের মধ্যে গিয়ে উপবেশন করছেন ॥ ১২৭৭. এই সেই হর্ষকারক আনন্দ রস যিনি দ্যুলোক হতে নবজাতকরূপে আবির্ভূত এবং যিনি ইন্দু নামে পরিচিত তিনি সকল বস্তুকে অবলোকন করছেন এবং জলাশয়ে প্রবেশ করছেন ॥ ১২৭৮. এই সেই বলযুক্ত অভিষুত হরিৎসোম যিনি জীবের পানের জন্য শব্দ করে প্রিয় জলকে ক্ষরিত করছেন ॥ ১২৭৯. এই সেই সোম যাঁকে কর্মসম্পাদনে ইচ্ছুক দশ দিকে অবস্থিত অগ্নিগণ (=রশ্মিগণ) আনন্দদানের জন্য মার্জিত ও শোভিত করছেন ॥

চতুর্থ খণ্ড ঃ (সূক্ত ৫) ১২৮০. এষ বাজী হিতো নৃভির্বিশ্ববিন্মনসস্পতিঃ। অব্যং বারং বি ধাবতি ॥ ১ ॥ ১২৮১. এষ পবিত্রে অক্ষরং সোমো দেবেভ্যঃ সুতঃ। বিশ্বা ধামান্যাবিশন্ ॥ ২ ॥ ১২৮২. এষ দেবঃ শুভায়তেঽধি যোনাবমর্ত্যঃ। বৃত্রহা দেববীতমঃ ॥ ৩ ॥ ১২৮৩. এষ বৃষা কনিক্রদদ্ দশভির্জামিভির্যতঃ। অভি দ্রোণানি ধাবতি ॥ ৪ ॥ ১২৮৪. এষ সূর্যমরোচয়ৎ পবমানো অধি দ্যবি। পবিত্রে মৎসরো মদঃ ॥ ৫ ॥ ১২৮৫. এষ সূর্যেণ হাসতে সংবসানো বিবস্বতা। পতির্বাচো অদাভ্যঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ ১২৮০. হৃদয়মানসের অধিপতি সর্বজ্ঞ বলবান এই সোম নৃত্যশালী রশ্মিগণের দ্বারা মানুষের হিতকারীরূপে স্থাপিত হয়ে জলাশয় অভিমুখে ধাবিত হচ্ছেন ॥ ১২৮১. এই দেবগণের জন্য অভিষুত হয়ে সোম সকলস্থানে প্রবেশে উদ্যত হয়ে বায়ুভরে ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ১২৮২. মেঘহন্তা, দেবগণের কাম্য, অমৃতসমান এই সোম জলমধ্যে শোভা ধারণ করেছেন ॥ ১২৮৩. দশদিকে অবস্থিত ভগ্নীস্বরূপা অগ্নিশিখা (=রশ্মিগণ) দ্বারা গতিযুক্ত এবং বর্ষণ অভিলাষী হয়ে এই সোমদেব জল-ভরা মেঘের দিকে ধেয়ে চলেছেন ॥ ১২৮৪. জলপ্রাপ্তিতে মত্ত এই সোমদেব বর্ষণযুক্ত হয়ে (=বারি বর্ষণের দ্বারা) ঊর্ধ্বে দ্যুলোকে অবস্থিত সূর্যকে দীপ্তরূপে প্রকাশিত করছেন ॥ ১২৮৫. বাক্যের অধিপতি, দুর্দম এই সোম সূর্যের দ্বারা সম্যক্‌রূপে স্থাপিত এবং বর্ষণের জন্য পরিত্যক্ত হয়েছেন ॥

পঞ্চম খণ্ড ঃ (সূক্ত ৬) ১২৮৬. এষ কবিরভিষ্টুতঃ পবিত্রে অধি তোশতে। পুনানো ঘ্নন্নপ দ্বিষঃ ॥ ১ ॥ ১২৮৭. এষ ইন্দ্রায় বায়বে স্বর্জিৎ পরি ষিচ্যতে। পবিত্রে দক্ষসাধনঃ ॥ ২ ॥ ১২৮৮. এষ নৃভির্বি নীয়তে দিবো মূর্ধা বৃষা সুতঃ। সোমো বনেষু বিশ্ববিৎ ॥ ৩ ॥ ১২৮৯. এষ গব্যুরচিক্রদৎ পবমানো হিরণ্যয়ুঃ। ইন্দুঃ সত্রাজিদস্তৃতঃ ॥ ৪ ॥ ১২৯০. এষ শুষ্ম্যাসিষ্যদদন্তরিক্ষে বৃষা হরিঃ। পুনান ইন্দুরিন্দ্রমা ॥ ৫ ॥ ১২৯১. এষ শুষ্ম্যদাভ্যঃ সোমঃ পুনানো অর্ষতি। দেবাবীরঘশংসহা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ ১২৮৬. সকল দিকে অবস্থিত রশ্মিগণের দ্বারা শোধিত হয়ে (অভিষ্টুত= অভিষুত ; রশ্মিগণের দ্বারা শোধিত) এই কবি সোম (=যিনি সতত গমনের দ্বারা ক্রান্তদর্শী) বায়ুতে আশ্রিত হয়ে বিন্দুরূপে ঝরে পড়েছেন এবং বর্ষণকর্মযুক্ত হয়ে সকল বিঘ্নকারী অপশক্তিকে নাশ করছেন ॥ ১২৮৭. কুশলকর্মসাধনযুক্ত জলজয়কারী এই সোম ইন্দ্রের জন্য বায়ুর জন্য বায়ুভরে চারিদিকে বারিসেচন করছেন ॥ ১২৮৮. দ্যুলোকের মস্তকস্বরূপ, বর্ষণকারী এই সর্বজ্ঞ অভিষুত সোম নৃত্যশালী রশ্মিগণের দ্বারা সকল জলমধ্যে নীত হচ্ছেন (বনেষু→বন = জল) ॥ ১২৮৯. সদাজয়ী, অহিংসিত ক্ষরণশীল এই ইন্দু সোম স্বর্ণের মত উজ্জ্বল জ্যোতি ও জল কামনা করে শব্দ করে চলেছেন ॥ ১২৯০. এই বলবান, বর্ষণকারী হরিৎবর্ণ ইন্দু সোম অন্তরিক্ষে ইন্দ্রের দ্বারা (ইন্দ্রমা=ইন্দ্রের মধ্যে অবস্থিত=ইন্দ্রের দ্বারা) পরিশোধিত হয়ে ঝরে পড়ছেন ॥ ১২৯১. দেবকার্যবিরোধী যে অমঙ্গল (=রশ্মিগণের স্বেচ্ছাকর্মের বিরোধী যে অমঙ্গল), তার নাশক দুর্দমনীয় বলীয়ান সোম পরিশুদ্ধ হয়ে গমন করছেন (=ক্ষরিত হচ্ছেন) ॥

ষষ্ঠ খণ্ড ঃ (সূক্ত ৭) ১২৯২. স সুতঃ পীতয়ে বৃষা সোমঃ পবিত্রে অর্ষতি। বিঘ্নন্ রক্ষাংসি দেবয়ুঃ ॥ ১ ॥ ১২৯৩ স পবিত্রে বিচক্ষণো হরিরর্ষতি ধর্ণসিঃ। অভি

যোনিং কনিক্রদৎ ॥ ২ ॥ ১২৯৪. স বাজী রোচনং দিবঃ পবমানো বি ধাবতি । রক্ষোহা বারমব্যয়ম্ ॥ ৩ ॥ ১২৯৫. স ত্রিতস্যাধি সানবি পবমানো অরোচয়ৎ । জামিভিঃ সূর্যং সহ ॥ ৪ ॥ ১২৯৬. স বৃত্রহা বৃষা সুতো বরিবোবিদদাভ্যঃ । সোমো বাজমিবাসরৎ ॥ ৫ ॥ ১২৯৭. স দেবঃ কবিনেষিতোঽভি দ্রোণানি ধাবতি । ইন্দুরিন্দ্রায় মংহয়ন্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ ১২৯২. যিনি দেবতাদের পেতে ইচ্ছা করেন (=রশ্মিরূপ প্রাণশক্তিকে পেতে ইচ্ছা করেন) এবং যাদের হাত থেকে জীবন রক্ষা করা কর্তব্য তাদের (=রাক্ষস =যে কোন বিঘ্নকারী শক্তি) নাশ করেন, সেই বর্ষণকারী অভিষুত সোম বায়ুভরে গমন করছেন ॥ ১২৯৩. সেই বলযুক্ত সর্বদ্রষ্টা হরি (=সোম) জল অভিমুখে শব্দ করতে করতে রশ্মিতে আশ্রিত হয়ে গমন করছেন ॥ ১২৯৪. সেই বিঘ্ননাশক বলবান বর্ষণশীল সোম দ্যুলোক হতে নিত্য দীপ্ত ধারায় ধেয়ে আসছেন ॥ ১২৯৫. সেই পবমান সোম ত্রিতের (=ইন্দ্রের) উন্নত স্থানে জলরাশিযুক্ত হয়ে (জামি=জল) সূর্যকে দীপ্ত করছেন ॥ ১২৯৬. সেই মেঘহন্তা, বর্ষণকারী, অদম্য সুখপ্রদ সোম অশ্বের মত ক্ষিপ্রগতিতে সর্বত্র ব্যাপ্ত হন ॥ ১২৯৭. সেই ইন্দুদেব অগ্নির দ্বারা প্রেরিত হয়ে ইন্দ্রের উদ্দেশে দান করতে করতে সকল জলাধারে প্রবেশ করছেন । [কবি = অগ্নি] ॥

সপ্তম খণ্ড ঃ (সূক্ত ৮) ১২৯৮. যঃ পাবমানীরধ্যেত্যৃষিভিঃ সম্ভৃতং রসম্ । সর্বং স পূতমশ্নাতি স্বদিতং মাতরিশ্বনা ॥ ১ ॥ ১২৯৯ পাবমানী যো অধ্যেত্যৃষিভিঃ সম্ভৃতংরসম্ । তস্মৈ সরস্বতী দুহে ক্ষীরং সর্পির্মধূদকম্ ॥ ২ ॥ ১৩০০. পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীঃ সুদুঘা হি ঘৃতশ্চুতঃ । ঋষিভিঃ সম্ভৃতো রসো ব্রাহ্মণেষ্বমৃতং হিতম্ ॥ ৩ ॥ ১৩০১. পাবমানীর্দধন্তু ন ইমং লোকমথো অমুম্ । কামান্ৎসমর্ধয়ন্তু নো দেবীর্দেবৈঃ সমাহৃতাঃ ॥ ৪ ॥ ১৩০২. যেন দেবাঃ পবিত্রেণাত্মানং পুনতে সদা । তেন সহস্রধারেণ পবমানীঃ পুনন্তু নঃ ॥ ৫ ॥ ১৩০৩. পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীস্তাভির্গচ্ছতি নান্দনম্ । পুণ্যাংশ্চ ভক্ষান্ ভক্ষয়ত্যমৃতত্বং চ গচ্ছতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ ১২৯৮. ঋষিগণের দ্বারা রচিত বেদসারভূত এই পাবমানী ঋক্ যিনি পাঠ করেন, তিনি বায়ুর দ্বারা স্বাদুকৃত সংগৃহীত সকল পবিত্র রস পান করেন । [পাবমানী ঋক্ পবমান সোম সম্বন্ধীয় স্তোত্র । মাতরিশ্বা=বায়ু] ॥ ১২৯৯. ঋষিগণের দ্বারা রচিত বেদসারভুত এই পাবমানী ঋক্ যিনি পাঠ করেন, তাঁর জন্য সরস্বতী ক্ষীরবৎ মধুময় রসময় তৈলধারাবৎ জলকে স্বয়ং দোহন করেন ॥ ১৩০০. ঋষিগণের দ্বারা রচিত এই পাবমানী ঋক্ই মঙ্গলদায়িনী, সুদোহনকারিণী এবং উদকক্ষরণকারিণী ; ঋষিগণকৃত এই বেদসারভূত রস ব্রহ্মজ্ঞানীদের মধ্যে অমৃতরূপে স্থাপিত ॥ ১৩০১. পাবমানী দেবী আমাদের জন্য এই লোক এবং ঐ লোক (=দ্যুলোক) ধারণ করুন । দেবগণের দ্বারা সংগৃহীত রসের দ্বারা পাবমানী দেবী আমাদের সকল কামনা সমৃদ্ধ করুন । ১৩০২. যে জলের দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণ নিজেদের সর্বদা শুদ্ধ করেন পাবমানী দেবী সেই জলের সহস্রধারায় আমাদের পবিত্র করুন ॥ ১৩০৩. মঙ্গলদায়িনী পাবমানী দেবীকৃত বেদসারভূত রসধারাযোগে পাঠক আনন্দলোকে গমন করেন ; এবং পুণ্যভোগ্য (=পুণ্যফল) ভোগ করেন ও অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন ॥

অষ্টম খণ্ড ঃ (সূক্ত ৯) ১৩০৪. অগন্ম মহা নমসা যবিষ্ঠং যো দীদায় সমিদ্ধঃ স্বে

দুরোণে। চিত্রভানুং রোদসী অন্তরুর্বী স্বাহুতং বিশ্বতঃ প্রত্যঞ্চম্ ॥ ১ ॥ ১৩০৫. স মহ্না বিশ্বা দুরিতানি সাহ্বানগ্নি ষ্টবে দম আ জাতবেদাঃ। স নো রক্ষিষদ্ দুরিতাদবদ্যাদস্মান্ গৃণত উত নো মঘোনঃ ॥ ২ ॥ ১৩০৬. ত্বং বরুণ উত মিত্রো অগ্নে ত্বাং বর্ধন্তি মতিভির্বসিষ্ঠাঃ। ত্বে বসু সুষণনানি সন্তু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১০) ১৩০৭. মহাঁ ইন্দ্র যে ওজসা পর্জন্যো বৃষ্টিমাঁ ইব। স্তোমৈর্বৎসস্য বাবৃধে ॥ ১ ॥ ১৩০৮. কণ্বা ইন্দ্রং যদক্রত স্তোমৈর্যজ্ঞস্য সাধনম্। জামি ব্রবত আয়ুধা ॥ ২ ॥ ১৩০৯. প্রজামৃতস্য পিপ্রতঃ প্র যদ্ ভরন্ত বহ্নয়ঃ। বিপ্রা ঋতস্য বাহসা ॥ ৩ ॥

অনুবাদ : ১৩০৪. যিনি স্বগৃহে (=যজ্ঞশালায়, অথবা পৃথিবীতে। পৃথিবী পার্থিব অগ্নির স্বগৃহ) সন্দীপ্ত হয়ে দীপ্তিলাভ করেন, সেই যুবতম (=উত্তম মিশ্রণকারী) অগ্নির কাছে আমরা নত হয়ে গমন করি ; তিনি বিচিত্র দীপ্তিবিশিষ্ট, দ্যু ও পৃথিবীর মধ্যে অবস্থানকারী, সুন্দররূপে আহুত এবং সর্বত্র গমনকারী ॥ ১৩০৫. তিনি গৃহে (গৃহ - যজ্ঞগৃহ অথবা প্রতি মানুষের গৃহ) স্তুত হন ; তিনি জন্মমাত্রই সকল জ্ঞান সম্পন্ন হয়েছেন ; তিনি তাঁর মহত্ত্বের দ্বারা সমস্ত পাপ অভিভব করেন ; আমরা তাঁকে পূজা ও স্তব করি ; তিনি আমাদের সকল পাপ ও নিন্দিত কর্ম থেকে রক্ষা করুন ॥ ১৩০৬. হে অগ্নি, তুমিই বরুণ, তুমিই মিত্র ; তোমাকে বসিষ্ঠপুত্রগণ স্তবের দ্বারা বর্ধিত করছেন। তোমার বহু সুলভ্য ধন হোক ; তুমি আমাদের সর্বদা মঙ্গলকর্মের দ্বারা পালন কর ॥ ১৩০৭. বর্ষণযুক্ত পর্জন্যের মত যিনি মহান বলে বলীয়ান, সেই ইন্দ্র বৎসঋষির সামগানের দ্বারা (স্তোম=সামগান) বর্ধিত হন ॥ ১৩০৮. যখন কণ্বঋষির পুত্রগণ সামগানের দ্বারা ইন্দ্রকে যজ্ঞের সাধক করলেন, তখন জল আয়ুধযুক্ত হয়ে শব্দ (=মেঘগর্জন) করতে লাগলো ॥ [জামি=জল। আয়ুধ=ইন্দ্রের বজ্র] ॥ ১৩০৯. যখন দ্যুলোকপূর্ণকারী বহনকারী রশ্মিগণ যজ্ঞের ফলভূত বারিকে বহন করেন, তখন যজ্ঞফলের প্রাপক বিপ্রগণ স্তব করেন ॥

নবম খণ্ড : (সূক্ত ১১) ১৩১০. পবমানস্য জিঘ্নতো হরেশ্চন্দ্রা অসৃক্ষত। জীরা অজিরশোচিষঃ ॥ ১ ॥ ১৩১১. পবমানো রথীতমঃ শুভ্রেভিঃ শুভ্রশস্তমঃ। হরিশ্চন্দ্রো মরুদ্গণঃ ॥ ২ ॥ ১৩১২. পবমান ব্যশ্নুহি রশ্মিভির্বাজসাতমঃ। দধৎ স্তোত্রে সুবীর্যম্ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১২) ১৩১৩. পরীতো ষিঞ্চতা সুতং সোমো য উত্তমং হবিঃ। দধন্বাঁ যো অপ্স্বান্তরা সুষাব সোমমদ্রিভিঃ ॥ ১ ॥ ১৩১৪. নূনং পুনানোঽবিভিঃ পরি স্রবাদব্ধঃ সুরভিন্তরঃ! সুতে চিৎ ত্বাপ্সু মদামো অন্ধসা শ্রীণন্তো গোভিরুত্তমম্ ॥ ২ ॥ ১৩১৫. পরি স্বানশ্চক্ষসে দেবমাদনঃ ক্রতুরিন্দুর্বিচক্ষণঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৩) ১৩১৬. অসাবি সোমো অরুষো বৃষা হরী রাজেব দস্মো অভি গা অচিক্রদৎ। পুনানো বারমত্যেষ্যব্যয়ং শ্যেনো ন যোনিং ঘৃতবন্তমাসদৎ ॥ ১ ॥ ১৩১৭. পর্জন্যঃ পিতা মহিষস্য পর্ণিনো নাভা পৃথিব্যা গিরিষু ক্ষয়ং দধে। স্বসার আপো অভি গা উদাসরন্ৎসং গ্রাবভির্বসতে বীতে অধ্বরে ॥ ২ ॥ ১৩১৮. কবির্বেধস্যা পর্যেষি মাহিনমত্যো ন মৃষ্টো অভি বাজমর্ষসি। অপসেধন্ দুরিতা সোম নো মৃড় ঘৃতা বসানঃ পরি যাসি নির্ণিজম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ : ১৩১০. পবমান সোমের সর্বব্যাপী জ্যোতি অন্ধকার নাশ করছেন, এবং তাঁর হরিৎরূপ হতে আহ্লাদকর ধারা নির্গত হচ্ছে ॥ ১৩১১. পবমান সোম

রথীশ্রেষ্ঠ, যে কোন শুভ্র বস্তু অপেক্ষা অধিক শুভ্র; তিনি হরিৎবর্ণ, আহ্লাদকর (=চন্দ্রের মত আহ্লাদকর); এবং দেবসহায় (বা প্রাণবায়ু মরুদ্‌গণের মত সখাস্থানীয়)॥ ১৩১২. পবমান সোম রশ্মিদ্বারা ব্যাপ্ত হয়ে উত্তম অন্নদাতা; ইনি গুণকীর্তনকারীকে সুবীর্য দান করেন॥ ১৩১৩. এই সোমদেবকে সকল দিকে সেচন কর যিনি উত্তম হবি, যিনি মানুষের হিতকারী, যিনি মেঘপুঞ্জে অবস্থিত থেকে অভিষুত হয়ে সোমের ধারাকে প্রবাহিত করেন॥ ১৩১৪. হে দুর্ধর্ষ সোম তুমি বায়ুর দ্বারা (অথবা রশ্মির দ্বারা) শোধিত হয়ে, সুন্দর সৌরভযুক্ত হয়ে অবশ্যই ধারারূপে ক্ষরিত হয়ে থাক। জলমধ্যে রশ্মিদ্বারা (বা জলের দ্বারা) সোমাখ্য অন্নের সঙ্গে উত্তমরূপে মিশ্রিত হয়ে তুমি অভিষুত হলে পর আমরা তোমাকে প্রাপ্ত হয়ে হৃষ্ট হয়ে থাকি। ১৩১৫. দেবগণের আহ্লাদকারক, কর্মী, সর্বদ্রষ্টা, বাক্‌যুক্ত সোম সকলকে দেখাবার জন্য চতুর্দিকে ক্ষরিত হচ্ছেন॥ ১৩১৬. মনের অভিলাষ পূর্ণকারী উজ্জ্বল সোম প্রস্তুত হয়েছেন। রাজার মত শত্রুপরাভবকারী সোমদেব মেঘকে পরাভূত করে জলরাশি সৃষ্টি করেন এবং ইন্দ্র যেমন অন্তরিক্ষে অবস্থান করেন, তেমনি বর্ষণোন্মুখ হয়ে জলযুক্ত জলাশয়ে গিয়ে অবস্থান করছেন॥ ১৩১৭. সুপর্ণবিশিষ্ট (=রশ্মিরূপ সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট) মহান সোমের পালয়িতা পর্জন্যদেব পর্বতমালার মধ্যে পৃথিবীর ভৌমরস হতে সৃষ্ট শান্ত জল ধারণ করেন। পরস্পর ভগিনীস্বরূপা রশ্মিগণ জলরাশি লক্ষ্য করে কিরণরাশিকে প্রেরণ করছেন এবং সুন্দর নীলাকাশে মেঘপুঞ্জের সঙ্গে মিলিতভাবে অবস্থান করছেন॥ ১৩১৮. হে কবি সোম, মার্জিত গাত্র অশ্বের মত বেগবান হয়ে তুমি অন্ন উৎপাদনের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিজ মহিমায় চতুর্দিকে বর্ষণ কর। হে সোম, আমাদের পাপ দূর কর, আমাদের সুখী কর, জলের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হয়ে উজ্জ্বলরূপ ধারণ কর॥

দশম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৪) ১৩১৯. শ্রায়ন্ত ইব সূর্যং বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষত। বসূনি জাতো জনিমানোজসা প্রতি ভাগং ন দীধিমঃ॥ ১॥ ১৩২০. অলর্ষিরাতিং বসুদামুপ স্তুহি ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ। যো অস্য কামং বিধতো ন রোষতি মনো দানায় চোদয়ন্‌॥ ২॥ (সূক্ত ১৫) ১৩২১. যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি। মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন উতয়ে দ্বিষো বি মৃধো জহি॥ ১॥ ১৩২২. ত্বং হি রাধসস্পতে রাধসো মহঃ ক্ষয়স্যাসি বিধর্তা। তং ত্বা বয়ং মঘবন্নিন্দ্র গির্বণঃ সুতাবন্তো হবামহে॥ ২॥

অনুবাদ ঃ ১৩১৯. রশ্মিগণ যেমন সূর্যের সেবা করেন তেমনি যারা জন্মেছে এবং যারা জন্মাবে তাদের মধ্যে নিজ মাহাত্ম্যবলে রশ্মিগণ ইন্দ্রের সমস্ত ধন ভাগ করে দেবেন বলে ইন্দ্রেরও সেবা করেন; আর আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধনের মত সেই ধন গ্রহণ করি॥ ১৩২০. যিনি সকল কামনার বিধান করেন এবং রোষ করেন না, যিনি তাঁর মনকে দানের জন্যই প্রেরণ করেন, সেই ধনদানে ইচ্ছুক ধনদাতা ইন্দ্রের স্তব কর; তাঁর দান কল্যাণকর॥ ১৩২১. হে ইন্দ্র, যা থেকে আমরা ভয় পাই, তা থেকে আমাদের অভয় কর। হে মঘবা, তুমি ক্ষমতাশালী; আমাদের রক্ষার জন্য তোমার সামর্থ্যের দ্বারা হিংসাকারী শত্রুদের বিনাশ কর। ১৩২২. তুমিই, হে সর্বধনের স্বামী, মহাধনের পরিচর্যাকারীদের গৃহের বর্ধয়িতা। সেই তোমাকে, হে মঘবা, হে ইন্দ্র, হে স্তুতিপ্রিয়, আমরা সোম-অভিষবকারীরা আহ্বান করি॥

একাদশ খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৬) ১৩২৩. ত্বং সোমাসি ধারয়ুর্মন্দ্র ওজিষ্ঠো অধ্বরে।

পবস্ব মংহয়দ্‌ রয়িঃ ॥ ১ ॥ ১০২৪. ত্বং সুতো মদিন্তমো দধন্বান্‌ মৎসরিন্তমঃ। ইন্দুঃ সত্রাজিদস্তৃতঃ ॥ ২ ॥ ১০২৫. ত্বং সুষ্বাণো আদ্রিভিরভ্যর্ষ কনিক্রদৎ। দ্যুমন্তং শুষ্মমাভর ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৭) ১০২৬. পবস্ব দেববীতয় ইন্দো ধারাভিরোজসা। আ কলশং মধুমান্‌ৎসোম নঃ সদঃ ॥ ১ ॥ ১০২৭. তব দ্রপ্সা উদপ্রুত ইন্দ্রং মদায় বাবৃধুঃ। ত্বাং দেবাসো অমৃতায় কং পপুঃ ॥ ২ ॥ ১০২৮. আ নঃ সুতাস ইন্দবঃ পুনানা ধাবতা রয়িম্‌। বৃষ্টিদ্যাবো রীত্যাপঃ স্বর্বিদঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৮) ১০২৯. পরি ত্যং হর্যতং হরিং বভ্রুং পুনন্তি বারেণ। যো দেবান্‌ বিশ্বাঁ ইৎ পরি মদেন সহ গচ্ছতি ॥ ১ ॥ ১০৩০. দ্বির্যং পঞ্চ স্বযশসং সখায়ো অদ্রি সংহতম্‌। প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং প্রস্নাপয়ন্ত ঊর্ময়ঃ ॥ ২ ॥ ১০৩১. ইন্দ্রায় সোম পাতবে বৃত্রঘ্নে পরি ষিচ্যসে। নরে চ দক্ষিণাবতে বীরায় সদনাসদে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৯) ১০৩২. পবস্ব সোম মহে দক্ষায়াশ্বো ন নিক্তো বাজী ধনায় ॥ ১ ॥ ১০৩৩. প্র তে সোতারো রসং মদায় পুনন্তি সোমং মহে দ্যুম্নায় ॥ ২ ॥ ১০৩৪. শিশুং জজ্ঞানং হরিং মৃজন্তি পবিত্রে সোমং দেবভ্য ইন্দুম্‌ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ২০) ১০৩৫. উপো ষু জাতমপ্তুরং গোভির্ভঙ্গং পরিষ্কৃতম্‌। ইন্দুং দেবা অযাসিষুঃ ॥ ১ ॥ ১০৩৬. তমিদ্‌ বর্ধন্তু নো গিরো বৎসং সং শিশ্বরীরিব। য ইন্দ্রস্য হৃদং সনিঃ ॥ ২ ॥ ১০৩৭. অর্ষা নঃ সোম শং গবে ধুক্ষস্ব পিপ্যুষীমিষম্‌। বর্ধা সমুদ্রমুক্‌থ্যম ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১০২৩. হে সোম, তুমি আনন্দদায়ক, বলিষ্ঠ; তুমি অন্তরিক্ষে অবস্থিত থেকে ধন বিতরণ করতে করতে ধারারূপে ক্ষরিত হও ॥ ১০২৪. তুমি অভিষুত হয়ে উত্তম আনন্দকে ধারণ কর। ইন্দু সোম অহিংসিত এবং সকল যজ্ঞজয়ী ॥ ১০২৫. তুমি সুন্দররূপে পরিচালিত হয়ে শব্দ করতে করতে মেঘপুঞ্জ অভিমুখে গমন কর। তুমি (আমাদের জন্য) দীপ্ত বল আহরণ কর ॥ ১০২৬. হে ইন্দু, সকল ঔজ্জ্বল্য ধারণ করে দেবগণের আনন্দের জন্য ধারারূপে ক্ষরিত হও। হে মধুমান সোম, অন্তরিক্ষ হ'তে কলশে (=পৃথিবীতে) আগমন কর। (পূর্বে- ৫৭১ মন্ত্র দ্রষ্টব্য) ॥ ১০২৭. হে সোম, তোমার রসধারা (=জলবিন্দুসমূহ) জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ইন্দ্রের মত্ততা উৎপাদনের জন্য বৃদ্ধিলাভ করছে। দেবগণ অমৃতত্ব লাভের জন্য তোমার সুখকর রস পান করেন ॥ ১০২৮. হে অভিষুত সোম-রসধারা, তোমরা শোধিত হয়ে ধনদানের জন্য আমাদের চারিদিকে ধাবিত হও। তুমি জললাভ বিষয়ে সহায়ক হয়ে দ্যুলোকের বৃষ্টিকে অনুকূল করে পৃথিবীতে বর্ষণ কর ॥ ১০২৯. যে সোমদেব সকল দেবগণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সর্বত্র আনন্দসহকারে যাচ্ছেন, রশ্মিগণ সেই গমনশীল সর্ববস্তুধারক হরিৎবর্ণ সোমকে জলযুক্ত করে সর্বত্র শোধন করছেন ॥ ১০৩০. সোম যখন মেঘ রূপে স্থাপিত হন, তখন দশ সখাগণ (=অগ্নিশিখা বা মরুদ্‌গণ) ইন্দ্রের প্রিয় ও কাম্য যশস্বী সোমকে ঊর্মিধারায় স্নান করিয়ে দেন ॥ ১০৩১. হে সোম, মেঘহননকারী ইন্দ্রের পানের জন্য তোমাকে চারিদিকে সেচন করা হচ্ছে; নরগৃহে যজ্ঞে উপবেশনকারী দক্ষিণাযুক্ত বীর ইন্দ্রের জন্যও তোমাকে সেচন করা হচ্ছে ॥ ১০৩২. হে সোম, তুমি রশ্মির মত শুদ্ধ ও গতিশীল; মহান সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য ও ধনের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ১০৩৩. সোমসম্পাদকগণ রসরূপী সোমকে আনন্দের জন্য এবং প্রচুর ধনের জন্য শুদ্ধ করছেন ॥ ১০৩৪. নবজাতক হরিৎ সোম ইন্দুকে দেবগণের জন্য রশ্মিতে শুদ্ধ করছেন ॥ ১০৩৫. শব্দের দ্বারা (অথবা রশ্মির দ্বারা) বিদলিত, শুদ্ধীকৃত, যথাসময়ে বর্ষণকারী ইন্দুসোমের প্রতি দেবগণ নিজ অধিপত্যের জন্য গমন

করছেন ।। ১৩৩৬ যেখানে একটি মাত্র গোবৎস বর্তমান সেখানে যেমন সকল গাভীই তাকে আদরে বর্ধিত করে, সেরূপ যে সোম ইন্দ্রের হৃদয়গ্রাহী তাকেই আমাদের স্তুতিসকল বর্ধিত করুক ।। ১৩৩৭. হে সোম, আমাদের সুখের জন্য বর্ষণ কর, পৃথিবীর জন্য (বা গোধনের জন্য) প্রচুর অন্নবর্ষণ কর ; আকাশে সামসংগীতে বর্ধিত কর ।।

দ্বাদশ খণ্ড ঃ (সূক্ত ২১) ১৩৩৮ আ ঘা যে অগ্নিমিন্ধতে স্তৃণন্তি বর্হিরানুষক্ । যেষামিন্দ্রো যুবা সখা ॥ ১ ॥ ১৩৩৯. বৃহন্নিদিধ্ম এষাং ভূরিং শস্ত্রং পৃথুঃ স্বরুঃ । যেষামিন্দ্রো যুবা সখা ॥ ২ ॥ ১৩৪০. অযুদ্ধ ইদ্ যুধা বৃতং শূর আজতি সত্বভিঃ । যেষামিন্দ্রো যুবা সখা ।। ৩ ।। (সূক্ত ২২) ১৩৪১. য এক ইদ্ বিদয়তে বসু মর্তায় দাশুষে । ঈশানো অপ্রতিষ্কুত ইন্দ্রো অঙ্গ ।। ১ ।। ১৩৪২. যশ্চিদ্ধি ত্বা বহুভ্য আ সুতাবাঁ আ বিবাসতি । উগ্রং তৎ পত্যতে শব ইন্দ্রো অঙ্গ ।। ২ ।। ১৩৪৩. কদা মর্তমরাধসং পদা ক্ষুম্পমিব স্ফুরৎ । কদা ন শুশ্রবদ্ গির ইন্দ্রো অঙ্গ ।। ৩ ॥ (সূক্ত ২৩) ১৩৪৪. গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ । ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদবংশমিব যেমিরে ॥ ১ ।। ১৩৪৫. যৎ সানোঃ সান্বারুহো ভূর্যস্পষ্ট কর্ত্বম্ । তদিন্দ্রো অর্থং চেততি যূথেন বৃষ্ণিরেজতি ।। ২ ।। ১৩৪৬. যুঙ্ক্ষ্বা হি কেশিনা হরী বৃষণা কক্ষ্যপ্রা । অথা ন ইন্দ্র সোমপা গিরামুপশ্রুতিং চর ।। ৩

অনুবাদ ঃ ১৩৩৮. যাঁরা অগ্নিকে সন্দীপ্ত করেন, তাঁরা অগ্নিদেবকে মিলিতভাবে প্রসারিত করেন; যুবা ইন্দ্র তাঁদের সখা ।। ১৩৩৯ এঁদের সমিধ্ বৃহৎ, এঁদের স্তোত্র প্রচুর, বিস্তৃত এবং স্বয়ং বৃদ্ধিযুক্ত; যুবা ইন্দ্র তাঁদের সখা ।। ১৩৪০. ইন্দ্র যেমন যুদ্ধ না করেই উদকের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে (মেঘের সঙ্গে) যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তেমনি ইন্দ্র যাঁদের সখা তাঁরাও যুদ্ধ না করে শুধু কর্মের দ্বারাই সকল কিছু জয় করেন ।। ১৩৪১. যিনি একই মর্ত্যের মানুষের জন্য ও হব্যদাতার জন্য ধন বিভাগ করে দেন, তিনি অপ্রতিহত ক্ষিপ্র জগৎনিয়ামক ইন্দ্র ।। ১৩৪২ যে সকল যজ্ঞকারী ইন্দ্রকে বহুজনের উপকারার্থে সেবা করে থাকেন, বলবান ইন্দ্র শীঘ্রই সেই বহুকর্মাকে ধনদান করেন ।। ১৩৪৩. ইন্দ্র কবে আরাধনাহীন মানুষকে ব্যাঙের ছাতার মত পদতলে পিষে ফেলবেন, কবে তিনি আমাদের স্তুতি শুনতে আসবেন ? ১৩৪৪ (লোকে যেমন সুকর্মের দ্বারা নিজ বংশকে উন্নত রাখেন সেইরূপ) হে শতকর্মা ইন্দ্র, সামগানকারীরা তোমার উদ্দেশে গান করেন, হোতারা তোমাকে অর্চনা করেন, ব্রহ্মা প্রভৃতি ঋত্বিক্গণ (বেদমন্ত্রপাঠের দ্বারা) বংশের ন্যায় তোমাকে উন্নত করেন ।। ১৩৪৫. যে মেঘ পর্বত শিখর হতে শিখরে প্রাদুর্ভূত হয়ে (বৃষ্টি প্রদান না করে) বহু কর্মকে নিরুদ্ধ করে, বর্ষণশীল ইন্দ্র তার অর্থ জানতে পেরে মরুদ্‌বায়ুগণের সঙ্গে (বৃষ্টিপ্রদানের নিমিত্ত) সেই মেঘকে কম্পিত করেন ।। ১৩৪৬. হে সোমপায়ী ইন্দ্র, প্রশস্ত রশ্মিরূপ কেশযুক্ত বর্ষণযুক্ত পুষ্ট অশ্বরশ্মিদুজনকে সর্বপ্রকারে সংযোজিত কর ; তারপর আমাদের স্তুতি শোনবার জন্য আমাদের কাছে এস ।।

একাদশ অধ্যায়

॥ সূক্তসংখ্যা ১১, মন্ত্র সংখ্যা ৩২ ॥ দেবতা (সূক্তানুসারে)— ১ আপ্রীসূক্ত (ইধ্ম সমিন্ধ অগ্নি, ২ তনূনপাৎ, ৩ নরাশংস, ৪ ঈল); ২ আদিত্য, ৩'৫'৬ ইন্দ্র, ৪।৭ ৮।৯ পবমান সোম, ১০ অগ্নি, ১১ আত্মা বা সূর্য ॥ ছন্দ ১।২।৩।১১ গায়ত্রী, ৪ ত্রিষ্টুপ, ৫।৬ প্রগাথ বার্হত, ৭ অনুষ্টুপ্, ৮ দ্বিপদা পঙ্‌ক্তি, ৯ জগতী, ১০ বিরাড্ জগতী ॥ ঋষি ১।৬ মেধাতিথি কাণ্ব, ২।১০ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৩ প্রগাথ কাণ্ব ৪ পরাশর শাক্ত্য, ৫ প্রগাথ ঘোর বা কাণ্ব, ৭ ত্র্যরুণ ত্রৈবৃষ্ণ ত্রসদস্যু পৌরুকুৎস, ৮ অগ্নি ধিষ্ণ্য ঈশ্বর, ৯ হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরস, ১১ সার্পরাজ্ঞী ॥

প্রথম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১) ১৩৪৭· সুষমিদ্ধো ন আবহ দেবাঁ অগ্নে হবিষ্মতে। হোতঃ পাবক যক্ষি চ ॥ ১ ॥ ১৩৪৮. মধুমন্তং তনূনপাদ্ যজ্ঞং দেবেষু নঃ কবে। অদ্যা কৃণুহ্যূতয়ে ॥ ২ ॥ ১৩৪৯. নরাশংসমিহ প্রিয়মস্মিন্ যজ্ঞ উপ হ্বয়ে। মধুজিহ্বং হবিষ্কৃতম্ ॥ ৩ ॥ ১৩৫০. অগ্নে সুখতমে রথে দেবাঁ ঈড়িত আবহ। অসি হোতা মনুর্হিতঃ ॥ ৪ ॥ (সূক্ত ২) ১৩৫১ যদদ্য সূর উদিতেহনাগা মিত্রো অর্যমা। সুবাতি সবিতা ভগঃ ॥ ১ ॥ ১৩৫২ সুপ্রাবীরস্তু স ক্ষয়ঃ প্র নু যামন্‌ৎসুদানবঃ। যো নো অংহোহতিপিপ্রতি ॥ ২ ॥ ১৩৫৩· উত স্বরাজ্যে অদিতিরদব্ধস্য ব্রতস্য যে। মহো রাজান ঈশতে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৩) ১৩৫৪ উ ত্বা মদন্তু সোমাঃ কৃণুষ্ব রাধো অদ্রিবঃ। অব ব্রহ্মদ্বিষো জহি ॥ ১ ॥ ১৩৫৫· পদা পণীনরাধসো নি বাধস্ব মহাঁ অসি। ন হি ত্বা কশ্চন প্রতি ॥ ২ ॥ ১৩৫৬. ত্বমীশিষে সুতানামিন্দ্র ত্বমসুতানাম্। ত্বং রাজা জনানাম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১৩৪৭ সুসমিদ্ধ (=সম্যক্ দীপ্ত) তোমার নাম হে অগ্নি, দেবগণকে আমাদের হবিষ্মানদের জন্য (=অন্নবান বা যজমান) আন; আর হে হোতা (=দেবগণের আহ্বাতা), হে পাবক (=পবিত্রতাকারক), যজ্ঞ কর ॥ ১৩৪৮· হে কবি, হে তনূনপাৎ (অগ্নিরূপী প্রাণ), আমাদের মধুমান হবি আমাদের রক্ষার জন্য আজ দেবগণের কাছে বহন করে নিয়ে যাও ॥ ১৩৪৯· মধুরশব্দকারী যজ্ঞনিষ্পাদক প্রিয় নরাশংসকে (=নরের দ্বারা পূজ্য অগ্নিকে) এইখানে এই যজ্ঞে আহ্বান করি ॥ ১৩৫০. হে অগ্নি, তুমি স্তুত হয়ে সুখতম রথে দেবগণকে আন। তুমি দেবগণের আহ্বানকারী, মানুষের পক্ষে হিতকর ॥ ১৩৫১ আজ সূর্য উদিত হলে শুদ্ধাত্মা মিত্র অর্যমা সবিতা ভগ আমাদের যেন ধন প্রেরণ করেন। [সকল দেবতাই সূর্যের বিভিন্ন রূপ] ॥ ১৩৫২· হে শোভনদানশীল দেবগণ, তোমরা আমাদের পাপ দূর কর ; তোমারা এলে আমাদের গৃহ সুরক্ষিত হবে ॥ ১৩৫৩. আর অদিতির সন্তানগণ যাঁরা মহান ঐশ্বর্যযুক্ত তাঁরা নিজ নিজ অধিকারভুক্ত কর্মে হিংসারহিত ও অদম্য ॥ [সকল দেবতাই অদীনা অক্ষয়া মাতা অদিতির সন্তান] ॥ ১৩৫৪. হে বজ্রী ইন্দ্র, সোমসকল তোমাকে উত্তমরূপে হর্ষান্বিত করুক ; আমাদের ধনপ্রদান কর ; আর ব্রহ্মদ্বেষীকে বিনাশ কর ॥ ১৩৫৫· ধনলোভী অদাতাকে তোমার পদতলে দলিত কর ; তুমি মহান, তোমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই ॥ ১৩৫৬. হে ইন্দ্র, তুমি অভিষুত সোমের এবং অনভিষুত সোমের ঈশ্বর (অথবা যারা সোম অভিষব করে এবং যারা করে না, উভয়ের ঈশ্বর) ; তুমি জনগণের রাজা ॥

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৪) ১৩৫৭. আ জাগৃবির্বিপ্র ঋতং মতীনাং সোমঃ পুনানো অসদচ্চমূষু। সপন্তি যং মিথুনাসো নিকামা অধ্বর্যবো রথিরাসঃ সুহস্তাঃ ॥ ১ ॥ ১৩৫৮. স পুনান উপ সূরে দধান ওভে অপ্রা রোদসী বী ষ আবঃ। প্রিয়া চিদ্ যস্য প্রিয়সাস ঊতী সতো ধনং কারিণে ন প্র যংসৎ ॥ ২ ॥ ১৩৫৯. স বর্ধিতা বর্ধনঃ পূয়মানঃ সোমো মীঢ্বাং অভি নো জ্যোতিষাবিৎ। যত্র নঃ পূর্বে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ স্বর্বিদো অভি গা অদ্রিমিষ্ণন্ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৫) ১৩৬০. মা চিদন্যদ্ বি শংসত সখায়ো মা রিষণ্যত। ইন্দ্রমিৎ স্তোতা বৃষণং সচা সুতে মুহুরুক্থা চ শংসত ॥ ১ ॥ ১৩৬১. অবক্রক্ষিণং বৃষভং যথা জুবং গাং ন চর্ষণীসহম্। বিদ্বেষণং সংবননমুভয়ঙ্করং মংহিষ্ঠমুভয়াবিনম্ ॥ ২ ॥ (সূক্ত ৬) ১৩৬২. উদু ত্যে মধুমত্তমা গিরঃ স্তোমাস ঈরতে। সত্রাজিতো ধনসা অক্ষিতোতয়ো বাজয়ন্তো রথা ইব ॥ ১ ॥ ১৩৬৩ কণ্বা ইব ভৃগবঃ সূর্যা ইব বিশ্বমিদ্ধীতমাশত। ইন্দ্রং স্তোমেভির্মহয়ন্ত আয়বঃ প্রিয়মেধাসো অস্বরন্ ॥ ২ ॥ (সূক্ত ৭) ১৩৬৪ পর্যূষু প্র ধন্ব বাজসাতয়ে পরি বৃত্রাণি সক্ষণিঃ। দ্বিষস্তরধ্যা ঋণয়া ন ঈরসে ॥ ১ ॥ ১৩৬৫. অজীজনো হি পবমান সূর্যং বিধারে শক্মনা পয়ঃ। গোজীরয়া রংহমাণঃ পুরন্ধ্যা ॥ ২ ॥ ১৩৬৬. অনু হি ত্বা সুতং সোম মদামসি মহে সমর্যরাজ্যে। বাজাঁ অভি পবমান প্র গাহসে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৮) ১৩৬৭. পরি প্র ধন্ব ইন্দ্রায় সোম স্বাদুর্মিত্রায় পূষ্ণে ভগায় ॥ ১ ॥ ১৩৬৮ এবামৃতায় মহে ক্ষয়ায় স শুক্রো অর্ষ দিব্যঃ পীযূষঃ ॥ ২ ॥ ১৩৬৯ ইন্দ্রস্তে সোম সুতস্য পেয়াৎ ক্রত্বে দক্ষায় বিশ্বে চ দেবাঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১৩৫৭. সদা অপ্রমত্ত, জ্ঞানী, সকল বুদ্ধির সত্যস্বরূপ সোম শুদ্ধ হয়ে জলপত্র মধ্যে (=মেঘমধ্যে) গিয়ে উপবেশন করছেন, যাঁকে আনন্দে ভরপুর ক্ষিপ্রগতি দোহনকুশল সমাশ্রিত যজ্ঞবহনকারী অগ্নিগণ পরিচর্যা করেন। [নিকামাঃ = আনন্দে ভরপুর = জলপ্রদানে অতি উৎসাহী রশ্মিগণ। মিথুনাসঃ = সমাশ্রিতগণ। অধ্বর্যবঃ = যজ্ঞকে সমাপ্তির পথে নিয়ে যান যাঁরা = অগ্নিগণ বা রশ্মিগণ যাঁরা সকল যজ্ঞ বহন করে দ্যুলোকে নিয়ে যান এবং বারিপ্রদান করেন। সুহস্তাঃ = কল্যাণহস্তযুক্তগণ = দোহনকুশলগণ = বারিদোহনকুশল রশ্মিগণ] ॥ ১৩৫৮. তিনি (=সোমদেব) শোধিত হয়ে সূর্যের নিকটে উপস্থিত হয়ে উজ্জ্বল জ্যোতি ধারণ ক'রে দ্যুলোক ও ভূলোক আপন জ্যোতিতে পূর্ণ করলেন। সকল প্রকার রক্ষার জন্য যাঁর দান সকলেরই কাম্য, সেই ধনকে (=বৃষ্টিরূপ দানসম্পদকে) প্রাপ্ত হয়ে সোমদেব উদার কর্মসম্পাদকের মতই তা আমাদের জন্য দান করেন ॥ ১৩৫৯. সেই বর্ধনশীল বারিদানকারী পবিত্র সোম জ্যোতিযুক্ত হয়ে আমাদের জন্য (=আমাদের প্রতি বারিদানের জন্য মধ্যাকাশে) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, যেখানে চিরকাল ধরে মাধ্যমিক অগ্নিগণ [পিতরঃ = মধ্যম আকাশে অবস্থিত অগ্নিগণ বা রশ্মিগণ] যাঁরা নিজ অধিকার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং দ্যুলোককে জানেন, তাঁরা মেঘের প্রতি গমন করে আমাদের জন্য জলরাশিকে প্রচুর বর্ষণ করেন। ১৩৬০-৬১. হে সখাগণ, তোমরা অন্যের স্তব কোরো না, হিংসিত হয়ো না ; যে প্রকারে স্তব করলে ইন্দ্র তুষ্ট হন সে প্রকারে, অতিবেগে বর্ষণের জন্য, মানুষের পরাভবকারী, ক্ষিপ্রগতি রশ্মিযুক্ত, শত্রুবিদ্বেষক (=মেঘরূপ শত্রুবিদ্বেষক) ও স্তোতার ভজনযোগ্য এই উভয় প্রকার ইন্দ্রকে, এবং পার্থিব ও দ্যুলোকসম্বন্ধীয় উভয়প্রকার ধনদাতা ইন্দ্রকে সকলে সমবেত হয়ে স্তব করো এবং মুহুর্মুহু সামগানে তাঁর প্রশস্তি গাও। ১৩৬২. অতিমধুর বাক্যের মন্ত্রমালা যা শত্রুকে জয় করে, যা ধনদ,

যা অক্ষয়রক্ষাকরী ও রথের মত বেগবান তা ঊর্ধ্বে যাচ্ছে (ইন্দ্রকে পাবে বলে)॥ ১৩৬৩. মেধাবী স্তোতাগণের মত [অথবা কণ্ব-ঋষির পুত্রগণের মত। কণ্বাঃ শব্দের উভয় অর্থই হয়] ভৃগুগণ (=মাধ্যমিক রশ্মিগণ) সকলের ধ্যেয় ইন্দ্রকে কিরণরাশির মত ব্যাপ্ত করেন, আর যজ্ঞপ্রিয় মানুষেরা ইন্দ্রকে সামগান সহকারে পূজা করেন॥ ১৩৬৪. হে সোম, মেঘের দ্বারা পরিবৃত বারিরাশিকে অন্নধনের জন্য বিজয়ীর মত প্রাপ্ত হও; (আর অন্নের দ্বারা) আমাদের দ্বেষ ও ঋণ দূর করে আমাদের প্রাপ্ত হও॥ ১৩৬৫. হে পবমান সোম, প্রবলগতিসম্পন্ন জলরাশি উৎপন্ন হয়েই শক্তির দ্বারা, জলের মত্ততার দ্বারা, স্তুতির দ্বারা সূর্যকে স্তব করলেন॥ ১৩৬৬. হে সোম, ঈশ্বরের মহান রাজ্যে (অথবা লোকাকীর্ণ যজ্ঞস্থানে) সুতসোম তোমাকে অনুসরণ ক'রে (=সোমরস প্রস্তুতকালে) আমরাও হর্ষান্বিত হই। হে পবমান সোম, (=বিশুদ্ধরূপে ক্ষরিত সোম), অন্নবলের জন্য উত্তম গতিশীল হও॥ ১৩৬৭. হে সোম, তুমি মধুর রসযুক্ত হয়ে ইন্দ্র মিত্র পূষা ও ভগদেবতার উদ্দেশে গমন কর॥ [এই সকল দেবতা একই সূর্যের বিভিন্নকালের বিভিন্ন রূপ]॥ ১৩৬৮. সেই উজ্জ্বল সোম এইরূপ যিনি অমৃতের জন্য, মহান নিবাসের জন্য দিব্য পীযূষ বর্ষণকারী॥ ১৩৬৯. হে সোম, ইন্দ্রের ও বিশ্বদেবগণ (=রশ্মিগণ) জ্ঞানের জন্য এবং কুশলকর্মের জন্য তোমার অভিষুত বারিরাশি পান করুন॥

তৃতীয় খণ্ড: (সূক্ত ৯) ১৩৭০. সূর্যস্যেব রশ্ময়ো দ্রাবয়িত্নবো মৎসরাসঃ প্রসুতঃ সাকমীরতে। তন্তুং ততং পরি সর্গাস আশবো নেন্দ্রাদৃ ঋতে পবতে ধাম কিঞ্চন॥ ১॥ ১৩৭১. উপো মতিঃ পৃচ্যতে সিচ্যতে মধু মন্দ্রাজনী চোদতে অন্তরাসনি। পবমানঃ সন্তনিঃ সুন্বতামিব মধুমান্ দ্রপ্সঃ পরি বারমর্ষতি॥ ২॥ ১৩৭২. উক্ষা মিমেতি প্রতি যন্তি ধেনবো দেবস্য দেবীরূপ যন্তি নিষ্কৃতম্। অত্যক্রমীদর্জুনং বারমব্যয়মৎকং ন নিক্তং পরি সোমো অব্যত॥ ৩॥ (সূক্ত ১০) ১৩৭৩. অগ্নিং নরো দীধিতিভিররণ্যোর্হস্তচ্যুতং জনয়ত প্রশস্তম্। দূরেদৃশং গৃহপতিমথর্ব্যুম্॥ ১॥ ১৩৭৪. তমগ্নিমস্তে বসবো ন্যৃণ্বন্ৎসুপ্রতিচক্ষমবসে কুতশ্চিৎ। দক্ষায্যো যো দম আস নিত্যঃ॥ ২॥ ১৩৭৫. প্রেদ্ধো অগ্নে দীদিহি পুরো নোঽজস্রয়া সূর্ম্যা যবিষ্ঠ। ত্বাং শশ্বন্ত উপ যন্তি বাজাঃ॥ ৩॥ (সূক্ত ১১) ১৩৭৬. আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্ মাতরং পুরঃ। পিতরং চ প্রযন্ৎস্বঃ॥ ১॥ ১৩৭৭. অন্তশ্চরতি রোচনাস্য প্রাণাদপানতী। ব্যখ্যন্ মহিষো দিবম্॥ ২॥ ১৩৭৮. ত্রিংশদ্ ধাম বি রাজতি বাক্ পতঙ্গায় ধীয়তে। প্রতি বস্তোরহ দ্যুভিঃ॥ ৩॥

অনুবাদ: ১৩৭০. সূর্যের রশ্মিগণ যেমন একত্র বিচরণ করে তেমনি ক্রমাগত অভিষুত হয়ে সোমের আনন্দময় ক্ষরিত ধারাসমূহ একসঙ্গে বিচরণ করে; বস্ত্রের সুতার মত বিস্তৃত হয়ে একত্রে ঝরে পড়া সেই বারিরাশি বিস্তারলাভ করছে; ইন্দ্র বিনা কোন ধামেই বৃষ্টি ঝরে পড়ে না॥ ১৩৭১. সোমদেবের কাছে গিয়ে স্বপ্রকাশময়ী দীপ্তি মিশে যাচ্ছে; মধুময় জল সিক্ত হচ্ছে; মধুর মেঘধ্বনি জলমধ্যে বাস করে বাক্ প্রেরণ করছে; অঝোরধারায় পবমান সোম স্নান করবার মত করে জল ঢালছেন; মধুমান বারিবিন্দু জলাশয়ের চারদিকে ঝরে পড়ছে॥ ১৩৭২. বর্ষণশীল সোম শব্দ করছেন; শব্দকারিণী মাধ্যমিকা বাক্‌সমূহ তাঁর দিকে যাচ্ছেন; জলের পালিকাশক্তি দেবীগণ সোমদেবতার নির্গত জলের দিকে যাচ্ছেন; সোমদেব শুভ্র শাশ্বত জলাশয়ে ধাবিত হলেন; এবং নিজ শরীর উজ্জ্বল জলধারা যোগে শুভ্র

বস্ত্রের মত আচ্ছাদিত করলেন ।। ১৩৭৩· যিনি প্রশস্ত, দূরে দৃশ্যমান, গৃহপতি, দেবগণের উদ্দেশ্যে গমনশীল, সেই অগ্নিকে মানুষেরা আঙুলে হস্তচালনা করে অরণিকাষ্ঠ থেকে উৎপন্ন করেন (=প্রজ্বালিত করেন) ।। ১৩৭৪· যিনি গৃহে নিত্য পূজিত সেই সুদর্শন অগ্নিকে, সর্বপ্রকার ভয় হতে রক্ষার জন্য, দেবগণ গৃহে স্থাপিত করেছেন ।। ১৩৭৫· হে উত্তমমিশ্রণকারী অগ্নি, তুমি প্রকৃষ্টরূপে সন্দীপ্ত হয়ে অজস্র দীপ্তিশিখায় আমাদের সামনে প্রজ্বালিত হও ; বহু অন্ন তোমার কাছে আসছে ।। ১৩৭৬. এই নানারূপ বিচিত্রবর্ণ গমনশীল অগ্নি (=সূর্য) প্রথমে পূর্বদিকে উদিত হয়ে মাতা পৃথিবীকে প্রাপ্ত হন, পরে দ্যুলোকে আকাশপথে গমন করেন ।। ১৩৭৭ এঁর দীপ্তি এঁর দেহের মধ্যে (বা দ্যু ও পৃথিবীর মধ্যে) বিচরণ করে, এবং এঁর প্রাণ হতে নিঃশ্বাসরূপে প্রাণবায়ু নির্গত হয় (=এঁর প্রাণই বাহিরে নির্গত হয় প্রাণবায়ুরূপে) ইঁনিই দ্যুলোকে বিপুলাকৃতি ধারণ করে ব্যাপ্ত হন ।। ১৩৭৮· তিরিশ স্থানে ইঁনি বিরাজ করেন (=সৌর মাস তিরিশ দিনের কথা বলা হয়েছে) ; পতঙ্গের মত গমনশীল এই সূর্যের উদ্দেশে স্তব উচ্চারিত হয়। তিনি দিবারাত্র নিজ কিরণে উদ্‌ভাসিত ।।

দ্বাদশ অধ্যায়

।। সূক্ত সংখ্যা ২০, মন্ত্র সংখ্যা ৫৬ ।। দেবতা (সূক্তানুসারে) ১।২।৭।১০।১৩।১৪ অগ্নি, ৩।৬।৮।১১।১৫।১৭।১৮ পবমান সোম, ৪।৫।৯।১২।১৬।১৯।২০ ইন্দ্র ।। ছন্দ ১।২।৭।১০।১৪ গায়ত্রী, ৩।৯।১৯ (১-২), ২০ (২।.) অনুষ্টুপ্, ৪।৬।১৩ কাকুভ প্রগাথ, ৫।১৯ (৩) বৃহতী, ৮।১১।১৫।১৮ ত্রিষ্টুপ্, ১২।১৬ প্রগাথ বার্হত, ১৭ জগতী, ২।২০ (১) স্কন্ধগ্রীব বৃহতী ।। ঋষি ১ (১-২) গোতম রাহূগণ, ১ (৩) বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ২।৭ বীতহব্য ভরদ্বাজ বা বার্হস্পত্য, ৩ প্রজাপতি বৈশ্বামিত্র বা বাক্‌পুত্র, ৪।১৩ সোভরি কাণ্ব, ৫ মেধাতিথি ও মেধ্যাতিথি কাণ্ব, ৬ (১) ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ, ৬ (২) ঊর্ধ্বসদ্মা আঙ্গিরস, ৯ তিরশ্চী আঙ্গিরস, ১০ সুতম্ভর আত্রেয়, ১২।১৮ নৃমেধ ও পুরুমেধ আঙ্গিরস, ১৪ শুনঃশেপ আজীগর্তি ১৫ নোধা গৌতম, ১৬ মেধ্যাতিথি বা মেধাতিথি কাণ্ব, ১৭ রেণু বৈশ্বামিত্র, ১৮ কুৎস আঙ্গিরস, ২০ অগস্ত্য মৈত্রাবরুণ ।।

প্রথম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১) ১৩৭৯. উপপ্রযন্তো অধ্বরং মন্ত্রং বোচেমাগ্নয়ে। আরে অস্মে চ শৃণ্বতে ।। ১ ।। ১৩৮০· যঃ স্নীহিতীষু পূর্ব্যঃ সঞ্জগ্মানাসু কৃষ্টিষু। অরক্ষদ্ দাশুষে গয়ম্ ।। ২ ।। ১৩৮১. স নো বেদো অমাত্যমগ্নী রক্ষতু শন্তমঃ। উতাস্মান্ পাত্বংহসঃ ।। ৩ ।। ১৩৮২. উত ব্রুবন্তু জন্তব উদগ্নির্বৃত্রহাজনি। ধনঞ্জয়ো রণেরণে ।। ৪ ।। (সূক্ত ২) ১৩৮৩· অগ্নে যুঙ্ক্ষ্বা হি যে তবাশ্বাসো দেব সাধবঃ। অরং বহন্ত্যাশবঃ ।। ১ ।। ১৩৮৪. অচ্ছা নো যাহ্যা বহাভি প্রযাংসি বীতয়ে। আ দেবান্‌ৎসোমপীতয়ে ।। ২ ।। ১৩৮৫. উদগ্নে ভারত দ্যুমদজস্রেণ দবিদ্যুতং শোচা হি ভাহ্যজর ।। ৩ ।। (সূক্ত ৩) ১৩৮৬. প্র সুন্বানানায়ান্ধসো মর্তো ন বষ্ট তদ্‌বচঃ। অপ শ্বানমরাধসং হতা মখং ন ভৃগবঃ ।। ১ ।। ১৩৮৭· আ জামিরৎকে অব্যত ভুজে ন পুত্র ওণ্যোঃ। সরজ্জারো ন যোষণাং বরো ন

যোসিমাসদম্ ।। ২ ।। ১৩৮৮· স বীরো দক্ষসাধনো বি যস্তস্তম্ভ রোদসী হরি পবিত্রে অব্যত বেধা ন যোনিমাসদম্ ।। ৩ ।।

অনুবাদ ঃ ১৩৭৯. আমরা উৎসাহযুক্ত হয়ে অগ্নির উদ্দেশে যজ্ঞে অহিংসিত মন্ত্র উচ্চারণ করি ; তিনি দূরে থেকেও আমাদের স্তুতি শুনতে পান ।। ১৩৮০. যিনি চিরকাল আর্দ্রতার মধ্যে (=জলবর্ষণরূপ কর্মের মধ্যে), গতিশীলতার মধ্যে, মানুষের মধ্যে অবস্থান করেন, তিনি ভক্তদাতার ইন্দ্রিয়বর্গকে রক্ষা করেন ।। ১৩৮১· সেই সর্বজ্ঞ অতিসুখকর অগ্নি আমাদের পরিজনকে রক্ষা করুন এবং আমাদের পাপ হতে রক্ষা করুন ।। ১৩৮২. আর সকল প্রাণীই অগ্নির স্তব করুক, কারণ অগ্নিই মেঘহন্তা এবং প্রতি সংগ্রামে (=বর্ষণ কার্যের জন্য মেঘের সঙ্গে সংগ্রামে) ধন জয়ী (=উদক-ধন জয়ী) ।। ১৩৮৩· হে অগ্নি, তোমার যে সকল সৎকর্মপরায়ণ আলোকরশ্মিদের নিজ রথে যুক্ত কর, যে ক্ষিপ্র কর্মকুশলেরা তোমাকে সর্বত্র বহন করে ।। ১৩৮৪· হে অগ্নি, তুমি আমাদের কাছে এস ; হব্য অন্ন ভোজনের জন্য এবং সোমপানের জন্য দেবগণকে এখানে আন ।। ১৩৮৫. হে অগ্নি, তুমি অতি উজ্জ্বল অজস্র দীপ্তশিখায় প্রকাশিত হও ; হে অজর অগ্নি, তোমার দীপ্তি সদা উজ্জ্বল ।। ১৩৮৬· মানুষের কামনাসুলভ স্তুতি যেমন জলকে ঘিরে হয়, তেমনি সোমদেব মেঘ হতে জল নিষ্কাশনের জন্য মেঘকে ঘিরে থাকেন। মাধ্যমিক ভৃগু-নামক রশ্মিগণ যেমন যজ্ঞকর্মকে শুদ্ধ করেন, তেমনি ক্রূর অদানকারী প্রবল বায়ুকে সোমদেব বিনাশ করেন (পূর্বে ৫৫৩ মন্ত্র দ্রষ্টব্য) ।। ১৩৮৭. বালক যেমন পিতামাতার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি এই নির্গমনপ্রায়া জলরাশির দ্যুলোক হতে পৃথিবীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। স্বামী যেমন বিশ্বস্ত বন্ধুর মত স্ত্রীর প্রতি গমন করেন, তেমনি সোমদেব জলাধারের দিকে বিশ্বস্তভাবে গমন করছেন ।। ১৩৮৮· তিনি বীর, কুশলকর্মসম্পাদক ; তিনি দ্যুলোক ও পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে রেখে-ছেন। হরি সোম ভাল মানুষের মত বায়ুকে আশ্রয় করে জলে প্রবেশ করছেন ।।

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৪) ১৩৮৯. অভ্রাতৃব্যো অনা ত্বমনাপিরিন্দ্র জনুষা সনাদসি। যুধেদাপিত্বমিচ্ছসে ।। ১ ।। ১৩৯০. ন কী রেবন্তং সখ্যায় বিন্দসে পীয়ন্তি তে সুরাশ্বঃ। যদা কৃণোষি নদনুং সমূহস্যাদিৎ পিতেব হূয়সে। ২ ।। (সূক্ত ৫) ১৩৯১· আ ত্বা সহস্রমা শতং যুক্তা রথে হিরণ্যয়ে। ব্রহ্মযুজো হরয় ইন্দ্র কেশিনো বহন্তু সোমপীতয়ে ।। ১ ।। ১৩৯২· আ ত্বা রথে হিরণ্যয়ে হরী ময়ূরশেপ্যা। শিতিপৃষ্ঠা বহতাং মধ্বো অন্ধসো বিবক্ষণস্য পীতয়ে ।। ২ ।। ১৩৯৩. পিবা ত্বস্য গির্বণঃ সুতস্য পূর্বপা ইব। পরিষ্কৃতস্য রসিন ইয়মাসুতিশ্চারুর্মদায় পত্যতে ।। ৩ ।। (সূক্ত ৬) ১৩৯৪· আসোতা পরি ষিঞ্চতাশ্বং ন স্তোমমপ্তুরং রজস্তুরম্। বনপ্রক্ষমুদপ্রুতম্ ।। ১ ।। ১৩৯৫. সহস্রধারং বৃষভং পয়োদুহং প্রিয়ং দেবায় জন্মনে। ঋতেন য ঋতজাতো বি বাবৃধে রাজা দেব ঋতং বৃহৎ ।। ২ ।।

অনুবাদ ঃ ১৩৮৯. হে ইন্দ্র, বাস্তবিক তুমি শত্রুহীন, আর জন্মাবধি তুমি বন্ধুহীন। তুমি কেবল যুদ্ধের দ্বারাই বন্ধুত্বলাভ করিতে ইচ্ছা কর ।। ১৩৯০. যারা সুরা-পানের দ্বারা নিজেদের ব্যাপ্ত করে, তারা ইন্দ্রকে হিংসা করে, (অর্থাৎ সুরাপানে মত্ত হয়ে তারা নিজেদের ইন্দ্রের সমান মনে করে)। হে ইন্দ্র, তুমি কেন ধনবানকে সখ্য-তার জন্য প্রাপ্ত হও না ? তুমি যখন গর্জন (=মেঘধ্বনি) করতে থাক, তখন সকলেই

(ভয়) তোমাকে বাবা বলে ডাকে ॥ ১৩৯১. হে ইন্দ্র, উদকহরণের জন্য বেগবান, স্তুতিযুক্ত, শতসহস্র কিরণরাশি তোমাকে সোমপানের জন্য বহন করুক ॥ ১৩৯২. শ্বেতপৃষ্ঠ, ময়ূরের মত রূপবিশিষ্ট অশ্বরশ্মিগণ তোমাকে সদাবর্ধনশীল মধুর সোমপানের জন্য হিরণ্ময় রথে বহন করে আনুক ॥ ১৩৯৩. হে স্তুতিপ্রিয় সোম, প্রথম সোমপানকারীরূপে এখনই এই অভিষুত সোম পান কর ; এই সোম রসযুক্ত ও পরিষ্কৃত। এই শোভন মদকর রস উৎসাহসামর্থ্যযুক্ত ॥ ১৩৯৪. যিনি অশ্বের মত গতিসম্পন্ন ও স্তবযুক্ত, যিনি বৃষ্টিপ্রদানকারী ও অন্তরিক্ষচারী, যিনি উদকের দ্বারা পরিপ্লুত হয়ে বনে বনে শব্দ সহকারে প্রবেশ করেন, সেই সোমকে সর্বদিকে সেচন কর ॥ ১৩৯৫ যিনি সহস্রধারায় জলকে দোহন করছেন এবং দেবগণের প্রিয়, যিনি যজ্ঞের দ্বারা ঋতরূপে জাত (ঋত = যজ্ঞ, জল) এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, তিনি রাজা সোমদেব এবং মহান সত্যস্বরূপ ॥

তৃতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৭) ১৩৯৬. অগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনদ্ দ্রবিণস্যুর্বিপন্যয়া। সমিদ্ধঃ শুক্র আহুত ॥ ১ ॥ ১৩৯৭ গর্ভে মাতুঃ পিতুষ্পিতা বিদিদ্যুতানো অক্ষরে। সীদন্নৃতস্য যোনিমা ॥ ২ ॥ ১৩৯৮. ব্রহ্ম প্রজাবদা ভর জাতবেদো বিচর্ষণে। অগ্নে যদ্ দীদয়দ্ দিবি ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৮) ১৩৯৯. অস্য প্রেষা হেমনা পূয়মানো দেবো দেবেভিঃ সমপৃক্ত রসম্। সুতঃ পবিত্রং পর্যেতি রেভন্ মিতেব সদ্ম পশুমন্তি হোতা ॥ ১ ॥ ১৪০০. ভদ্রা বস্ত্রা সমন্যাভবসানো মহান্ কবির্নিবচনানি শংসন্। আ বচ্যস্ব চম্বোঃ পূয়মানো বিচক্ষণো জাগৃবির্দেববীতৌ ॥ ২ ॥ ১৪০১. সমু প্রিয়ো মৃজ্যতে সানো অব্যে যশস্তরো যশসাং ক্ষৈতো অস্মে। অভি স্বর ধন্বা পূয়মানো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৯) ১৪০২. এতো ন্বিন্দ্রং স্তবাম শুদ্ধং শুদ্ধেন সাম্না। শুদ্ধৈরুক্থৈর্বাবৃধ্বাংসং শুদ্ধৈরাশীর্বান্মমত্তু ॥ ॥ ১ ॥ ১৪০৩. ইন্দ্র শুদ্ধো ন আ গহি শুদ্ধঃ শুদ্ধাভিরূতিভিঃ। শুদ্ধো রয়িং নি ধারয় শুদ্ধো মমদ্ধি সোম্য ॥ ২ ॥ ১৪০৪. ইন্দ্র শুদ্ধো হি নো রয়িং শুদ্ধো রত্নানি দাশুষে। শুদ্ধো বৃত্রাণি জিঘ্নসে শুদ্ধো বাজং সিষাসসি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১৩৯৬. মেঘপুঞ্জ হননের জন্য (= আবরক শক্তিকে বারবার বিনাশের জন্য) অগ্নি মেধাশক্তির দ্বারা সতত গমন স্বভাবযুক্ত। তিনি প্রাণসন্দীপ্ত, জ্যোতিষ্মান, সকল কামনায় আহুত॥ ১৩৯৭. মাতৃ পৃথিবীর গর্ভে অন্নের পালয়িতা, অর্জিত জলমধ্যে দীপ্তরূপে অবস্থিত অগ্নি জলের উৎপত্তিস্থানে গিয়ে বসলেন ॥ ১৩৯৮. হে জাতবেদা সর্বদর্শী অগ্নি, যে অন্ন বহু প্রজা ধারণক্ষম, যা দ্যুলোকে দীপ্তি লাভ করে, সেরূপ অন্ন আন ॥ ১৩৯৯ উজ্জলকান্তি উদকের দ্বারা প্রেরিত হয়ে ক্ষরণশীল সোম দেবগণের সহায়তায় উদককে মধুর রসযুক্ত করলেন। অভিষুত সোম জলকে ঘিরে শব্দ করতে করতে সর্বধনযুক্ত অগ্নির গৃহে (= পৃথিবীতে) পরিচিত ব্যক্তির মত প্রবেশ করলেন ॥ (৫২৬ মন্ত্র দ্রষ্টব্য) ॥ ১৪০০. কল্যাণকর প্রাণশক্তিতে আচ্ছাদিত হয়ে মহান কবি সোম অনেক প্রকার বাক্য বলছেন (= নানাপ্রকার মেঘধ্বনি করছেন)। হে সোম, তুমি পরিশুদ্ধ হয়ে দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যে বিস্তৃত হও ; সর্বদ্রষ্টা সোমদেব যজ্ঞকর্মে অপ্রমত্ত ॥ ১৪০১. এই প্রিয় সোম যিনি পৃথিবীতে সকল যশস্বী অপেক্ষা অধিক যশস্বী, তিনি আমাদের জন্য মেঘশিখরে রশ্মিতে পরিশোধিত হন। হে সোম, তুমি শোধনকালে অন্তরিক্ষে শব্দ করে থাক ;

হে সোমরাশি, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিবাক্যের দ্বারা পালন কর ॥ ১৪০২. শীঘ্র এস, এখনই শুদ্ধ ইন্দ্রকে স্তব করবো শুদ্ধ সামগানে। শুদ্ধ উক্থের দ্বারা (=সামগানের দ্বারা) শুদ্ধ সোমরসের দ্বারা বর্ধিত ইন্দ্র আনন্দিত হোন ॥ ১৪০৩. হে ইন্দ্র, তুমি শুদ্ধ, তুমি এস। তুমি, শুদ্ধ শুদ্ধ রক্ষাকর্মের সঙ্গে আগমন কর। তুমি শুদ্ধ, তুমি ধন ধারণ কর। তুমি শুদ্ধ ও সোম্য, তুমি হৃষ্ট হও ॥ ১৪০৪. হে ইন্দ্র, তুমি শুদ্ধ, আমাদের ধন দান কর। তুমি শুদ্ধ, ভক্তকে সকল রত্ন দাও। তুমি শুদ্ধ, মেঘপুঞ্জকে হনন করে থাক। তুমি শুদ্ধ, অন্নদান করতে ইচ্ছা করে থাক ॥

চতুর্থ খণ্ড : (সূক্ত ১০) ১৪০৫. অগ্নে স্তোমং মনামহে সিধ্রমদ্য দিবিস্পৃশঃ। দেবস্য দ্রবিণস্যবঃ ॥ ১ ॥ ১৪০৬. অগ্নির্জুষত নো গিরো হোতা যো মানুষেষ্বা। স যক্ষদ্ দৈব্যং জনম্ ॥ ২ ॥ ১৪০৭. ত্বমগ্নে সপ্রথা অসি জুষ্টো হোতা বরেণ্যঃ। ত্বয়া যজ্ঞং বি তন্বতে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১১) ১৪০৮. অভি ত্রিপৃষ্ঠং বৃষণং বয়োধামঙ্গোষিণমবাবশন্ত বাণীঃ। বনা বসানো বরুণো ন সিন্ধূর্বি রত্নধা দয়তে বার্যাণি ॥ ১ ॥ ১৪০৯. শূরগ্রামঃ সর্ববীরঃ সহাবাঞ্জেতা পবস্ব সনিতা ধনানি। তিগ্মায়ুধঃ ক্ষিপ্রধন্বা সমৎস্বষাঢ়ঃ সাহ্বান্ পৃতনাসু শত্রূন্ ॥ ২ ॥ ১৪১০. উরুগব্যূতিরভয়ানি কৃণ্বন্ৎসমীচীনে আ পবস্বা পুরন্ধী। অপঃ সিষাসন্নুষসঃ স্বর্গাঃ সং চিক্রদো মহো অস্মভ্যং বাজান্ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১২) ১৪১১. ত্বমিন্দ্র যশা অস্যৃজীষী শবসস্পতিঃ। ত্বং বৃত্রাণি হংস্যপ্রতীন্যেক ইৎ পূর্বনুত্তশ্চর্ষণীধৃতিঃ ॥ ১ ॥ ১৪১২. তমু ত্বা নূনমসুর প্রচেতসং রাধো ভাগমিবেমহে। মহীব কৃত্তিঃ শরণা ত ইন্দ্র প্র তে সুম্না নো অশ্নুবন্ ॥ ২ ॥ (সূক্ত ১৩) ১৪১৩. যজিষ্ঠং ত্বা ববৃমহে দেবং দেবত্রা হোতারমমর্ত্যম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ ॥ ১ ॥ ১৪১৪. অপাং নপাতং সুভগং সুদীদিতিমগ্নিম্ শ্রেষ্ঠশোচিষম্। স নো মিত্রস্য বরুণস্য সো অপামা সুম্নং যক্ষতে দিবি ॥ ২ ॥

অনুবাদ : ১৪০৫. হে অগ্নি, আজ আমরা ধনপ্রার্থী হয়ে দ্যুলোকস্পর্শী দেবতা তোমার উদ্দেশে ফলপ্রদ এই সামগান করছি ॥ ১৪০৬. দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি যিনি মানুষের মধ্যে অবস্থান করেন তিনি আমাদের স্তুতিতে প্রীত হোন। তিনি দিব্যজনের পূজা করেন ॥ ১৪০৭. হে অগ্নি, তুমি সকলের প্রিয়, দেবগণের আহ্বানকারী, বরণীয়, তুমি সর্বত্র বিস্তৃত হও। তোমার দ্বারাই যজ্ঞ বিস্তার লাভ করে ॥ ১৪০৮. তিনলোকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বর্ষণশীল, বলশালী, স্তুতিযুক্ত সোমকে লক্ষ্য করে কামনাযুক্ত বাক্যসকল যাচ্ছে। উদকের বসন পরা বরুণ যেমন নদীকে জলদান করেন, তেমনি রত্নধারক সোম বরণীয় ধন দান করেন ॥ ১৪০৯. হে সোম, তুমি বহুবীরযুক্ত এবং শ্রেষ্ঠবীর, অতুল ক্ষমতাসম্পন্ন, জেতা, ও ধনজয়ী ; তুমি ক্ষরিত হও। তুমি তীক্ষ্ণ আয়ুধযুক্ত ও ক্ষিপ্রহস্ত ধনুর্ধর (=তোমার তীক্ষ্ণ রশ্মিসমূহ ঈদৃশ গুণসম্পন্ন যার সহায়তায় তুমি মেঘরূপ শত্রুকে হনন কর) ; তুমি যুদ্ধে অপরাজিত এবং শত্রু পরাভবকারী ॥ ১৪১০. হে সোম, তোমার গমনপথ অতিবিস্তৃত ; তুমি অভয়দান করতে করতে দ্যু ও পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত থেকে ক্ষরিত হও। তুমি জল দান করলে পর, আকাশ পরিষ্কার হয়ে ঊষার আলোক দেখা দেয়। সূর্যকে এবং রশ্মিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তুমি ধ্বনি করে আমাদের জন্য প্রচুর অন্ন দিয়ে থাক ॥ ১৪১১. হে ইন্দ্র, তুমি বলপতি, সোমবান ও যশস্বী ; তুমি একাই অপ্রতিহতগতিতে বৃত্র হনন কর ; তুমিই জনগণপালক ॥ ১৪১২. হে

প্রাণবান ইন্দ্র, তুমি প্রকৃষ্টজ্ঞানী, তোমার যে ধন আছে, তার এক অংশ কামনা করি। হে ইন্দ্র, দ্যুলোকে তোমার যে গৃহ তা তোমার যশ ও অন্নের মতই মহৎ ; তোমার সুখ আমাদের ব্যাপ্ত করুক ।। ১৪১৩· হে অগ্নি, তুমি শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিক, দেবগণের দেব, তুমি হোতা, তুমি অমর ; এই যজ্ঞের সুকর্মা তোমাকে আমরা বরণ করি ॥ ১৪১৪· বিদ্যুৎ মাধ্যমিক (অপাং নপাৎ = অন্তরিক্ষে অবস্থিত বিদ্যুৎ), সুভগ, সুদীপ্তিকারী, উত্তম জ্যোতি অগ্নিকে স্তব করি। তিনি আমাদের সুখের জন্য মিত্র ও বরুণের, এবং তিনি আমাদের জন্য দ্যুলোকে জলের মধ্যে অবস্থিত থেকে যজ্ঞ করেন ।।

পঞ্চম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৪) ১৪১৫. যমগ্নে পৃৎসু মর্ত্যমবা বাজেষু যং জুনাঃ। স যন্তা শশ্বতীরিষঃ ।। ১ ।। ১৪১৬. ন কিরস্য সহন্ত্য পর্যেতা কয়স্য চিৎ। বাজো অস্তি শ্রবায্যঃ ।। ২ ।। ১৪১৭. স বাজং বিশ্বচর্ষণিরর্বদ্ভিরস্তু তরুতা। বিপ্রেভিরস্তু সনিতা ।। ৩ ।। (সূক্ত ১৫) ১৪১৮ সাকমুক্ষো মর্জয়ন্ত স্বসারো দশ ধীরস্য ধীতয়ো ধনুত্রীঃ। হরিঃ পর্যদ্রবজ্জাঃ সূর্যস্য দ্রোণং ননক্ষে অত্যো ন বাজী ॥ ১ ॥ ১৪১৯ সং মাতৃভির্ন শিশুর্বাবশানো বৃষা দধন্বে পুরুবারো অদ্ভিঃ। মর্যো ন যোষামভি নিষ্কৃতং যন্ৎসং গচ্ছতে কলশ উস্রিয়াভিঃ ।। ২ ।। ১৪২০. উত প্র পিপ্য ঊধরঘ্ন্যায়া ইন্দুর্ধারাভিঃ সচতে সুমেধাঃ। মূর্ধানং গাবঃ পয়সা চমূষ্বভি শ্রীণন্তি বসুভির্ন নিক্তৈঃ ।। ৩ ।। (সূক্ত ১৬) ১৪২১ পিব সুতস্য রসিনো মৎস্বা ন ইন্দ্র গোমতঃ। আপির্নো বোধি সধমাদ্যো বৃধেঽস্মাং অবন্তু তে ধিয়ঃ ।। ১ ।। ১৪২২. ভূয়াম তে সুমতৌ বাজিনো বয়ং মা ন স্তরভিমাতয়ে। অস্মাং চিত্রাভিরবতাদভিষ্টিভিরা নঃ সুম্নেষু যাময় ।। ২ ।। (সূক্ত ১৭) ১৪২৩. ত্রিরস্মৈ সপ্ত ধেনবো দুদুহ্রিরে সত্যামাশিরং পরমে ব্যোমনি। চত্বার্যন্যা ভুবনানি নির্ণিজে চারূণি চক্রে যদৃ ঋতৈরবর্ধত ।।১ ।। ১৪২৪ স ভক্ষমাণো অমৃতস্য চারুণ উভে দ্যাবা কাব্যেনা বি শশ্রথে। তেজিষ্ঠা অপো মংহনা পরি ব্যত যদী দেবস্য শ্রবসা সদো বিদুঃ ।। ২ ।। ১৪২৫. তে অস্য সন্তু কেতবোঽমৃত্যবোঽদাভ্যাসো জনুষী উভে অনু। যেভির্নৃম্ণা চ দেব্যা চ পুনত আদিদ্ রাজানং মনন অগৃভ্ণত ।। ৩ ।।

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, যে মানুষকে জীবন সংগ্রামে রক্ষা কর, যে মানুষকে অন্নের জন্য সংগ্রামে প্রেরণ কর, সেই মানুষ প্রচুর অন্ন লাভ করে ।। ১৪১৬· হে সহনশীল অগ্নি, তোমার ভক্ত মানুষের কোন আক্রমণকারী নেই। এরূপ মানুষের শ্রবণীয় প্রখ্যাত অন্নবল থাকে ।। ১৪১৭ সেই বিশ্বদ্রষ্টা অগ্নি তাঁর ধাবমান রশ্মিসহায়ে জীবনসংগ্রামে ত্রাতা হোন এবং রশ্মিগণের সহায়তায় সুফলদাতা হোন। (বিপ্রেভিঃ—বিপ্রঃ = অগ্নি। বিপ্রেভিঃ = অগ্নির রশ্মিসমূহের দ্বারা। অগ্নি-রশ্মিই সকল কর্ম সম্পন্ন করেন। ভাষ্যকারগণ বিপ্রেভিঃ শব্দের অর্থ করেছেন, ঋত্বিকগণের দ্বারা') ।। ১৪১৮. ধনুর মত আকৃতি ধারণ করে দশটি ভগিনী (= দশ দিকে অবস্থিত অগ্নিশিখা) একসঙ্গে জলসেচের দ্বারা ধীমান সোমাকে শোধন করে (ঊর্ধ্বে) প্রেরণ করেছেন। হরিৎবর্ণ সোম বেগবান ঘোড়ার মত সূর্য হতে জাত ইতস্তত ভ্রমণকারী মেঘ পানে ধাবিত হলেন ।। ১৪১৯. মায়েরা যেমন আদরপূর্বক শব্দ করে শিশুকে ধারণ করেন তেমনি রসবর্ষণকারী সোম শব্দপূর্বক দেশদেশান্তরব্যাপী মেঘকে ধারণ করেছেন। পুরুষ যেমন নারীর দিকে গমন করে, তেমনি ইনি যাচ্ছেন রশ্মিবাহিত হয়ে মেঘের প্রতি। ১৪২০. সুমেধা সোম মেঘ রূপ গাভীর ঊধ (= আপীন) দোহন করে ধারার আকারে বারিরাশি ক্ষরিত করছেন। সোমদেব যখন ঊর্ধ্বদেশে জলাধারে (= মেঘের মধ্যে) গিয়ে বসলেন, তখন জলরাশি তাঁকে-

দুগ্ধফেননিভ জলের আবরণে তাঁকে ঢেকে দিল ।। ১৪২১. হে ইন্দ্র, আমাদের দেওয়া উদকযুক্ত এই রসাল সোম পান করে হৃষ্ট হও। তুমি আমাদের বন্ধু বলে মনে কর ; সোমপানে হৃষ্ট হয়ে তোমার ধী বুদ্ধি হোক আমাদের রক্ষার জন্য ।। ১৪২২. (হে ইন্দ্র) অন্নবান আমরা তোমার কল্যাণময়ী বুদ্ধিতে যেন আশ্রয় পাই ; কাপট্যের জন্য আমাদের ত্যাগ কোরো না ; নানাবিধ উপায়ে আমাদের রক্ষা কর, আমাদের সুখে রাখ ।। ১৪২৩. পরম আকাশে অবস্থিত তিন ভুবনের সাত প্রকার বাক্ (বা রশ্মি) উদকের শ্রেষ্ঠ অংশকে সোমদেবের জন্য পুনঃ পুনঃ দোহন করেন। অন্য যে মনোরম চার ভুবন উজ্জ্বল আকাশে চক্রাকারে আবর্তিত হয় তা সত্যের নিয়মে বর্ধিত হয় ।। (পূর্বে ৫৬০ মন্ত্র দ্রষ্টব্য) ।। ১৪২৪. তিনি (=সোমদেব) সুখকর অমৃতজল পেতে ইচ্ছা করে দ্যু ও পৃথিবী উভয়কে অবিশ্রান্ত গমনের দ্বারা পৃথক করে ফেললেন (=দ্যু ও পৃথিবীর মধ্যাকাশ) অবস্থানের দ্বারা উভয়কে পৃথক করলেন) । যখন সোমদেবের বাসস্থান (=মধ্যাকাশ) অন্নযুক্ত হোল (=মেঘাকৃতি জলে পূর্ণ হোল) তখন তিনি নিজ মাহাত্ম্যে উত্তমজ্যোতিযুক্ত জলের মধ্যে ব্যাপ্ত হলেন ।। ১৪২৫. দুই প্রকারে জন্মলাভ করে (=একবার উর্ধ্বাকাশে মেঘরূপে, আর একবার বৃষ্টিরূপে) বারিরাশি সকল কিছু রক্ষা করুক ; সোমরসের ঔজ্জ্বল্য হোক অবিনাশী ও অক্ষয়, যা প্রজ্ঞাসহায়ে রশ্মিরূপ সেনাবলের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে এবং পালিকাশক্তির দ্বারা রক্ষিত হয়ে সোমরাজাকে ধারণ করে থাকে ।।

ষষ্ঠ খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৮) ১৪২৬. অভি বায়ুং বীত্যর্ষা গৃণানোঽভি মিত্রাবরুণা পূয়মানঃ । অভী নরং ধীজবনং রথেষ্ঠামভীন্দ্রং বৃষণং বজ্রবাহুম্ ।। ১ ।। ১৪২৭. অভি বস্ত্রা সুবসনান্যর্ষাভি ধেনুঃ সুদুঘাঃ পূয়মানঃ । অভি চন্দ্রা ভর্তবে নো হিরণ্যাভ্যশ্বান্ রথিনো দেবসোম ।। ২ ।। ১৪২৮. অভী নো অর্ষ দিব্যা বসূন্যভি বিশ্বা পার্থিবা পূয়মানঃ । অভি যেন দ্রবিণমশ্নবামাভ্যার্ষেয়ং জমদগ্নিবন্নঃ ।। ৩ ।। (সূক্ত ১৯) ১৪২৯. যজ্জায়থা অপূর্ব্য মঘবন্ বৃত্রহত্যায় । তৎ পৃথিবীমপ্রথয়-স্তদস্তভ্না উতো দিবম্ ।। ।। ১৪৩০. তৎ তে যজ্ঞো অজায়ত তদর্ক উত হস্কৃতিঃ তদ্বিশ্বমভিভূরসি যজ্জাতং যচ্চ জন্ত্বম্ ।। ২ ।। ১৪৩১ আমাসু পক্বমৈরয় আ সূর্যং রোহয়ো দিবি । ঘর্মং ন সামন্তপতা সুবৃক্তিভির্জুষ্টং গির্বণসে বৃহৎ ।। ৩ ।। (সূক্ত ২০) ১৪৩২ মৎস্যপায়ি তে মহঃ পাত্রস্যেব হরিবো মৎসরো মদঃ । বৃষা তে বৃষ্ণ ইন্দুর্বাজী সহস্রসাতমঃ ।। ১ ।। ১৪৩৩. আ নস্তে গন্তু মৎসরো বৃষা মদো বরেণ্যঃ । সহাবাঁ ইন্দ্র সানসিঃ পৃতনাষাড়মর্ত্যঃ ।। ২ ।। ১৪৩৪ ত্বং হি শূরঃ সনিতা চোদয়ো মনুষো রথম্ । সহাবান্ দস্যুমব্রতমোষঃ পাত্রং ন শোচিষা ।। ৩ ।

অনুবাদ ঃ ১৪২৬. (হে সোম), বায়ু তোমাকে পান করবে বলে তুমি তার দিকে শোধিত হয়ে স্তবযুক্ত হয়ে গমন কর, তুমি মিত্র ও বরুণের দিকে যাও ; যে মানুষ ভক্তির উদ্দীপনায় আত্মহারা তার দিকে যাও , গতিযুক্ত বর্ষণকারী বজ্রবাহু ইন্দ্রের দিকে যাও ।। ১৪২৭. হে সোমদেব, তুমি শোধিত হয়ে উদকক্ষরণকারিণী বাক্‌কে নিয়ে এস, আর সেই সঙ্গে বারিরাশিরূপ বস্ত্রের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হয়ে এস ; আর আন মনের আহ্লাদকারী উজ্জ্বল সুবর্ণ আলোকরাশি যা উত্তম গতিযুক্ত ।। ১৪২৮. (হে সোম), তুমি শোধিত হয়ে দ্যুলোকের ধন আমাদের জন্য আন ; আর আন পার্থিব সকল ধন, যে ধনে আমরা যজ্ঞসম্পাদক ঋষিগণের মত ব্যাপ্তি লাভ করতে

পারি ।। ১৪২৯: হে অপূর্ব মঘবা ইন্দ্র, তুমি মেঘ হননের জন্য যখন জন্মেছ তখন পৃথিবীকে করেছ প্রথিত আর দ্যুলোককে করেছ স্তব্ধ ।। ১৪৩০. তখন তোমার জন্য যজ্ঞ উৎপন্ন হোল, আর উৎপন্ন হোল বজ্রবিদ্যুৎ এবং তার উচ্চানিনাদের হাসি। আর সেই বিদ্যুৎ দিয়েই তুমি যা জন্মেছে এবং যা জন্মাবে তার সকল কিছুই করলে অভিভূত ।। ১৪৩১ (হে ইন্দ্র), তুমি অপক্ব বস্তুতে (=অপরিণত বস্তু) অবস্থিত থেকে পক্ববস্তুকে প্রেরণ কর (=পক্ববস্তুতে পরিণত কর) সূর্যকে দ্যুলোকে স্থাপন কর। রসহরণকারী আদিত্যের মত (ঘর্মং=রসহরণকারী আদিত্য —নিরুক্ত) শোভনকর্মের দ্বারা প্রিয় বৃহৎ সামগানকে স্তুতিপ্রিয় সূর্যের জন্য পক্ব করেছ (তপত=পক্ব করেছ—নিরুক্ত) ।। [গিবর্ণসঃ শব্দে এই স্থলে সূর্যকে বোঝাচ্ছে] ।। ১৪৩২. হে হরিবাহন ইন্দ্র (=রশ্মিবাহন ইন্দ্র), পাত্রে (=জলাধারে) স্থাপিত আনন্দকর, বর্ষণশীল, সহস্র দানযুক্ত মহান সোমের মত তুমিও আনন্দময় ।। ১৪৩৩. হে ইন্দ্র, আনন্দকর, বর্ষণশীল, মত্ত, বরণীয়, মেঘরূপ শত্রুপরাভবকারী বলবান অমরণধর্মা সোম তোমাকে প্রাপ্ত হোক ।। ১৪৩৪. হে ইন্দ্র, তুমি বীর, তুমি দাতা, তুমি বলবান ; তুমি মানুষের (মঙ্গলের জন্য) মেঘরূপী রথকে প্রেরণ কর ; জলদান করে না এমন যে মেঘ (দস্যু=মেঘ) তাকে তেজের দ্বারা ভগ্ন কর ।।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

।। সূক্ত সংখ্যা ২০, মন্ত্রসংখ্যা ৫৪ ।। দেবতা (সূক্তানুসারে) ১।৩।১৫ পবমান সোম, ২।৪।৬।৭।১৪।১৯।২০ ইন্দ্র, ৫ সূর্য, ৮ সরস্বান্ ও সরস্বতী, ৯০ সবিতা, ১১ ব্রহ্মণস্পতি, ১২।১৬।১৭ অগ্নি, ১৩ মিত্র ও বরুণ, ১৮ অগ্নি বা হবি ।। ছন্দ ১।৩।৪।৮।১৭।১৬ (২, ৩)। ১৮ গায়ত্রী, ২ (১-৩) অনুষ্টুপ্, ২ (৪) বৃহতী, ৫ জগতী, ৬।৭ প্রগাথ বার্হত, ১৪।১৯ ত্রিষ্টুপ্, ১৯ (১) বর্ধমানা গায়ত্রী, ২০ (১) অষ্টি, ২০ (২, ৩) অতি শক্করী ।। ঋষি ১ কবি ভার্গব, ২।৯।১৬ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য; ৩ অসিত কাশ্যপ বা দেবল, ৪ সুকক্ষ আঙ্গিরস, ৫ বিভ্রাট্ সৌর্য, ৬।৮ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৭ ভর্গ প্রাগাথ, ১০।১৭ বিশ্বামিত্র গাথিন, ১১ মেধাতিথি কাণ্ব, ১২ শত বৈখানস, ১৩ যজত আত্রেয়, ১৪ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ১৫ উশনা কাব্য, ১৮ হর্যত প্রাগাথ, ১৯ বৃহদ্দিব আথর্বণ, ২০ গৃৎসমদ শৌনক ।।

প্রথম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১) ১৪৩৫. পবস্ব বৃষ্টিমা সু নোঽপামূর্মিং দিবস্পরি। অযক্ষ্মা বৃহতীরিষঃ ॥ ১ ॥ ১৪৩৬. তয়া পবস্ব ধারয়া যয়া গাব ইহাগমন্। জন্যাস উপ নো গৃহম্ ॥ ২ ॥ ১৪৩৭. ঘৃতং পবস্ব ধারয়া যজ্ঞেষু দেববীতমঃ। অস্মভ্যং বৃষ্টিমা পব ॥ ৩ ॥ ১৪৩৮. স ন ঊর্জং ব্যতব্যয়ং পবিত্রং ধাব ধারয়া। দেবাসঃ শৃণবন্ হি কম্ ॥ ৪ ॥ ১৪৩৯. পবমানো অসিষ্যদদ্ রক্ষাংস্যপজঙ্ঘনৎ। প্রত্নবদ্ রোচয়ন্ রুচঃ ॥ ৫ ॥ (সূক্ত ২) ১৪৪০. প্রত্যস্মৈ পিপীষতে বিশ্বানি বিদুষে ভর। অরঙ্গমায় জগ্ময়েঽপশ্চাদধ্বনে নরঃ ॥ ১ ॥ ১৪৪১. এমেনং প্রত্যেতন সোমেভিঃ সোমপাতমম্। অমত্রেভিৰ্ঋজীষিণমিন্দ্র সুতেভিরিন্দুভিঃ ॥ ২ ॥ ১৪৪২. যদী সুতেভিরিন্দুভিঃ সোমেভিঃ প্রতিভূষথ। বেদা বিশ্বস্য মেধিরো ধৃষৎ তং তমিদেষতে.

॥ ৩ ॥ ১৪৪৩ অস্মা অস্মা ইদন্ধসোঽধ্বর্যো প্র ভরা সুতম্। কুবিৎ সমস্য জেন্যস্য শর্ধতোঽভিশস্তেরবস্পরৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ ১৪৩৫. (হে সোম), আমাদের জন্য সকল দিকে বৃষ্টি বর্ষণ কর, আকাশে জলের তরঙ্গ সৃষ্টি কর, অক্ষয় প্রচুর অন্ন আন ॥ ১৪৩৬. তুমি সেই ধারাতে ক্ষরিত হও, যাতে উৎপন্ন জলরাশি আমাদের গৃহে এসে উপস্থিত হয় ॥ ১৪৩৭. তুমি সকল যজ্ঞকর্মে (= বৃষ্টিদানরূপ সৎকর্মে) দেবগণের উপস্থিতি কামনা কর ; তুমি ধারারূপে ঘৃতরূপ জল ক্ষরিত কর ; আমাদের কাছে বৃষ্টি নিয়ে এস ॥ ১৪৩৮. তুমি নিষ্পীড়নের দ্বারা উৎপন্ন হয়ে (= বজ্রদ্বারা মেঘ নিষ্পীড়িত হলে জল উৎপন্ন হয়) ধারারূপে অক্ষয় অন্নরূপ জলধারাকে ক্ষরিত কর ; জলের সেই ক্ষরণ ধ্বনি দেবগণ শ্রবণ করুন ॥ ১৪৩৯. শোধিত সোম ক্ষরিত হয়ে প্রবাহিত হলেন ; যাদের হাত থেকে জীবনরক্ষা প্রয়োজন (= মহামারী রোগ প্রভৃতি) তাদের বিনাশ করলেন ; তাঁর শাশ্বত জ্যোতিঃপুঞ্জ সকলদিকে ছড়িয়ে পড়লো ॥ ১৪৪০. (হে দেবগণ), সর্ববেত্তা পিপাসিত ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমরা সমস্ত সোম অর্পণ কর ; তিনি সর্বগামী, সকল যজ্ঞের নায়ক, অগ্রণী ॥ ১৪৪১ (হে দেবগণ), তোমরা উত্তম সোমপানকারী ইন্দ্রের কাছে সকল সোমরস নিয়ে উপস্থিত হও ; অশ্বশক্তিযুক্ত বলবান ইন্দ্রের কাছে অভিষুত সোমরসে পরিপূর্ণ ভাণ্ডার উপস্থিত কর ॥ ১৪৪২. তোমরা যখন দীপ্ত অভিষুত সোমরসের ভাণ্ডার নিয়ে ইন্দ্রের কাছে উপস্থিত হও, তখন যজ্ঞকারী মেধাবী ইন্দ্র সে বিষয় জানতে পেরে মেঘরূপ শত্রু সংহার করে মনোভিলাষ পূর্ণ করেন ॥ ১৪৪৩. হে অধ্বর্যু (= হে সূর্যরূপী ঋত্বিক্), তুমি কেবলমাত্র ইন্দ্রকেই সোমাখ্য অন্নের অভিষুত রস প্রদান করে থাক, যিনি অতি উৎসাহী হয়ে মেঘরূপ শত্রুর হাত থেকে জল জিতে নিয়ে আমাদের সকলপ্রকার দ্বেষহিংসা থেকে রক্ষা করেন ॥

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৩) ১৪৪৪. বভ্রবে নু স্বতবসেঽরুণায় দিবিস্পৃশে। সোমায় গাথমর্চত ॥ ১ ॥ ১৪৪৫ হস্তচ্যুতেভিরদ্রিভিঃ সুতং সোমং পুনীতন। মধাবা ধাবতা মধু ॥ ২ ॥ ১৪৪৬ নমসেদুপসীদত দধ্নেদভি শ্রীণীতন। ইন্দুমিন্দ্রে দধাতন ॥ ৩ ॥ ১৪৪৭. অমিত্রহা বিচর্ষণিঃ পবস্ব সোম শং গবে। দেবেভ্যো অনুকামকৃৎ ॥ ৪ ॥ ১৪৪৮. ইন্দ্রায় সোম পাতবে মদায় পরিষিচ্যসে। মনশ্চিন্মনসস্পতিঃ ॥ ৫ ॥ ১৪৪৯. পবমান সুবীর্যং রয়িং সোম রিরীহি নঃ। ইন্দবিন্দ্রেণ নো যুজা ॥ ৬ ॥ (সূক্ত ৪) ১৪৫০. উদ্ঘেদভি শ্রুতামঘং বৃষভং নর্যাপসম্। অস্তারমেষি সূর্য ॥ ১ ॥ ১৪৫১. নব যো নবতিং পুরো বিভেদ বাহ্বোজসা। অহিং চ বৃত্রহাবধীৎ ॥ ২ ॥ ১৪৫২. স ন ইন্দ্রঃ শিবঃ সখাশ্বাবদ্ গোমদ্ যবমৎ। উরুধারেব দোহতে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১৪৪৪. (হে স্তোতাগণ), তোমরা বভ্রুবর্ণ (= পিঙ্গলবর্ণ), স্ববলভৃত, অরুণবর্ণ, দ্যুলোকস্পর্শী সোমদেবের উদ্দেশে গান কর ॥ ১৪৪৫. তোমরা ক্ষিপ্রভাবে হস্তচালনার দ্বারা অভিষব প্রস্তরের সহায়তায় অভিষুত সোমকে পবিত্র কর ; মধুময় সোমে মধু প্রক্ষেপ কর ॥ ১৪৪৬. সেই পূত সোমের প্রতি নমস্কার করে গমন কর, দধি মিশ্রিত কর ; ইন্দ্রের উদ্দেশে ইন্দু সোমকে প্রদান কর ॥ ১৪৪৭. হে সোম, তুমি শত্রুনাশক, সর্বদ্রষ্টা, দেবগণের কাম্য ; তুমি গোধনের সুখের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ১৪৪৮. হে সোম, তুমি মনের অধিপতি, মননশীল ; ইন্দ্র তোমাকে পান করবেন বলে তুমি ক্ষরিত হয়ে থাক ॥ ১৪৪৯. হে পবমান সোম, তুমি আমাদের জন্য সুবীর্য ধন দান কর, হে ইন্দু, তুমি আমাদের ইন্দ্রের

সঙ্গে (=বলের সঙ্গে) যুক্ত কর ॥ [ইন্দ্রই সকল বলের কারণ] ॥ ১৪৫০. হে সূর্য, যে মানুষ কীর্তিযুক্তধনবিশিষ্ট অভিলাষ পূরণকারী ও মানুষের হিতকারী, সেই উদার পুরুষের জন্য উদিত হও ॥ ১৪৫১-১৪৫২. যিনি নিজ বাহুবলে (=বজ্রাঘাতে) অসংখ্য শত্রুপুরী (=মেঘরূপ শত্রুপুরী) ভেদ করে অহি এবং বৃত্রকে (অহি ও বৃত্র=দুই প্রকার জল প্রদানকারী মেঘ) বধ করেন, সেই শিবস্বরূপ (=সুখকর) বন্ধু ইন্দ্র আমাদের জন্য প্রচুর পয়োবিশিষ্ট গতিযুক্ত, উদক ও বাক্‌যুক্ত, যবযুক্ত ধন গাভীর মত দোহন করেন ॥

তৃতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৫) ১৪৫৩. বিভ্রাড্‌ বৃহৎ পিবতু সোম্যং মধ্বায়ুর্দধদ্‌ যজ্ঞপতাববিহ্রুতম্‌। বাতজুতো যো অভিরক্ষতি ত্মনা প্রজাঃ পিপর্তি বহুধা বি রাজতি ॥ ১ ॥ ১৪৫৪ বিভ্রাড্‌ বৃহৎ সুভৃতং বাজসাতমং ধর্মং দিবো ধরুণে সত্যমর্পিতম্‌। অমিত্রহা বৃত্রহা দস্যুহন্তমং জ্যোতির্জজ্ঞে অসুরহা সপত্নহা ॥ ২ ॥ ১৪৫৫. ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং বিশ্বজিদ্‌ ধনজিদুচ্যতে বৃহৎ। বিশ্বভ্রাড্‌ ভ্রাজো মহি সূর্যো দৃশ উরু পপ্রথে সহ ওজো অচ্যুতম্‌ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৬) ১৪৫৬. ইন্দ্র ক্রতুং ন আ ভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা। শিক্ষা ণো অস্মিন্‌ পুরুহূত যামনি জীবা জ্যোতির-শীমহি ॥ ১ ॥ ১৪৫৭. মা নো অজ্ঞাতা বৃজনা দুরাধ্যোতমাশিবাসোঽবক্রমুঃ। ত্বয়া বয়ং প্রবতঃ শশ্বতীরপোঽতি শূর তরামসি ॥ ২ ॥ (সূক্ত ৭) ১৪৫৮. অদ্যাদ্যা শ্বঃ শ্ব ইন্দ্র ত্রাস্ব পরে চ নঃ। বিশ্বা চ নো জরিতৃন্‌ৎসৎপত অহা দিবা নক্তং চ রক্ষিষঃ ॥ ১৪৫৯ প্র ভঙ্গী শূরো মঘবা তুবীমঘঃ সম্মিশ্লো বীর্যায় কম্‌। উভা তে বাহূ বৃষণা শতক্রতো নি যা বজ্রং মিমিক্ষতুঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ ১৪৫৩. অতি দীপ্ত সূর্যদেব মধুর সোম পান করুন, যজ্ঞকারীর (=সৎকর্মকারীর) আয়ু বৃদ্ধি করুন। তিনি বায়ুদ্বারা প্রেরিত হয়ে প্রজাদের স্বয়ং রক্ষা করেন, পালন করেন ও বহুরূপে বিরাজ করেন ॥ ১৪৫৪. অতি দীপ্ত, অতি বৃহৎ মহান যোদ্ধা, উত্তম অন্নদায়ী, দ্যুলোক হতে ধর্মধারক, জলে সত্যরূপে অর্পিত সত্তা, অমিত্রনাশক, বৃত্রহন্তা, দস্যুহন্তা, আসুরিক প্রাণবধকারী, সকল শত্রুনাশক, জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য (আমাদের জন্য) জাত হয়েছেন ॥ ১৪৫৫. সকল জ্যোতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই জ্যোতিকে বিশ্বজয়ী, ধনজয়ী ও বৃহৎ বলা হয়। যিনি অবিচলিত বল ও তেজঃস্বরূপ, বিশ্বের সকল বস্তুকে যিনি আলোকিত করেন, সেই সূর্য সকলের দর্শনের জন্য অতি বিস্তার লাভ করেন ॥ ১৪৫৬. হে ইন্দ্র, পিতা যেমন পুত্রদের জ্ঞান কর্ম দান করেন, তেমনি তুমিও আমাদের জ্ঞান কর্ম দাও। হে বহুস্তুত দেবতা, আমাদের চলার পথ এমনভাবে অভ্যস্ত কর, যেন আমরা জ্যোতিষ্মান্‌ সূর্যকে নিত্যই প্রাপ্ত হই ॥ ১৪৫৭. (হে ইন্দ্র), আমাদের অজ্ঞাতসারে পাপ, দারিদ্র্য ও অমঙ্গল যেন আক্রমণ না করে। হে শূর, তোমার কল্যাণময় নিত্য আশ্রয়ে থেকে, তোমার কাছে নত হয়ে আমরা সকল কর্ম উত্তীর্ণ হবো ॥ ১৪৫৮. হে ইন্দ্র, তুমি আজ আমাদের রক্ষা কর, আগামী কাল রক্ষা কর, এবং পরে ভবিষ্যতেও রক্ষা কর। হে সৎকর্মের পালক, বিশ্বের সকলকে এবং তোমার স্তবকারী আমাদের দিনে ও রাতে সকল দিনে সব সময়ে রক্ষা কর। ১৪৫৯ সকল বাধা নাশকারী, বীর, মঘবা, বহুধন ইন্দ্র বীর্যের জন্য সুখকে (বা জলকে) সকলের সঙ্গে মিলিত করেন। হে শতক্রতু (=শতকর্মা), তোমার বর্ষণশীল যে দুই বাহু, তা বজ্রকে (উদকের সঙ্গে) মিশ্রিত করুক ॥

চতুর্থ খণ্ড ঃ (সূক্ত ৮) ১৪৬০. জনীযন্তো ন্বগ্রবঃ পুত্রীয়ন্তঃ সুদানবঃ। সরস্বন্তং হবামহে ॥ ১ ॥ (সূক্ত ৯) ১৪৬১. উত নঃ প্রিয়া প্রিয়াসু সপ্তস্বসা সুজুষ্টা। সরস্বতী স্তোম্যা ভূৎ ॥ ১ ॥ (সূক্ত ১০) ১৪৬২. তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১ ॥ ১৪৬৩. সোমানং স্বরণং কৃণুহি ॥ ২ ॥ ১৪৬৪. অগ্ন আয়ূংষি পবসে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১১) ১৪৬৫. তা নঃ শক্তং পার্থিবস্য ॥ ১ ॥ ১৪৬৬ ঋতমৃতেন সপন্তেষিরং দক্ষমাশাতে। অদ্রুহা দেবৌ বর্ধেতে ॥ ২ ॥ ১৪৬৭. বৃষ্টিদ্যাবা রীত্যাপেষস্পতী দানুমত্যাঃ। বৃহন্তং গর্তমাশাতে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১২) ১৪৬৮. যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরি তস্থুষঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি ॥ ১ ॥ ১৪৬৯. যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা হরী বিপক্ষসা রথে। শোণা ধৃষ্ণূ নৃবাহসা ॥ ২ ॥ ১৪৭০. কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্যা অপেশসে। সমুষদ্ভিরজায়থাঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১৪৬০. আমরা সুদানশীল ; আমরা স্ত্রী-পুত্র কামনা করি। আমরা সরস্বান্ দেবকে আহ্বান করি। [সরস্বান্ দেব সম্ভবতঃ সূর্য যিনি উদক প্রেরণ করেন] ॥ ১৪৬১. আর সম্যক্ রূপে সেবিতা, ভগিনীস্বরূপা আদরণীয়া সপ্তনদীর মধ্যে প্রিয়তমা সরস্বতী নদী আমাদের স্তুতিভাজন হোন ॥ ১৪৬২. যিনি আমাদের ধীশক্তিপ্রেরণ করেন, আমরা সেই সবিতাদেবের (= সূর্যদেবের) বরণীয় তেজকে ধ্যান করি ॥ ১৪৬৩. (হে ব্রহ্মের পালক), সোম অভিষবকারীকে প্রখ্যাত কর ॥ ১৪৬৪. হে অগ্নি, তুমি আয়ু দিয়ে থাক ॥ ১৪৬৫. তাঁরা দুজন (= মিত্র ও বরুণ) আমাদের পার্থিব ধন দানে সমর্থ ॥ ১৪৬৬. তাঁরা দুজন বৃষ্টির দ্বারা ঋতকর্মকে (= সত্যের নিয়মে যে কর্ম বারবার ঘুরে আসে) স্পর্শ করেন এবং দক্ষতাকে ব্যাপ্ত করেন। হে দ্রোহরহিত দেবদ্বয়, তোমরা বৃদ্ধি লাভ কর ॥ ১৪৬৭. আকাশ হতে বারিবর্ষণকারী, বাঞ্ছাপূরক, অন্নের অধিপতি দুজন (= মিত্র ও বরুণ) বর্ষণের ফলস্বরূপ বিস্তীর্ণ গমনপথ ব্যাপ্ত করেন ॥ ১৪৬৮. ইন্দ্রই সূর্য, অগ্নি ও বিচরণশীল বায়ুরূপে বিদ্যমান ; ইন্দ্রকে চতুর্দিকের মানুষেরা কর্মে দেবতারূপে নিযুক্ত করে ; ইন্দ্রই দ্যুলোকে নক্ষত্রসমূহরূপে দীপ্তিলাভ করেন ॥ ১৪৬৯. এই নক্ষত্রসমূহ ইন্দ্রের গমনপথের দুই পাশে গতিযুক্ত প্রগল্ভ অভিলাষ সম্পাদনকারী দুই অশ্বকে (= দেশ ও কাল নামক দুই অশ্ব) যুক্ত করেন। ১৪৭০. হে মনুষ্যগণ, আদিত্যরূপী এই ইন্দ্র প্রতিদিন ঊষাকালে প্রজ্ঞাহীনের জন্য প্রজ্ঞা, রূপহীনের জন্য রূপ সৃষ্টি করতে করতে উদিত হন (= সূর্যের অস্ত গমনে প্রাণিদের জ্ঞান ও রূপ অন্তর্হিত হয়, পুনরায় উদিত হলে প্রজ্ঞা ও রূপ উন্মেষিত হয়) ॥

পঞ্চম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৩) ১৪৭১ অয়ং সোম ইন্দ্র তুভ্যং সুন্বে তুভ্যং পবতে ত্বমস্য পাহি। ত্বং হ যং চকৃষে ত্বং ববৃষ ইন্দুং মদায় যুজ্যায় সোমম্ ॥ ১ ॥ ১৪৭২. স ঈং রথো ন ভুরিষাডযোজি মহঃ পুরূণি সাতয়ে বসূনি। আদীং বিশ্বা নহুষ্যাণি জাতা স্বর্ষাতা বন ঊর্ধ্বা নবন্ত ॥২॥ ১৪৭৩. শুষ্মী শর্ধো ন মারুতং পবস্বানভিশস্তা দিব্যা যথা বিট্। আপো ন মক্ষূ সুমতির্ভবা নঃ সহস্রাপ্সাঃ পৃতনাষাণ্ ন যজ্ঞঃ ॥৩॥ (সূক্ত ১৪) ১৪৭৪. ত্বমগ্নে যজ্ঞানাং হোতা বিশ্বেষাং হিতঃ। দেবেভির্মানুষে জনে ॥ ১ ॥ ১৪৭৫. স নো মন্দ্রাভিরধ্বরে জিহ্বাভির্যজা মহঃ। আ দেবান্ বক্ষি যক্ষি চ ॥ ২ ॥ ১৪৭৬ বেত্থা হি বেধো অধ্বনঃ পথশ্চ দেবাঞ্জসা। অগ্নে যজ্ঞেষু সুক্রতো ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৫) ১৪৭৭. হোতা দেবো অমর্ত্যঃ পুরস্তাদেতি মায়য়া। বিদথানি প্রচোদয়ন্ ॥ ১ ॥ ১৪৭৮. বাজী বাজেষু ধীয়তেঽধ্বরেষু প্র ণীয়তে।

বিপ্রো যজ্ঞস্য সাধনঃ ॥ ২ ॥ ১৪৭৯. ধিয়া চক্রে বরেণ্যো ভূতানাং গর্ভমা দধে। দক্ষস্য পিতরং তনা ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১৪৭১. হে ইন্দ্র, এই সোম তোমার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তোমার জন্য ক্ষরিত হচ্ছে ; তুমি এই সোম পান কর। তুমিই তাকে প্রস্তুত করেছ। তুমিই মত্ততার জন্য এবং সকলের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ইন্দু সোমকে বর্ষণ করে থাক ॥ ১৪৭২. প্রচুর ভারবহনক্ষম রথের মত তিনি ধনলাভের জন্য প্রচুর জলকে সকলের সঙ্গে মিলিত করলেন। সেই জল উৎপন্ন হলে পর উধর্বলোকে প্রকাশিত হওয়া মাত্র সকল মানুষ জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত হয়ে পড়লো ॥ ১৪৭৩. (হে সোম), দ্যুলোকে মরুদ্‌গণ যেমন বিশুদ্ধ শব্দ করেন, তুমিও সেরূপ বিশুদ্ধ শব্দযোগে বায়ুভেদ করে ক্ষরিত হও ; ক্ষিপ্রগতিযুক্ত জলের মত আমাদের প্রতি সুমতি যুক্ত হও ; সহস্রপ্রকারে বিজয়ীর মত আমাদের যজ্ঞ (= সুকর্ম) সম্পন্ন কর ॥ ১৪৭৪. তুমি, হে অগ্নি, সকল যজ্ঞের হোতা, দেবতাদের সঙ্গে যুক্তভাবে প্রতি মানুষে প্রতি জীবে হিতকারী। ১৪৭৫. সেই তুমি আমাদের জন্য আকাশে বাক্ ও শিখাসমূহের দ্বারা জলকে মিলিত কর এবং সকল দেবগণকে আনয়ন কর ও যজ্ঞ কর। [মন্দ্র = বাক্ বা শব্দ। জিহ্বা = শিখা বা রশ্মি। উধর্বাকাশে শব্দ ও অগ্নিরাশির সহায়তায় জল সৃষ্টি হয়। দেবগণ = রশ্মিগণ তা পৃথিবীতে বহন করে আনেন] ॥ ১৪৭৬. হে সৃষ্টিকারক (= জলসৃষ্টিকারী), হে সুকর্মের অনুষ্ঠানকারী অগ্নিদেব, তুমি যজ্ঞসমূহের (= জলসৃষ্টিরূপ সুকর্মসমূহের) ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল মার্গ অবগত আছ ॥ ১৪৭৭ দেবগণের আহ্বানকারী, অমরণধর্মা অগ্নিদেব প্রজ্ঞারূপ মায়া সৃষ্টি করে যজ্ঞরূপ সুকর্মসকল প্রেরণ করে সকল কর্মে অগ্রগামী রূপে বর্তমান থাকেন ॥ ১৪৭৮. বলযুক্ত অগ্নি অন্ন-বল বাক্ দানরূপ সংগ্রামে অগ্রে স্থাপিত হন, সকল সুকর্মরূপ যজ্ঞে প্রথমেই তাঁকে স্থাপনা করা হয়। চৈতন্যস্বরূপ বিপ্র অগ্নি যজ্ঞকর্মের নিষ্পাদক ॥ ১৪৭৯. পূজনীয় অগ্নিদেব কর্মের দ্বারা আদিত্যের (দক্ষ = আদিত্য) মধ্যম অগ্নিকে (পিতরম্ = মধ্যম অগ্নি = বিদ্যুৎ) ধনরূপে (তনা = ধন) সৃষ্টি করেন, এবং ভূতসমূহের গর্ভরূপে স্থাপিত করেন ॥

ষষ্ঠ খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৮) ১৪৮০. আ সুতে সিঞ্চত শ্রিয়ং রোদস্যোরভিশ্রিয়ম্। রসা দধীত বৃষভম্ ॥ ১ ॥ ১৪৮১. তে জানত স্বমোক্যংত সংবৎসাসো ন মাতৃভিঃ। মিথো নসন্ত জামিভিঃ ॥ ২ ॥ ১৪৮২ উপ স্রক্কেষু বপ্সতঃ কৃণ্বতে ধরুণং দিবি। ইন্দ্রে অগ্না নমঃ স্বঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৯) ১৪৮৩. তদিদাস ভুবনেষু জ্যেষ্ঠং যতো জজ্ঞ উগ্রস্ত্বেষনৃম্ণঃ। সদ্যো জজ্ঞানো নি রিণাতি শত্রূননু যং বিশ্বে মদন্ত্যূমা ॥ ১ ॥ ১৪৮৪. বাবৃধানঃ শবসা ভূর্যোজাঃ শত্রুর্দাসায় ভিয়সং দধাতি। অব্যনচ্চ ব্যনচ্চ সস্নি সং তে নবন্ত প্রভৃতা মদেষু ॥ ২ ॥ ১৪৮৫. ত্বে ক্রতুমপি বৃঞ্জন্তি বিশ্বে দ্বির্যদেতে ত্রির্ভবন্ত্যূমাঃ। স্বাদোঃ স্বাদীয়ঃ স্বাদুনা সৃজা সমদঃ সুমধু মধুনাভি যোধীঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ২০) ১৪৮৬. ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো যবাশিরং তুবিশুষ্মস্তৃম্পৎ সোমমপিবদ্ বিষ্ণুনা সুতং যথাবশম্। স ঈং মমাদ মহিকর্ম কর্তবে মহামরুং সৈনং সশ্চদ্দেবো দেবং সত্য ইন্দুঃ সত্যমিন্দ্রম্ ॥ ১ ॥ ১৪৮৭. সাকং জাতঃ ক্রতুনা সাক-মোজসা ববক্ষিথ সাকং বৃদ্ধো বীর্যৈঃ সাসহিমৃধো বিচর্ষণিঃ। দাতা রাধঃ স্তুবতে কাম্যং বসু প্রচেতন সৈনং সশ্চদ্ দেবো দেবং সত্য ইন্দুঃ সত্যমিন্দ্রম্ ॥ ২ ॥ ১৪৮৮. অধ ত্বিষীমাঁ অভ্যোজসা ক্রিবিং যুধাভবদা রোদসী অপৃণদস্য মজ্মনা প্র বাবৃধে। অধত্তান্যং জঠরে প্রেমরিচ্যত প্র চেতয় সৈনং সশ্চদ্ দেবো দেবং সত্য ইন্দুঃ সত্যমিন্দ্রম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১৪৮০. (হে অগ্নি), সোম অভিষুত হলে পর দ্যুলোক ও পৃথিবীলোকের আশ্রিত সোমকে সর্বত্র সেচন কর। বিশাল নদী বর্ষণকারী সোমকে ধারণ করে। [রসা = শতযোজনবিস্তীর্ণা নদী]॥ ১৪৮১. সেই জলরাশি নিজেদের নিবাসস্বরূপ অগ্নিকে জানে। গোবৎস যেমন মাতা গাভীর সঙ্গে মিলিত হয়, তেমনি বৃষ্টিরাশি নিজেদের বন্ধুদের সঙ্গে (= নদীর জলের সঙ্গে) মিলিত হচ্ছে। ১৪৮২. শিখার অগ্রভাগের দ্বারা ভক্ষণকারী অগ্নি আকাশে জল সৃষ্টি করেন। ইন্দ্রে (= বিদ্যুতে) ও অগ্নিতে অন্ন ও জল আছে।। [নমঃ = অন্ন। স্বঃ = জল]॥ ১৪৮৩. যিনি সকল ভুবনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, সেই উগ্রবল ইন্দ্র হতেই এই যা কিছু জন্মেছে। ইন্দ্র জাত হয়েই অন্ধকাররূপ শত্রুকে (= মেঘকে) নাশ করলেন। সেই ইন্দ্রকে পেয়ে সখাস্থানীয় সকল দেবগণ (= আলোক রশ্মিগণ) হর্ষান্বিত হলেন॥ ১৪৮৪ নিজবলে অতি বলবানরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে তিনি শত্রুরূপে জলদাতা মেঘের জন্য ভীতি উৎপন্ন করলেন (দাস = জলদাতা মেঘ)। চেতন ও অচেতন সকল বস্তু জল পরিবেষ্টিত হলে তাঁরা (= দেবগণ) আনন্দে মগ্ন হয়ে তাঁর (= ইন্দ্রের) স্তব করলেন॥ ১৪৮৫. তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ যজ্ঞকর্মকে দুইভাগে ভাগ করলেন, আর ইন্দ্রের সখাস্থানীয় দেবগণ তিনভাবে অবস্থান করলেন। (হে ইন্দ্র) যে স্বাদু জল উৎপন্ন হোল তাকে আরও স্বাদু করো, মধুর সঙ্গে মধুকে মিলিয়ে দাও॥ ১৪৮৬. অতিবল মহান ইন্দ্র ইচ্ছানুযায়ী তিন লোকেই বিষ্ণুর সঙ্গে (= সূর্যের সঙ্গে) অভিষুত সোম পান করে তৃপ্ত হন। সেই সোমই এই অতিব্যাপ্ত ইন্দ্রকে মহৎ কর্তব্য কর্মসাধনে হর্ষান্বিত করেন। দীপ্ত সত্য সোম দীপ্ত সত্য ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হোন॥ ১৪৮৭. হে মহান ইন্দ্র, তুমি বল ও কর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জাত হয়েছ। বিশ্বদ্রষ্টা তুমি, নিজ শক্তিবলে প্রবৃদ্ধ হয়ে বিঘ্ননাশকরূপে বর্তমান। হে প্রকৃষ্টজ্ঞানী, তুমি স্তুতিকারীকে কাম্যবস্তু দান করে থাক। দীপ্ত সত্য সোম দীপ্ত সত্য ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হোন॥ ১৪৮৮. তারপর দীপ্তিমান ইন্দ্র নিজ শক্তিবলে মেঘকে (ক্রিবি = এইস্থলে 'মেঘ') যুদ্ধে পরাভূত করে নিজ তেজে দ্যুলোক ও পৃথিবীকে পূর্ণ করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেন। সোমের একভাগ নিজ জঠরে ধারণ করে অপরভাগ দেবতাদের দিলেন। দীপ্ত সত্য সোম দীপ্ত সত্য ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হোন॥

চতুর্দশ অধ্যায়

॥ সূক্ত সংখ্যা ১৬, মন্ত্র সংখ্যা ৪৬ ॥ দেবতা (সূক্তানুসারে) ১।২।৫।৮।৯ ইন্দ্র, ৩।৭ পবমান সোম, ৪, ১০-১২, ১৩-১৬ অগ্নি, ৬ বিশ্বদেবগণ ॥ ছন্দ ১।৪।৫।১২-১৬ গায়ত্রী, ২।১০ প্রগাথ বার্হত, ৩।৭।১১ বৃহতী, ৬ অনুষ্টুপ্, ৮ উষ্ণিক্, ৯ নিচৃদ্ উষ্ণিক্ ॥ ঋষি ১।৬ প্রিয়মেধ আঙ্গিরস, ২ নৃমেধ ও পুরুষমেধ আঙ্গিরস, ৩।৭ ত্র্যরুণ ত্রৈবৃষ্ণ পৌরুকুৎস ত্রসদস্যু, ৪ শুনঃশেপ আজীগর্তি, ৫ বৎস কাণ্ব, ৬ অগ্নি তাপস, ৮ বিশ্বমনা বৈয়শ্ব, ১০ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ১১ সৌভরি কাণ্ব, ১২ ২ শত বৈখানস, ১৩ বসুয়ব আত্রেয়গণ, ১৪ গোতম রাহূগণ, ১৫ কেতু আগ্নেয়, ১৬ বিরূপ আঙ্গিরস ॥

প্রথম খণ্ড ঃ (সূক্ত ২) ১৪৮৯. অভি প্র গোপতিং গিরেন্দ্রমর্চ যথা বিদে। সূ

নূং সত্যস্য সৎপতিম্ ॥১॥ ১৪৯০. আ হরয়ঃ সসৃজ্রিরেঽরুষীরধি বর্হিষি। যত্রাভি সং নবা মহে ॥ ২ ॥ ১৪৯১. ইন্দ্রায় গাব আশিরং দুদুহ্রে বজ্রিণে মধু। যৎ সীমুপহ্বরে বিদৎ ॥৩॥ (সূক্ত ২) ১৪৯২.আনো বিশ্বাসু হব্যমিন্দ্রং সমৎসু ভূষত। উপ ব্রহ্মাণি সবনানি বৃত্রহন্ পরমজ্যা ঋচীষম ॥ ১ ॥ ১৪৯৩. ত্বং দাতা প্রথমো রাধসামস্যসিসত্য ঈশানকৃৎ। তুবিদ্যুম্নস্য যুজ্যা বৃণীমহে পুত্রস্য শবসো মহঃ ॥২॥ (সূক্ত ৩) ১৪৯৪. প্রত্নং পীযূষং পূর্ব্যং যদুক্থ্যাং মহো গাহাদ্ দিব আনিরধুক্ষত। ইন্দ্রমভি জায়মানং সমস্বরন্ ॥ ১ ॥ ১৪৯৫. আদীং কে চিৎ পশ্যমানাস আপ্যং বসুরুচো দিব্যা অভ্যনূষত। দিবো ন বারং সবিতা ব্যূর্ণুতে ॥ ২ ॥ ১৪৯৬. অধ যদিমে পবমান রোদসী ইমা চ বিশ্বা ভুবনাভিমজ্মনা। যূথে ন নিষ্ঠা বৃষভো বি রাজসি ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৪) ১৪৯৭. ইমমূ ষু ত্বমস্মাকং সনিং গায়ত্রং নব্যাংসম্। অগ্নে দেবেষু প্র বোচঃ ॥ ১ ॥ ১৪৯৮. বিভক্তাসি চিত্রভানো সিন্ধোরূর্মা উপাক আ। সদ্যো দাশুষে ক্ষরসি ॥ ২ ॥ ১৪৯৯. আ নো ভজ পরমেষ্বা বাজেষু মধ্যমেষু। শিক্ষা বস্বো অন্তমস্য ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৫) ১৫০০. অহমিদ্ধি পিতুঃ পরি মেধামৃতস্য জগ্রহ। অহং সূর্য ইবাজনি ॥ ১ ॥ ১৫০১. অহং প্রত্নেন জন্মনা গিরঃ শুম্ভামি কণ্বরৎ। যেনেন্দ্রঃ শুষ্মমিদ্ দধে ॥ ২ ॥ ১৫০২. যে ত্বামিন্দ্র ন তুষ্টুবুর্ঋষয়ো যে চ তুষ্টুবুঃ। মমেদ্ বর্ধস্ব সুষ্টুতঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১৪৮৯. সত্যের দ্যোতক, সৎকর্মের পালক, রশ্মিসমূহের অধিপতি ইন্দ্র যাতে জানতে পারেন সেইভাবে স্তব কর ॥ ১৪৯০. উষার আগমনে ঊর্ধ্বাকাশে আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়ে, যেখানেআমরা অভিনিবেশ সহকারেগমন করি (=সেদিকে আমাদের মন আকৃষ্ট হয়)। [অরুষী=উষাকাল। হরয়ঃ=রশ্মিসকল। ত্যাগার্থক সৃজ ধাতু অকর্মক ক্রিয়া। বর্হিঃ=আকাশ। নবামহে—নবতে=গতিকর্ম (নিঘণ্টু দ্রষ্টব্য)] ॥ ১৪৯১. ইন্দ্রের কাছে যখন সকল দিক থেকে জলরাশি আসতে থাকে, তখন রশ্মিসমূহ বজ্রযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে মধু মিশ্রিত বারি দোহন করেন ॥ ১৪৯২. যিনি শ্রেষ্ঠবলের আধার, বৃত্রনাশক, যিনি মন্ত্রে উল্লিখিত সকল গুণেরআধার, সেই ইন্দ্রকে সকল যজ্ঞে, আমাদের সমস্তপ্রকার জীবনসংগ্রামে স্তোত্রমন্ত্রে ও হব্যদানে ভূষিত কর ॥ ১৪৯৩. (হে ইন্দ্র), তুমি সর্বপ্রধান, ধনদাতা, তুমি সত্য, ঐশ্বর্যসম্পাদক; তুমি বল হতে মহানরূপে জাত হয়েছ (=বলপুত্র); বহু ধনের সঙ্গে যুক্ত তোমাকেই বরণ করি ॥ ১৪৯৪. প্রথমাবধি অমৃতসুধা প্রশংসিত সোম দ্যুলোকের নিগূঢ় স্থান হতে দেবতাদের পেয় বস্তুরূপে দোহিত হচ্ছেন; তিনি ইন্দ্রের উদ্দেশে জাত হয়ে ধ্বনি উৎপন্ন করে ক্ষরিত হন। ১৪৯৫. সবিতাদেব যখন স্বর্গীয় বারিকে প্রকাশিত করলেন, তখনই দ্যুলোকবাসী কোন কোন দীপ্ত দেবগণ সোমের বন্ধুত্ব কামনা করে স্তব করতে লাগলেন ॥ ১৪৯৬. তারপর, হে পবমান সোম, এই যে দ্যুলোক ও পৃথিবী, আর এই যে সমস্ত বিশ্ব ভুবন, এই সকলের ওপর তুমি আধিপত্য বিস্তার কর যেমন যূথের ওপর বৃষভ তার আধিপত্য বিস্তার করে থাকে ॥ ১৪৯৭. হে অগ্নি, গায়ত্রীছন্দে রচিত আমাদের এই নবতর স্তুতিরূপ উপহার দেবগণের মধ্যে প্রচার কর ॥ ১৪৯৮. হে চিত্রভানু (=বিচিত্র দীপ্ত অগ্নি), সমুদ্রতটের তরঙ্গের মত বিভক্ত হয়ে প্রার্থীর জন্য সদ্যসদ্য (বৃষ্টিরূপ) ধন প্রদান কর বা আয়ুরূপ ধন প্রদান কর) ॥ ১৪৯৯. হে অগ্নি, পরমস্থানে অবস্থিত, মধ্যমস্থানে অবস্থিত রশ্মিগণের মধ্যে (ধন) বিস্তৃত কর এবং নিকটস্থ পার্থিব ধন আমাদের দান কর ॥ ১৫০০. আমিই যজ্ঞের দ্বারা সত্য ও অন্নের অনুগ্রহ লাভ

করেছি। আমি সূর্যের মত প্রকাশিত ॥ ১৫০১. আমি প্রাচীন রীতি অনুসারে মেধাবী স্তোতার মত [অথবা কণ্ব ঋষির মত। কণ্ব = মেধাবী স্তোতা অথবা কণ্ব ঋষি] স্তুতিসমূহ অলংকৃত করছি, যার দ্বারা ইন্দ্র বল ধারণ করেন ॥ ১৫০২. হে ইন্দ্র, যারা তোমার স্তব করে না এবং যে ঋষিগণ তোমার স্তব করেন, তাদের মধ্যে আমার সংস্তুত হয়ে তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও ॥

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৬) ১৫০৩ অগ্নে বিশ্বেভিরগ্নিভির্জোষি ব্রহ্ম সহস্কৃত। যে দেবত্রা য আয়ুষু তেভির্নো মহয়া গিরঃ ॥ ১ ॥ ১৫০৪. প্র স বিশ্বেভিরগ্নিভিরগ্নিঃ সঃ যস্য বাজিনঃ। তনয়ে তোকে অস্মদা সম্যঙ্ বাজৈঃ পরীবৃতঃ ॥ ২ ॥ ১৫০৫ ত্বং নো অগ্নে অগ্নিভির্ব্রহ্ম যজ্ঞং চ বর্ধয়। ত্বং নো দেবতাতয়ে রায়ে দানায় চোদয় ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৭) ১৫০৬. ত্বে সোম প্রথমা বৃক্তবর্হিষো মহে বাজায় শ্রবসে ধিয়ং দধুঃ। স ত্বং নো বীর বীর্যায় চোদয় ॥ ১ ॥ ১৫০৭. অভ্যভি হি শ্রবসা ততর্দিথোৎসং ন কঞ্চিজ্জন পানমক্ষিতম্। শর্যাভির্ন ভরমাণো গভস্ত্যোঃ ॥২॥ ১৫০৮ অজীজনো অমৃত মর্ত্যায় কমৃতস্য ধর্মন্নমৃতস্য চারুণঃ। সদা সরো বাজমচ্ছা সনিষ্যদৎ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৮) ১৫০৯. এন্দুমিন্দ্রায় সিঞ্চত পিবাতি সোম্যং মধু। প্র রাধাংসি চোদয়তে মহিত্বনা ॥ ১ ॥ ১৫১০. উপো হরীণাং পতিং রাধঃ পৃঞ্চন্তমব্রবম্। নূনং শ্রুধি স্তুবতো অশ্ব্যস্য ॥ ২ ॥ ১৫১১. ন হ্যংতগ পুরা চ ন জজ্ঞে বীরতরস্ত্বৎ। ন কী রায়া নৈবথা ন ভন্দনা ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৯) ১৫১২. নদং ব ওদতীনাং নদং যোযুবতীনাম্। পতিং বো অঘ্ন্যানাং ধেনূনামিষুধ্যসি ॥ ১ ॥

অনুবাদ ঃ ১৫০৩. হে অগ্নি, তুমি সকল অগ্নির সঙ্গে আমাদের বলযুক্ত আহুতি প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ কর, এবং যে সকল অগ্নি দেবগণের মধ্যে এবং মানুষের মধ্যে অবস্থিত তাঁরা অনুগ্রহের দ্বারা আমাদের স্তুতি গ্রহণ করুন। ১৫০৪. সেই অগ্নিদেব, যিনি সকল রশ্মিগণের দ্বারা পরিবৃত, তিনি আমাদের ও আমাদের পুত্র পৌত্রদের সকল প্রকার অন্নবলে বেষ্টিত করুন ॥ ১৫০৫. হে অগ্নি, তুমি সকল অগ্নির সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের স্তুতি ও যজ্ঞকে ব্যপ্ত কর ; আমাদের যজ্ঞের জন্য ও ধনদানের জন্য তাদের তুমি প্রেরণ কর ॥ ১৫০৬. হে সোম, তাঁরাই প্রথম ঋত্বিক্ (বৃক্তবর্হিষঃ = ঋত্বিক্‌গণ যাঁরা যথাসময়ে প্রতি ঋতুতে যজ্ঞকর্ম করেন ; এই স্থলে বৃষ্টিপ্রেরণকারী রশ্মিদের ঋত্বিক্ বলা হয়েছে) যাঁরা প্রচুর অন্ন ও বল লাভের জন্য তোমার ধ্যান করতে লাগলেন। হে বীর, তুমি আমাদের বীর্যশক্তির জন্য (বৃষ্টি) প্রেরণ কর ॥ ১৫০৭. যেমন কোন কোন ব্যক্তি জলপানের জন্য স্থায়ী জলাশয় খনন করে সেরূপ তুমি বারিদানের জন্য দুই হাতে ধনু ধারণ করে রশ্মিরূপ তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা মেঘ বিদারণ করে থাক ॥ ১৫০৮. হে অমৃত সোম, তুমি মানুষের জন্য জলকে সৃষ্টি করে শোভন অমৃততুল্য জল ধারণ করতে করতে অন্নদানের ইচ্ছা করে সর্বদা জল দান করে থাক ॥ ১৫০৯. ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম সিঞ্চন কর, তিনি সোমময় মধু পান করে থাকেন এবং সোমপানের দ্বারা মহান হয়ে সর্বসিদ্ধিকর ধনসম্পদ প্রেরণ করেন ॥ ১৫১০. রশ্মিগণের অধিপতি, সর্বসিদ্ধিকর ধনের মিশ্রণকারী ইন্দ্রকে বলছি ; তিনি স্তবকারী অশ্ব্য ঋষির স্তুতি অবশ্যই শুনুন ॥ ১৫১১. (হে ইন্দ্র), হে ক্ষিপ্র, তোমার পূর্বে কেউ জন্মান নি, তোমার মত বীরও কেউ জন্মান নি। তোমার মত ধনবান, তোমার মত স্তুতিবিশিষ্টও কেউ জন্মান নি ॥ ১৫১২. ইষুধি যেমন বাণের

আধার, সেরূপ তুমি উষাকালসমূহের আশ্রয়, নদীগণের, ঋক্‌সমূহের রশ্মিগণের আশ্রয় ॥

তৃতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ১০) ১৫১৩ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্যাসিচম্‌ । উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে ॥ ১ ॥ ১৫১৪. তং হোতারমধ্বরস্য প্রচেতসং বহ্নিং দেবা অকৃণ্বত । দধাতি রত্নং বিধতে সুবীর্যমগ্নির্জনায় দাশুষে ॥ ২ ॥ (সূক্ত ১১) ১৫১৫ অদর্শি গাতুবিত্তমো যস্মিন্‌ ব্রতান্যাদধুঃ । উপ ষু জাতমার্যস্য বর্ধনমগ্নিং নক্ষন্তু নো গিরঃ ॥১॥ ১৫১৬. যস্মাদ্‌ রেজন্ত কৃষ্টয়শ্চর্কৃত্যানি কৃণ্বতঃ । সহস্রসাং মেধসাতাবিব ত্মনাগ্নিং ধীভির্নমস্যত ॥২॥ ১৫১৭. প্র দৈবদাসো অগ্নিঃ—॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১২) ১৫১৮. অগ্ন আয়ূংষি পবসে—॥ ১ ॥ ১৫১৯. অগ্নির্ঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ । তমীমহে মহাগয়ম্‌ ॥ ২ ॥ ১৫২০. অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চঃ সুবীর্যম্‌ । দধদ্‌ রয়িং ময়িং পোষম্‌ ॥৩॥ (সূক্ত ১৩) ১৫২১. অগ্নে পাবক রোচিষা মন্দ্রয়া দেব জিহ্বয়া । আ দেবান্‌ বক্ষি যক্ষি চ ॥ ১ ॥ ১৫২২. তং ত্বা ঘৃতস্নবীমহে চিত্রভানো স্বর্দৃশম্‌ । দেবাং আ বীতয়ে বহ ॥ ২ ॥ ১৫২৩. বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তং সমিধীমহি । অগ্নে বৃহন্তমধ্বরে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১৬১৩. দ্রবিণোদা দেব (= অগ্নিদেব) তোমাদের পূর্ণ ভক্তি কামনা করেন। তাঁকে প্রীত কর, ভক্তিরসে সিক্ত কর, তিনি তোমাদের ভার বহন করবেন ॥ ১৫১৪. দেবগণ প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন অগ্নিকে দেবগণের আহ্বাতা এবং যজ্ঞভারবহনকারী করেছেন , তিনি রমণীয় ধন ধারণ করেন এবং ভক্তজনের জন্য সুবীর্য দান করেন । ১৫১৫. সকল পথের সন্ধান যিনি জানেন, যাঁর মধ্যে সকল ব্রত ধৃত আছে, সেই অগ্নি দেখা দিলেন । আর্যগণের জন্য জাত জ্ঞানবৃদ্ধিকর অগ্নি আমাদের সকল স্তুতি গ্রহণ করুন ॥ ১৫১৬. যা হতে বিখ্যাতকর্মের অনুষ্ঠানকারী মনুষ্যগণ ভীত ও কম্পিত হন, সেই সহস্রধনদাতা অগ্নিকে যজ্ঞকর্মে আত্মজ্ঞানে কর্ম ও প্রজ্ঞাদ্বারা নমস্কার কর ॥ ১৫১৭. অগ্নি দৈবকর্মের দাস—[এই মন্ত্রের সম্পূর্ণ অর্থ অন্যরূপ হলেও এখানে মন্ত্রাংশ উদ্ধৃত বলে এরূপ অর্থ সঙ্গত] ॥ ১৫১৮. হে অগ্নি, তুমি আয়ু দিয়ে থাক—[ইহাও মন্ত্রাংশ] ॥ ১৫১৯ অগ্নি ঋষি, তিনি পবিত্র, পঞ্চজনের (= সকল মানুষের), এবং পুরোহিত (= সকলকর্মে অগ্রবর্তী) । সেই মহাগতি অগ্নিকে যাচ্ঞা করি ॥ ১৫২০. হে অগ্নি, তুমি সুকর্মা, আমাদের জন্য তেজ, সুবীর্য দান কর, পুষ্টিকর ধন আমাতে স্থাপন কর ॥ ১৫২১. হে পাবক অগ্নিদেব, তুমি দীপ্ত বাক্‌ ও শিখা দ্বারা সকল দেবগণকে এখানে আন ও যজ্ঞ কর ॥ ১৫২২. হে বিচিত্রদীপ্তি, যে তুমি ঘৃতশ্রাবী (= উদকক্ষরণকারী) সেই উদকদর্শী তোমাকে যাচ্ঞা করি ; তুমি সকল দেবগণকে আনন্দপানের জন্য এখানে নিয়ে এস ॥ ১৫২৩ হে কবি অগ্নি, হব্যভোজী, দীপ্তিমান, মহান তোমাকে যজ্ঞে প্রজ্বালিত করি ॥

চতুর্থ খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৪) ১৫২৪. অবা নো অগ্নে ঊতিভির্গায়ত্রস্য প্রভর্মণি । বিশ্বাসু ধীষু বন্দ্য ॥ ১ ॥ ১৫২৫ আ নো অগ্নে রয়িং ভর সত্রাসাহং বরেণ্যম্‌ । বিশ্বাসু পৃৎসু দুষ্টরম্‌ ॥ ২ ॥ ১৬২৬. আ নো অগ্নে সুচেতুনা রয়িং বিশ্বায়ুপোষসম্‌ । মার্ডীকং ধেহি জীবসে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৫) ১৪২৭. অগ্নিং হিবন্তু নো ধিয়ঃ সপ্তিমাশুমিবাজিষু । তেন জেষ্ম ধনং ধনম্‌ ॥ ১ ॥ ১৪২৮. যয়া গা

আকরামহে সেনযাগ্নে তবোত্যা। তাং নো হিন্ব মঘত্তয়ে ।। ২ ।। ১৫২৯. আগ্নে স্থূরং রয়িং ভর পৃথুং গোমন্তমশ্বিনম্। অঙ্‌ধি খং বর্তয়া পণিম্ ।। ৩ ।। ১৫৩০. অগ্নে নক্ষত্রমজরমা সূর্যং রোহয়ো দিবি। দধজ্জ্যোতির্জনেভ্যঃ ।। ৪ ।। ১৫৩১. অগ্নে কেতুর্বিশামসি প্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠ উপস্থসৎ ।। বোধা স্তোত্রে বয়ো দধৎ ।। ৫ ।। (সূক্ত ১৬) ১৫৩২. অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি ।। ১ ।। ১৫৩৩. ঈশিষে বার্যস্য হি দাত্রস্যাগ্নে স্বঃপতিঃ। স্তোতা স্যাং তব শর্মণি ।। ২ ।। ১৫৩৪. উদগ্নে শুচয়স্তব শুক্রা ভ্রাজন্ত ঈরতে। তব জ্যোতীংষ্যর্চয়ঃ ।। ৩ ।।

অনুবাদ ঃ ১৫২৪. হে অগ্নি, সকল কর্মে বন্দনীয় তুমি আমাদের গায়ত্রীছন্দে রচিত মন্ত্রে তুষ্ট হয়ে তোমার রক্ষণকার্যের দ্বারা আমাদের পালন কর ।। ১৫২৫. হে অগ্নি যে ধন দুষ্প্রাপ্য, যে ধন বরণীয়, যার দ্বারা সকল বিঘ্ন ও দুঃখ নাশ করা যায়, আমাদের সকলপ্রকার জীবনসংগ্রামে সেরূপ ধন এনে দাও ।। ১৫২৬. হে অগ্নি, যে ধনে আয়ুর বৃদ্ধি ও পুষ্টি হয়, যে ধনে সুন্দর জ্ঞান লাভ হয়, যে ধন জীবনের পক্ষে প্রীতিকর হয়, সে ধন আমাকে দাও ।। ১৫২৭. ঘোড়দৌড়ে যেমন ঘোড়াকে তীব্রগতিতে চালনা করা হয়, সেরূপ আমাদের কর্মসকল অগ্নিকে ক্ষিপ্রগতিতে চালনা করছে ; তাঁর প্রসাদে আমরা যেন শ্রেষ্ঠ ধন পাই ।। ১৫২৮. হে অগ্নি, তোমার কৃপায় তোমার রক্ষাকর্মের দ্বারা, তোমার সমান বলসম্পন্ন রশ্মিসমূহের সহায়তায় আমরা যে তেজ ও জল পাই (যা আমাদের সকল সম্পদের উৎস), তা আমাদের ধনের নিমিত্ত হোক ।। ১৫২৯. হে অগ্নি, তুমি আকাশকে বৃষ্টিধনে পূর্ণ কর ; তোমার গো (=জল) এবং অশ্ব (=রশ্মি) ধন হতে সৃষ্ট প্রচুর ধন দাও ; বাণিজ্যকারীর বাণিজ্যকে প্রবর্তিত কর ।। ১৫৩০. হে অগ্নি, মৃত্যুহীন নক্ষত্রকে সূর্যকে আকাশে স্থাপন কর , জনগণকে আলোক দানের জন্য জ্যোতি ধারণ কর ।। ১৫৩১. হে অগ্নি, তুমি জনগণের মধ্যে উপস্থিত থেকে তোমার অস্তিত্ব জানিয়ে দাও ; তুমি স্তব শোন, অন্ন দাও ; তুমি প্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ।। ১৫৩২. অগ্নি দ্যুলোকের শীর্ষস্থানীয়, ইনি পৃথিবীর পালয়িতা এবং ককুদ্‌স্বরূপ (=বৃষের কুকুদের মত ইনি পর্বতসদৃশ মেঘাকৃতি রূপে বর্তমান) ; জলের বীর্যসমূহকে প্রীত করেন ।। ১৫৩৩. হে অগ্নি তুমি জলের অধিপতি এবং বরণীয় ধনের ঈশ্বর ; তোমার স্তোতা আমি যেন তোমার আশ্রয় লাভ করি ।। ১৫৩৪. হে অগ্নি, তোমার উজ্জ্বল নির্মল শুভ্র দীপ্ত জ্যোতিসমূহকে প্রেরণ কর ।।

পঞ্চদশ অধ্যায়

।। সূক্ত সংখ্যা ১৪, মন্ত্র সংখ্যা ৩৮ ।। দেবতা অগ্নি ।। ছন্দ (সূক্তানুসারে) ১।২।৩।৬।৯।১৪ গায়ত্রী ; ৪।৭।৮ প্রগাথ, ৫ ত্রিষ্টুপ্, ১০ কাকুভ প্রগাথ, ১১ উষ্ণিক, ১২ (১) অনুষ্টুপ্, ১২ (২-৩) গায়ত্রী, ১৩ জগতী ।। ঋষি ১।১১ গোতম রাহূগণ, ২।৯ বিশ্বামিত্র গাথিন, ৩ বিরূপ আঙ্গিরস, ৪।৭ ভর্গ প্রাগাথ, ৫ ত্রিত আপ্ত্য, ৬ উশনা কাব্য, ৮ সুদীতি ও পুরুমীঢ়, ১০ সোভরি কাণ্ব, ১২ গোপবন আত্রেয়, ১৩ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য বা বীতহব্য, ১৪ প্রয়োগ ভার্গব অগ্নি বা পাবক বার্হস্পত্য ।।

প্রথম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১) ১৫৩৫. কস্তে জামির্জনানামগ্নে কো দাশ্বধ্বরঃ। কো হ

কস্মিন্নসি শ্রিতঃ ॥ ১ ॥ ১৫৩৬. ত্বং জামির্জনানামগ্নে মিত্রো অসি প্রিয়ঃ। সখা সখিভ্য ঈড্যঃ ॥ ২ ॥ ১৫৩৭. যজা নো মিত্রাবরুণা যজা দেবাং ঋতং বৃহৎ। অগ্নে যক্ষি স্বং দমম্ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ২) ১৫৩৮. ঈডেন্যো নমস্যস্তিরস্তমাংসি দর্শতঃ। সমগ্নিরিধ্যতে বৃষা ॥ ১ ॥ ১৫৩৯. বৃষো অগ্নিঃ সমিধ্যতেহশ্বো ন দেববাহনঃ। তং হবিষ্মন্ত ঈড়তে ॥ ২ ॥ ১৫৪০. বৃষণং ত্বা বয়ং বৃষন্ বৃষণঃ সমিধীমহি। অগ্নে দীদ্যতং বৃহৎ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৩) ১৫৪১. উৎ তে বৃহন্তো অর্চয়ঃ সমিধানস্য দীদিবঃ। অগ্নে শুক্রাস ঈরতে ॥ ১ ॥ ১৫৪২. উপ ত্বা জুহ্বোমম ঘৃতাচীর্যন্তু হর্যত। অগ্নে হব্যা জুষস্ব নঃ ॥ ২ ॥ ১৫৪৩. মন্দ্রং হোতারমৃত্বিজং চিত্রভানুং বিভাবসুম্। অগ্নিমীডে স উ শ্রবৎ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৪) ১৫৪৪. পাহি নো অগ্ন একয়া পাহ্যুতত দ্বিতীয়য়া। পাহি গীর্ভিস্তিসৃভিরূর্জাম্পতে পাহি চতসৃভির্বসো ॥ ১ ॥ ১৫৪৫. পাহি বিশ্বস্মাদ্রক্ষসো অরাব্ণঃ প্র স্ম বাজেষু নোহব। ত্বামিদ্ধি নেদিষ্ঠং দেবতাতয় আপিং নক্ষামহে বৃধে ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ ১৫৩৫. হে অগ্নি, মানুষের মধ্যে কে তোমার বন্ধু? কে তোমার যজ্ঞ করতে সমর্থ? কে তুমি? কোথায় তুমি বাস কর? ১৫৩৬. হে অগ্নি, তুমি জনগণের বন্ধু, প্রিয় ও মিত্র। তুমি সখাদের জন্য পূজ্য সখা ॥ ১৫৩৭. (হে অগ্নি), আমাদের জন্য মিত্র ও বরুণকে যজ্ঞকর্মে মিলিত কর; মহান ঋতকর্ম সম্পাদনের জন্য দেবগণকে মিলিত কর এবং নিজগৃহে (= পৃথিবীতে) যজ্ঞকর্ম সম্পন্ন কর ॥ ১৫৩৮. পূজনীয়, নমস্য, দর্শনীয়, বর্ষণশীল অগ্নি অন্ধকার দূর করে প্রজ্বলিত হচ্ছেন ॥ ১৫৩৯. ক্ষিপ্রগতি অশ্বের মত দেবগণের হব্যবাহক বর্ষণশীল অগ্নি প্রজ্বলিত হচ্ছেন; তাঁকে হবির্যুক্ত যজমানগণ পূজা করছেন ॥ ১৫৪০. হে বর্ষণকারী অগ্নি, মহান দীপ্তিমান তোমাকে বর্ষণের জন্য আমরা প্রজ্বালিত করি ॥ ১৫৪১. হে অতিদীপ্ত অগ্নি, তুমি প্রজ্বালিত হলে তোমার বৃহৎ উজ্জ্বল শিখাসমূহ প্রকাশিত হয় ॥ ১৫৪২. পুনঃ পুনঃ কামনাবিশিষ্ট হে অগ্নি, তোমার উদ্দেশে আহুতি প্রদানের জন্য আমার যে জুহূ (= হাতা) তা উদককে পৃথিবীতে প্রেরণের জন্য তোমার প্রতি গমন করুক, হে অগ্নি, আমাদের হব্যের দ্বারা প্রীত হও। [ঘৃতাচী = উদককে পৃথিবীতে প্রেরণ করে যাহা, তাহা ঘৃতাচী] ॥ ১৫৪৩. হর্ষ-যুক্ত. হোতা (= দেবগণ বা রশ্মিগণের আহ্বানারী), ঋত্বিক্ (= যথাকালে যিনি সুকর্মের অনুষ্ঠান করেন), চিত্রভানু (= বিচিত্র দীপ্তি), বিভাবসু (= আলোক বা রশ্মি যাহার ধন বা সম্পদ), সেই অগ্নিকে স্তব করি, তিনি তা শ্রবণ করুন ॥ ১৫৪৪. হে অগ্নি, আমাদের প্রথমের দ্বারা (= ঋগ্বেদের দ্বারা) পালন কর; আমাদের দ্বিতীয়ের দ্বারা (= যজুর্বেদের দ্বারা) পালন কর; হে বলপতি, আমাদের তৃতীয় স্তবমালার দ্বারা (= সামবেদের দ্বারা) পালন কর; হে ধনী, আমাদের চতুর্থের দ্বারা (= অথর্ববেদের দ্বারা) পালন কর ॥ ১৫৪৫. হে অগ্নি, যে সমস্ত অপশক্তির হাত থেকে জীবন রক্ষিতব্য, যারা অদানশীল, তাদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা কর; সকল সংগ্রামের মধ্যে তুমি উপস্থিত থেকে আমাদের রক্ষা কর; তুমি আমাদের অতি নিকটো বন্ধুর মত থাক, তোমাকেই সুকর্মের জন্য এবং সমৃদ্ধির জন্য অমরা প্রাপ্ত হই ॥

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৫) ১৫৪৬. ইনো রাজন্নরতিঃ সমিদ্ধো রৌদ্রো দক্ষায় সুষুমাঁ অদর্শি। চিকিদ্বিভাতি ভাসা বৃহতাসিক্নীমেতি রুশতীমপাজন্ ॥ ১ ॥ ১৫৪৭. কৃষ্ণাং যদেনীমভি বর্পসাভূজ্জনয়ন্ যোষাং বৃহতঃ পিতুর্জাম্। ঊর্ধ্বং ভানুং সূর্যস্য স্তভায়ন্ দিবো বসুভিররতির্বি ভাতি ॥ ২ ॥ ১৫৪৮. ভদ্রো ভদ্রয়া সচমান

আগাৎ স্বসারং জারো অভ্যেতি পশ্চাৎ। সুপ্রকেতৈদ্যুভিরগ্নির্বিতিষ্ঠন্রুশদ্ভির্বর্ণৈরভি রামমস্থাৎ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৬) ১৫৪৯. কয়া তে অগ্নে অঙ্গির ঊর্জো নপাদুপস্তুতিম্। বরায় দেব মন্যবে ॥ ১ ॥ ১৫৫০. দাশেম কস্য মনসা যজ্ঞস্য সহসো যহো। কদু বোচ ইদং নমঃ ॥ ২ ॥ ১৫৫১. অধা ত্বং হি নস্করো বিশ্বা অস্মভ্যং সুক্ষিতীঃ। বাজদ্রবিণসো গিরঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৭) ১৫৫২. অগ্নে আয়াহ্যগ্নিভির্হোতারং ত্বা বৃণীমহে। আ ত্বামনক্তু প্রযতা হবিষ্মতী যজিষ্ঠং বর্হিরাসদে ॥ ১ ॥ ১৫৫৩. অচ্ছা হি ত্বা সহসঃ সূনো অঙ্গিরঃ স্রুবশ্চরন্ত্যধ্বরে। ঊর্জো নপাতং ঘৃতকেশমীমহেহগ্নিং যজ্ঞেষু পূর্ব্যম্ ॥ ২ ॥ (সূক্ত ৮) ১৫৫৪. অচ্ছা নঃ শীরশোচিষং গিরো যন্তু দর্শতম্। অচ্ছা যজ্ঞাসো নমসা পুরূবসুং পুরুপ্রশস্তমূতয়ে ॥ ১ ॥ ১৫৫৫. অগ্নিং সূনুং সহসো জাতবেদসং দানায় বার্যাণাম্। দ্বিতা যো ভূদমৃতো মর্ত্যেষ্বা হোতা মন্দ্রতমো বিশি ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ ১৫৪৬. হে রাজা অগ্নি, ঐশ্বর্যযুক্ত, ক্ষিপ্রস্বভাব, সন্দীপ্ত, ভয়ংকর তুমি। সেই অগ্নি দক্ষকর্ম সাধনের জন্য সুন্দররূপে দেখা দিলেন। তিনি চেতনসম্পন্ন হয়ে বিপুল আলোকে প্রকাশিত হলেন। তিনি দীপ্তরূপ ধারণ করে অন্ধকার রাত্রিকে দূর করলেন ॥ [এখানে অগ্নি = সূর্য] ॥ ১৫৪৭ অগ্নিদেব (= সূর্যদেব) যখন কৃষ্ণা রাত্রিকে আলোকের দ্বারা পরাভূত করলেন, তখন মহান পিতার (সূর্যের) পত্নী (= সূর্যের পালিকা শক্তি সূর্যাদেবী) উষাকে জন্ম দিলেন। ঊর্ধ্বলোকে উষা সূর্যের দীপ্তিকে দৃঢ়রূপে ধারণ করে দেবরশ্মিগণের সঙ্গে অতি দীপ্তিতে শোভিত হলেন ॥ ১৫৪৮. মঙ্গলময় অগ্নিদেব (= সূর্যদেব) কল্যাণময়ী উষার সঙ্গে মিলিত হয়ে বন্ধুর জায়াকে অনুসরণ করে আগমন করছেন। প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে নিজ দ্যুতিতে পূর্ণ অগ্নিদেব শুভ্রবর্ণের দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারকে পরাভূত করলেন ॥ ১৫৪৯. হে অগ্নি, হে অঙ্গির, হে জলের পুত্র, দীপ্ত বরণীয় তোমার উদ্দেশে কেমন করে স্তুতি করবো ? [জল হতে অগ্নি উৎপন্ন হন বলে অগ্নিকে জলের পুত্রও বলা হয়] ॥ ১৫৫০. হে বলের পুত্র, কার যজ্ঞে কিরূপ মনে তোমার উদ্দেশে হব্যদান করবো ? আর সুখ, অন্ন ও জলের জন্যই তোমাকে ডাকি। [কং = সুখ। উ = আর। বোচে = ডাকি। ইদম্ = জল। নমঃ = অন্ন। বল হতে উৎপন্ন বলে অগ্নিকে বলের পুত্রও বলা হয়] ॥ ১৫৫১. আর আমাদের জন্য যা কিছু এই সুন্দরনিবাস, অন্ন, ধন ও স্তুতি তার কারণ তুমিই ॥ ১৫৫২. হে অগ্নি, সকল অগ্নির সঙ্গে এস, তোমাকে হোতারূপে বরণ করি। কর্মকুশলা হবির্ধারিণী (= তোমার পালিকাশক্তি) শ্রেষ্ঠযজ্ঞকারী তোমাকে অন্তরিক্ষে তোমার নিবাসস্থানে অলংকৃত করুন ॥ ১৫৫৩. হে বলের পুত্র অঙ্গিরা, স্রুবসকল [= যজ্ঞে ঘৃতাহুতির জন্য ব্যবহৃত হাতা। স্রুব শব্দ স্রু ধাতু হতে উৎপন্ন বলে এস্থলে জলধারা অথবা রশ্মিসমূহকে বোঝাতে পারে] তোমাকে পাবে বলে অন্তরিক্ষে গমন করছে। জলের পুত্র, ঘৃতকেশ [ঘৃত = জল। জল যাহার কেশস্থানীয়], সর্বপ্রথমজাত অগ্নিকে সকল যজ্ঞে কামনা করি ॥ ১৫৫৪. আমাদের সকল স্তব দীপ্তশিখাযুক্ত দর্শনীয় অগ্নির উদ্দেশে গমন করুক। যজ্ঞসকল অন্নযুক্ত হয়ে আমাদের রক্ষার জন্য বহুধনবিশিষ্ট বহুলোকের দ্বারা স্তুত অগ্নির কাছে গমন করুক ॥ ১৫৫৫. জন্মমাত্রই যিনি সকল কিছু জেনেছেন সেই বলের পুত্র অগ্নিকে বরণীয় ধনসমূহের দানের জন্য কামনা করি। তাঁর জন্ম দুই ভাবে ; তিনি অমরণধর্মা, হোতা, অতি হর্ষকররূপে মানুষের মধ্যে বাস করেন।

তৃতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৯) ১৫৫৬. অদাভ্যঃ পুরএতা বিশামগ্নির্মানুষীণাম্। তূর্ণী রথঃ সদা নবঃ ॥ ১ ॥ ১৫৫৭. অভি প্রযাংসি বাহসা দাশ্বাঁ অশ্নোতি মর্ত্যঃ। ক্ষয়ং পাবকশোচিষঃ ॥ ২ ॥ ১৫৫৮. সাহ্বান্ বিশ্বা অভিযুজঃ ক্রতুর্দেবানামমৃক্তঃ। অগ্নিস্তুবিশ্রবস্তমঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১০) ১৫৫৯. ভদ্রো নো অগ্নিরাহুতো ভদ্রা রাতিঃ সুভগ ভদ্রো অধ্বরঃ। ভদ্রা উত প্রশস্তয়ঃ ॥ ১ ॥ ১৫৬০. ভদ্রং মনঃ কৃণুষ্ব বৃত্রতূর্যে যেনা সমৎসু সাসহিঃ। অব স্থিরা তনুহি ভূরি শর্ধতাং বনেমা তে অভিষ্টয়ে ॥ ২ ॥ (সূক্ত ১১) ১৫৬১. অগ্নে বাজস্য গোমতঃ ঈশানঃ সহসো যহো। অস্মে ধেহি জাতবেদো মহি শ্রবঃ ॥ ১ ॥ ১৫৬২ স ইধানো বসুষ্কবি-রগ্নিরীডেন্যো গিরা। রেবদস্মভ্যং পুর্বণীক দীদিহি ॥ ২ ॥ ১৫৬৩. ক্ষপো রাজন্নুত ত্মনাগ্নে বস্তোরুতোষসঃ। স তিগ্মজম্ভ রক্ষসো দহ প্রতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১৫৫৬. অগ্নি সদাই নূতন নূতন রূপে দেখা দেন ; তিনি অপ্রতিরোধ্য, সকলের অগ্রে নেতারূপে সর্বজনের মধ্যে সকল মানুষের মধ্যে থাকেন ; তিনি অতি দ্রুতগামী এবং সূর্যস্বরূপ ॥ ১৫৫৭. হব্যদাতাকে (=ভক্ত মানুষকে) হব্যবাহক অগ্নি অনেক অন্ন দেন ; দীপ্তিশিখাবিশিষ্ট পবিত্র অগ্নি গৃহ দান করেন ॥ ১৫৫৮. সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির পরাভবকারী, দেবগণের পোষক অগ্নি প্রচুর অন্নের অধিকারী ॥ ১৫৫৯. সম্যক্ পূজিত অগ্নি আমাদের জন্য কল্যাণকর হোন ; হে শোভনধন অগ্নি, তোমার দান আমাদের কল্যাণ করুক ; এই অহিংসিত যজ্ঞ কল্যাণময় হোক ; আমাদের স্তুতি কল্যাণকর হোক ॥ ১৫৬০. হে অগ্নি, বৃত্রবধকালে (=মেঘহননকালে) তোমার মন কল্যাণযুক্ত হোক যেন তুমি সংগ্রামে শত্রুকে পরাজিত করতে পার ; শত্রুর স্থির ও প্রভূত বল ধ্বংস কর ; শত্রুপরাভবের জন্য তোমাকে ভজনা করি। ১৫৬১. হে অগ্নি, তুমি বলজাত, তুমি বাক্ বল ও অন্নের ঈশ্বর, হে জাতবেদা, আমাদের মহান প্রখ্যাত অন্নবল দাও। ১৫৬২. সেই দীপ্তিযুক্ত ধনযুক্ত কবি অগ্নি স্তুতিদ্বারা পূজ্য। হে বহুমুখ অগ্নি, আমরা যাতে বহুধন পাই সেইভাবে দীপ্ত হও ॥ ১৫৬৩ হে রাজা, যে তুমি জলরূপে বর্তমান, সেই তুমি হে অগ্নি, হে বজ্রদংষ্ট্রা, রাত্রিতে বিচরণকারী রাক্ষসকে (=মেঘকে) দিনে ও ঊষাকালে ধ্বংস কর ॥

চতুর্থ খণ্ড ঃ (সূক্ত ১২) ১৫৬৪. বিশো বিশো বো অতিথিং বাজয়ন্তঃ পুরুপ্রিয়ম্। অগ্নিং বো দুর্যং বচঃ স্তুষে শূষস্য মন্মভিঃ ॥ ১ ॥ ১৫৬৫. যং জনাসো হবিষ্মন্তো মিত্রং ন সর্পিরাসুতিম্। প্র শংসন্তি প্রশস্তিভিঃ ॥ ২ ॥ ১৫৬৬ পন্যাংসং জাতবেদসং যো দেবতাত্যুদ্যতা। হব্যান্যৈরয়দ্ দিবি ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৩) ১৫৬৭. সমিদ্ধমগ্নিং সমিধা গিরা গৃণে শুচিং পাবকং পুরো অধ্বরে ধ্রুবম্। বিপ্রং হোতারং পুরুবারমদ্রুহং কবিং সুম্নৈরীমহে জাতবেদসম্ ॥ ১ ॥ ১৫৬৮. ত্বাং দূতমগ্নে অমৃতং যুগেযুগে হব্যবাহং দধিরে পায়ুমীড্যম্। দেবাসশ্চ মর্তাসশ্চ জাগৃবিং বিভুং বিশ্পতিং নমসা নি ষেদিরে ॥ ২ ॥ ১৫৬৯. বিভূষন্নগ্ন উভয়াঁ অনুব্রতা দূতো দেবানাং রজসী সমীয়সে। যৎ তে ধীতিং সুমতিমাবৃণী-মহেঽধ স্মা নস্ত্রিবরূথঃ শিবো ভব ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৪) ১৫৭০. উপ ত্বা জাময়ো গিরো দেদিশতীর্হবিষ্কৃতঃ। বায়োরনীকে অস্থিরন্ ॥ ১ ॥ ১৫৭১. যস্য ত্রিধাত্ববৃতং বর্হিস্তস্থাবসন্দিনম্। আপশ্চিন্নি দধাপদম্ ॥ ২ ॥ ১৫৭২. পদং দেবস্য মীঢুষোঽনাধৃষ্টাভিরূতিভিঃ। ভদ্রা সূর্য ইবোপদৃক্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ : ১৫৬৪-১৫৬৫-১৫৬৬. সকল জনের অতিথি, বহুপ্রিয় অগ্নিকে অন্নকাম

মানুষ তোমাদের জন্য আমি যথাশক্তি মননের দ্বারা দুর্জ্ঞেয় বাক্যে তুষ্ট করি, যাঁকে হবিযুক্ত জনগণ মিত্ররূপে, জলের মিশ্রণকারীরূপে স্তুতিদ্বারা প্রশংসা করেন, যিনি উচ্চ প্রশংসিত, জাতপ্রজ্ঞান এবং দ্যুলোকে হব্যসকলকে দেবতাদের উদ্দেশে প্রেরণ করেন ।। ১৫৬৭ ইন্ধনদ্বারা প্রদীপ্ত, শুচি, পাবক, যজ্ঞকর্মে নিত্য পুরোভাগে অবস্থিত অগ্নিকে স্তবের দ্বারা পূজা করি। বিপ্র, হোতা, বহুলোকের বরণীয়, হিংসারহিত, কবি জাতবেদা অগ্নিকে ভক্তিভরে পূজা করি ।। ১৫৬৮· হে অগ্নি, অমরণধর্মা· হব্যবাহী, রক্ষাকারী, পূজনীয় তোমাকে দেবগণ ও মানুষেরা যুগে যুগে দূতরূপে নিযুক্ত করেছেন , জাগরণকারক, বিভু, জনগণের পতি তোমাকে (মানুষেরা) যজ্ঞকর্মে স্থাপন করেন ।। ১৫৬৯· হে অগ্নি, তুমি দেব ও মানুষ উভয়কে অনুগ্রহ করার জন্য দেবগণের দূতরূপে দ্যুলোক ও পৃথিবীতে সঞ্চরণ কর। আমরা যখন তোমার প্রীতি ও সুমতি বরণ করি তখন তুমি তিনলোকে আমাদের জন্য শিবরূপে (=মঙ্গলময়রূপে) অবস্থান কর ।। ১৫৭০· হে অগ্নি, যজ্ঞ-নিষ্পাদকের পুনঃ পুনঃ উক্ত দীপ্ত স্তবমালা তোমাকে প্রাপ্ত হবার জন্য মুখপ্রাণ বায়ুর নিকটে অবস্থান করে ।। ১৫৭১· আকাশে তিন স্তরেই (=তিনলোকেই) অগ্নির যে অবাধ নিরঙ্কুশ অবস্থান, সেই অগ্নিতে জল ও আশ্রয় লাভ হয়। [ত্রিধাতু = দ্যুলোক, ভূলোক, অন্তরিক্ষ = তিনলোক = তিন স্তর। ধাতু = স্তর] ।। ১৫৭২ অগ্নিদেবের অতি উদার আশ্রয় সকল প্রকার রক্ষার দ্বারা দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত। মঙ্গলময় সূর্যের মতই তাঁর উপস্থিতি ।।

ষোড়শ অধ্যায়

সূক্ত সংখ্যা ২১, মন্ত্র সংখ্যা ৪১ ॥ দেবতা (সূক্তানুসারে) ১।৩।৪।৭।৮।১৫। ১৭-১৯ ইন্দ্র, ২ ইন্দ্রাগ্নী, ৫ অগ্নি, ৬ বরুণ, ৯ বিশ্বকর্মা, ১৩।২০।২১ পবমান সোম, ১১ পূষা, ১২ মরুৎগণ, ১৩ বিশ্বদেবগণ, ১৬ দ্যাব্যাপৃথিবী ।। ছন্দ ১।৩।৫।৮।১৭-১৯ প্রগাথ, ২।৬।৭।১১-১৬ গায়ত্রী, ৯ ত্রিষ্টুপ্, ১০ অত্যষ্টি, ২০ উষ্ণিক্, ২১ জাগতী ।। ঋষি ১।৮।১৮ মেধ্যাতিথি কাণ্ব, ২ বিশ্বামিত্র গাথিন, ৩।৪ ভর্গ প্রাগাথ, ৫ সোভরি কাণ্ব, ৬-১৫ শুনঃশেপ আজীগর্তি, ৭ সুকক্ষ আঙ্গিরস, ৮ বিশ্বকর্মা ভৌবন, ১০ অনানত পারুচ্ছেপি, ১১ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ১২ গোতম রাহুগণ, ১৩ ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ, ১৪ বামদেব গৌতম, ১৬ হর্যত প্রাগথ, ১৭ দেবাতিথি কাণ্ব, ১৯ শ্রুষ্টিগু কাণ্ব, ২০ পর্বত ও নারদ কাণ্ব, ২১ অত্রি ভৌম ॥

প্রথম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১) ১৫৭৩· অভি ত্বা পূর্বপীতয় ইন্দ্র স্তোমেভিরায়বঃ। সমীচীনাস ঋভবঃ সমস্বরন্ রুদ্রা গৃণন্ত পূর্ব্যম্ ।। ১ ।। ১৫৭৪· অস্যেদিন্দ্রো বাবৃধে বৃষ্ণ্যং শবো মদে সুতস্য বিষ্ণবি। অদ্যা তমস্য মহিমানমায়বোহনু ষ্টুবন্তি পূর্বথা ।। ২ ।। (সূক্ত ২) ১৫৭৫· প্র বামর্চন্ত্যুক্থিনো নীথাবিদো জরিতারঃ। ইন্দ্রাগ্নী ইষ আ বৃণে ।। ১ ।। ১৫৭৬· ইন্দ্রাগ্নী নবতিং পুরো দাসপত্নীরধূনুতম্। সাকমেকেন কর্মণা ।। ২ ।। ১৫৭৭ ইন্দ্রাগ্নী অপসস্পর্যুপ প্র যন্তি ধীতয়ঃ। ঋতস্য পথ্যাতঅনু ।। ৩ ।। ১৫৭৮· ইন্দ্রাগ্নী তবিষাণি বাং সধস্থানি প্রযাংসি চ।

যুবোরপুর্ব্যং হিতম্ ॥ ৪ ॥ (সূক্ত ৩) ১৫৭৯. শগ্ধূষু শচীপত ইন্দ্রং বিশ্বাভিরূতিভিঃ। ভগং ন হি ত্বা যশসং বসুবিদমনু শূর চরামসি ॥ ১ ॥ ১৫৮০. পৌরো অশ্বস্য পুরুকৃদ্ গবামস্যুৎসো দেব হিরণ্যয়ঃ। ন কিহি দানং পরি মর্ধিষৎ ত্বে যদ্য দ্যামি তদাভর ॥ ২ ॥ (সূক্ত ৪) ১৫৮১. ত্বং হ্যেহি চেরবে বিদা ভগং বসুত্তয়ে। উদ্ বাবৃষস্ব মঘবন্ গবিষ্টয়ে উদিন্দ্রাশ্বমিষ্টয়ে ॥ ১ ॥ ১৫৮২. ত্বং পুরূ সহস্রাণি শতানি চ যূথা দানায় মংহসে। আ পুরন্দরং চকৃম বিপ্রবচস ইন্দ্রং গায়ন্তোহবসে ॥ ২ ॥ (সূক্ত ৫) ১৫৮৩. যো বিশ্বা দয়তে বসু হোতা মন্দ্রো জনানাম্। মধোর্ন পাত্রা প্রথমা ন্যস্মৈ প্র স্তোমা যন্ত্বগ্নয়ে ॥ ১ ॥ ১৫৮৪. অশ্বং ন গীর্ভী রথ্যং সুদানবো মর্মৃজ্যন্ত দেবয়বঃ। উভে তোকে তনয়ে দস্ম বিশ্পতে পর্ষি রাধো মঘোনাম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদঃ ১৫৭৩. হে ইন্দ্র, তুমিই প্রথমে সোম পান করবে বলে মানুষেরা তোমার উদ্দেশে বারবার গান করছে ; আর একত্র মিলিতভাবে অবস্থিত বৈদ্যুতিক জ্যোতি-সমূহ ও শব্দায়মান রুদ্রগণ প্রথমাবধি সমস্বরে তোমার আনুকুল্যের জন্য গম্ভীর গর্জন করে চলেছেন ॥ ১৫৭৪. অভিষুত সোমপানে সর্বব্যাপ্ত ইন্দ্রে মত্ততা জন্মালে তিনি এর দ্বারা বৃদ্ধিলাভ করেন ; আজও মানুষেরা সেই অতি বলশালী মহান ইন্দ্রকে পূর্বের মত স্তব করে থাকে ॥ ১৫৭৫. হে ইন্দ্র ও অগ্নি, আমরা সামগানকারী স্তোত্রগান-অভিজ্ঞ স্তোতাগণ অন্নের জন্য তোমাদের দুজনকে বরণ করি ॥ ১৫৭৬. হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা যুগপৎ একই কর্মের দ্বারা শ্রমিকরক্ষক জলের নবতি পুরীকে (=বহুসংখ্যক মেঘপুরীকে) কম্পিত করেছিলে (=কম্পিত করে জলদান করেছিলে)। [দাসপত্নীঃ— দাস=শ্রমিক ; পত্নী=জল। কর্মক্লান্ত শ্রমিকদের জন্য ইন্দ্র ও অগ্নি জলকে রক্ষা করেন (নিরুক্ত দ্রষ্টব্য)] ॥ ১৫৭৭. হে ইন্দ্র ও অগ্নি, (দেবগণের) বৃষ্টিপ্রদানবিষয়ক প্রজ্ঞাসমূহ জলের পথকে অনুসরণ করে (তোমাদের বৃষ্টিপ্রদানবিষয়ক) কর্মসমূহের চারিদিক ঘিরে গমন করছে। [ধীতয়ঃ— বৃষ্টিপ্রদানবিষয়ক প্রজ্ঞাসমূহ। ঋত=জল (নিরুক্ত দ্রষ্টব্য)] ॥ ১৫৭৮. হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমাদের দুজনের বল, যজ্ঞকর্ম ও অন্নসমূহ, এবং বৃষ্টিপ্রেরণরূপ কার্য তোমাদের দুজনের মধ্যেই নিহিত আছে ॥ ১৫৭৯. সকল বল ও কর্মের অধিপতি হে ইন্দ্র, তুমি সকল বলকর্মে অবস্থিত থেকে সমস্ত প্রকারে আমাদের রক্ষা কর ; হে শূর, উদয়কালীন সূর্যের জ্যোতিকে যেমন লোকে ভজনা করে সেরূপ যশস্বী ও ধনপ্রাপক তোমাকে ভজনা করি ॥ [ভগ=উদয়কালীন সূর্য] ॥ ১৫৮০. হে ইন্দ্র, তুমি অশ্বরশ্মির (ব্যাপ্তরশ্মির) পোষক (বা বহুসৃষ্টিকারী), তুমি জলরাশির উৎস, হে দেব, তুমি স্বর্ণের মত উজ্জ্বলবর্ণ। তুমি যখন দান করতে ইচ্ছা কর তখন তোমাকে কেউ বাধা দিতে পারে না ; তোমার কাছে যা প্রার্থনা করি, তা এনে দাও ॥ ১৫৮১. তুমি ভজনীয় একথা জেনে শ্রদ্ধানিবেদনকারীর কাছে, ধনকামীর কাছে এস ; হে উত্তমনাতা ইন্দ্র, ইচ্ছাপূরণের জন্য, মহাগতির জন্য ঊর্ধ্বে অবস্থান করে বারবার বর্ষণ কর ॥ ১৫৮২ হে ইন্দ্র, তুমি শতসহস্র মেঘমালাকে বহু জলদানের জন্য বৃদ্ধি করে থাক। পুরন্দর (=মেঘপুর-বিদারক, অথবা জীবদেহ ভেদ করে যিনি আত্মারূপে অবস্থান করেন) ইন্দ্রকে জ্ঞান-বাক্য যুক্ত হয়ে আমাদের রক্ষার জন্য সামগানকারী আমরা সকল সময়ে কামনা করি ॥ [মংহসে - ভ্বাদিগণীয় মহি ধাতু আত্মনেপদী এবং বৃদ্ধি-অর্থক] ॥ ১৫৮৩. যিনি বিশ্বধন, বসু, হোতা, জনগণের আনন্দদায়ক, সেই অগ্নির উদ্দেশে সব স্তুতিমন্ত্র মধুপূর্ণপাত্রের মত যাচ্ছে ॥ ১৫৮৪. হে দর্শনীয় অগ্নি, সুন্দরদানযুক্ত দেবকামী

ধার্মিকগণ তীব্রগতিবিশিষ্ট রথচালক অশ্বের মত তোমাকে স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করছেন (বা অলঙ্কৃত করছেন) ; হে জনগণের পালক অগ্নি, তুমি ধনবানের ধন আমাদের পুত্র-পৌত্রের জন্য ক্ষরিত কর ॥

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৬) ১৫৮৫. ইমং মে বরুণ শ্রুধী হবমদ্যা চ মৃড়য় । ত্বামবস্যুরা চকে ॥ ১ ॥ (সূক্ত ৭) ১৫৮৬. কয়া ত্বং ন ঊত্যাভি প্র মন্দসে বৃষন্ । কয়া স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ২ ॥ (সূক্ত ৮) ১৫৮৭. ইন্দ্রমিদ্ দেবতাতয় ইন্দ্রং প্রযত্যধ্বরে । ইন্দ্রং সমীকে বনিনো হবামহ ইন্দ্রং ধনস্য সাতয়ে ॥ ১ ॥ ১৫৮৮. ইন্দ্রো মহ্না রোদসী পপ্রথচ্ছব ইন্দ্রঃ সূর্যমরোচয়ৎ । ইন্দ্রে হ বিশ্বা ভুবনানি যেমির ইন্দ্রে স্বানাস ইন্দবঃ ॥ ২ ॥ (সূক্ত ৯) ১৫৮৯. বিশ্বকর্মন্ হবিষা বাবৃধানঃ স্বয়ং যজস্ব তন্বংং স্বা হি তে । মুহ্যন্ত্বন্যে অভিতো জনাস ইহাস্মাকং মঘবা সূরিরস্তু ॥ ১ ॥ (সূক্ত ১০) ১৫৯০. অয়া রুচা হরিণ্যা পুনানো বিশ্বা দ্বেষাংসি তরতি সযুগ্বভিঃ সূরো ন সযুগ্বভিঃ । ধারা পৃষ্ঠস্য রোচতে পুনানো অরুষো হরিঃ । বিশ্বা যদ্ রূপা পরিয়াস্যৃক্বভিঃ সপ্তাস্যেভিঃ ঋক্বভিঃ ॥ ১ ॥ ১৫৯১. প্রাচীমনু প্রদিশং যাতি চেকিতৎ স রশ্মিভির্যততে দর্শতো রথো দৈব্যো দর্শতো রথঃ । অগ্মন্নুক্থানি পৌংস্যেন্দ্রং জৈত্রায় হর্ষয়ন্ বজ্রশ্চ যদ্ ভবথো অনপচ্যুতা সমৎস্বনপচ্যুতা ॥ ২ ॥ ১৫৯২. ত্বং হ ত্যৎ পণীনাং বিদো বসু সং মাতৃভির্মর্জয়সি স্ব আ দম ঋতস্য ধীতিভির্দমে । পরাবতো ন সাম তদ্ যত্রা রণন্তি ধীতয়ঃ ত্রিধাতুভিররুষীভির্বয়ো দধে রোচমানো বয়ো দধে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১৫৮৫. হে বরুণ (=সূর্য) আজ আমার আহ্বান শোন আমাকে সুখী কর ; আত্মরক্ষার জন্য তোমাকে স্তুতি করছি ॥ ১৫৮৬. হে বর্ষণকারী কবে কোন্ পথে আমাদের আনন্দিত করবে ? কবে স্তোতাদের জন্য ধন আনবে ? ১৫৮৭ একমাত্র ইন্দ্রকেই যজ্ঞের জন্য, ইন্দ্রকে যজ্ঞকালে দান উৎসর্গের জন্য, ইন্দ্রকে সকলে মিলিতভাবে ভজনার জন্য, ইন্দ্রকে ধনলাভের জন্য আমরা আহ্বান করি ॥ ১৫৮৮. ইন্দ্রই নিজ মহত্ত্ববলে দ্যুলোক ও পৃথিবীকে বিস্তারিত করেছেন, ইন্দ্রই সূর্যকে প্রদীপ্ত করেছেন. ইন্দ্রতেই বিশ্বভুবনের সমাপ্তি, ইন্দ্রেই শব্দকারী জলরাশি নিহিত ॥ [এই স্থলে ইন্দ্র = বিশ্বভুবনের আত্মা, যাঁহাতে সৃষ্টি স্থিতি লয় নিয়ত আবর্তিত হয়] ॥ ১৫৮৯. হে বিশ্বকর্মা, হবির দ্বারা (=উদকের দ্বারা ; হবি =জল) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে স্বয়ং তনু ও বাক্‌কে মিলিত কর। চারদিকের অন্য মানুষেরা মোহগ্রস্ত হোক ; হে মঘবা (=ইন্দ্র), এই যজ্ঞে (=এই সুকর্মসাধনে) তুমি আমাদের আত্মজ্ঞান উপদেষ্টা হও । [তাৎপর্য এই যে, ইন্দ্রের ঐশ্বর্যযুক্ত কর্ম দেখে সাধারণ মানুষ মুগ্ধ হয়ে থাকে, আমরা যেন মোহগ্রস্ত না হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করি] ॥ ১৫৯০. সূর্য যেমন কিরণরাশির দ্বারা নিজমণ্ডলের অন্ধকার দূর করেন. এই সোম সেইরূপ উজ্জ্বল দীপ্তি ধারণ করে শত্রুনাশ করছেন (= মেঘসংহার করছেন । উজ্জ্বল শোধিত হরিৎ সোমের ক্ষরিত ধারা দীপ্তিলাভ করছে । বিশ্বের সকলরূপ তখন সপ্তমুখের প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে ॥ ১৫৯১. পূর্বদিক্ লক্ষ্য করে সতর্কভাবে দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়ছেন ; কিরণরাশির সঙ্গে যুক্ত হয়ে দর্শনীয় গতিতে তিনি যাচ্ছেন, যেমন দ্যুলোকবাসী সূর্য দর্শনীয় রূপে গমন করেন । বলবান ইন্দ্রকে জয়ী করার জন্য স্তোত্রসকল ইন্দ্রকে আহ্লাদিত করে উচ্চারিত হচ্ছে এবং বজ্র ও তুমি (=সোম) শব্দ করে যা ক্ষরিত হয়নি এবং যা ক্ষরিত হচ্ছে তার জন্য একত্র

মিলিত হয়েছে। [রথ শব্দের একটি অর্থ 'সূর্য'] ।। ১৫৯২. তুমি সেই কৃপণদের (=যে মেঘ কৃপণের মত জলদান করে না তাদের) জ্ঞান ; (তাই) বৃষ্টি-প্রদান বিষয়ক বুদ্ধিসমূহের দ্বারা জলের গৃহে সর্বভূতনির্মাত্রীদের সহায়তায় জলধনকে বৃষ্টিরূপে প্রেরণ করছো। যেমন দূর হতে সামগান শোনা যায়, তেমনি তোমার বর্ষণ ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তুমি তিনলোকে স্থাপিত হয়ে ঔজ্জ্বল্যধারণ করে অন্ন ধারণ কর ।।

তৃতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ১১) ১৫৯৩. উত নো গোষণিং ধিয়মশ্বসাং বাজসামুত। নৃবৎ কৃণুহ্যূতয়ে ।। ১ ।। (সূক্ত ১২) ১৫৯৪. শশমানস্য বা নরঃ স্বেদস্য সত্যশবসঃ। বিদা কামস্য বেনতঃ ।। ১ ।। (সূক্ত ১৩) ১৫৯৫. উপ নঃ সূনবো গিরঃ শৃণ্বন্ত্বমৃতস্য যে। সুমৃড়ীকা ভবন্তু নঃ। ১ ।। (সূক্ত ১৪) ১৫৯৬. প্র বাং মহি দ্যবী অভ্যুপস্তুতিং ভরামহে। শুচী উপ প্রশস্তয়ে ।। ১ ।। ১৫৯৭. পুনানে তন্বা মিথঃ স্বেন দক্ষেণ রাজথঃ। উহ্যাথে সনাদৃতম্ ।। ২ ।। ১৫৯৮. মহী মিত্রস্য সাধয়স্তরন্তী পিপ্রতী ঋতম্। পরি যজ্ঞং নি ষেদথুঃ ।। ৩ ।। (সূক্ত ১৫) ১৫৯৯. অয়মু তে সমতসি কপোত ইব গর্ভধিম্। বচস্তচ্চিন্ন ওহসে ।। ১ ।। ১৬০০ স্তোত্রং রাধানাং পতে গির্বাহো বীর যস্য তে। বিভূতিরস্তু সূনৃতা ।।২।। ১৬০১. উর্ধ্বস্তিষ্ঠা ন ঊতয়েঽস্মিন্ বাজে শতক্রতো। সমন্যেষু ব্রবাবহৈ ।। ৩ ।। (সূক্ত ১৬) ১৬০২. গাব উপবটাবট মহী যজ্ঞস্য রপ্সুদা। উভা কর্ণা হিরণ্যয়া ।। ১ ।। ১৬০৩. অভ্যারমিদদ্রয়ো নিষিক্তং পুষ্করে মধু। অবটস্য বিসর্জনে ।। ২ ।। ১৬০৪. সিঞ্চন্তি নমসাবটমুচ্চাচক্রং পরিজ্মানম্। নীচীনবারমক্ষিতম্ ।। ৩ ।।

অনুবাদ ঃ ১১৯৩. আর তুমি, (হে পূষা = সূর্য), আমাদের রক্ষার জন্য আমার সুকর্মকে গোধন, অশ্বধন, অন্নধন এবং মনুষ্যবলযুক্ত কর ।। ১৫৯৪ হে নৃত্যশালী, হে সত্যবলযুক্ত মরুদ্‌গণ (=প্রাণবায়ুগণ), তোমাদের স্তুতি করতে করতে শ্রমের দ্বারা স্বেদযুক্ত কামনাপরায়ণ স্তোতার অভিলাষ অবগত হও ।। ১৫৯৫. যাঁরা অমৃতের সন্তান, সেই বিশ্বদেবগণ আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন, আমাদের জন্য সুখকর হোন ।। ১৫৯৬. হে মহীয়সী দ্যু ও পৃথিবী, বিশুদ্ধা তোমাদের দুজনকে প্রশংসা করার জন্য তোমাদের উদ্দেশে স্তুতিসম্পাদন করছি ।। ১৫৯৭. তোমরা দুজনে নিজ নিজ বলের দ্বারা শোধিত হয়ে শুদ্ধ শরীরে একত্র শোভা পাও ; আর সর্বদা ঋতকর্মকে বহন কর ।। ১৫৯৮. কল্যাণসাধিকা তৃপ্তিদায়িনী দ্যাবা-পৃথিবী (=দ্যুলোক ও পৃথিবী) সূর্যের (মিত্র = সূর্য) ঋত যজ্ঞকর্মকে ঘিরে গমন করুন ।। ১৫৯৯. (হে ইন্দ্র), এই সোম তোমার জন্য। কপোত যেমন কপোতীর প্রতি বকম বকম শব্দ করে ধাবমান হয়, তুমিও তেমনি গুরুগুরু গর্জন করে সোমের প্রতি ধাবমান হও। আর সেই বাক্যের দ্বারা (=মেঘগর্জনরূপ ধ্বনির দ্বারা) আমাদেরও প্রাপ্ত হও ।। ১৬০০. হে রাধাপতি (=সর্বসিদ্ধিকর ধনের অধিপতি), হে গীর্বাহ (=মেঘগর্জনরূপ বাক্য অথবা স্তুতিবাক্য যাহাকে বহন করে), হে বীর তোমার স্তোত্র এরূপ ; তোমার বিভূতি (=ঐশ্বর্য) প্রিয় সত্যকর্মের দ্বারা সাধিত হোক ।। ১৬০১. হে শতকর্মা ইন্দ্র, আমাদের পালনের জন্য তুমি উর্ধ্বলোকে বাস কর , অন্য লৌকিক ব্যবহারের মধ্যে থেকেও তুমি ও আমি দুইজনে দুজ্ঞেয় বিষয়ে রহস্যময় বাক্যের দ্বারা আলাপ করবো। ১৬০২. দ্যুলোক ও ভূলোক উভয়ে বাণীযুক্তা, উভয়ের শ্রবণসামর্থ্য দীপ্তিময়ী ; হে দেবরশ্মিমণ্ডল,

পৃথিবীতলে যজ্ঞক্ষেত্রে অবনমিত হও।। ১৬০৩. আকাশে অবস্থিত মেঘসমূহ পৃথিবীর নিকটবর্তী হয়ে বিলের সৃষ্টিকর্মে (= বিলকে জলপূর্ণ করার জন্য) জল সেক করছে। ১৬০৪. রশ্মিগণ জলের দ্বারা বিল পূর্ণ করছেন, (সেই উদ্দেশে) উচ্চধ্বনিসহকারে চলন স্বভাবযুক্ত আকাশে সর্বত্র অবস্থিত নিম্ন মুখদ্বারযুক্ত জলপূর্ণ মেঘকে প্রেরণ করছেন ।।

চতুর্থ খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৭) ১৬০৫. মা ভেম মা শ্রমিষ্মোগ্রস্য সখ্যে তব। মহৎ তে বৃষ্ণো অভিচক্ষ্যং কৃতং পশ্যেম তুর্বশং যদুম্ ।। ১ ।। ১৬০৬. সব্যামনু স্ফিগ্যং বাবসে বৃষা ন দানো অস্য রোষতি। মধ্বা সম্পৃক্তাঃ সারঘেণ ধেনবস্তুয়মেহি দ্রবা পিব ।। ২ ।। (সূক্ত ১৮) ১৬০৭. ইমা উ ত্বা পুরূবসো গিরো বর্ধন্তু যা মম। পাবকবর্ণাঃ শুচয়ো বিপশ্চিতোঽভি স্তোমৈরনূষতঃ ।। ১ ।। ১৬০৮. অয়ং সহস্রমৃষিভিঃ সহস্কৃতঃ সমুদ্র ইব পপ্রথে। সত্যঃ সো অস্য মহিমা গৃণে শবো যজ্ঞেষু বিপ্ররাজ্যে ।। ২ ।। (সূক্ত ১৯) ১৬০৯. যস্যায়ং বিশ্ব আর্যো দাসঃ শেবধিপা অরিঃ। তিরশ্চিদর্যে রুশমে পবীরবি তুভ্যেৎ সো অজ্যতে রবিঃ ।। ১ ।। ১৬১০. তুরণ্যবো মধুমন্তং ঘৃতশ্চুতং বিপ্রাসো অর্কমানৃচুঃ। অস্মে রয়িঃ পপ্রথে বৃষ্ণ্যং শবোঽস্মে স্বানাস ইন্দবঃ ।। ২ ।। (সূক্ত ২০) ১৬১১. গোমন্ন ইন্দো অশ্ববৎ সুতঃ সুদক্ষ ধনিব। শুচিং চ বর্ণমপি গোষু ধারয় ।। ১ ।। ১৬১২. স নো হরীণাং পত ইন্দো দেবপ্সরস্তমঃ। সখেব সখ্যে নর্যো রুচে ভব ।। ২ ।। ১৬১৩. সনেমি ত্বমস্মদা অদেবং কঞ্চিদত্রিণম্। সাহ্বাং ইন্দো পরি বাধো অপ দ্বয়ুম্ ।। ৩ ।। (সূক্ত ২১) ১৬১৪ অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে ক্রতুং রিহন্তি মধ্বাভ্যঞ্জতে। সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণং হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্ণতে ।। ১ ।। ১৬১৫. বিপশ্চিতে পবমানায় গায়ত মহী ন ধারাত্যন্ধো অর্ষতি। অহির্ন জূর্ণামতি সর্পতি ত্বচমত্যো ন ক্রীড়ন্নসরদ্ বৃষা হরিঃ ।। ২ ।। ১৬১৬. অগ্রেগো রাজাপ্যস্তবিষ্যতে বিমানো অহ্নাম্ভুবনেষ্বর্পিতঃ হরিঘৃতস্নুঃ সুদৃশীকো অর্ণবো জ্যোতীরথঃ পবতে রায় ওক্যঃ ।। ৩ ।।

অনুবাদ ঃ ১৬০৫. হে ইন্দ্র, উগ্রবল তুমি, তোমার সখ্যতা লাভ করে আমরা ভীত নই, ক্লান্তও নই। তুমি অভীষ্টবর্ষী ; তোমার মহৎ কর্মের প্রকাশ আমি দেখেছি ধর্ম-অর্থ-কাম মোক্ষ চতুবর্গলাভকারী মানুষের মধ্যে (= তুর্বশম্) এবং আচার্যের উপদেশে বিপথ হতে নিবৃত্ত মানুষের মধ্যে (= যদুম্)। [তুর্বশ ও যদু = উক্তপ্রকার মানুষের চরিত্র। দেবরাজ যজ্বাকৃত নিঘণ্টু ভাষ্য দ্রষ্টব্য] ।। ১৬০৬. বর্ষণকারী ইন্দ্র বাঁদিকের অধোভাগ (মেঘের দ্বারা) স্ফীত করে আচ্ছাদিত করলেন ; এঁর দান হিংসিত হয় না। হে ইন্দ্র, তুমি মাধ্যমিকা বাক্সৃষ্ট রশ্মিরূপ মধুমক্ষিকার দ্বারা মধুমিশ্রিত জলের প্রতি দ্রুত গমন কর, সেই জল পান কর, তাকে নিয়ে (আমাদের কাছে) এস। [সব্যামনু স্ফিগ্যং—বামপ্রদেশের স্ফীত অধোভাগ। আমরা যখন পূর্বদিকে মুখ করে তাকাই, তখন আমাদের বাঁদিকে উত্তর দিক্ থাকে। সূর্য যখন উত্তরদিক থেকে দক্ষিণ দিকে যেতে থাকেন তখন বর্ষাকাল। সেই সময় বর্ষণের জন্য আকাশের অধোভাগ মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। সারঘেণ—সরঘ = মধুমক্ষিকা। বেদে বলা হয়েছে, আকাশ যেন মৌচাক, আর কিরণরাশি মক্ষিকা। এরা মেঘ থেকে মধুরূপ জল দোহন করে। ধেনবঃ—ধেনু = মাধ্যমিকা বাক্ যা সর্বজগৎকে বৃষ্টিপ্রদানের দ্বারা প্রীতিসম্পন্ন করে। তুয়ম্ = জল] ।। ১৬০৭. হে বহুধন, আমার এই যা কিছু স্তুতি তোমাকে বর্ধিত করুক ; অগ্নির মত তেজোদীপ্ত শুচি বিদ্বানগণ

তোমাকেই স্তুতি করেন ।। ১৬০৮. ইনি সহস্র কিরণরাশির দ্বারা (অথবা ঋষিগণের দ্বারা) বলসম্পন্ন হয়ে আকাশের মত (বা সমুদ্রের মত) বিস্তীর্ণ হয়েছেন । তিনি সত্য ; এঁর মহিমার পূজা করি , এঁর শক্তি (অথবা এঁর সৃষ্ট জল) জ্ঞানীদের রাজ্যে এবং যজ্ঞ সমূহে স্তুত হয় । [ঋষি শব্দের এক অর্থ 'কিরণ' । সমুদ্র শব্দের এক অর্থ 'আকাশ' । শবঃ = বল , জল] ।। ১৬০৯. যাঁর এই বিশ্ব, যিনি আর্যরূপে (= উন্নত মানুষরূপে), দাসরূপে (= শ্রমিকরূপে), ধনপালকরূপে, প্রভুরূপে বর্তমান, যিনি তির্যক্‌গমনে রুদ্ররূপে, বজ্র-আয়ুধ যুক্ত হয়ে হিংসা করেন (= তাঁর সুকর্মের বিরুদ্ধ শক্তিকে নাশ করেন); তিনিই রবিরূপে (= সূর্যরূপে) গমন করেন ।। ১৬১০. স্বরাযুক্ত বিপ্রগণ মধুযুক্ত ঘৃতস্রাবী অর্চনামন্ত্র উচ্চারণ করছেন , এঁর জন্যই ধন, বল, বর্ষণ বিস্তৃত হচ্ছে, এঁরই জন্য সোমরাশি বাক্‌যুক্ত হয়ে ব্যাপ্ত হচ্ছে ।। ১৬১১. হে ইন্দু, তুমি জলপূর্ণ, রশ্মিযুক্ত, অভিষুত, সুদক্ষ, ধনযুক্ত , তোমার দীপ্তি ও বর্ণলীলা জলরাশির উপরে ধারণ কর ।। ১৬১২. সকল উজ্জ্বল রশ্মিগণের অধিপতি হে ইন্দু, তুমি দেবগণের (= রশ্মিগণের সর্বশ্রেষ্ঠ আহার্যবস্তু । সখা যেমন সখার মত ব্যবহার করে, সেরূপে তুমি মানুষের হিতকারী হয়ে দীপ্তরূপে থাক ।। ১৬১৩. তোমাকে আমাদের বন্ধুরূপে কামনা করি । যারা অদেব, যারা অত্রি (= ভক্ষক , কেবলমাত্র ভক্ষণই যাদের কর্ম), হে ইন্দু, তুমি তাদের ঘিরে ফেল, তোমার বলে তাদের পরাভব কর ।। ১৬১৪. সুবর্ণরশ্মিগণ বর্ষণকর্মকে রাঙিয়ে তুলছে, সুপ্রকাশিত করছে, সম্যক্ মিশিয়ে দিচ্ছে, লেহন করছে, ক্ষরণ করছে । নদীর উচ্ছ্বাসে পতনোন্মুখ বারিকণাকে (= জল রাশিকে) সুবর্ণরশ্মিগণ পশুর মত ধরে নিয়ে গিয়ে জলে প্রবেশ করাচ্ছে ।। ১৬১৫. সেই ক্ষরণশীল জ্ঞানী সোমের উদ্দেশে তোমরা সকলে গান কর ; তাঁর বিপুল জলধারা অন্ন আনতে যাচ্ছে । সাপ যেমন তার জীর্ণ খোলস ত্যাগ করে, তেমনি তিনি বারিরাশিকে পৃথিবীর ওপর ত্যাগ করছেন, আর খেলোয়াড় ঘোড়ার মত বর্ষণকারী হরি দৌড়ঝাঁপ করছেন ।। ১৬১৬. এই সোম রাজার মত আগে আগে অতি বেগে চলেছেন ; ভুবনের মধ্যে দিনের পরিমাণ করার কাজে তিনি নিজকে অর্পিত করেছেন । ঘৃতক্ষরণকারী (ঘৃত = জল) সুদর্শন হরি (= সোম) জলমধ্যে প্রবেশ করছেন , জ্যোতির্ময় রথে উঠে ধনভাণ্ডারকে ক্ষরিত করেছেন ।।

সপ্তদশ অধ্যায়

।। সূক্ত সংখ্যা ১৪, মন্ত্র সংখ্যা ৪০ ।। দেবতা (সূক্তনুসারে) ১।৩।৭।১২ অগ্নি, ২।৮-১১।১৩।১৪ ইন্দ্র, ৪ বিষ্ণু, ৫ ইন্দ্র-বায়ু; ৬ পবমান সোম ।। ছন্দ ১।২।৭।৯। ১০।১২।১৩ গায়ত্রী, ৩।৮ বার্হত প্রগাথ, ৪ ত্রিষ্টুপ্, ৫।৬ অনুষ্টুপ্, ১১, উষ্ণিক্, ১৪ এতৎসাম ।। ঋষি ১।৭ শুনঃশেপ আজীগর্তি, ২ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৩ শংযু বার্হস্পত্য, ৪ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৫ বামদেব গৌতম, ৬ রেভসূনু কাশ্যপদ্বয়, ৮ নৃমেধ আঙ্গিরস, ৯।১১ গোষূক্তি ও অশ্বসূক্তি কাণ্বায়ন, ১০ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস, ১২ বিরূপ আঙ্গিরস, ১৩ বৎস কাণ্ব, ১৪ অজ্ঞাত ।।

প্রথম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১) ১৬১৭. বিশ্বেভিরগ্নে অগ্নিভিরিমং যজ্ঞমিদং বচঃ । চনো ধাঃ সহসো যহো ।। ১ ।। ১৬১৮. যচ্চিদ্ধি শশ্বতা তনা দেবংদেবং যজামহে ।

ত্বে ইন্ধ্রয়তে হবিঃ ।। ২ ।। ১৬১৯. প্রিয়ো নো অস্তু বিশ্পতির্হোতা মন্দ্রো বরেণ্যঃ। প্রিয়াঃ স্বগ্নয়ো বয়ম্ ।। ৩ ।। (সূক্ত ২) ১৬২০ ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ। অস্মাকমস্তু কেবলঃ ।। ১ ।। ১৬২১. স নো বৃষন্নমুং চরুং সত্রাদাবন্নপা বৃধি। অস্মভ্যমপ্রতিষ্কুতঃ ।।২ ।। ১৬২২. বৃষা যূথেব বংসগঃ কৃষ্টীরিয়র্ত্যোজসা। ঈশানো অপ্রতিষ্কুতঃ ।। ৩ ।। (সূক্ত ৩) ১৬২৩. ত্বং নশ্চিত্র উত্যা বসো রাধাংসি চোদয়। অস্য রায়স্ত্বমগ্নে রথীরসি বিদা গাধং তুচে তু নঃ ।। ১ ।। ১৬২৪. পর্ষি তোকং তনয়ং পর্তৃভিষ্টবমদব্ধৈরপ্রযুত্বভিঃ। অগ্নে হেডাংসি দৈব্যা যুযোধি নোহদেবানি হ্বরাংসি চ ।। ২ ।। (সূক্ত ৪) ১৬২৫. কিমিত্তে বিষ্ণো পরিচক্ষি নাম প্র যদ্ ববক্ষে শিপিবিষ্টো অস্মি। মা বর্পো অস্মদপ গূহ এতদ্ যদন্যরূপঃ সমিথে বভূথ ।। ১ ।। ১৬২৬. প্র তত্তে অদ্য শিপিবিষ্ট হব্যমর্যঃ শংসামি বয়ুনানি বিদ্বান্। তং ত্বা গৃণামি তবসমতব্যান্ ক্ষয়ন্তমস্য রজসঃ পরাকে ।। ২ ।। ১৬২৭. বষট্তে বিষ্ণবাস আ কৃণোমি তন্মে জুষস্ব শিপিবিষ্ট হব্যম্। বর্ধন্তু ত্বা সুষ্টুতয়ো গিরো মে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ।। ৩ ।।

অনুবাদ ঃ ১৬১৭. হে অগ্নি, সকল অগ্নির সঙ্গে এই যজ্ঞ এই স্তোত্র গ্রহণ কর; হে বলপুত্র, আমাদের জন্য অন্ন ধারণ কর ।। ১৬১৮. যদিও আমরা ভিন্ন ভিন্ন নামে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে নিত্য প্রচুর হব্য দ্বারা পূজা করে থাকি, তথাপি সে সকল হবি তোমাতেই অর্পিত হয় ।। ১৬১৯. জনগণের পালক, হৃষ্ট, বরণীয় অগ্নি আমাদের প্রিয় হোন, আমরাও সু-অগ্নি যুক্ত হয়ে (= উজ্জ্বল জ্যোতিযুক্ত হয়ে) তোমার (= অগ্নির) প্রিয় হবো ।। ১৬২০. সর্বত্র অবস্থিত ইন্দ্রকে তোমাদের জন্য, জনসাধারণের জন্য আহ্বান করি, তিনি কেবল আমাদেরই ।। ১৬২১., হে সর্বফলদাতা, হে বর্ষণকারী ইন্দ্র, তুমি আমাদের জন্য ওই মেঘের আবরণ উন্মোচন কর। তিনি (= ইন্দ্র) আমাদের প্রতি পরাঙমুখ নন (= যাচ্ঞা করলে কখনও 'না' বলেন না) ।। ১৬২২. বৃষভ যেমন গরুর পালের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য গমন করে, তেমনি কাম্যবস্তুপ্রদানকারী অপরাঙমুখ ইন্দ্র তেজের দ্বারা (বা জলের দ্বারা) মানুষের মধ্যে গমন করেন ।। ১৬২৩. হে বিচিত্রধন অগ্নি আমাদের পালন ইচ্ছা করে সর্বার্থসাধক ধন দান কর ; এ ধনের, হে অগ্নি, তুমিই চালক যা আমাদের সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত করবে ।। ১৬২৪. হে অগ্নি, তুমি হিংসারহিত হয়ে তোমার সমস্ত প্রকার রক্ষাশক্তির দ্বারা আমাদের সন্তান সন্ততিকে পালন কর, দেবগণের ক্রোধ এবং অদেবগণের ক্রূরতা থেকে তুমি আমাদের রক্ষা কর ।। ১৬২৫. হে বিষ্ণু (= সূর্য), এই যে তুমি বললে, 'আমি বালরশ্মি-সমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত (অর্থাৎ উদয়কালীন রশ্মিসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত), এই কি তোমার একমাত্র রূপ ? তুমি সংগ্রামে (= তোমার স্বধর্ম রক্ষার জন্য সংগ্রাম = সূর্যের মধ্যদিন কালের রূপ) অন্যরূপ ধারণ করে থাক, আমাদের কাছে তোমার সেই অন্যরূপ প্রকাশিত কর ।। ১৬২৬. হে শিপিবিষ্ট (= বালরশ্মি-পরিবেষ্টিত সূর্য), তোমার স্তুতি করতে সমর্থ আমি, তোমার সকলবিষয়ে প্রজ্ঞানের কথা জেনে আজ তোমাকে এই নামে সম্বোধন করে তোমার প্রশংসা করছি। আমি অতি ক্ষুদ্র, আর তুমি এই অন্তরিক্ষ লোকের অতি দূরে নিবাসকারী (হয়ে আমাদের পালন কর), সেই মহান তোমাকে আমি স্তব করছি ।। ১৬২৭. হে বিষ্ণু, তোমার উদ্দেশে মুখে বষট্কার উচ্চারণ করছি [বষট্কার = বৌ + ষট্ = সূর্য + ছয় ঋতু। বৌষট্ বা বষট্কার উচ্চস্বরে উচ্চারণ করলে সূর্য এবং ছয় ঋতুর দ্বারা পালন-

পোষণ হয় ও সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। বষট্‌কার উচ্চারণের পর হব্য অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। ঋষি মন্ত্রের পরের অংশে সেই হব্যদানের বিষয়ে বলছেন]। হে শিপিবিষ্ট, তুমি আমার সেই হব্য প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ কর ; সুন্দর এই সমস্ত স্তুতি বাক্য তোমাকে বর্ধিত করুক ; (হে বালরশ্মিগণ) তোমরা আমাদের সর্বদা স্বস্তির দ্বারা (=শুভকর্মের দ্বারা) পালন কর ॥

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৫) ১৬২৮. বায়ো শুক্রো অযামি তে মধ্বো অগ্রং দিবিষ্টিষু। আ যাহি সোমপীতয়ে স্পার্হো দেব নিযুত্বতা ॥ ১ ॥ ১৬২৯. ইন্দ্রশ্চ বায়বেষাং সোমানাং পীতিমর্হথঃ। যুবাং হি যন্তীন্দবো নিম্নমাপো ন সধ্র্যক্‌ ॥ ২ ॥ ১৬৩০ বায়বিন্দ্রশ্চ শুষ্মিণা সরথং শবসস্পতী। নিযুত্বন্তা ন ঊতয় আ যাতং সোমপীতয়ে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৬) ১৬৩১. অধ ক্ষপা পরিষ্কৃতো বাজাঁ অভি প্র গাহসে। যদী বিবস্বতো ধিয়ো হরিং হিন্বন্তি যাতবে ॥ ১ ॥ ১৬৩২. তমস্য মর্জয়ামসি মদো য ইন্দ্রপাতমঃ। যং গাব আসভির্দধুঃ পুরা নূনং চ সূরয়ঃ ॥ ২ ॥ ১৬৩৩. তং গাথয়া পুরাণ্যা পুনানমভ্যনূষত। উতো কৃপন্ত ধীতয়ো দেবানাং নাম বিভ্রতীঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৭) ১৬৩৪. অশ্বং ন ত্বা বারবন্তং বন্দধ্যা অগ্নিং নমোভিঃ। সম্রাজন্তমধ্বরাণাম্‌ ॥ ১ ॥ ১৬৩৫. স ঘা নঃ সূনুঃ শবসা পৃথুপ্রগামা সুশেবঃ। মীঢ্‌বাং অস্মাকং বভূয়াৎ ॥ ২ ॥ ১৬৩৬. স নো দূরাচ্চাসাচ্চ নি মর্ত্যাদধায়োঃ। পাহি সদমিদ্‌ বিশ্বায়ু ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৮) ১৬৩৭. ত্বমিন্দ্র প্রতূর্তিষ্বভি বিশ্বা অসি স্পৃধঃ। অশস্তিহা জনিতা বৃত্রতূরসি ত্বং তূর্য তরুষ্যতঃ ॥ ১ ॥ ১৬৩৮. অনু তে শুষ্মং তুরয়ন্তমীয়তুঃ ক্ষোণী শিশুং ন মাতরা। বিশ্বাস্তে স্পৃধঃ শ্নথয়ন্ত মন্যবে বৃত্রং যদিন্দ্র তূর্বসি ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ ১৬২৮. হে বায়ু, আমি স্বর্গাভিলাষী হয়ে পবিত্র হয়ে তোমার প্রথম পানের জন্য সোমরস নিয়ে এসেছি ; হে দেব, শ্লাঘ্য তুমি, সোমপানের জন্য নিযুত অশ্বে আরোহণ করে এস ॥ ১৬২৯ হে ইন্দ্র ও বায়ু, এসকল সোমপানের যোগ্যতা তোমাদের দুজনেরই আছে। এই সোমরসের ধারা নিম্নগামী জলের মত তোমাদের দিকেই যাচ্ছে ॥ ১৬৩০. হে ইন্দ্র ও বায়ু তোমরা দুজনে জল ও বলের অধিপতি। তোমরা নিযুত অশ্বযুক্ত (=রশ্মিযুক্ত) এক রথে আরোহণ করে (=গতিযুক্ত হয়ে) আমাদের সকল প্রকারে রক্ষা করবে বলে সোমপানের জন্য এস ॥ ১৬৩১. (হে সোম), তুমি তারপর সারারাত ধরে পরিষ্কৃত হয়ে অন্নদানের ইচ্ছা করে জলে স্নান করে উঠলে যখন বৃষ্টিপ্রেরণের উদ্দেশে সূর্যদেবের বৃষ্টিপ্রদান বিষয়ক বুদ্ধিসকল হরিকে (=তোমাকে) প্রাপ্ত হোলো ॥ ১৬৩২. যা হর্ষকর ও ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠ পানীয় সেই সোমরস আমরা শোধন করি, যাঁকে রশ্মিগণ পূর্বেই মুখে ধারণ করেছিলেন আর জ্ঞানীরা (যাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন) ॥ ১৬৩৩. শোধন-কালে তাঁকে প্রাচীন গাথায় স্তব করা হোল ; আর দেবগণের প্রদত্ত বারি অনেক সামর্থ্য কর্ম-প্রজ্ঞাকে ধারণ করলো। [নাম=জল] ॥ ১৬৩৪. সকল যজ্ঞের সম্রাট্‌ অশ্বপুচ্ছের মত শিখাবিশিষ্ট অগ্নি তোমাকে নমস্কারের দ্বারা বন্দনা করতে প্রবৃত্ত হই ॥ ১৬৩৫. তিনিই (=অগ্নিই) আমাদের জন্য বলের দ্বারা উৎপন্ন (বলপুত্র), বিস্তীর্ণগামী, সুখদাতা ; তিনিই আমাদের জন্য অভীষ্ট বর্ষণ করুন ॥ ১৬৩৬. সেই বিশ্বায়ু (=সর্বগামী) অগ্নি আমাদের দূরে ও নিকটের অনিষ্ট-কারী মানুষের হাত থেকে সর্বদা রক্ষা করুন ॥ ১৬৩৭. হে ইন্দ্র, তুমি প্রকৃষ্ট গতিতে বিশ্বের সকল স্পর্ধমানকে অভিভূত কর ; তুমি কোপন স্বভাব ও অজ্ঞান-

রূপ অন্ধকার নাশ করে থাক ; তুমি বিশ্বের উৎপাদয়িতা, ত্রাণকর্তা ॥ (পূর্বে ৩১১ মন্ত্রের টীকা দ্রষ্টব্য) ॥ ১৬৩৮. হে ইন্দ্র, মাতা যেমন শিশুর অনুগমন করে, তেমনি দ্যু ও পৃথিবী তোমার বলের অনুগমন করেন ; হে ইন্দ্র, তুমি যখন বৃত্রকে (=মেঘকে) হনন কর, তখন বিশ্বের সকল স্পর্ধাকারীরা তোমার ক্রোধে ভীত ও খিন্ন হয় ॥

তৃতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৯) ১৬৩৯. যজ্ঞ ইন্দ্রমবর্ধয়দ্ যদ্ ভূমিং ব্যবর্তয়ৎ। চক্রাণ ওপশং দিবি ॥ ১ ॥ ১৬৪০ ব্যন্তরিক্ষমতিরন্ মদে সোমস্য রোচনা। ইন্দ্রো যদভিনদ্ বলম্ ॥ ২ ॥ ১৬৪১. উদ্ গা আজদঙ্গিরোভ্য আবিষ্কৃণ্বন্ গুহা সতীঃ। অর্বাঞ্চং নুনুদে বলম্ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১০) ১৬৪২. ত্যমু বঃ সত্রাসাহং বিশ্বাসু গীর্ষ্বায়তম্। আ চ্যাবয়স্যূতয়ে ॥ ১ ॥ ১৬৪৩. যুধ্মং সন্তমনর্বাণং সোমপামনপচ্যুতম্। নরমবার্যক্রতুম্ ॥ ২ ॥ ১৬৪৪. শিক্ষা ণ ইন্দ্র রায় আ পুরু বিদ্বাং ঋচীষম। অবা নঃ পার্যে ধনে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১১) ১৬৪৫. তব ত্যদিন্দ্রিয়ং বৃহৎ তব দক্ষমুত ক্রতুম্। বজ্রং শিশাতি ধিষণা বরেণ্যম্ ॥ ১ ॥ ১৬৪৬. তব দ্যৌরিন্দ্র পৌংস্যং পৃথিবী বর্ধতি শ্রবঃ পর্বতাসশ্চ হিন্বিরে ॥ ২ ॥ ১৬৪৭. ত্বাং বিষ্ণুর্বৃহন্ ক্ষয়ো মিত্রো গৃণাতি বরুণঃ। ত্বাং শর্ধো মদত্যনু মারুতম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১৬৩৯. যজ্ঞ ইন্দ্রকে বর্ধিত করেছে, কারণ তিনি অন্তরিক্ষে শায়িত মেঘ থেকে বৃষ্টি প্রদান করে পৃথিবীর আবর্তন রক্ষা করেছেন ॥ ১৬৪০. সোম-পানের মত্ততা উপস্থিত হলে ইন্দ্র যখন মেঘকে (বল=মেঘ) ছিন্ন করেন, তারপরই অন্তরিক্ষকে আলোকের দীপ্তিতে ব্যাপ্ত করেন ॥ ১৬৪১. তিনি তখন গুহামধ্যে (=মেঘরূপ গুহামধ্যে) অদৃশ্য কিরণরাশিকে আবিষ্কার করলেন এবং আঙ্গিরাদের প্রদান করলেন (=জৈব উপাদানের কারণসমূহকে আলোকরশ্মি প্রদান করলেন) ; তারপর বলকে (=মেঘকে) অধোগামী করলেন ॥ ১৬৪২. সকল কিছু যিনি জয় করেন, সকল স্তোত্র যাঁকে প্রসারিত করে, সেই ইন্দ্রকে তোমাদের মঙ্গলের জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করে কাছে আন ॥ ১৬৪৩. তিনি যোদ্ধা, সাধুকর্মশীল, অপরাজিতা, সোমপানকারী, সদা উন্নত ; তিনি নেতা (বা নৃত্যশালী) এবং তাঁর সুকর্মকে কেউ নিবারণ করতে পারে না ॥ ১৬৪৪. হে ইন্দ্র, তোমার স্তুতি তোমার গুণের তুল্য, তুমি বিদ্বান ; আমাদের প্রভূত ধনদান কর যে সফল ধনে আমাদের সকল রক্ষা হবে ॥ ১৬৪৫. হে ইন্দ্র, বাক্ তোমার বৃহৎ ইন্দ্রিয়বল, তোমার সামর্থ্য ও সুকর্মকে, এবং বরণীয় বজ্রকে তীক্ষ্ন করছে ॥ ১৬৪৬. হে ইন্দ্র, দ্যুলোক তোমার বল বৃদ্ধি করছে, পৃথিবী তোমার যশ (বা অন্ন) বৃদ্ধি করছে ; তোমাকে অন্তরিক্ষ বা জল) এবং মেঘপুঞ্জ প্রীত করে। [যশ=জল ; অন্ন ; ধন। আপঃ= আন্তরিক্ষ , জল। পর্বত=মেঘ। (নিঘণ্টু)] ॥ ১৬৪৭. হে মহান, বলবান তোমাকে বিষ্ণু মিত্র বরুণ স্তুতি করছেন। মরুৎগণের মত্ততাকে অনুসরণ করে বল তোমাকে মত্ত করছে ॥

চতুর্থ খণ্ড ঃ (সূক্ত ১২) ১৬৪৮. নমস্তে অগ্ন ওজসে গৃণন্তি দেব কৃষ্টয়ঃ। অমৈরমিত্রমর্দয় ॥ ১ ॥ ১৬৪৯. কুবিৎ সু নো গবিষ্টয়েঽগ্নে সংবেষিষো রয়িম্। উরুকৃদুরু ণস্কৃধি ॥ ২ ॥ ১৬৫০. মা নো অগ্নে মহাধনে পরা বর্গ্ভারভৃদ্যথা। সংবর্গং সং রয়িং জয় ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৩) ১৬৫১. সমস্য মন্যবে বিশো বিশ্ব

নমস্ত কৃষ্টয়ঃ। সমুদ্রায়ের সিন্ধবঃ॥ ১৬৫২, বি চিদ্ বৃত্রস্য দোধতঃ শিরো বিভেদ বৃষ্ণিনা। বজ্রেণ শতপর্বণা॥ ২॥ ১৬৫৩. ওজস্তদস্য তিত্বিষ উভে যৎ সমবর্তয়ৎ। ইন্দ্রশ্চর্মেব রোদসী ॥ ৩॥ (সূক্ত ১৪) ১৬৫৪. সুমন্মা বস্বী রন্তী সুনরী॥ ১॥ ১৬৫৫. সরূপ বৃষন্না গহীমৌ ভদ্রৌ ধুর্যাবভি। তাবিমা উপ সর্পতঃ ॥ ২॥ ১৬৫৬. নীব শীর্ষাণি মৃঢ়্বং মধ্য আপস্য তিষ্ঠতি। শৃঙ্গেভির্দশভির্দিশন্ ॥ ৩॥

অনুবাদ ঃ ১৬৪৮. হে অগ্নি, মানুষেরা ওজঃশক্তির জন্য নত হয়ে তোমার স্তব করে। হে দেব, বলপ্রভাবে অমিত্রকে (=শত্রুকে) পীড়িত কর॥ ১৬৪৯. হে অগ্নি, জ্ঞানাগ্নি লাভের উপায়স্বরূপ সেই মহাধনে আমাদের ভরে দাও; হে মহা-সমৃদ্ধিকারী, আমাদের সেই ধনে সমৃদ্ধ কর॥ ১৬৫০. হে অগ্নি, জীবনসংগ্রামে (মহাধনলাভে) অক্ষম মনে করে গলগ্রহের মত আমাদের পরিত্যাগ কোরো না। বল ও ধন একই সঙ্গে জয় কর। [বর্গ=বল। রয়ি=ধন; জল (নিঘণ্টু)]॥ ১৬৫১, বিশাল সমুদ্র অভিমুখে যেমন নদ-নদী ধাবিত হয়, তেমনি বিশ্বের সকল মানুষ তাঁর দীপ্ততেজোরাশির জন্য তাঁকে প্রণাম করে॥ ১৬৫২. শতপর্বযুক্ত মহাবল বজ্রের আঘাতে বৃত্রমেঘের কম্পিত মস্তক তিনিই ছিন্নভিন্ন করেন॥ ১৬৫৩. ইন্দ্রের বল বিশেষভাবে দীপ্তি লাভ করে, যখন দ্যু ও পৃথিবী উভয়ে মিলিতভাবে মেঘসৃষ্টি করেন। শরীর চর্মের মত ইন্দ্র দ্যু ও পৃথিবীকে আবৃত করে আছেন॥ ১৬৫৪. সেই দ্যু ও পৃথিবী সুপ্রজ্ঞাযুক্তা, রসের দ্বারা তাবৎ বস্তু আচ্ছাদনকারিণী, লীলাকারিণী, শোভনরূপে কাল-বহনকারিণী॥ [শব্দার্থ নিঘণ্টুভাষ্য অনুযায়ী]॥ ১৬৫৫. কর্মের সঙ্গে যুক্ত হে বর্ষণশীল ইন্দ্র, সেই দ্যু ও পৃথিবী যাঁরা দৃঢ়রূপে স্থাপিত, কল্যাণকর এবং সকল ভার বহনে সমর্থ তাঁরা তোমাকে লক্ষ্য করেই (নিত্য) গমন করেন॥ ১৬৫৬. শৃঙ্গের মত মস্তকযুক্ত দশদিক্ ব্যাপ্ত করে অবস্থিত বিপুলা-কৃতি জলদানকারী মেঘসমূহের মধ্যে ইন্দ্র সদা বর্তমান থাকেন॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

॥ সূক্ত সংখ্যা ১৯, মন্ত্র সংখ্যা ৭৪॥ দেবতা (সূক্তানুসারে) ১।২।৪।৬।৭।৯।১০।১৩। ১৫ ইন্দ্র, ৩।১১।১৮।১৯ অগ্নি, ৫ বিষ্ণু, ৮।১২।১৬ পবমান সোম, ১৪।১৭ ইন্দ্রাগ্নী॥ ছন্দ ১-৫।১৪।১৬-১৮।১৯ গায়ত্রী, ৬।৭।৯।১২।১৩ প্রগাথ বার্হত, ৮ অনুষ্টুপ্ ১০ উষ্ণিক্, ১১ প্রাগাথ কাকুভ, ১৫ বৃহতী, ১৯ ইতি সাম॥ ঋষি ১ মেধাতিথি কাণ্ব ও প্রিয়মেধ আঙ্গিরস, ২ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস, ৩ শুনঃশেপ আজীগর্তি, ৪ শংযু বার্হস্পত্য, মেধাতিথি কাণ্ব, ৬।৯ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৭ বালখিল্য (আয়ু কাণ্ব), ৮ অম্বরীষ বার্ষাভিঃ, ১০ বিশ্বমনা বৈয়শ্ব, ১১ সোভরি কাণ্ব, ১২ সপ্ত ঋষি (পূর্বে দ্রষ্টব্য), ১৩ কলি প্রাগাথ, ১৪।১৭ বিশ্বামিত্র গাথিন, ১৬ নিধ্রুবি, ১৮ ভারদ্বাজ বার্হস্পত্য, ১৯ বামদেব

প্রথম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১) ১৬৫৭. পন্যং পন্যমিৎ সোতার আ ধাবত মদ্যায়। সোমং

বীরায় শূরায় ॥ ১ ॥ ১৬৫৮. এহ হরী ব্রহ্মযুজা শগ্মা বক্ষতঃ সখায়ম্। ইন্দ্রং গীর্ভির্গির্বণম্ ॥২॥ ১৬৫৯. পাতা বৃত্রহা সুতমা ঘা গমন্নারে অস্মৎ। নি যমতে শতমূতিঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ২) ১৬৬০. আত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ সমুদ্রমিব সিন্ধবঃ। ন ত্বামিন্দ্রাতি রিচ্যতে ॥ ১ ॥ ১৬৬১. বিব্যক্থ মহিনা বৃষন্ ভক্ষং সোমস্য জাগৃবে। য ইন্দ্র জঠরেষু তে ॥ ২ ॥ ১৬৬২. অরং ত ইন্দ্র কুক্ষয়ে সোমো ভবতু বৃত্রহন্। অরং ধামভ্য ইন্দবঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৩) ১৬৬৩. জরাবোধ তদ্ বিবিড্ঢি বিশেবিশে যজ্ঞিয়ায়। স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকম্ ॥ ১ ॥ ১৬৬৪. স নো মহাঁ অনিমানো ধূমকেতুঃ পুরুশ্চন্দ্রঃ। ধিয়ে বাজায় হিন্বতু ॥ ২ ॥ ১৬৬৫. স রেবাঁ ইব বিশ্পতির্দৈব্যঃ কেতুঃ শৃণোতু নঃ। উক্থৈরগ্নির্বৃহদ্ভানুঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৪) ১৬৬৬. তদ্ বো গায় সুতে সচা পুরুহূতায় সত্বনে। শং যদ্ গবে ন শাকিনে ॥ ১ ॥ ১৬৬৭ ন ঘা বসুর্নি যমতে দানং বাজস্য গোমতঃ। যৎ সীমুপশ্রবদ্ গিরঃ ॥ ২ ॥ ১৬৬৮. কুবিৎসস্য প্র হি ব্রজং গোমতং দস্যুহা গমৎ। শচীভিরপ নো বরৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১৬৫৭. হে সোমপ্রস্তুতকারিগণ, এই আশ্চর্য সোমকে হর্ষ ও শৌর্যযুক্ত বীর ইন্দ্রের উদ্দেশে উৎসর্গের জন্য দ্রুত আগমন কর। ১৬৫৮. ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত দেশ ও কালরূপী সুখকর অশ্বদ্বয়, সামগানের দ্বারা তুষ্ট সখা ইন্দ্রকে এখানে আনুন। [কাল-ই অশ্ব যা বহন করে, কাল-ই বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত। অথর্ববেদ দ্রষ্টব্য] ॥ ১৬৫৯. সোমের পালনকারী, বৃত্রমেঘ হননকারী ইন্দ্র দূর হতে আমাদের কাছে আসুন। ইন্দ্র শতপ্রকার পালনশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করেন ॥ ১৬৬০. নদীসকল যেমন সমুদ্রে মেশে তেমনি সকল সোমধারাই তোমাতে মিলিত হয় ; হে ইন্দ্র, তোমাকে কেহ অতিক্রম করতে পারে না ॥ ১৬৬১. হে বর্ষণশীল, উদকবর্ষণরূপ মাহাত্ম্যের দ্বারা সদা অপ্রমত্ত তুমি, সোমপানে ব্যাপ্ত রয়েছ, যা, হে ইন্দ্র, তোমার জঠরে প্রবেশ করে ॥ ১৬৬২. হে ইন্দ্র. হে বৃত্রহন্তা, এই সোম তোমার উদরের পক্ষে পর্যাপ্ত হোক ; সোমরাশি তোমার ধামের জন্য পর্যাপ্ত হোক ॥ ১৬৬৩. হে স্তুতির দ্বারা প্রবুদ্ধ অগ্নি, ভিন্ন ভিন্ন মানুষের প্রয়োজনে যজ্ঞযোগ্য রুদ্রের উদ্দেশে যে আলোক-সামান্য স্তোত্র তা তুমিই জান ॥ ১৬৬৪. সেই মহান অন্তহীন ধূমকেতু (=ধূম ইহার জ্ঞাপক) সর্বলোককান্ত অগ্নি আমাদের কর্ম ও অন্নদান করে প্রীত করুন ॥ ১৬৬৫. সেই মানুষের রক্ষক, দেবলোকসম্বন্ধযুক্ত, সর্বকর্মকর্তা, মহাদীপ্তি অগ্নি. ধনবান যেমন স্তুতিবাক্য শ্রবণে প্রীত হন, সেরূপ আমাদের স্তোত্র শ্রবণে প্রীত হোন ॥ ১৬৬৬. হে স্তোতাগণ, গবাদি পশুর কাছে উদ্ভিদ যেমন সুখকর হয়, সেরূপ সোমাভিষবে বহুলোকের বন্দনীয় সর্বশক্তিমান ইন্দ্রের সুখদায়ক স্তোত্র তোমরা একত্র মিলিত হয়ে গান কর ॥ ১৬৬৭. ধনদাতা ইন্দ্র যখন আমাদের স্তোত্রগান শোনেন, তখন তিনি জলবীর্যযুক্ত অন্নধন দানে বিরত হন না ॥ ১৬৬৮. দস্যুনিধনকারী ইন্দ্র (=জলপূর্ণ মেঘনিধনকারী ইন্দ্র), আমাদের জন্য প্রচুর শস্য দানের উদ্দেশ্যে বাক্-কর্ম-প্রজ্ঞাযুক্ত হয়ে জলপূর্ণ মেঘের প্রতি ধাবিত হন ॥

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৫) ১৬৬৯. ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্। সমূঢ়মস্য পাংসুরে ॥ ১ ॥ ১৬৭০, ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। অতো ধর্মানি ধারয়ন্ ॥ ২ ॥ ১৬৭১. বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে। ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা ॥ ৩ ॥ ১৬৭২. তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ ৪ ॥ ১৬৭৩. তদ্ বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥ ৫ ॥ ১৬৭৪. অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে।

পৃথিব্যা অধি সানবি ॥ ৬ ॥ (সূক্ত ৬) ১৬৭৫. মো ষু ত্বা বাঘতশ্চ নারে অস্মন্ নি রীরমন্। আরাত্তা দ্বা সধমাদং ন আ গহীহ বা সন্নুপ শ্রুধি ॥ ১ ॥ ১৬৭৬. ইমে হি তে ব্রহ্মকৃতঃ সুতে সচা মধৌ ন মক্ষ আসতে। ইন্দ্রে কামং জরিতারো বসূয়বো রথে ন পাদমাদধুঃ ॥ ২ ॥ (সূক্ত ৭) ১৬৭৭. অস্তাবি মন্ম পূর্ব্যং ব্রহ্মেন্দ্রায় বোচত। পূর্বীঋর্তস্য বৃহতীরনূষত স্তোতুর্মেধা অসৃক্ষত ॥ ১ ॥ ১৬৭৮. সমিন্দ্রো রায়ো বৃহতীরধূনুত সংক্ষোণীঃ সমু সূর্যম্। সং শুক্রাসঃ শুচয়ঃ সং গবাশিরঃ সোমা ইন্দ্রমমন্দিষুঃ ॥ ২ ॥ (সূক্ত ৮) ১৬৭৯. ইন্দ্রায় সোমপাতবে বৃত্রঘ্নে পরি ষিচ্যসে। নরে চ দক্ষিণাবতে বীরায় সদনাসদে ॥ ১ ॥ ১৬৮০. তং সখায়ঃ পুরুরুচং বয়ং যূয়ং চ সূরয়ঃ। অশ্যাম বাজগন্ধ্যং সনেম বাজপস্ত্যম্ ॥ ২ ॥ ১৬৮১. পরিত্যং হর্যতং হরিম্…॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৯), ১৬৮২. কস্তমিন্দ্র ত্বা বসো … ॥ ১ ॥ ১৬৮৩. মঘোনঃ স্ম বৃত্রহত্যেষু চোদয় যে দদতি প্রিয়া বসু। তব প্রণীতী হর্যশ্ব সূরিভির্বিশ্বা তরেম দুরিতা ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ ১৬৬৯. বিষ্ণু (=সূর্য) এই চরাচর বিশ্ব পরিভ্রমণ করেন ; এঁর পদ (=স্থান) সুদৃঢ়রূপে অন্তরিক্ষে স্থাপিত ; ইনি তিন প্রকারে পদক্ষেপ করেন (=উত্তরায়ণ বিন্দু, দক্ষিণায়ন বিন্দু, ও বিষুব বিন্দু স্পর্শের দ্বারা জগৎ পরিক্রমা করেন) ॥ ১৬৭০. অহিংসিত রক্ষক বিষ্ণু ওই অন্তরিক্ষে অবস্থিত থেকে সকল ধর্মকে ধারণ করে তিনপাদের দ্বারা ভুবন পরিক্রমা করেন ॥ ১৬৭১. (হে নরগণ) বিষ্ণুর কর্মসকল লক্ষ্য কর, যে কর্মের দ্বারা ইন্দ্রের যোগ্য সখা বিষ্ণু সকল ব্রতকর্মকে গ্রথিত করে চলেছেন ॥ ১৬৭২. দ্যুলোকে চক্ষুর মত বিস্তৃত বিষ্ণুর সেই পরমপদ দেবগণ সর্বদা দর্শন করেন ॥ ১৬৭৩. বিষ্ণুর যে পরম পদ, সে বিষয়ের জ্ঞানকে চেতন্যযুক্ত অপ্রমত্ত বিদ্বান্‌গণ সম্যক্ প্রকাশিত করেন ॥ ১৬৭৪. যখন বিষ্ণু পৃথিবীর সকল ধাম পরিক্রমা করেন, তখন দেবরশ্মিগণ আমাদের পালন ইচ্ছা করে পৃথিবীতে প্রবেশ করুন ॥ ১৬৭৫. হে ইন্দ্র, তুমি উদকের দ্বারা সমস্ত হবির প্রভু ; আমাদের থেকে দূরে অবস্থিত উদকবহনকারী রশ্মিগণই যেন তোমার সঙ্গে বারবার আনন্দে মত্ত না থাকে। হে ইন্দ্র, তুমি দূরে থাকলেও আমাদের সঙ্গে আনন্দে মত্ত হবে বলে আমাদের কাছে এস ; আমাদের প্রার্থনা শোন ॥ ১৬৭৬. মধুমক্ষিকা যেমন মধুপানে একত্র মিলিত হয়, তেমনি এই সকল ব্রহ্মজ্ঞানী স্তোতাগণ তোমার স্তব করার জন্য একত্র মিলিত হয়েছেন। সূর্যকিরণ যেমন সূর্যে স্থাপিত, তেমনি ধনকামী স্তোতারা ইন্দ্রেতে কামনা অর্পণ করেন ॥ [রথ=সূর্য। পাদ=কিরণ (নিরুক্ত ও মহাভারত দ্রষ্টব্য)] ॥ ১৬৭৭. ইন্দ্রের উদ্দেশে—চিরায়ত স্তোত্র উচ্চারণ কর ; মনোজ্ঞ গান কর ; চিরকালসম্ভূত ঋতদেবের জলের অর্চনা কর ; স্তোতার ধন বর্ধিত কর। [মেধা=ধন, (নিঘণ্টু)] ॥ ১৬৭৮. ইন্দ্র প্রভূত ধন বর্ষণ করেন ; তিনি দ্যু ও পৃথিবী, এবং সূর্যকে কর্মে প্রেরণ করেন ; তিনি উজ্জ্বল শুচি আলোক প্রেরণ করেন ; বাক্‌যুক্ত সোমরাশি ইন্দ্রকে সম্যক্ মত্ত করে ॥ ১৬৭৯. হে সোম, মেঘহননকারী ইন্দ্রের পানের জন্য তোমাকে চারিদিকে সেচন করা হচ্ছে ; নরগৃহে যজ্ঞে উপবেশনকারী দক্ষিণাযুক্ত বীর ইন্দ্রের জন্যও তোমাকে সেচন করা হচ্ছে ॥ ১৬৮০. হে জ্ঞানী সখাগণ, এস ; তোমরা এবং আমরা উভয়ে সেই উজ্জ্বলদীপ্ত অন্ন-বলযুক্ত সোমকে ভাগ করে নিই এবং তার দ্বারা ব্যাপ্ত হই ॥ ১৬৮১. রশ্মিগণ সেই গমনশীল হরিৎবর্ণ সোমকে (শোধন করছেন)…[মন্ত্রাংশ ; ১৩২৯. মন্ত্র দ্রষ্টব্য] ১৬৮২. হে ইন্দ্র, কে তোমাকে (অতিক্রম করতে পারে)… [মন্ত্রাংশ ; ২৮০ মন্ত্র দ্রষ্টব্য] ॥ ১৬৮৩. হে হর্যশ্ব (=হরিৎবর্ণরশ্মিযুক্ত ইন্দ্র),

যে দেবগণ (= রশ্মিগণ) মঘবার (=ধনদাতা তোমার) প্রিয় ধন (=বারিধন) দান করেন, তুমি তাঁদের বৃত্রহননকার্যে (=মেঘবিদারণ কর্মে) প্রেরণা দিয়ে থাক। তোমার অনুগ্রহে জ্ঞানী স্তোতাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সকল দুঃখ অতিক্রম করবো॥ [চুদ্ ধাতু প্রেরণা অর্থে প্রযুক্ত হয়।—মাধবীয়া ধাতুবৃত্তি দ্রষ্টব্য]॥

তৃতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ১০) ১৬৮৪. এদু মধোর্মদিন্তরং সিঞ্চাধ্বর্যো অন্ধসঃ। এবা হি বীর স্তবতে সদাবৃধঃ॥ ১॥ ১৬৮৫. ইন্দ্র স্থাতর্হরীণাং নকিষ্টে পূর্ব্য-স্তুতিম্। উদানংশ শবসা ন ভন্দনা॥ ২॥ ১৬৮৬. তং বো বাজানাং পতিমহূমহি শ্রবস্যবঃ। অপ্রায়ুভির্যজ্ঞেভির্বাবৃধেন্যম্॥ ৩॥ (সূক্ত ১১) ১৬৮৭. তং গূর্ধয়া স্বর্ণরং দেবাসো দেবমরতিং দধন্বিরে। দেবত্রা হব্যমূহিষে॥ ১॥ ১৬৮৮. বিভূতরাতিং বিপ্রচিত্রশোচিষমগ্নিমীড়িষ্ব যন্তুরম্। অস্য মেধস্য সোম্যস্য সোভরে প্রেমধ্বরায় পূর্ব্যম্॥ ২॥ (সূক্ত ১২) ১৬৮৯. আ সোম স্বানো অদ্রিভিস্তিরো বারাণ্যব্যয়া। জনো ন পুরি চম্বোর্বিশদ্ধরিঃ সদো বনেষু দধ্রিষে॥ ১॥ ১৬৯০. স মামৃজে তিরো অ'ব্বানি মেষ্যো মীঢ়্বানৎসপ্তির্ন বাজয়ুঃ। অনুমাদ্যঃ পবমানো মনীষিভিঃ সোমো বিপ্রেভির্ঋক্বিভিঃ॥ ২॥ (সূক্ত ১৩) ১৬৯১. বয়মেনমিদাহ্যো-ঽপীপেমেহ বজ্রিণম্। তস্মা উ অদ্য সবনে সুতং ভরা নূনং ভূষত শ্রুতে॥ ১॥ ১৬৯২. বৃকশ্চিদস্য বারণ উরামথিরা বয়ুনেষু ভূষতি। সেমং ন স্তোমং জুজুষাণ আ গহীন্দ্র প্র চিত্রয়া ধিয়া॥ ২॥ (সূক্ত ১৪) ১৬৯৩. ইন্দ্রাগ্নী রোচনা দিবঃ পরি বাজেষু ভূষথঃ। তদ্বাং চেতি প্র বীর্যম্॥ ১॥ ১৬৯৪. ইন্দ্রাগ্নী অপসস্পরি ···॥ ২॥ ১৬৯৫. ইন্দ্রাগ্নী তবিষাণি বাং ···॥ ৩॥ (সূক্ত ১৫) ১৬৯৬. ক ঈং বেদ সুতে সচ ···॥ ১॥ ১৬৯৭. দানা মৃগো ন বারণঃ পুরুত্রা চরথং দধে। ন কিষ্টবা নি যমদা সুতে গমো মহাংশ্চরস্যোজসা॥ ২॥ ১৬৯৮. য উগ্রঃ সন্ননিষ্টৃতঃ স্থিরো রণায় সংস্কৃতঃ। যদি স্তোতুর্মঘবা শৃণবদ্ধবং নেন্দ্রো যোষত্যা গমৎ॥ ৩॥

অনুবাদ ঃ ১৬৮৪. হে অধ্বর্যু (=যজ্ঞের এক ঋত্বিক্), সোমরূপ মদকর অন্নের অতি মদির অংশ ইন্দ্রের জন্য সেচন কর। এইভাবেই সদাবৃদ্ধিশীল ইন্দ্র স্তুত হন॥ ১৬৮৫. হরিগণের (=রশ্মিগণের) অধিষ্ঠাতা হে ইন্দ্র, তোমার চিরায়ত স্তুতিকে কেহ বলের দ্বারা বা পূজার দ্বারা লাভ করতে পারে না॥ ১৬৮৬. অন্ন-বল অভিলাষী আমরা, প্রমাদরহিত যজ্ঞকর্মের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সেই অন্নবলের অধিপতি ইন্দ্রকে আহ্বান করি॥ ১৬৮৭. হে স্তোতা, যিনি দ্যুলোকে হব্য নিয়ে যান সেই প্রসিদ্ধ অগ্নির স্তব কর; বিদ্বানগণ তাঁর কাছেই গমন করেন এবং তাঁর মাধ্যমে দেবগণকে হব্য প্রদান করেন॥ ১৬৮৮. হে সোভরি ঋষি, তুমি সোমযাগের প্রধান এই অতিদান যুক্ত, প্রজ্ঞাযুক্ত, বিচিত্রদীপ্ত, যজ্ঞের নিয়ন্তা চির পুরাতন অগ্নির উদ্দেশে যজ্ঞ করার জন্য অগ্নিকে স্তুতি কর॥ ১৬৮৯. হে সোম, তোমার অনুগ্রহে মেঘনিঃসারিত বারিরাশি সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয়ে জলাশয় সমূহকে প্রাপ্ত হোল। দ্যু ও পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত উজ্জ্বল সোম আকাশ থেকে সকল জলমধ্যে প্রবেশ করলেন যেন কোন মানুষ নগরে প্রবেশ করছে॥ ১৬৯০. প্রশংসাকারী মনীষি বিপ্রগণের দ্বারা সদা প্রশংসিত পবমান সোম শব্দসমূহকে প্রাপ্ত হয়ে বর্ষণযোগ্য হয়ে যুদ্ধগামী অশ্বের মত সজ্জিত হলেন॥ ১৬৯১. আমরা আজ এবং কাল বজ্রযুক্ত ইন্দ্রকে যজ্ঞে আপ্যায়িত করবো। আজ এই প্রখ্যাত যজ্ঞে তাঁরই উদ্দেশে অভিষুত সোম অবশ্যই আন, তাঁকে ভূষিত কর॥ ১৬৯২. প্রশংসিত ইন্দ্রের প্রসিদ্ধ বজ্র শত্রুবিনাশক মেঘবিমর্দক (=মেঘের মত স্পর্ধাকারী শত্রুবিমর্দক); সেই ইন্দ্রকে এই সামগান (বা স্তোত্র)

অলঙ্কৃত করে ; হে ইন্দ্র, প্রীত হয়ে বিচিত্র কর্মপ্রজ্ঞাবলে বিশেষরূপে আগমন কর ॥ ১৬৯৩. হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা দুজনে দ্যুলোকের প্রকাশক হয়ে সর্বত্র অন্ন-বলে অলঙ্কৃত হও। তোমাদের সামর্থ্য সেই অন্ন-বিজয়কে বিশেষরূপে জ্ঞাপন করছে ॥ ১৬৯৪. হে ইন্দ্র ও অগ্নি, (সকল কিছু) কর্মকে ঘিরে থাকে…॥ ১৬৯৫. হে ইন্দ্র ও অগ্নি, বল ও অন্ন তোমাদের…॥ ১৬৯৬. কে সেই ইন্দ্রকে জানে…॥ [উপরের তিনটি মন্ত্র ঋগ্বেদের মূল মন্ত্রের অংশমাত্র বলে এখানে আংশিক অনুবাদ দেওয়া হোল] ॥ ১৬৯৭. বন্য হস্তী যেমন বিপক্ষের ভীতি উৎপাদন করে তার শুঁড়ে জলধারণ করে চারদিকে প্রক্ষেপ করে, তেমনি ইন্দ্র সর্বদিকে বহুধা বিচরণকারী মেঘকে ধারণ করে জল প্রক্ষেপ করেন। হে ইন্দ্র, তোমাকে কেহ নিয়মিত করতে পারে না ; তুমি অভিষুত সোমের দিকে যাও ; স্বীয় বীর্যবলে সর্বত্র বিচরণ কর ॥ ১৬৯৮. যিনি উগ্র হলে তাঁকে কেহ প্রতিরোধ করতে পারে না, যিনি যুদ্ধে সজ্জিত হয়ে স্থিরভাবে অবস্থান করেন, সেই মঘবা ইন্দ্র স্তোতার আহ্বান শুনলে পর অন্য কোথাও যান না, সেখানেই গমন করেন ॥

চতুর্থ খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৬) ১৬৯৯. পবমানা অসৃক্ষত সোগাঃ শুক্রাস ইন্দবঃ। অভি বিশ্বানি কাব্যা ॥ ১ ॥ ১৭০০. পবমানা দিবস্পর্যন্তরিক্ষাদসৃক্ষত। পৃথিব্যা অধি সানবি ॥ ২ ॥ ১৭০১. পবমানাস আশবঃ শুভ্রা অসৃগ্রমিন্দবঃ। ঘ্নন্তো বিশ্বা অপ দ্বিষঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৭) ১৭০২. তোশা বৃত্রহণা হুবে সজিত্বানাপরাজিতা। ইন্দ্রাগ্নী বাজসাতমা ॥ ১ ॥ ১৭০৩. প্র বামর্চন্ত্যুক্থিনঃ ॥ ২ ॥ ১৭০৪. ইন্দ্রাগ্নী নবতিং পুরঃ…॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৮) ১৭০৫. উপ ত্বা রণ্বসন্দৃশং প্রযস্বন্তঃ সহস্কৃত। অগ্নে সসৃজ্মহে গিরঃ ॥ ১ ॥ ১৭০৬. উপচ্ছায়ামিব ঘৃণেরগন্ম শর্ম তে বয়ম্। অগ্নে হিরণ্যসন্দৃশঃ ॥ ২ ॥ ১৭০৭. য উগ্র ইব শর্যহা তিগ্মশৃঙ্গো ন বংসগঃ। অগ্নে পুরো রুরোজিথ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৯) ১৭০৮. ঋতাবানং বৈশ্বানরমৃতস্য জ্যোতিষস্পতিম্। অজস্রং ঘর্মমীমহে ॥ ১ ॥ ১৭০৯. য ইদং প্রতিপপ্রথে যজ্ঞস্য স্বরুত্তিরন্। ঋতূনুৎসৃজতে বশী ॥ ২ ॥ ১৭১০. অগ্নিঃ প্রিয়েষু ধামসু কামো ভূতস্য ভব্যস্য। সম্রাড়েকো বিরাজতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১৬৯৯. উজ্জ্বল সোমরাশি ক্ষরিত হচ্ছেন ; তাঁকে লক্ষ্য করে বিশ্বকাব্য মুখর (=সকল স্তুতি যাচ্ছে) ॥ ১৭০০. পবমান সোমরসের ধারা দ্যুলোক হতে আকাশ হতে, পৃথিবীর উন্নত প্রদেশ হতে ক্ষরিত হচ্ছে ॥ ১৭০১. ক্ষিপ্রগতি উজ্জ্বল পবমান সোমরাশি সকল বিঘ্ন নাশ করে ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ১৭০২. শত্রুনাশক বৃত্রহন্তা, জয়শীল, অপরাজিত, ভূরি অন্নদাতা ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করি ॥ ১৭০৩. হে ইন্দ্র ও অগ্নি, সামগানকারীরা তোমাদের দুজনকে অর্চনা করে…॥ ১৭০৪. ইন্দ্র ও অগ্নি, সকল জীবদেহ ভেদ করে প্রবেশ করেন…॥ [এই দুটি মন্ত্রাংশ বলে এরূপ আংশিক অর্থ করা হোল] ॥ ১৭০৫. হে বলের পুত্র অগ্নি, রমণীয় দর্শন তুমি, তোমার উদ্দেশে হব্যপ্রদান করে স্তোত্র উচ্চারণ করছি ॥ ১৭০৬. হে অগ্নি, তুমি উগ্রতেজসম্পন্ন, হিরণ্যসদৃশ ; তোমার আশ্রয় আমরা ছায়ার মত গ্রহণ করেছি ॥ ১৭০৭. যিনি তীক্ষ্ণ বাণের মত উগ্ররূপে শত্রুহন্তা, যিনি বৃষভের মত তীক্ষ্ণশৃঙ্গযুক্ত (=তীক্ষ্ণরশ্মিযুক্ত), সেই তুমি, হে অগ্নি, সকল পুরী বারবার ভেঙ্গে দিয়ে থাক ॥ ১৭০৮. বিশ্বের মানুষের নেতা (=বৈশ্বানর অগ্নি) যিনি সত্য যজ্ঞকর্মের দ্বারা উদকবান এবং জ্যোতিসমূহের পালক, তাঁর কাছে অজস্র জল ও দীপ্তি (=ঘর্ম) যাচ্ঞা করি ॥ ১৭০৯. যিনি যজ্ঞকর্মের ফলস্বরূপ

আকাশপথে সুন্দররূপে জলরাশি বিস্তার করে (পৃথিবীতে) প্রেরণ করেন তিনি ষড়ঋতুর নিয়মনিবন্ধগতিকে নিজবশে রাখেন ॥ ১৭১০. যারা জন্মেছে এবং যারা জন্মাবে তাদের সকলের কামনা পূরণকারী অগ্নি নিজ প্রিয় ধামে সম্রাটরূপে একাই বিশেষরূপে দীপ্তিলাভ করেন ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়

॥ সূক্ত সংখ্যা ১৮, মন্ত্র সংখ্যা ৫৪ ॥ দেবতা (সূক্তানুসারে) ১।১০।১৩ অগ্নি, ২।১৮ পবমান সোম, ৩-৫ ইন্দ্র, ৬।৮।১১।১৪ (১ উত্তরার্ধ রাত্রি), ১৬ উষা, ৭।৯।১২। ১৫।১৭ অশ্বিদ্বয় ॥ ছন্দ ১।২।৬।৭।১৮ গায়ত্রী, ৩।১৩।১৪।১৫ ত্রিষ্টুপ্, ৪।৫ প্রগাথ, ৮।৯ উষ্ণিক্, ১০-১২ পঙ্‌ক্তি, ১৬।১৭ জগতী ॥ ঋষি ১ বিরূপ আঙ্গিরস, ২।১৮ অবৎসারকাশ্যপ, ৩ বিশ্বামিত্র গাথিন, ৪ দেবাতিথি কাণ্ব, ৫।৮।৯।১৬ গোতম রাহূগণ, ৬ বামদেব গোতম, ৭ প্রস্কণ্ব কাণ্ব, ১০ বসুশ্রুত আত্রেয়, ১১ সত্যশ্রবা আত্রেয়, ১২ অবস্যু আত্রেয়, ১৩ বুধ ও গবিষ্ঠি আত্রেয়, ১৪ কুৎস আঙ্গিরস, ১৫ অত্রি ভৌম, ১৭ দীর্ঘতমা ঔচথ্য ॥

প্রথম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১) ১৭১১. অগ্নিঃ প্রত্নেন জন্মনা শুম্ভানস্তন্বাঁ৩স্বাম্। কবির্বিপ্রেণ বাবৃধে ॥ ১ ॥ ১৭১২. ঊর্জো নপাতমাহুবেঽগ্নিং পাবকশোচিষম্। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধ্বরে ॥ ২ ॥ ১৭১৩. স নো মিত্রমহস্ত্বমগ্নে শুক্রেণ শোচিষা। দেবৈরা সৎসি বর্হিষি ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ২) ১৭১৪. উত্তে শুষ্মাসো অস্থু রক্ষো ভিন্দন্তো অদ্রিবঃ। নুদস্ব যাঃ পরিস্পৃধঃ ॥ ১ ॥ ১৭১৫. অয়া নিজঘ্নিরোজসা রথসঙ্গে ধনে হিতে। স্তবা অবিভ্যুষা হৃদা ॥ ২ ॥ ১৭১৬. অস্য ব্রতানি নাধৃষে পবমানস্য দূঢ্যা। রুজ যস্ত্বা পৃতন্যতি ॥ ৩ ॥ ১৭১৭. তং হিন্বন্তি মদচ্যুতং হরিং নদীষু বাজিনম্। ইন্দুমিন্দ্রায় মৎসরম্ ॥ ৪ ॥ (সূক্ত ৩) ১৭১৮. আ মন্দ্রৈরিন্দ্র হরিভির্যাহি ময়ূররোমভিঃ। মা ত্বা কে চিন্নি যমুরিন্ন পাশিনোঽতি ধন্বেব তাঁ ইহি ॥ ১ ॥ ১৭১৯. বৃত্রখাদো বলং রুজঃ পুরাং দর্মো অপামজঃ। স্থাতা রথস্য হর্যোরভিস্বর ইন্দ্রো দৃঢ়া চিদারুজঃ ॥ ২ ॥ ১৭২০. গম্ভীরাঁ উদধীঁরিব ক্রতুং পুষ্যসি গা ইব। প্র সুগোপা যবসং ধেনবো যথা হ্রদং কুল্যা ইবাশত ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৪) ১৭২১. যথা গৌরো অপাকৃতং তৃষ্যন্নেত্যবেরিণম্। আপিত্বে নঃ প্রপিত্বে তূয়মা গহি কণ্বেষু সু সচা পিব ॥ ১ ॥ ১৭২২. মন্দন্তু ত্বা মঘবন্নিন্দ্রেন্দবো রাধোদেয়ায় সুন্বতে। আমুষ্যা সোমমপিবশ্চমূ সুতং জ্যেষ্ঠং তদ্ দধিষে সহঃ ॥ ২ ॥ (সূক্ত ৫) ১৭২৩. ত্বমঙ্গ প্র শংসিষো দেবঃ শবিষ্ঠ মর্ত্যম্। ন ত্বদন্যো মঘবন্নস্তি মর্ডিতেন্দ্র ব্রবীমি তে বচঃ ॥ ১ ॥ ১৭২৪. মা তে রাধাংসি মা ত ঊতয়ো বসোঽস্মান্ কদা চনা দভন্। বিশ্বা চ ন উপমিমীহি মানুষ বসূনি চর্ষণিভ্য আ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ ১৭১১. দ্যুলোকে নিজ প্রাচীন বাসস্থানে জন্মলাভ করে কবি অগ্নি স্তোত্রের দ্বারা শোভিত ও প্রজ্ঞাযুক্ত হয়ে বৃদ্ধিলাভ করছেন ॥ ১৭১২. বলের (বা জলের) পুত্র ও পবিত্রদীপ্তিযুক্ত অগ্নিকে এই অহিংসিত যজ্ঞে আহ্বান করছি

১৭১৩. মিত্রগণের পূজনীয় হে অগ্নি, উজ্জ্বলদীপ্ত হয়ে দেবগণের সঙ্গে এসে এই যজ্ঞে বোসো ॥ ১৭১৪. হে বজ্রসমুদ্ভূত সোম, বিপদ হতে রক্ষাকারী তোমার তেজোবল উত্তমরূপে প্রকাশিত হচ্ছে। স্পর্ধমান যারা চতুর্দিকে আস্ফালন করছে তাদের দূর কর ॥ ১৭১৫. এঁর বিপক্ষপরাভবকারী বলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এবং এঁর বারিধন লুণ্ঠনকারী ক্ষিপ্র রথগতির সঙ্গে যুক্ত থেকে আমি নির্ভয় হৃদয়ে সোমের স্তব করছি ॥ ১৭১৬. দুষ্টবুদ্ধি মেঘ (=যে মেঘ জলদান না করে আকাশে বৃথা ভ্রমণ করে) পবমান সোমের বারিদানরূপ কর্মকে সহ্য করতে পারে না। (হে সোম) যে তোমার সঙ্গে (=যে মেঘ) যুদ্ধ করতে চায় তাকে তুমি আঘাতের দ্বারা ভেঙে ফেল ॥ ১৭১৭. এই যে সোম, যিনি আনন্দদায়ক বারি ক্ষরণ করছেন, যিনি হরিৎ-বর্ণ ও বলযুক্ত সেই আনন্দমত্ত সোমকে, ইন্দ্রের আনন্দবিধানের জন্য রশ্মিগণ সকল নদীতে প্রেরণ করছেন ॥ ১৭১৮. হে ইন্দ্র, ময়ূর পেখমের মত উজ্জ্বল বিচিত্র রশ্মিযুক্ত হয়ে আনন্দে মত্ত হয়ে এস ; ব্যাধ যেমন তার শিকারকে ঘিরে ফেলে তেমনি তোমার আগমনে যেন কেউ বাধা না দেয় ; মরুপ্রান্তর অতিক্রমকারীর মত সকল বাধা দূর করে এস ॥ ১৭১৯. বৃত্রের বিনাশকারী, মেঘবিদারণকারী, বজ্রাঘাতে গৃহ-সমূহের ধ্বংসকারী, জলরাশির পরিচালনাকারী, সূর্যরূপ রথের চালক, দেশ-কালরূপ অশ্বদ্বয়ের প্রতি ধাবমান ইন্দ্র অতি বিপুল দৃঢ় পদার্থেরও বিনাশকারী ॥ ১৭২০. দূরবগাহ সমুদ্র যেমন জলরাশির দ্বারা পুষ্ট হয়, তুমি সেরূপ জ্ঞানের দ্বারা কর্মকে পুষ্ট কর ; উত্তম গোপালক যেমন তৃণাদির দ্বারা গাভীদের পুষ্ট করে, তুমি তেমনি সরিৎপ্রবাহের দ্বারা হ্রদকে (=শব্দকারী জলাশয়কে) ব্যাপ্ত কর ॥ ১৭২১. মৃগ তৃষ্ণার্ত হলে যেমন জলপূর্ণ স্থানের অভিমুখে যায়, তুমিও তেমনি, হে ইন্দ্র, তোমার সোম-পানের সময় হলে আমাদের কাছে অবশ্যই এস ; আমরা কণ্বগণ, আমাদের সঙ্গে একত্র সোমপান কর ॥ ১৭২২. হে মঘবা ইন্দ্র, সোম অভিষবকারীকে সর্বাসিদ্ধিকর ধন দানের জন্য সোমরাশি তোমাকে হর্ষান্বিত করুক। অতি প্রশংসনীয় ওই অভিষুত সোম তুমি পান করেছ আর তাই তুমি মহাবল ধারণ করেছ ॥ ১৭২৩. হে অতিবল ইন্দ্র, তুমি দীপ্যমান, (তাই) স্তুতিরত মানুষকে অবিলম্বেই প্রশংসিত কর ; হে মঘবা, তুমি ভিন্ন আর কেউ সুখদাতা নেই ; আমি তোমারই স্তুতি করে থাকি ॥ ১৭২৪. হে আশ্রয়দাতা ইন্দ্র, তোমার ধন এবং রক্ষা আমাদের যেন কখনও দম্ভযুক্ত না করে, (=তোমা প্রদত্ত ধন লাভ করে এবং তোমার দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে আমরা যেন লোকরঞ্জনের জন্য কর্মানুষ্ঠানে কখনও প্রবৃত্ত না হই)। মানুষের হিতকারী হে ইন্দ্র, সকল মানুষের কাম্যবস্তু লাভের জন্য তোমার সকল ধন পাবার আশায় তোমার কাছে এসেছি ॥ [দম্ভ ধাতুর অর্থ—লোকরঞ্জনের জন্য কর্মানুষ্ঠান করা (মাধবীয়া ধাতুবৃত্তি)] ॥

দ্বিতীয় খণ্ড : (সূক্ত ৬) ১৭২৫. প্রতি ষ্যা সূনরী জনী ব্যুচ্ছন্তী পরি স্বসুঃ। দিবো অদর্শি দুহিতা ॥ ১ ॥ ১৭২৬. অশ্বের চিত্রারুষী মাতা গবামৃতাবরী। সখা ভূদশ্বিনোরুষাঃ ॥ ২ ॥ ১৭২৭. উত সখাস্যশ্বিনোরুত মাতা গবামসি। উতোষো বস্ব ঈশিষে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৭) ১৭২৮. এষো উষা অপূর্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিবঃ। স্তুষে বামশ্বিনা বৃহৎ ॥ ১ ॥ ১৭২৯. যা দস্রা সিন্ধুমাতরা মনোতরা রয়ীণাম্। ধিয়া দেবো বসু বিদা ॥ ২ ॥ ১৭৩০. বচ্যন্তে বাং ককুহাসো জূর্ণায়ামধি বিষ্টপি। যদ্বাং রথো বিভিষ্পতাৎ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৮) ১৭৩১. উষস্তচ্চিত্রমাভরাস্মভ্যং বাজিনীবতি। যেন তোকং চ তনয়ং চ ধামহে ॥ ১ ॥ ১৭৩২. উষো অদ্যেহ গোমত্যশ্বাবতি বিভাবরি। রেবদস্মে ব্যুচ্ছ সূনৃতাবতি ॥ ২ ॥ ১৭৩৩. যুঙক্ষ্বা

হি বাজিনীবত্যশ্বা আদ্যারুণা উষঃ। অথা নো বিশ্বা সৌভগান্যা বহ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৯) ১৭৩৪. অশ্বিনা বর্তিরস্মদা গোমদ্ দস্রা হিরণ্যবৎ। অর্বাগ্ রথং সমনসা নি যচ্ছতম্ ॥ ১ ॥ ১৭৩৫. এহ দেবা ময়োভুবা দস্রা হিরণ্যবর্তনী। উষর্বুধো বহন্তু সোমপীতয়ে ॥ ২ ॥ ১৭৩৬. যাবিত্থা শ্লোকমা দিবো জ্যোতির্জনায় চক্রথুঃ। আ ন উর্জং বহতমশ্বিনা যুবম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ ১৭২৫. ভগিনী রাত্রিকে আলোকের দ্বারা অভিভূত করে দ্যুলোকের দুহিতা উষা দেখা দিলেন। তিনি সকল প্রাণীকে কর্মে উদ্দীপ্ত করে নিয়ে চলেন ॥ ১৭২৬. অশ্বীর মত বিচিত্ররূপা মনোহরা, সুকর্মযুক্তা উষা সকল রশ্মির নির্মাত্রী। উষাদেবী দেশ ও কালের সখা ॥ ১৭২৭. হে উষাদেবী, তুমিই দেশ ও কালের (= অশ্বিদ্বয়ের) সখা, তুমি কিরণরাশির মাতা, তুমি সকল ধনের ঈশ্বরী ॥ ১৭২৮. প্রিয় উষা যাঁকে এর আগে দেখা যায় নি তিনি এখন আকাশ থেকে অন্ধকার দূর করছেন ॥ হে অহোরাত্ররূপী অশ্বিদ্বয়, তোমাদের দুজনকে প্রভূত স্তুতি করি ॥ ১৭২৯. অশ্বিদ্বয় মনোহর, জল হতে উৎপন্ন, মননের দ্বারা ধনপ্রদানকারী, প্রজ্ঞা ও কর্মযুক্ত এবং আশ্রয়প্রদানকারী ॥ ১৭৩০. হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের রথ যখন প্রশংসিত দ্যুলোকে রশ্মিদ্বারা বাহিত হয়, তখন তোমাদের উদ্দেশে আমরা স্তব করি ॥ ১৭৩১. হে অন্ন-বলযুক্তা উষা, আমাদের বিচিত্র ধন দাও যে ধনে আমরা সন্তান-সন্ততিদের পালন করতে পারি ॥ ১৭৩২. হে রশ্মিযুক্তা, গতিযুক্তা, দ্যুতিময়ী এবং সুকর্মযুক্তা উষা, আমাদের ধন দান করবে বলে ধনযুক্তা হয়ে আজ উদিত হও ॥ ১৭৩৩. হে অন্নবতী উষা, আজ তোমার রথে অরুণবর্ণ রশ্মি জুড়ে দাও ; আমাদের জন্য সকল সৌভাগ্য আন ॥ ১৭৩৪. হে সুমনোহর অশ্বিদ্বয়, তোমরা দুজনে আমাদের গৃহ গোধন ও হিরণ্যধনে পূর্ণ করবে বলে সমানমনা হয়ে তোমাদের রথে চড়ে আমাদের কাছে এস ॥ ১৭৩৫. অশ্বিদ্বয়ের গমনপথ হিরণ্ময়, তাঁরা দুজনে সুখপ্রদ ও সুমনোহর। উজ্জ্বল রশ্মিগণ উষাকালে প্রবুদ্ধ হয়ে সেই অশ্বি-দ্বয়কে সোমপানের জন্য বহন করে আনুক ॥ ১৭৩৬. হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা দুজনে মানুষের জন্য আকাশ হতে বাক্য ও জ্যোতি প্রেরণ করেছ ; তোমরা আমাদের জন্য বলপ্রদ অন্ন এনে দাও ॥

তৃতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ১০) ১৭৩৭. অগ্নিং তং মন্যে যো বসুরস্তং যং যন্তি ধেনবঃ। অস্তমর্বন্ত আশবোঽস্তং নিত্যাসো বাজিন ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ১ ॥ ১৭৩৮. অগ্নির্হি বাজিনং বিশে দদাতি বিশ্বচর্ষণি। অগ্নী রায়ে স্বাভুবং স প্রীতো যাতি বার্যমিষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ২ ॥ ১৭৩৯. সো অগ্নির্যো বসুর্গৃণে সং যমায়ন্তি ধেনবঃ। সমর্বন্তো রঘুদ্রুবঃ সং সুজাতাসঃ সূরয় ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১১) ১৭৪০. মহে নো অদ্য বোধয়োষো রায়ে দিবিৎমতী। যথা চিন্নো অবোধয়ঃ সত্যশ্রবসি বায্যে সুজাতে অশ্বসূনৃতে ॥ ১ ॥ ১৭৪১. যা সুনীথে শৌচদ্রথে ব্যৌচ্ছো দুহিতর্দিবঃ। সা ব্যুচ্ছ সহীয়সি সত্যশ্রবসি বায্যে সুজাতে অশ্ব-সূনৃতে ॥ ২ ॥ ১৭৪২. সা নো অদ্যা ভরদ্বসুর্ব্যুচ্ছা দুহিতর্দিবঃ। যো ব্যৌচ্ছঃ সহীয়সি সত্যশ্রবসি বায্যে সুজাতে অশ্বসূনৃতে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১২) ১৭৪৩. প্রতি প্রিয়তমং রথং বৃষণং বসুবাহনম্। স্তোতা বামশ্বিনাবৃষি স্তোমেভির্ভূষতি প্রতি। মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্ ॥ ১ ॥ ১৭৪৪. অত্যাযাতমশ্বিনা তিরো বিশ্বা অহং সনা। দস্রা হিরণ্যবর্তনী সুষুম্ণা সিন্ধুবাহসা। মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্ ॥ ২ ॥

১৭৪৫। আ নো রত্নানি বিভ্রতাবশ্বিনা গচ্ছতং যুবম্। রুদ্রা হিরণ্যবর্তনী জুষাণা বাজিনীবসূ। মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১৭৩৭. আমি সেই অগ্নিকে জানি যিনি রশ্মিধন (=যাঁতে সকল রশ্মি বাস করে), যাঁকে আশ্রয় (বা গৃহ) মনে করে বাক্সমূহ যাঁর প্রতি গমন করে। তিনি আকাশে বিচরণকারী ব্যাপ্ত রশ্মিদের আশ্রয়; তিনিই আশ্রয় চিরন্তন রশ্মিগণের। হে, অগ্নি, স্তোতাদের জন্য অন্নধন আন (বা স্তোতাদের ইচ্ছা পূরণ কর) ॥ ১৭৩৮. সর্বদর্শনকারী অগ্নিই মানুষকে অন্নবল দান করেন। অগ্নি প্রীত হয়ে সর্বত্র ব্যাপ্ত বরণীয় ধনদানের জন্য গমন করেন। হে অগ্নি, স্তবকারীর জন্য অন্ন এনে দাও ॥ ১৭৩৯. সেই অগ্নিই আশ্রয় দানের জন্য স্তুত হন; তাঁরই কাছে বাকেরা গমন করে, দ্রুতগামী রশ্মিগণ সমাগত হয়; তাঁরই কাছে সুজন্মের অধিকারী বিদ্বানগণ সমাগত হন। হে অগ্নি, স্তোতার জন্য অন্ন এনে দাও ॥ ১৭৪০. হে দ্যুলোকবাসিনী উষা, হে সুজাতা, হে ঋজুগমনের দ্বারা সৎকর্মের ব্যাপ্তিকারিণী দেবী, যেমন তুমি নিত্যই সৎকর্মের দ্বারা অন্নসংগ্রহের জন্য ও বন্ধুত্বে বাস করার জন্য আমাদের জাগরিত কর, সেরূপ আজও প্রচুর ধনলাভের জন্য আমাদের জাগ্রত কর ॥ ১৭৪১. হে দ্যুলোকের দুহিতা উষা, যে তুমি অতি বিস্তৃত প্রশংসনীয় উজ্জ্বলরথের আলোকে (=সূর্যের উদয়কালীন অরুণ আলোকে) রাত্রির অন্ধকার নাশ করে থাক, সেই তুমি, হে সুজাতা, হে ঋজুগমনের দ্বারা সৎকর্মের ব্যাপ্তিকারিণী দেবী, সৎকর্মের দ্বারা বিপুল অন্নসংগ্রহকর্মে আমাদের বন্ধুত্বে অবস্থিত থেকে আমাদের অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে চল ॥ ১৭৪২. হে সুজাতা, হে ঋজুগমনের দ্বারা সৎকর্মের ব্যাপ্তিকারিণী দেবী, যে তুমি বিপুল অন্নসংগ্রহে আমাদের বন্ধুত্বে অবস্থিত থেকে অজ্ঞানঅন্ধকারনাশিনী, সেই তুমি, হে দ্যুলোকের দুহিতা, হে ধন আহরণকারিণী দেবী উষা, আজ আমাদের অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে চল ॥ ১৭৪৩. হে অশ্বিদ্বয়, বৃষ্টিকামী স্তোতা তোমাদের দুজনের ধনবাহন বর্ষণকারী প্রিয়তম রথকে স্তোমের দ্বারা (=সামগানে) ভূষিত করছে। হে মধুবিদ্যাবিশারদ অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমার আহ্বান শোন ॥ ১৭৪৪. হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা দুজন অতিবেগে সকল কিছু অতিক্রম করে আমার কাছে এস; তোমরা সুমনোহর, হিরণ্ময় গমনপথে স্বচ্ছন্দবিহারী, আহ্লাদকর রশ্মিদ্বয়, এবং নদীসকলের বাহক। হে মধুবিদ্যাবিশারদ অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমার আহ্বান শোন ॥ ১৭৪৫. হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা দুজনে আমাদের জন্য সকল রত্ন নিয়ে এস। হে রুদ্র (=ভীতিসঞ্চারকারী মেঘগর্জনরূপ শব্দ করতে করতে দিকে দিকে ধাবমান দুজন), হে হিরণ্যরথবিহারী, হে প্রীতিকর কর্মযুক্ত, হে অন্ন-বলের আশ্রয়, হে মধুবিদ্যাবিশারদ, তোমরা দুজন আমার আহ্বান শোন ॥

চতুর্থ খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৩) ১৭৪৬. অবোধ্যগ্নিঃ সমিধা জনানাং প্রতি ধেনুমিবায়তীমুষাসম্। যহ্বা ইব প্রবয়ামুজ্জিহানাঃ প্র ভানবঃ সস্রতে নাকমচ্ছ ॥ ১ ॥ ১৭৪৭. অবোধি হোতা যজথায় দেবানূর্ধ্বো অগ্নিঃ সুমনাঃ প্রাতরস্থাৎ। সমিদ্ধস্য রুশদদর্শি পাজো মহান্ দেবস্তমসো নিরমোচি ॥ ২ ॥ ১৭৪৮. যদীং গণস্য রশনামজীগঃ শুচিরঙ্ক্তে শুচিভির্গোভিরগ্নিঃ। আদ্ দক্ষিণা যুজ্যতে বাজয়ন্ত্যুত্তানামূর্ধ্বো অধয়জ্জুহূভিঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৪) ১৭৪৯. ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগাচ্চিত্রঃ প্রকেতো অজনিষ্ট বিভ্বা। যথা প্রসূতা সবিতুঃ সবায়ৈবা রাত্র্যুষসে যোনিমারৈক্ ॥ ১ ॥ ১৭৫০. রুশদ্বৎসা রুশতী শ্বেত্যাগাদারৈগু কৃষ্ণা সদনান্যস্যাঃ। সমানবন্ধু অমৃতে অনূচী দ্যাবা বর্ণং চরত আমিনানে ॥ ২ ॥ ১৭৫১. সমানো অধ্বা

স্বস্রোরনক্তস্তমন্যান্যা চরতো দেবশিষ্টে। ন মেথেতে ন তস্থতুঃ সুমেকে নক্তোষাসা সমনসা বিরূপে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৫) ১৭৫২. আভাত্যগ্নিরুষসামনীকমুদ্‌বিপ্রাণাং দেবয়া বাচো অস্থুঃ। অর্বাঞ্চা নূনং রথ্যেহ যাতং পীপিবাংসমশ্বিনা ধর্মমচ্ছ ॥ ১ ॥ ১৭৫৩. ন সংস্কৃতং প্র মিমীতো গবিষ্ঠান্তি নূনমশ্বিনোপ স্তুতেহ। দিবাভিপিত্বেঽবসা গমিষ্ঠা প্রত্যবর্তিং দাশুষে শম্ভবিষ্ঠা ॥ ২ ॥ ১৭৫৪. উতা যাতং সংগবে প্রাতরহ্নো মধ্যন্দিন উদিতা সূর্যস্য। দিবানক্তমবসা শন্তমেন নেদানীং পীতিরশ্বিনা ততান ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১৭৪৬. উষাকালে দুগ্ধদাত্রী গাভীগণ যেমন মানুষের কাছে যায় অগ্নিও সেরূপ সমিধ্ কাঠে প্রজ্বলিত হন। তাঁর সেই মহান শিখাগুলি শাখাবিস্তারকারী বৃক্ষের মত দ্যুলোকের পানে ছুটে চলে ॥ ১৭৪৭. হোতা অগ্নি দেবগণকে (=রশ্মি-গণকে) যজ্ঞকর্মে মিলিত করবার জন্য প্রকাশিত হলেন। সুমনা (=উদারচেতা) অগ্নিদেব (=সূর্যদেব) প্রাতঃকালে উর্ধ্বলোকে উত্থিত হন। পূর্ণরূপ প্রদীপ্ত অগ্নির দীপ্তবল দেখা যাচ্ছে। মহান দেব অন্ধকার থেকে মুক্ত হলেন ॥ ১৭৪৮. যখন অগ্নিদেব (=সূর্যদেব) প্রদীপ্ত হয়ে তাঁর দীপ্ত কিরণরাশির সহায়ে একত্র মিলিত রজ্জুর মত ঘন জমাটবাঁধা অন্ধকার গ্রাস করেন, তখনই তিনি অন্নের জন্য বিস্তারিত কিরণরাশিকে সিক্তধারার সঙ্গে যুক্ত করেন এবং ঊর্ধ্বে থেকে বিস্তৃত সেই জলধারাকে কিরণরাশির দ্বারা পান করেন ॥ [উপরের তিনটি মন্ত্রে পার্থিব অগ্নি এবং দ্যুলোকাগ্নি উভয়ের স্তব করা হয়েছে] ॥ ১৭৪৯. জ্যোতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি এই উষা এসেছেন। বিচিত্র প্রজ্ঞাযুক্ত উষা অতি বিস্তার লাভ করে উৎপন্ন হয়েছেন। সূর্যাস্তের পর যেমন রাত্রিদেবী উৎপন্না হন, তেমনি রাত্রিদেবীও নিজের অধিকার ত্যাগ করে উষার আগমনের পথ করে দেন ॥ ১৭৫০. সূর্যরূপ বৎসকে সঙ্গে নিয়ে দীপ্যমানা উষা আসছেন [এখানে ভোরের সূর্যকে নবীন বালকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যার মাতা উষা]। কৃষ্ণবর্ণা রাত্রিদেবী উষার জন্য স্থান ত্যাগ করেছেন। এঁরা দুজনেই সমানবন্ধু, মৃত্যুহীনা, পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুগতা, দ্যোতমানা, একে অপরের ওপর নির্ভরশীলা ; রাত্রি এবং উষা নিজ নিজ রূপে বর্ণে বিচরণ করে থাকেন ॥ ১৭৫১. ভগিনীসমান রাত্রি ও উষা সূর্যের আদেশে একের পর অন্যে একই অনন্তপথে বিচরণ করেন। আকাশপথে বিচরণকারিণী রাত্রি ও উষার রূপ ভিন্ন ভিন্ন হলেও দুজনে সমানমনা ; একে অপরকে হিংসাও করেন না এবং স্থির হয়ে অবস্থানও করেন না ॥ ১৭৫২. অগ্নিদেব (=সূর্য) তাঁর কাছের উষাকালীন কিরণরাশিকে প্রকাশিত করছেন (=সূর্যের উদয়কালীন অরুণবর্ণের রশ্মিকে প্রকাশিত করছেন। উষাকালীন রশ্মি অরুণবর্ণ)। বিপ্রগণের স্তব সূর্যদেবের উদ্দেশে উচ্চারিত হচ্ছে। হে রথাধিপতি অশ্বিদ্বয় (=সূর্যের রথে আরোহণকারী অহোরাত্র), তোমরা আজ অবশ্যই উদকসমৃদ্ধ কর্মকে আমাদের নিকটবর্তী কর ॥ ১৭৫৩. হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা (সূর্যদেবের) সোমসমৃদ্ধ শুদ্ধ যজ্ঞকর্মকে কখনও হিংসা কর না ; তোমরা এই যজ্ঞকর্মের (অংশগ্রহণকারী) অবশ্যই স্তুতিভাজন হও। তোমরা দিনের আগমনে সকল রক্ষা নিয়ে আমাদের কাছে এস, আর ভক্তের সুখের জন্য তৎপর হও ॥ ১৭৫৪. আর তোমরা গোদোহনকালে, প্রত্যূষে, দিনে, মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখরতাপে, দিবারাতে সকল সময়ে সকল সুখ ও সকল রক্ষা সহকারে এস, কারণ অশ্বিদ্বয় ছাড়া রশ্মিগণের নিত্য নব উদকপান বিস্তার লাভ করে না ॥

পঞ্চম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৬) ১৭৫৫. এতা উ ত্যা উষসঃ কেতুমক্রত পূর্বে অর্ধে রজসো

ভানুমঞ্জতে। নিষ্কৃণ্বানা আয়ুধানীব ধৃষ্ণবঃ প্রতি গাবোঽরুষীর্যন্তি মাতরঃ॥ ১॥ ১৭৫৬. উদপপ্তন্নরুণা ভানবো বৃথা স্বাযুজো অরুষীর্গা অযুক্ষত। অক্রন্নুষাসো বয়ুনানি পূর্বথা রুশন্তং ভানুমরুষারশিশ্রয়ুঃ॥ ২॥ ১৭৫৭. অর্চন্তি নারীরপসো ন বিষ্টিভিঃ সমানেন যোজনেনা পরাবতঃ। ইষং বহন্তীঃ সুকৃতে সুদানবে বিশ্বেদহ যজমানায় সুন্বতে॥ ৩॥ (সূক্ত ১৭) ১৭৫৮. অবোধ্যগ্নির্জ্ম উদেতি সূর্যো ব্যুতষাশ্চন্দ্রা মহ্যাবো অর্চিষা। আযুক্ষাতামশ্বিনা যাতবে রথং প্রাসাবীদ্ দেবঃ সবিতা জগৎ পৃথক্॥ ১॥ ১৭৫৯. যদ্যুঞ্জাথে বৃষণমশ্বিনা রথং ঘৃতেন নো মধুনা ক্ষত্রমুক্ষতম্। অস্মাকং ব্রহ্ম পৃতনাসু জিন্বতং বয়ং ধনা শূরসাতা ভজেমহি॥ ২॥ ১৭৬০. অর্বাঙ্ ত্রিচক্রো মধুবাহনো রথো জীরাশ্বো অশ্বিনোর্যাতু সুষ্টুতঃ। ত্রিবন্ধুরো মঘবা বিশ্বসৌভগঃ শং ন আবক্ষদ্ দ্বিপদে চতুষ্পদে॥ ৩॥ (সূক্ত ১৮) ১৭৬১. প্র তে ধারা অসশ্চতো দিবো ন যন্তি বৃষ্টয়ঃ। অচ্ছা বাজং সহস্রিণম্॥ ১॥ ১৭৬২. অভি প্রিয়াণি কাব্যা বিশ্বা চক্ষাণো অর্ষতি। হরিস্তুঞ্জান আয়ুধা॥ ২॥ ১৭৬৩. স মর্মৃজান আয়ুভিরিভো রাজেব সুব্রতঃ। শ্যেনো ন বংসু ষীদতি॥ ৩॥ ১৭৬৪. স নো বিশ্বা দিবো বসূতো পৃথিব্যা অধি। পুনান ইন্দবাভর॥ ৪॥

অনুবাদ ঃ ১৭৫৫. অরুণবর্ণ উষার আলোকরাশি জ্ঞানকর্মকে প্রকাশিত করছেন (=উষার আরম্ভেই মানুষের জ্ঞান ও কর্মবুদ্ধি উদ্দীপ্ত হয়); আকাশের পূর্বার্ধভাগে সূর্যকে অরুণবর্ণে রঞ্জিত করছেন। যুদ্ধে উৎসাহযুক্ত মানুষেরা যেমন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়, তেমনি মাতৃরূপা উজ্জ্বলবর্ণা উষার কিরণরাশি (সূর্য হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে) প্রতিদিন গমন করেন॥ ১৭৫৬. অরুণবর্ণ কিরণরাশি স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশিত হোল; সূর্যের সঙ্গে যুক্ত উজ্জ্বল কিরণরাশিকে উষা কর্মে নিয়োজিত করলেন; পূর্বের মত সমস্ত প্রাণীকে জ্ঞানযুক্ত করলেন, তারপর উষা উজ্জ্বল-দীপ্তি যুক্ত সূর্যকে আশ্রয় করলেন (=উষাকাল শেষ হলে পর উষার আলোক সূর্যে মিলিয়ে গেল)॥ ১৭৫৭. যে উষাকালীন নেত্রীস্থানীয়া রশ্মিগণ প্রতিদিন বাধ্যতামূলক উদয়কর্মের দ্বারা অতি দূরদেশ পর্যন্ত সমানভাবে ব্যাপ্ত হন, সেই কিরণরাশিকে সকল কর্মই অর্চনা করে থাকে। সকলভার বহনকারিণী সেই কিরণমালা সুকর্মযুক্ত সুদানযুক্ত জ্ঞানবান ভক্তের জন্য অন্ন দান করেন॥ ১৭৫৮. পৃথিবীতে অগ্নি প্রকাশিত হলেন, সূর্য উদিত হলেন, সকলকে আহ্লাদিত করে মহতী উষা নিজ দীপ্তিতে অন্ধকার দূর করছেন। হে অশ্বিদ্বয়, সূর্যের গতির জন্য কর্মে নিযুক্ত হও; সবিতাদেব সমস্ত জগৎকে নিজ নিজ পৃথক কর্মে নিয়োজিত করুন॥ ১৭৫৯. হে অশ্বিদ্বয়, যখন তোমরা বৃষ্টিপ্রদ সূর্যকে কর্মে নিযুক্ত কর, তখন ঘৃতের মত মধুর মত জলে অন্ন ও বল বর্ধিত করে আমাদের প্রীত কর। জীবন সংগ্রামে জয়লাভের জন্য, অন্ন ধন ও বললাভের জন্য তোমাদের ভজনা করি॥ ১৭৬০. অশ্বিদ্বয়ের সুন্দররূপে স্তুত, তিনচক্রবিশিষ্ট (=উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন ও বিষুবরূপ তিনচক্রবিশিষ্ট), মধুবাহন (=উদকবাহন), গতিময় রশ্মিযুক্ত রথ (=সূর্য) আমাদের কাছে আগমন করুন। ত্রিবন্ধুর (=তিনস্থান=সূর্যলোক, আকাশ ও পৃথিবীস্থানগত), ধনপূর্ণ, সকল সৌভাগ্যসম্পন্ন সূর্যদেব আমাদের দ্বিপদ (=মানুষ) ও চতুষ্পদ (=পশু) ধনলাভে সুখী করুন। [রথ=সূর্য (নিরুক্ত)]॥ ১৭৬১. সহস্র অন্নকে লক্ষ্য করে দ্যুলোকের রশ্মিধারার মত বৃষ্টির ধারা অবাধে ক্ষরিত হচ্ছে॥ ১৭৬২. সকলকর্মে মনোযোগী, দানযুক্ত হরিৎবর্ণ সোম বিশ্বের সকল প্রিয় কাব্যকে লক্ষ্য করে আয়ুধের সহায়তায় (=রশ্মিরূপ

তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সহায়তায়) বারিবর্ষণ করছেন ॥ [সোম সূর্যের বিভূতি । সোম = সূর্য] ॥ ১৭৬৩. সুব্রত (= সুকর্মকারী) সোম (= জল) শোধিতরূপে ক্ষরিত হয়ে অন্নরূপে জাত হয়ে রাজার মত শোভিত হলেন । তিনি শ্যেনের মত নির্ভয়ে নিজস্থানে প্রবেশ করেন ॥ ১৭৬৪. হে পবিত্রীকৃত সোম, (যে তুমি এরূপ গুণসম্পন্ন) সেই তুমি আমাদের জন্য দ্যুলোকের সকল ধন পৃথিবীর ওপর বর্ষণ কর ॥

বিংশ অধ্যায়

॥ প্রথম অংশ ॥

॥ সূক্ত সংখ্যা ১৮, মন্ত্র সংখ্যা ৫১ ॥ দেবতা (সূক্তানুসারে) ১।১৭ পবমান সোম, ২।৩।৭।১০।১৬ ইন্দ্র, ৪ — ৬, ১৮ অগ্নি, অশ্বিদ্বয় ও উষা, ৮ মরুদ্‌গণ, ৯ সূর্য ॥ ছন্দ ১।৮।১০।১৫-১৭ গায়ত্রী, ৪ উষ্ণিক্, ১১ ভুরিগনুষ্টুপ্, ১৩ বিরাডনুষ্টুপ্, ৫ পদপঙ্‌ক্তি, ৬।৯।১২ প্রগাথ বার্হত, ৭ ত্রিষ্টুপ্, ১৪ শক্বরী, ১৬ অনুষ্টুপ্, ১৭ দ্বিপদা গায়ত্রী, ১৮ অত্যষ্টি, ২ দ্বিপদা ককুপ্ ॥ ঋষি ১ নৃমেধ আঙ্গিরস, ২।৩ প্রিয়মেধ আঙ্গিরস, ৪ দীর্ঘতমা ঔচথ্য, ৫ বামদেব গোতম, ৬ প্রস্কণ্ব কাণ্ব, ৭ বৃহদুক্‌থ্ বানদেব্য, ৮ বিন্দু বা পূতদক্ষ আঙ্গিরস, ৯।১৭ জমদগ্নি ভার্গব, ১০ সুকক্ষ আঙ্গিরস, ১১—১৩ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ১৪ সুদা পৈজবন, ১৫ মেধাতিথি কাণ্ব ও প্রিয়মেধ আঙ্গিরস, ১৬ নীপাতিথি কাণ্ব, ১৮ পরুচ্ছেপ দৈবোদাসি ॥

প্রথম খণ্ড (সূক্ত ১) ঃ ১৭৬৫. প্রাস্য ধারা অক্ষরন্ বৃষ্ণঃ সুতস্যৌজসঃ । দেবাঁ অনু প্র ভূষতঃ ॥ ১ ॥ ১৭৬৬. সপ্তিং মৃজন্তি বেধসো গৃণন্তঃ কারবো গিরা । জ্যোতির্জজ্ঞানমুক্‌থ্যম্ ॥ ২ ॥ ১৭৬৭. সুষহা সোম তানি তে পুনানায় প্রভূবসো । বর্ধা সমুদ্রমুক্‌থ্যম্ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ২) ১৭৬৮. এষ ব্রহ্মা য ঋত্বিয় ইন্দ্রো নাম শ্রুতো গৃণে ॥ ১ ॥ ১৭৬৯. ত্বামিচ্ছবসস্পতে যন্তি গিরো ন সংযতঃ ॥ ২ ॥ ১৭৭০. বি স্রুতয়ো যথা পথা ইন্দ্র ত্বদ্ যন্তু রাতয়ঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৩) ১৭৭১. আ ত্বা রথং যথোতয়ে··· ॥ ১ ॥ ১৭৭২. তুবিশুষ্ম তুবিক্রতো শচীবো বিশ্বয়া মতে । আ পপ্রাথ মহিত্বনা ॥ ২ ॥ ১৭৭৩. যস্য তে মহিনা মহঃ পরিজ্মায়ন্তমীয়তুঃ । হস্তা বজ্রং হিরণ্যয়ম্ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৪) ১৭৭৪. আ যঃ পুরং নার্মিণীমদীদেদত্যঃ কবির্নভন্যোঽনার্বা । সূরো ন রুরুক্বাঞ্ছতাত্মা ॥ ১ ॥ ১৭৭৫. অভি দ্বিজন্মা ত্রী রোচনানি বিশ্বা রজাংসি শুশুচানো অস্থাৎ । হোতা যজিষ্ঠো অপাং সধস্থে ॥ ২ ॥ ১৭৭৬. অয়ং স হোতা যো দ্বিজন্মা বিশ্বা দধে বার্যাণি শ্রবস্যা । মর্তো যো অস্মৈ সুতুকো দদাশ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৫) ১৭৭৭. অগ্নে ত্বমদ্যাশ্বং ন স্তোমৈঃ ক্রতুং ন ভদ্রং হৃদিস্পৃশম্ । ঋধ্যামা ত ওহৈঃ ॥ ১ ॥ ১৭৭৮. অধা হ্যগ্নে ক্রতোর্ভদ্রস্য দক্ষস্য সাধোঃ । রথীর্ঋতস্য বৃহতো বভূথ ॥ ২ ॥ ১৭৭৯. এভির্নো অর্কৈর্ভবা নো অর্বাক্ স্বর্ণ জ্যোতিঃ । অগ্নে বিশ্বেভিঃ সুমনা অনীকৈঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১৭৬৫. বর্ষণকারী সোম উত্তমরূপে অলঙ্কৃত জলধারা সহকারে রশ্মিগণকে অনুসরণ করে ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ১৭৬৬. জ্ঞানী, স্তবকারী, যজ্ঞকারী মানুষেরা দীপ্ত

প্রবৃদ্ধ অশ্বের মত বেগবান অতি প্রশংসনীয় সোমকে (সঙ্গীতে) অলংকৃত করছেন ॥ ১৭৬৭. হে প্রভূতধনের আশ্রয় সোম, পবিত্রতাবিধানের জন্য তোমার সেই অভিভবকারী দীপ্তিসমূহকে অতি প্রশংসনীয় আকাশের মত ব্যাপ্ত কর ॥ ১৭৬৮. ইনিই ব্রহ্মা (=শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্তা) যিনি প্রতি ঋতুতে যথাকালে কর্ম করেন, যিনি ইন্দ্র নামে বিখ্যাত ; আমি তাঁকেই স্তব করি ॥ ১৭৬৯. হে বলপতি, তোমাকে লক্ষ্য করেই আমাদের এই ছন্দোবদ্ধ স্তুতিসকল যাচ্ছে ॥ ১৭৭০. হে ইন্দ্র, সকল পথ যেমন রাজপথে গিয়ে মেশে তেমনি সকল ধন তোমাতেই মেশে ॥ ১৭৭১. বহুকর্মা শত্রুপরাজয়কারী বলিষ্ঠ সৎপতি ইন্দ্রকে আমি আমার রক্ষা ও সুখের জন্য রথের মত আবর্তিত করছি ॥ ১৭৭২, হে অতিবল, অতি প্রাজ্ঞ, বহুকর্মা ইন্দ্র, তোমার বিশ্বজয়ী মহত্ত্বের দ্বারা সর্বজগৎ ব্যাপ্ত করেছ ॥ ১৭৭৩. তোমার দুই হাত হিরন্ময় বজ্রকে ধারণ করে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত জলকে মহত্ত্বের দ্বারা প্রাপ্ত হয় ॥ ১৭৭৪. যিনি পুরমধ্যে দীপ্তরূপে শোভিত হন, যিনি ক্রান্তদর্শী, যিনি নভোচারী বায়ুর মত ভ্রমণশীল সেই সূর্যের মত শত কিরণোজ্জ্বল অগ্নি সর্বত্র আত্মারূপে বিরাজিত ॥ ১৭৭৫. দুই ভাবে জন্মলাভ করে অগ্নিদেব দীপ্যমান তিনলোককে রঞ্জিত করে অবস্থান করেন। তিনি হোতা, উত্তম যজ্ঞকারী (=সর্ববস্তুর মিলনকারী) ; তিনি জলের উৎসস্থানে বর্তমান থাকেন ॥ ১৭৭৬. ইনি সেই হোতা, যিনি দুইভাবে জন্মলাভ করে অন্নলাভের ইচ্ছায় বিশ্বের বরণীয় সকল ধন ধারণ করেন। এঁর উদ্দেশে মর্তের যে মানুষ হব্যদান করে সে উত্তম সন্তান লাভ করে ॥ ১৭৭৭. হে অগ্নি, যে তুমি সামগানের দ্বারা স্তুত হলে অশ্বের মত বেগবান এবং যজ্ঞের মত কল্যাণকর ও হৃদয়গ্রাহী হও, সেই তোমাকে আজ উহগানে (=সামগানে) বর্ধিত করবো ॥ ১৭৭৮. আর তুমিই হে অগ্নি, সুকর্মের মঙ্গলকার্যের দক্ষতার সাধনার এবং সত্য যজ্ঞ ও জলের মহান রথীরূপে বর্তমান আছ ॥ ১৭৭৯. হে অগ্নি, তুমি আমাদের স্তবে প্রসন্ন হয়ে সকল জ্যোতি ধারণ করে সূর্যের মত জ্যোতিষ্মান হয়ে আমাদের কাছে এস ॥

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ৬) ১৭৮০, অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্য। আ দাশুষে জাতবেদো বহা ত্বমদ্যা দেবাং উষর্বুধঃ ॥ ১ ॥ ১৭৮১. জুষ্টো হি দূতো অসি হব্যবাহনোঽগ্নে রথীরধ্বরাণাম্। সজূরশ্বিভ্যামুষসা সুবীর্যমস্মে ধেহি শ্রবো বৃহৎ ॥ ২ ॥ (সূক্ত ৭) ১৭৮২. বিধুং দদ্রাণং সমনে বহূনাং যুবানং সন্তং পলিতো জগার। দেবস্য পশ্য কাব্যং মহিত্বাদ্যা মমার স হ্যঃ সমান ॥ ১ ॥ ১৭৮৩. শাক্মনা শাকো অরুণঃ সুপর্ণ আ যো মহঃ শূরঃ সনাদনীড়ঃ। যচ্চিকেত সত্যমিৎ তন্ন মোঘং বসু স্পার্হমুত জেতোত দাতা ॥ ২॥ ১৭৮৪. ঐভির্দদে বৃষ্ণ্যা পৌংস্যানি যেভিরৌক্ষদ্ বৃত্রহত্যায় বজ্রী। যে কর্মণঃ ক্রিয়মাণস্যঃ মহ্ন ঋতে কর্মমুদজায়ন্ত দেবাঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৮) ১৭৮৫. অস্তি সোমো অয়ং সুতঃ পিবন্ত্যস্য মরুতঃ। উত স্বরাজো অশ্বিনা ॥ ১ ॥ ১৭৮৬. পিবন্তি মিত্রো অর্যমা তনা পূতস্য বরুণঃ। ত্রিষধস্থস্য জাবতঃ ॥ ২ ॥ ১৭৮৭. উতো ন্বস্য জোষমা ইন্দ্রঃ সুতস্য গোমতঃ। প্রাতর্হোতেব মৎসতি ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৯) ১৭৮৮. বণ্মহাঁ অসি সূর্য বড়াদিত্য মহাঁ অসি। মহস্তে সতো মহিমা পনিষ্টম মহ্না দেব মহাঁ অসি ॥ ১ ॥ ১৭৮৯. বট্ সূর্যশ্রবসা মহাঁ অসি সত্রা দেব মহাঁ অসি। মহ্না দেবানামসুর্যঃ পুরোহিতো বিভু জ্যোতিরদাভ্যম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ ১৭৮০. হে অগ্নি, তমোনাশক তুমি ; নিয়ে এস তার জন্য উষা হতে বিচিত্র ধন যে তোমাকে চায় ; হে অমর্ত্য, হে জাতপ্রজ্ঞান, আজ আন সেই দেবদের

যাঁরা উষাকালে জাগরিত ।। ১৭৮১. হে অগ্নি, তুমিই দেবগণের প্রিয় দূত, হব্যবাহন, সকল যজ্ঞের রথী। তুমি অশ্বিদ্বয় ও উষার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাদের জন্য বিপুল অন্ন ও সুবীর্য ধারণ কর ।। ১৭৮২. বহুর সঙ্গে মিলিতভাবে থেকেও একাকী ভ্রমণশীল আদিত্য সর্বগ্রাস করলেন (=অস্তগমনের দ্বারা অন্ধকার সৃষ্টি করলেন); দেবতার অতিক্রান্ত দর্শনের মাহাত্ম্য লক্ষ্য কর ; এখন তিনি মৃত হলেন (=অস্তগমন করলেন). যে কাল অতিক্রান্ত হোল তখন তিনিই সমস্ত অধিকার করেছিলেন। ১৭৮৩. বলবান বন্ধু অরুণবর্ণ সূর্য আসছেন, যিনি জলরূপে বর্তমান, যিনি বীর, যিনি চিরকাল নীড়হারা। তিনি যা করেন (বা জানেন) তাই সত্য, তার কিছুই বৃথা যায় না। আর তিনিই স্পৃহনীয় ধনের জেতা ও দাতা ।। ১৭৮৪. বজ্রধারী ইন্দ্র (=ইন্দ্ররূপী সূর্য) মরুৎবায়ুগণের বলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মেঘ হননের দ্বারা বারিবর্ষণ করে পৃথিবীকে অভিষিক্ত করলেন। মহান ইন্দ্রের ঋতকর্মে (=জলবর্ষণ কর্মে) মরুৎদেবগণ বারিরাশি উৎপন্ন করেন।। ১৭৮৫. এই সোম প্রস্তুত হয়েছে ; প্রাণবায়ু মরুদ্‌গণ তা পান করুন ; আর মহাভোজী অশ্বিদ্বয়ও (=দেশ ও কাল) পান করুন ।। ১৭৮৬. ত্রিবর্গসাধনের জন্য পবিত্ররূপে তিনলোকের সন্তানরূপে জাত ধন (=বারিধন) সোমকে মিত্র অর্যমা বরুণ পান করছেন ।। ১৭৮৭. প্রাতঃকালে হোতা অগ্নি যেরূপ পূজিত হয়ে আনন্দিত হন, ইন্দ্র সেরূপ বাক্ ও বিদ্যুৎপূর্ণ সোমের প্রাপ্তিতে প্রীত হয়ে হর্ষ প্রকাশ করছেন ।। ১৭৮৮. হে সূর্য, তুমি সত্যই মহান; হে আদিত্য, তুমি সত্যই মহান ; তোমাকে লক্ষ্য করে যে মহাসঙ্গীত তা তোমার মতই মহান। হে দেব, বৃষ্টি প্রভৃতি দানরূপ মহৎ কর্মের দ্বারা তুমি মহান হয়েছ ।। ১৭৮৯. হে সূর্য তুমি ধনে যশে মহান, একথা সত্য ; তুমি দেবগণের মধ্যে মহান, এ কথা সত্য। তুমি দেবগণের প্রাণরূপে অবস্থিত থেকে মহান হয়েছ। তুমি সর্বকর্মে অগ্রণী (=পুরোহিত) ; তুমি অহিংসিত, বিজ্ঞানঘন আনন্দ, সর্বব্যাপী জ্যোতি ।।

তৃতীয় খণ্ড ঃ (সূক্ত ১০) ১৭৯০. উপ নো হরিভিঃ সুতং যাহি মদানাং পতে। উপ নো হরিভিঃ সুতম্ ।।১।। ১৭৯১. দ্বিতা যো বৃত্রহন্তমো বিদ ইন্দ্রঃ শতক্রতুঃ। উপ নো হরিভিঃ সুতম্ ।। ২ ।। ১৭৯২. ত্বং হি বৃত্রহন্নেষাং পাতা সোমানাসি। উপ নো হরিভিঃ সুতম্ ।। ৩ ।। (সূক্ত ১১) ১৭৯৩. প্র বো মহে মহে বৃধে ভরধ্বং প্রচেতসে প্র সুমতিং কৃণুধ্বম্। বিশঃ পূর্বীঃ প্রচর চর্ষণিপ্রাঃ ।। ১ ।। ১৭৯৪. উরুব্যচসে মহিনে সুবৃক্তিমিন্দ্রায় ব্রহ্ম জনয়ন্ত বিপ্রাঃ। তস্য ব্রতানি ন মিনন্তি ধীরাঃ ।। ২ ।। ১৭৯৫. ইন্দ্রং বাণীরনুত্তমন্যুমেব সত্রা রাজানাং দধিরে সহধ্যৈ। হর্যশ্বায় বর্হয়া সমাপীন্ ।। ৩ ।। (সূক্ত ১২) ১৭৯৬. যদিন্দ্র যাবতস্তমেতাবদহমীশীয়। স্তোতার-মিদ্ দধিষে রদাবসো ন পাপত্বায় রংসিষম্ ।। ১ ।। ১৭৯৭. শিক্ষেয়মিন্ মহয়তে দিবেদিবে রায় আ কুহচিদ্ বিদে। ন হি ত্বদন্যন্ মঘবন্ ন আপ্যং বস্যো অস্তি পিতা চ ন ।। ২ ।। (সূক্ত ১৩) ১৭৯৮. শ্রুধী হবং বিপিপানস্যাদ্রের্বোধা বিপ্রস্যার্চতো মনীষাম্। কৃষ্বা দুবাংস্যন্তমা সচেমা ।। ১ ।। ১৭৯৯. নতে গিরো অপি মৃষ্যে তুরস্য ন সুষ্টুতিমসূর্যস্য বিদ্বান্। সদা তে নাম স্বযশো বিবক্মি ।। ২ ।। ১৮০০. ভূরি হি তে সবনা মানুষেষু ভূরি মনীষী হবতে ত্বামিৎ। মারে অস্মন্ মঘবং জ্যোক্ কঃ ।। ৩ ।।

অনুবাদ ঃ ১৭৯০. হে আনন্দের দেবতা, তোমার রশ্মিরূপ অশ্বের সহায়তায় আমাদের এই সোমযাগে এস ; আমাদের এই সোমযাগে এস ।। ১৭৯১. যে ইন্দ্র মেঘহননকারী,

শতকর্মা, যাঁকে আরও দুই প্রকারে জানা যায় (=সূর্য ও অগ্নিরূপে) সেই তিনি আমাদের সোমযাগে অশ্বরশ্মি সহায়ে আসুন ॥ ১৭৯২. হে বৃত্রহা (=মেঘবিদারক), তুমিই সকল সোমের পালয়িতা ; তোমার সকল অশ্বরশ্মি নিয়ে আমাদের এই অভিষুত সোমের কাছে এস ॥ ১৭৯৩. তোমাদের মঙ্গলের জন্য তোমরা মহান ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি উচ্চারণ কর, তাঁর বর্ধনের জন্য সোম সম্পাদন কর ; প্রকৃষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন কল্যাণবুদ্ধিযুক্ত ইন্দ্রকে সুষ্ঠুরূপে স্তব কর। তিনি চিরকাল মানুষের প্রিয়, তাঁকেই চিন্তা কর। ১৭৯৪. বিপুল বিস্তারযুক্ত মহান ইন্দ্রের উদ্দেশে বিপ্রগণ সুশোভন স্তুতি করছেন। জ্ঞানীরা ইন্দ্রের ব্রতকর্মকে ত্যাগ করতে পারেন না ॥ ১৭৯৫. শত্রুসংহারে ক্রুদ্ধরাজার মত উৎসাহযুক্ত হয়ে ইন্দ্র যজ্ঞকর্ম সাধন করেন ; তাঁকে সকল স্তুতি ধরে রেখেছে। (হে স্তোতাগণ), সর্বহরণকারী ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তবের জন্য সমভাবাপন্ন পরিচিতদের উৎসাহিত কর ॥ ১৭৯৬. হে ইন্দ্র, তোমার যত ধনসম্পদ আছে যদি তা আমার থাকতো তবে আমি স্তোতাকে (=ঈশ্বর ভক্তকে) দান করতাম ; আপাত রমণীয় পাপকর্মের জন্য ধন ব্যয় করতাম না ॥ ১৭৯৭. যাঁরা ঈশ্বরভক্ত তাঁরা যেখানেই থাকুন না কেন আমি প্রতিদিন তাঁদের দান করবো। হে মঘবা, তোমার মত বন্ধু নেই, তোমার মত আশ্রয় নেই, তোমার মত অন্য কোন পালক নেই ॥ ১৭৯৮. হে ইন্দ্র, আমার আহ্বান শোন ; মেঘ হতে সোমপান কর ; অর্চনাকারী বিপ্রের মনীষাকে জান। আমার এই সেবাগ্রহণে সহায়ক হও ॥ ১৭৯৯. হে ইন্দ্র, অভিভবকারী তুমি, আমি তোমার শক্তি জানি, তোমার স্তুতি আমি ত্যাগ করবো না। আমি সদাই তোমার যশোনাম কীর্তন করবো ॥ ১৮০০. হে ইন্দ্র, মানুষের মধ্যে তোমার যজ্ঞ (=বলকর্মের সাধনা) অনেক ; মনীষী তোমাকেই আহ্বান করেন। আমাদের থেকে দূরে যেও না ॥

চতুর্থ খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৪) ১৮০১. প্রোষ্বস্মৈ পুরোরথমিন্দ্রায় শূষমর্চত। অভীকে চিদু লোককৃৎ সঙ্গে সমৎসু বৃত্রহা। অস্মাকং বোধি চোদিতা নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ১ ॥ ১৮০২. ত্বং সিন্ধূঁরবাসৃজোঽধরাচো অহন্নহিম্। অশত্রুরিন্দ্র জজ্ঞিষে বিশ্বং পুষ্যাসি বার্যম্। ত্বং ত্বা পরিষ্বজামহে নভন্তা মন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ২ ॥ ১৮০৩. বি ষু বিশ্বা অরাতয়োঽর্যো নশন্ত নো ধিয়ঃ। অস্তাসি শত্রবে বধং যো ন ইন্দ্র জিঘাংসতি। যা তে রাতির্দদির্বসু নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৫) ১৮০৪. রেবাঁ ইদ্ রেবতস্তোতা স্যাৎ ত্বাবতো মঘোনঃ। প্রেদু হরিবঃ সুতস্য ॥ ১ ॥ ১৮০৫. উক্থং চ ন শস্যমানং নাগো রয়িরা চিকেত। ন গায়ত্রং গীয়মানম্ ॥ ২ ॥ ১৮০৬. মা ন ইন্দ্র পীয়ত্নবে মা শর্ধতে পরা দাঃ। শিক্ষা শচীবঃ শচীভিঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৬) ১৮০৭. এন্দ্র যাহি হরিভিরুপ কণ্বস্য সুষ্টুতিম্। দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ১ ॥ ১৮০৮. অত্রা বি নেমিরেষামুরাং ন ধূনুতে বৃকঃ। দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ২ ॥ ১৮০৯. আ ত্বা গ্রাবা বদন্নিহ সোমো ঘোষেণ বক্ষতু। দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৭) ১৮১০. পবস্ব সোম মন্দয়ন্নিন্দ্রায় মধুমত্তমঃ ॥ ১ ॥ ১৮১১. তে সুতাসো বিপশ্চিতঃ শুক্রা বায়ুমসৃক্ষত ॥ ২ ॥ ১৮১২. অসৃগ্রং দেববীতয়ে বাজয়ন্তো রথা ইব ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১৮০১. ইন্দ্রের রথের পুরোভাগে অবস্থিত সেনাবলকে স্তুতি কর [=সূর্যের রশ্মির স্তুতি কর। ইন্দ্র=সূর্য] যুদ্ধে (=মেঘের সঙ্গে যুদ্ধে),

তিনি শত্রুদের মিলিত হবার সুযোগ দেন, তারপর বৃত্রবধ করেন। ইন্দ্র আমাদের বিষয়ে জানুন। আমাদের বিপক্ষের ধনুর্গুণ ছিন্ন হোক ॥ ১৮০২. মেঘে অবস্থিত জলের যে অংশ বর্ষণের জন্য নিম্নগামী হয়েছে তুমি তাকে মুক্ত করে দাও। অহিকে (=মেঘকে) বধ কর। হে ইন্দ্র, তুমি শত্রুহীন হয়ে জন্মেছ, তুমি বিশ্বধন পালন করে থাক। সেই তোমাকে শ্রেষ্ঠ জেনে তোমার কাছে এসেছি। আমাদের বিপক্ষদের ধনুর্গুণ ছিন্ন হোক ॥ ১৮০৩. যারা অদানশীল তারা সকলে আমাদের দৃষ্টিপথ হতে দূর হোক। হে ইন্দ্র, যারা আমাদের হিংসা করে তাদের তুমি বধ করে থাক। তোমার দান আমাদের জন্য হোক। বিপক্ষের ধনুর্গুণ ছিন্ন হোক ॥ ১৮০৪. হে হরিবান (=অশ্বযুক্ত), ধনবান তোমার মত তোমার স্তোতাও ধনবান হয় ॥ ১৮০৫. স্তুতিকারীর স্তুতি আর গায়কের গায়ত্রীছন্দের গান অসমর্থ ও বিদ্বেষীর বোধগম্য হয় না ॥ ১৮০৬. হে ইন্দ্র, তুমি শত্রুর হাতে, অভিভবকারীর হাতে আমাদের ফেলে যেও না। হে শক্তিমান ইন্দ্র, তোমার নিজ কর্মশক্তির দ্বারা আমাদের ধন দান কর ॥ ১৮০৭. হে ইন্দ্র, সর্ববস্তু হরণকারী তোমার অশ্বরশ্মি-গণের সঙ্গে তুমি কণ্বঋষির এই সুন্দর স্তুতি অভিমুখে আগমন কর। ওই দ্যুলোকে বাস করেই তুমি দ্যুলোক শাসন কর ; হে দ্যুলোকবাসী, তুমি দ্যুলোকেই থাক ॥ ১৮০৮. নেকড়ে যেমন মেষকে ভীত কম্পিত করে, ইন্দ্র সেরূপ আমাদের এই পৃথিবীর মানুষকে ভীত কম্পিত করেন ; ওই দ্যুলোকে বাস করেই ইন্দ্র দ্যুলোকে শাসন করেন ; হে দ্যুলোকবাসী, তুমি দ্যুলোকেই থাক ॥ ১৮০৯. মেঘধ্বনি সর্বত্র শোনা যাচ্ছে ; সোম সেই শব্দ শুনে তোমাকে এখানে নিয়ে আসুক। ওই দ্যুলোক বাস করে তুমি শাসন কর ; হে দ্যুলোকবাসী, তুমি দ্যুলোকেই থাক ॥ ১৮১০. হে সোম তুমি মধুর মধুর ; ইন্দ্রের আনন্দের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ১৮১১. সেই অভিষুত সোমধারা প্রজ্ঞাসম্পন্ন উজ্জ্বল, তারা বায়ুকে আশ্রয় করে ক্ষরিত হচ্ছে ॥ ১৮১২. এই সোমধারা দেবতার আনন্দপানের জন্য প্রস্তুত হয়েছে ; এরা সূর্যের মতই অন্নবলদাতা ॥

পঞ্চম খণ্ড ঃ (সূক্ত ১৮) ১৮১৩. অগ্নিং হোতারং মন্যে দাস্বন্তং বসোঃ সূনুং সহসো জাতবেদসং বিপ্রং ন জাতবেদসম্। য ঊর্ধ্বয়া স্বধ্বরো দেবো দেবাচ্যা কৃপা। ঘৃতস্য বিভ্রাষ্টিমনুশুক্রশোচিষা আজুহ্বানস্য সর্পিষঃ ॥ ১ ॥ ১৮১৪. যজিষ্ঠং ত্বা যজমানা হুবেম জ্যেষ্ঠমঙ্গিরসাং বিপ্র মন্মভির্বিপ্রেভিঃ শুক্র মন্মভিঃ। পরিজ্মানমিব দ্যাং হোতারং চর্ষণীনাম্। শোচিষ্কেশং বৃষণং যমিমা বিশঃ প্রাবন্তু জূতয়ে বিশঃ ॥২॥ ১৮১৫. স হি পুরু চিদোজসা বিরুক্মতা দীদ্যানো ভবতি দ্রুহন্তরঃ পরশুর্ন দ্রুহন্তরঃ। বীড়ু চিদ্ যস্য সমৃতৌ শ্রুবদ্ বনেব যৎ স্থিরম্। নিষহমাণো যমতে নাযতে ধন্বাসহা নাযতে ॥ ৩ ॥

[বিংশ অধ্যায়ের প্রথম অংশ ১৮ সূক্তে সমাপ্ত হলেও বিংশ অধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ড উক্ত অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশের প্রথম সূক্তে সমাপ্ত হয়েছে] ॥

অনুবাদ ঃ ১৮১৩. আমি সেই অগ্নিকে জানি যিনি দানাদিগুণযুক্ত, সকলের নিবাসের কারণ, বলের পুত্র (=বলের দ্বারা উৎপন্ন), জাতপ্রজ্ঞান, কৃতবিদ্য, বিপ্রের মত প্রজ্ঞা-বিশিষ্ট। সেই উজ্জ্বলশিখাযুক্ত ঘৃতযুক্ত অগ্নি ঘৃতাহুতির দ্বারা বেষ্টিত হয়ে ঊর্ধ্বগতির দ্বারা দেবগণের প্রতি হব্যবহনে সমর্থ হন ॥ ১৮১৪. হে বিপ্র, হে

শুভ্রদীপ্ত অগ্নি, আমরা তোমার যজমানেরা (= ভক্তেরা) তোমাকে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্মা, অঙ্গিরাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠরূপে জেনে মননের দ্বারা প্রজ্ঞার দ্বারা প্রীতিপ্রদ মন্ত্রের দ্বারা তোমাকে আহ্বান করি। তুমি সর্বতোগামী সূর্যের মত মানুষের মঙ্গলের জন্য দেবগণের আহ্বানকারী ; তুমি শুচিকেশ (= তোমার শিখা উজ্জ্বল পবিত্র), বর্ষণকারী ; মানুষের প্রীতিদায়ক ফললাভের জন্য তুমি তাদের রক্ষা কর ।। ১৮১৫. সেই অগ্নিই বলের দ্বারা বিশেষরূপে দীপ্যমান হন। কুঠার আঘাতে ছেদনের মত তিনি দ্রোহীদের বিনাশক। তাঁর সঙ্গে মিলিত হলে দৃঢ় ও স্থির বস্তুও জলের মত শীর্ণ হয়। বীর ধনুর্ধারীর মত অগ্নি সকল শত্রুর পরাভবকারী, তিনি সংগ্রামে কখনও বিরত হন না ।।

।। বিংশ অধ্যায় ।। দ্বিতীয় অংশ ।।

।। সূক্ত সংখ্যা ১৩, মন্ত্র সংখ্যা ৩৩ ।। দেবতা (সূক্তানুসারে) ১-৪।৭।৮।১২ অগ্নি ৫।৬ বিশ্বদেবগণ, ৯ ইন্দ্র, ১০ আপ, ১১ বায়ু, ১৩ বেন ।। ছন্দ ১ (১-২) বিষ্টার-পঙ্‌ক্তি, ১(৩—৫) সতোবৃহতী, ১(৬) উপরিষ্টজ্জ্যোতি, ১ কাকুভ প্রগাথ, ৩ জগতী, ৫—৬।১২।১৩ ত্রিষ্টুপ্‌, ৪।৭—১১ গায়ত্রী ।। ঋষি ১ অগ্নি পাবক, ২ সৌভরি কাণ্ব, ৪ অরুণ বৈতহব্য, ৫।৬ অবৎসার কাশ্যপ, ৮ বৎসপ্রী ভালন্দন, ৯ গোষূক্তি ও অশ্বসূক্তি কাণ্বায়ন, ১০ ত্রিশিরা ত্বাষ্ট্র বা সিন্ধুদ্বীপ আম্বরীষ, ১১ উল বাতায়ন, ১৩ বেন ভার্গব, ৪।৭।১২ স্যম ।।

[পঞ্চম খণ্ড]

(সূক্ত ১) ১৮১৬. অগ্নে তব শ্রবো বয়ো মহি ভ্রাজন্তে অর্চয়ো বিভাবসো। বৃহদ্‌ভানো শবসা বাজমুক্‌থ্যাং৩দধাসি দাশুষে কবে ।। ১৮১৭. পাবকবর্চাঃ শুক্রবর্চা অনূনবর্চা উদিয়র্ষি ভানুনা। পুত্রো মাতরা বিচরন্নুপাবসি পৃণক্ষি রোদসী উভে ।। ২ ।। ১৮১৮. ঊর্জো নপাজ্জাতবেদঃ সুশস্তিভির্মন্দস্ব ধীতিভির্হিতঃ। ত্বে ইষঃ সন্দধুর্ভূরিবর্পসঃ চিত্রোতয়ো বামজাতাঃ ।। ৩ ।। ১৮১৯. ইরজ্যন্নগ্নে প্রথমস্য জন্তুভিরস্মে রায়ো অমর্ত্য। স দর্শতস্য বপুষো বি রাজসি পৃণক্ষি দর্শতং ক্রতুম্‌ ।। ৪ ।। ১৮২০. ইস্কর্তারমধ্বরস্য প্রচেতসং ক্ষয়ন্তং রাধসো মহঃ। রাতিং বামস্য সুভগাং মহীমিষং দধাসি সানসিং রয়িম্‌ ।। ৫ ।। ১৮২১. ঋতাবানং মহিষং বিশ্বদর্শতমগ্নিং সুম্নায় দধিরে পুরো জনাঃ। শ্রুৎকর্ণং সপ্রথস্তমং ত্বা গিরা দৈব্যা মানুষা যুগা ।। ৬ ।।

[পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত]

অনুবাদ ঃ ১৮১৬. হে অগ্নি, তোমার প্রচুর অন্ন ও ধন আছে ; হে বিভাবসু ; তোমার শিখাগুলি দীপ্তি পাচ্ছে। হে বৃহদ্‌ভানু, হে কবি, তুমি ভক্তের জন্য বলের দ্বারা অন্ন বল প্রভৃতি দান করে থাক ।। ১৮১৭. তুমি যখন দীপ্ত হয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠ তখন তোমার পরিশুদ্ধ তেজ, উজ্জ্বল বর্ণ ও অতিদীপ্ত হয়ে তেজ বিকীরণ করে। তুমি যখন দ্যুলোক ও ভূলোক স্পর্শ কর তখন তারা দুজন মায়ের মত আর তুমি পুত্রের মত হয়ে খেলা কর ।। ১৮১৮. হে বলের পুত্র, হে জাতবেদা, প্রজ্ঞা ও

সুন্দর স্তুতি সহকারে তোমাকে স্থাপিত করা হয়েছে ; তুমি আনন্দ কর। তোমাতেই অন্ন প্রভৃতি নানাবিধ উত্তম যজ্ঞ সামগ্রীর আহুতি দান করা হয়েছে ॥ ১৮১৯. হে অমৃতসমান অগ্নি, তোমার নবজাত রশ্মির সহায়ে আমাদের জন্য ধন বিস্তার কর। তুমি দর্শনীয় শরীরে বিরাজ করছো, তুমি সুদর্শন কর্মকেও মিলিত করছো ॥ ১৮২০. তুমি শোভন যজ্ঞকর্মের সম্পাদক, জ্ঞানী, বাসপ্রদ ও উত্তম ধনদাতা ; তুমি ভজনীয় সৌভাগ্যযুক্ত সর্বার্থক ধন ও প্রচুর অন্ন দিয়ে থাক ॥ ১৮২১. যজ্ঞকারী, বিপুল, বিশ্বদ্রষ্টা অগ্নিকে পুরবাসী মানুষেরা সুখের জন্য গৃহে স্থাপন করে। অতি বিপুল, সকল দিকে শ্রবণসমর্থ তোমাকে মানুষ ও দেবতা যুক্তভাবে স্তব করে।

ষষ্ঠ খণ্ড ঃ (সূক্ত ২) ১৮২২. প্র সো অগ্নে তবোতিভিঃ সুবীরাভিস্তরতি বাজকর্মভিঃ। যস্য ত্বং সখ্যমাবিথ ॥ ১ ॥ ১৮২৩ তব দ্রপ্সো নীলবান্ বাশ ঋত্বিয় ইন্ধানঃ সিষ্ণবা দদে। ত্বং মহীনামুষসামসি প্রিয়ঃ ক্ষপো বস্তুষু রাজসি ॥ ২ ॥ (সূক্ত ৩) ১৮২৪. তমোষধীর্দধিরে গর্ভমৃত্বিয়ং তমাপো অগ্নিং জনয়ন্ত মাতরঃ। তমিৎ সমানং বনিনশ্চ বীরুধোঽন্তর্বতীশ্চ সুবতে চ বিশ্বহা ॥ ১ ॥ (সূক্ত ৪) ১৮২৫. অগ্নিরিন্দ্রায় পবতে দিবি শুক্রো বি রাজতি। মহিষীব বি জায়তে ॥ ১ ॥ (সূক্ত ৫) ১৮২৬. যো জাগার তমৃচঃ কাময়ন্তে যো জাগার তমু সামানি যন্তি। যো জাগার তময়ং সোম আহ তবাহমস্মি সখ্যে ন্যোকাঃ ॥ ১ ॥ (সূক্ত ৬) ১৮২৭. অগ্নির্জাগার তমৃচঃ কাময়ন্তেঽগ্নির্জাগার তমু সামানি যন্তি। অগ্নির্জাগার তময়ং সোম আহ তবাহমস্মি সখ্যে ন্যোকাঃ ॥ ১ ॥ (সূক্ত ৭) ১৮২৮. নমঃ সখিভ্যঃ পূর্বসদ্ভ্যো নমঃ সাকংনিষেভ্যঃ। যুঞ্জে বাচং শতপদীম্ ॥ ১ ॥ ১৮২৯. যুঞ্জে বাচং শতপদীং গায়ে সহস্রবর্তনি। গায়ত্রং ত্রৈষ্টুভং জগৎ ॥ ২ ॥ ১৮৩০. গায়ত্রং ত্রৈষ্টুভং জগদ্ বিশ্বা রূপাণি সম্ভৃতা। দেবা ওকাংসি চক্রিরে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৮) ১৮৩১. অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিরিন্দ্রো জ্যোতির্জ্যোতিরিন্দ্রঃ। সূর্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্যঃ ॥ ১ ॥ ১৮৩২. পুনরূর্জা নিবর্তস্ব পুনরগ্ন ইষায়ুষা। পুনর্নঃ পাহ্যংহসঃ ॥ ২ ॥ ১৮৩৩. সহ রয্যা নি বর্তস্বাগ্নে পিন্বস্ব ধারয়া। বিশ্বপ্স্ন্যা বিশ্বতস্পরি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১৮২২. হে অগ্নি, তুমি যাকে সখা কর সে তোমার দেওয়া উত্তম বল ও অন্ন দ্বারা সকল বিঘ্ন অতিক্রম করে ॥ ১৮২৩. হে সোমসিক্ত, হে বাসপ্রদ, হে কমনীয়, হে ঋতুতে ঋতুতে কর্মকারী দীপ্ত অগ্নি, তোমার জন্য সোম গৃহীত হচ্ছে। তুমি মহতী উষাকালের প্রিয় এবং রাত্রিকালে সকল বস্তুতে প্রকাশিত হও ॥ ১৮২৪. সেই অগ্নিকে ওষধিগণ যথাকালে গর্ভরূপে ধারণ করে, জলরাশি মায়ের মত অগ্নিকে জন্মদান করে। তাঁকেই বনের লতাগণ (বা বৃক্ষশাখাসমূহ) গর্ভবতী হয়ে দিন দিন একই ভাবে প্রসব করে ॥ ১৮২৫. অগ্নি ইন্দ্রের জন্য দ্যুলোকে বিপুল আকার ধারণ করে উজ্জ্বলরূপে দীপ্তিলাভ করেন ॥ ১৮২৬. যিনি জাগরিত থাকেন তাঁকে ঋক্ সকল কামনা করে। যিনি জাগরিত তাঁর কাছে সামগান যায়। যিনি জাগরিত তাঁকে এই সাম বলে, 'তোমার সখ্যতায় আমি নিয়ত বাস করি' ॥ ১৮২৭ অগ্নি জাগ্রত, তাঁকে ঋক্ সকল কামনা করে। অগ্নি জাগ্রত, তাঁর কাছে সামগান যায়। অগ্নি জাগ্রত, তাঁকে এই সাম বলে, 'তোমার সখ্যতায় আমি নিয়ত বাস করি' ॥ ১৮২৮. পূর্ব হতে অবস্থিত সখিগণকে নমস্কার ; একত্র অবস্থিত রসবর্ষণকারীদের নমস্কার ; শতপদী বাক্‌কে (মননের দ্বারা কর্মে) মিলিত করি।

[তাৎপর্য—সখি শব্দে রশ্মিগণকে বোঝাচ্ছে। তাঁরা সমানগতি ও সমানপ্রজ্ঞাসম্পন্ন বলে 'সখি'। অসাধ্যসাধনকারী এই দেবরশ্মিগণ পূর্ব হতেই বর্তমান ছিলেন, এবং বৃষ্টিদানাদিরূপ স্বকার্য সাধনের দ্বারা বর্তমান আছেন। আর মেঘগর্জনরূপ অন্তরিক্ষচারিণী বাক্ শতসহস্র অক্ষর পরিমিত হয়ে অন্তরিক্ষের ওপরে থেকে শব্দ করে থাকেন এবং সকলপ্রকার ছন্দ, বেদবাক্য ও লৌকিকবাক্য তিনি সৃষ্ট করেন॥ (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৫০ ; ১০।৯০।১৬ ; ১।১৬৪।৪১-৪২ ; ১০।৬৫।১৩ এবং নিরুক্ত ১১।৪০-৪১ দ্রষ্টব্য)] ॥ ১৮২৯. যিনি মহাগতিতে সহস্রগমনমার্গে ভ্রমণশীলা, যিনি গায়ত্রী ছন্দে, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে, জগতী ছন্দে রূপায়িত, সেই শতপদী বাক্‌দেবীকে কর্মে মিলিত করি॥ ১৮৩০. বিশ্বের সকল রূপের মিলিত যে বাসস্থান তা দেবরশ্মিগণ গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দে রূপায়িত, করে নির্মাণ করেন॥ ১৮৩১. অগ্নিই জ্যোতিঃস্বরূপ, জ্যোতিই অগ্নি, ইন্দ্রই জ্যোতিঃস্বরূপ, জ্যোতিই ইন্দ্র, সূর্য জ্যোতিঃ-স্বরূপ, জ্যোতিই সূর্য॥ ১৮৩২. হে অগ্নি, তুমি বল অন্ন ও আয়ুসহ আবার আমাদের কাছে এস ; তুমি আবার আমাদের পাপ হতে রক্ষা কর (যেমন পূর্বে করেছ)॥ ১৮৩৩ হে অগ্নি, তুমি ধনযুক্ত হয়ে এস (=বারিধনযুক্ত হয়ে এস) ; সর্বজনভোগ্য অবিচ্ছিন্ন ধারায় ধনরাশি (=বারিধন) সেচন কর॥

সপ্তম খণ্ড ঃ (সূক্ত ৯) ১৮৩৪. যদিন্দ্রাহং যথা ত্বমীশীয় বস্ব এক ইৎ। স্তোতা মে গোসখা স্যাৎ ॥ ১ ॥ ১৮৩৫. শিক্ষেয়মস্মৈ দিৎসেয়ং শচীপতে মনীষিণে। যদহং গোপতি স্যাম্ ॥ ২ ॥ ১৮৩৬. ধেনুষ্ট ইন্দ্র সূনৃতা যজমানায় সুন্বতে। গামশ্বং পিপ্যুষী দুহে ॥৩ ॥ (সূক্ত ১০) ১৮৩৭. আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে ॥ ১ ॥ ১৮৩৮. যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উতশীরির মাতরঃ ॥ ২ ॥ ১৮৩৯. তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১১) ১৮৪০ বাত আ বাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে। প্র ন আয়ূংষি তারিষৎ ॥ ১ ॥ ১৮৪১. উত বাত পিতাসি ন উত ভ্রাতোত নঃ সখা। স নো জীবাতবে কৃধি ॥ ২ ॥ ১৮৪২ যদদো বাত তে গৃহেঽমৃতং নিহিতং গুহা। তস্য নো ধেহি জীবসে ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১২) ১৮৪৩. অভি বাজী বিশ্বরূপো জনিত্রং হিরণ্যয়ং বিভ্রদৎকং সুপর্ণঃ। সূর্যস্য ভানুমৃতুথা বসানঃ পরি স্বয়ং মেধমৃজ্রো জজান ॥ ১ ॥ ১৮৪৪. অপ্সু রেতঃ শিশ্রিয়ে বিশ্বরূপং তেজঃ পৃথিব্যামধি যৎসং বভূব। অন্তরিক্ষে স্বং মহিমানং মিমানঃ কনিক্রন্তি বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতঃ ॥ ২ ॥ ১৮৪৫. অয়ং সহস্র পরি যুক্তা বসানঃ সূর্যস্য ভানুং যজ্ঞো দাধার। সহস্রদাঃ শতদা ভূরিদাবা ধর্তা দিবো ভুবনস্য বিশ্পতিঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ১৩) ১৮৪৬. নাকে সুপর্ণমুপ যৎ পতন্তং হৃদা বেনন্তো অভ্যচক্ষত ত্বা। হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং যমস্য যোনৌ শকুনং ভুরণ্যুম ॥ ১ ॥ ১৮৪৭. ঊর্ধ্বো গন্ধর্বো অধি নাকে অস্থাৎ প্রত্যঙ্ চিত্রা বিভ্রদস্যায়ুধানি। বসানো অৎকং সুরভিং দৃশে কং স্বার্ণ নাম জনত প্রিয়াণি ॥ ২ ॥ ১৮৪৮ দ্রপ্সঃ সমুদ্রমভি যজ্জিগাতি পশ্যান্ গৃধ্রস্য চক্ষসা বিধর্মন্। ভানুঃ শুক্রেণ শোচিষা চকানস্তৃতীয়ে চক্রে রজসি প্রিয়াণি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১৮৩৪. হে ইন্দ্র, তুমি যেমন একাই ধনের ঈশ্বর সেরূপ আমি ঐশ্বর্য-যুক্ত হলে আমার ভক্ত ধনযুক্ত হোত॥ ১৮৩৫ হে শচীপতি (=কর্মবলের অধিপতি ইন্দ্র), যদি আমি সকল ধনের অধিপতি হতাম তবে আমার স্তোতাকে প্রার্থিত ধন দান করতাম। ১৮৩৬ হে ইন্দ্র, তোমার সত্যরূপা ধেনু (=মাধ্যমিক

মেঘগর্জনরূপ শব্দ) সোমজ্ঞ ভক্তের জন্য গতিযুক্ত অমৃতবারিকে দোহন করে ॥ ১৮৩৭ হে জলরাশি তোমরা সুখকর ; সেই তোমরা আমাদের দীর্ঘকাল রমণীয় দর্শনের জন্য অন্নকে ধারণকর ॥ ১৮৩৮ তোমাদের যে রস অতি কল্যাণকর সেই রসকে কল্যাণময়ী মাতার মত আমাদের মধ্যে ভাগ করে দাও॥ ১৮৩৯. হে জলরাশি তোমাদের সেই রসকে প্রচুর পাবার জন্য আমরা তোমাদের কাছে যাই যা প্রাণীকুলের নিবাসের জন্য প্রীতিপূর্বক ধারণ কর, যা আমাদের জন্য উৎপন্ন কর॥ ১৮৪০· বায়ু আমাদের অভিমুখে প্রবাহিত হোন , তিনি ভেষজ ; সকল কালেই আমাদের জন্য সুখপ্রদ হোন ; তিনি আমাদের আয়ু বৃদ্ধি করুন ॥ ১৮৪১· হে বায়ু, তুমি আমাদের পিতা, আর তুমিই আমাদের ভ্রাতা, তুমিই আমাদের সখা। সেই তুমি আমাদের জন্য আয়ুকারক ভেষজ প্রস্তুত কর ॥ ১৮৪২. হে বায়ু, দুর্গম তোমার বাসগৃহে ওই যে অমৃত প্রাণ সঞ্চিত আছে, তা আমাদের জীবনের জন্য দান কর ॥ ১৮৪৩· নানাপ্রকার উজ্জ্বলবর্ণের উৎপাদয়িতা বিশ্বরূপ বেগবান সুপর্ণ (= সূর্য) বিশ্বের নায়করূপে প্রতি ঋতুতে সূর্যকিরণের বসন পরে স্বয়ং সর্বত্র মেঘকে উৎপন্ন করেন ॥ ১৮৪৪ তিনি জলের মধ্যে প্রাণবীজরূপে আশ্রিত হলেন, যা পৃথিবীর ওপরে তেজঃরূপে জাত হয়ে বিশ্বরূপকে মিলিত করলো ; বর্ষণশীল সূর্যের রশ্মির সহায়ে অন্তরিক্ষে মহিমাযুক্ত বারিরাশি সৃষ্ট হয়ে আনন্দে শব্দ করতে লাগলো ॥ ১৮৪৫. সূর্যের যজ্ঞকর্ম সকলদিকে জলের বসন পরে এই সূর্য কিরণকে ধারণ করলো। সূর্যদেব সহস্রদাতা, শতদাতা, ভূরিদাতা, দ্যুলোকের ধাতা, ভুবনের জনগণপালক॥ ১৮৪৬· (হে কমনীয়কান্তি রশ্মি), আদিত্য বরুণের গৃহে দ্যুলোকে সুবর্ণপাখাযুক্ত ক্ষিপ্রগতি উড়ন্ত পাখীর মত তোমাকে অর্চনাকারীরা প্রীতিভরে লক্ষ্য করে থাকেন। [যম = আদিত্য (নিরুক্ত)] ॥ ১৮৪৭· রশ্মির ধারক সূর্য (= গন্ধর্ব দ্যুলোকে উন্নতভাবে অবস্থান করেন। পূর্বদিকে উদিত হয়ে পশ্চিমাভিমুখী হয়ে বিচিত্র রশ্মির শানিত আয়ুধ ধারণ করে আছেন। ভ্রমণশীল সুমনোহর জলের বসন পরে দর্শনীয়রূপে তিনি অভিলষিত বারি সৃষ্টি করছেন। ১৮৪৮ সমুদ্রের অভিমুখে বারিকণা যখন লুব্ধের মত দৃষ্টিপাত করতে করতে গমন করে তখন সূর্যদেব উজ্জ্বলবর্ণে স্বীয় কর্ম ধারণ করে তৃতীয় লোকে (= সূর্যের আবাস পরমধামে) অবস্থিত থেকে সকলের প্রিয় বারিরাশি সৃষ্টি করে চলেন ॥

একবিংশ অধ্যায়

॥ সূক্ত সংখ্যা ৯. মন্ত্র সংখ্যা ২৭ ॥ দেবতা (সূক্তানুসারে) ১।২(২-৩)।৩।৪।৬।৭।৯ (১) ইন্দ্র, ৫(২) ইন্দ্র অথবা মরুদ্‌গণ, ২(১) বৃহস্পতি, ৫(১) অপ্বা, ৫(৩) ইষুগণ, ৬।৮ লিঙ্গোক্তা সংগ্রামাশিষ, ৯(২-৩) বিশ্বদেবগণ ॥ ছন্দ ১-৪।৫(১)।৬(১)।৮(১)।৯ (১-২) ত্রিষ্টুপ্‌, ৫(২-৩)।৬(২)।৭(১-২)।৮(২) অনুষ্টুপ্‌, ৬ (২) পঙ্‌ক্তি, ৯(৩) বিরাট্‌স্থান। ৭(৩) জগতী ॥ ঋষি ১-৪।৫(১ ২) অপ্রতিরথ ঐন্দ্র, ৫(৩)।৩(৩)।৮ (১, ৩) পায়ু ভরদ্বাজ ; ৭(১,২) শাস ভরদ্বাজ, ৯ (১) জয় ঐন্দ্র, ৯(২ ৩) গাতম রাহূগণ ॥

মন্ত্র ঃ (সূক্ত ১) ১৮৪৯· আশুঃ শিশানো বৃষভো ন ভীমো ঘনাঘনঃ ক্ষোভণশ্চর্ষণী-নাম্‌। সঙ্‌ক্রন্দনোঽনিমিষ একবীরঃ শতং সেনা অজয়ৎ সাকমিন্দ্রঃ ॥ ১ ॥

১৮৫০. সঙ্ক্রন্দনেনানিমিষেণ জিষ্ণুনা যুৎকারেণ দুশ্চ্যবনেন ধৃষ্ণুনা । তদিন্দ্রেণ জয়ত তৎ সহধ্বং যুধো নর ইষুহস্তেন বৃষ্ণা ॥ ২ ॥ ১৮৫১. স ইষুহস্তৈঃ স নিষঙ্গিভির্বশী সং স্রষ্টা স যুধ ইন্দ্রো গণেন ॥ সং সৃষ্টজিৎ সোমপা বাহুশর্ধ্যুগ্রধন্বা প্রতি হিতাভিরস্তা ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ২) ১৮৫২. বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন রক্ষোহামিত্রাঁ অপবাধমানঃ । প্রভঞ্জন্ৎসেনাঃ প্রমৃণো যুধা জয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতা রথানাম্ ॥ ১ ॥ ১৮৫৩. বলবিজ্ঞায়ঃ স্থবিরঃ প্রবীরঃ সহস্বান্ বাজী সহমান উগ্রঃ । অভিবীরো অভিসত্বা সহোজা জৈত্রমিন্দ্র রথমাতিষ্ঠ গোবিৎ ॥ ২ ॥ ১৮৫৪. গোত্রভিদং গোবিদং বজ্রবাহুং জয়ন্তমজ্ম প্রমৃণন্তমোজসা । ইমং সজাতা অনু বীরয়ধ্বমিন্দ্রং সখায়ো অনু সংরভধ্বম্ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৩) ১৮৫৫. অভিগোত্রাণি সহসা গাহমানোঽদয়ো বীরঃ শতমন্যুরিন্দ্রঃ । দুশ্চ্যবনঃ পৃতনাষাডযুধ্যোঽস্মাকং সেনা অবতু প্র যুৎসু ॥ ১ ॥ ১৮১৬. ইন্দ্র আসাং নেতা বৃহস্পতির্দক্ষিণা যজ্ঞঃ পুর এতু সোমঃ । দেবসেনানামভিভঞ্জতীনাং জয়ন্তীনাং মরুতো যন্ত্বগ্রম্ ॥ ২ ॥ ১৮৫৭. ইন্দ্রস্য বৃষ্ণো বরুণস্য রাজ্ঞ আদিত্যানাং মরুতাং শর্ধ উগ্রম্ । মহামনসাং ভুবনচ্যবানাং ঘোষো দেবানাং জয়তামুদস্থাৎ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৪) ১৮৫৮. উদ্ধর্ষয় মঘবন্নায়ুধান্যুৎ সত্বনাং মামকানাং মনাংসি । উদ্ বৃত্রহন্ বাজিনাং বাজিনান্যুদ্ রথানাং জয়তাং যন্তু ঘোষাঃ ॥ ১ ॥ ১৮৫৯, অস্মাকমিন্দ্রঃ সমৃতেষু ধ্বজেষ্বস্মাকং যা ইষবস্তা জয়ন্তু । অস্মাকং বীরা উত্তরে ভবন্ত্বস্মাঁ উ দেবা অবতা হবেষু ॥ ২ ॥ ১৮৬ . অসৌ যা সেনা মরুতঃ পরেষামভ্যেতি ন ওজসা স্পর্ধমানা । তাং গূহত তমসাপব্রতেন যথৈতেষামন্যো অন্যং ন জানাৎ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৫) ১৮৬১৹ অমীষাং চিত্তং প্রতিলোভয়ন্তী গৃহাণাঙ্গান্যপ্বে পরেহি । অভি প্রেহি নির্দহ হৃৎসু শোকৈরন্ধেনামিত্রাস্তমসা সচন্তাম্ ॥১॥ ১৮৬২৹ প্রেত জয়তা নর ইন্দ্রো বঃ শর্ম যচ্ছতু । উগ্রা বঃ সন্তু বাহবোঽনাধৃষ্যা যথাসথ ॥ ২ ॥ ১৮৬৩. অবসৃষ্টা পরা শত শরব্যে ব্রহ্মসংশিতে । গচ্ছামিত্রান্ প্র পদ্যস্ব মামীষাং কং চ নোচ্ছিষঃ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৬) ১৮৬৪. কঙ্কাঃ সুপর্ণা অনু যন্ত্বেনান্ গৃধ্রাণামন্নমসাবস্তু সেনা । মৈষাং মোচ্যঘহারশ্চ নেন্দ্র বয়াংসোনাননুসংযন্তু সর্বান্ ॥ ১ ॥ ১৮৬৫. অমিত্রসেনাং মঘবন্নস্মাঞ্ছত্রূয়তীমভি । উভৌ তামিন্দ্র বৃত্রহন্নগ্নিশ্চ দহতং প্রতি ॥ ২ ॥ ১৮৬৬. যত্র বাণাঃ সম্পতন্তি কুমারা বিশাখা ইব । তত্র নো ব্রহ্মণস্পতিরদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু । বিশ্বাহা শর্ম যচ্ছতু ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৭) ১৮৬৭. বিরক্ষো বি মৃধো জহি বি বৃত্রস্য হনু রুজ । বি মন্যুমিন্দ্র বৃত্রহন্নমিত্রস্যাভিদাসতঃ ॥ ১ ॥ ১৮৬৮. বি ন ইন্দ্র মৃধো জহি নীচা যচ্ছ পৃতন্যতঃ । যো অস্মাঁ অভি দাসত্যধরং গময়া তমঃ ॥ ২ ॥ ১৮৬৯. ইন্দ্রস্য বাহু স্থবিরৌ যুবানাবনাধৃষ্যৌ সুপ্রতীকাবসহ্যৌ । তৌ যুঞ্জীত প্রথমৌ যোগ আগতে যাভ্যাং জিতমসুরানাং সহো মহৎ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৮) ১৮৭০. মর্মাণি তে বর্মাণা চ্ছাদয়ামি সোমস্ত্বা রাজামৃতেনানুবস্তাম্ । উরোর্বরীয়ো বরুণস্তে কৃণোতু জয়ন্তং ত্বানুদেবা মদন্তু ॥ ১ ॥ ১৮৭১ অন্ধা অমিত্রা ভবতাশীর্ষাণোঽহয় ইব । তেষাং বো অগ্নিনুন্নানামিন্দ্রো হন্তু বরংবরম্ ॥ ২ ॥ ১৮৭২. যো নঃ স্বোঽরণো যশ্চ নিষ্ট্যো জিঘাংসতি । দেবাস্তং সর্বে ধূর্বন্তু ব্রহ্ম বর্ম মমান্তরং শর্ম বর্ম মমান্তরম্ ॥ ৩ ॥ (সূক্ত ৯) ১৮৭৩. মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ পরাবত আ জগন্থা পরস্যাঃ । সৃকং সংশায় পবিমিন্দ্র তিগ্মং বি শত্রূন্ তাঢ়ি বি মৃধো নুদস্ব ॥ ১ ॥ ১৮৭৪. ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ । স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেমহি দেবহিতং যদায়ুঃ ॥ ২ ॥

১৮৭৫. স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো ॥ অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ ৩ ॥

অনুবাদঃ ১৮৪৯. ইন্দ্র ক্ষিপ্রগামী, বজ্রযুক্ত, বৃষভের মত ভয়ংকর, শত্রুহন্তা (=মেঘহন্তা। ঘন=মেঘ), মানুষের চালক, মেঘগর্জনের দ্বারা অপরের ভয় উৎপন্নকারী, সদাজাগ্রত, অদ্বিতীয় বীর, এবং একাই শতসেনা জয়কারী॥ ১৮৫০. হে সংগ্রামী নরগণ, ইন্দ্রের সহায়ে জয়ী হও, বিপক্ষ পরাভব কর। তিনি মেঘগর্জনের দ্বারা ভীতি উৎপাদনকারী, সদা অনিমেষনয়ন, জয়শীল, আঘাতকারী, কখনও নিজ কর্ম হতে বিচ্যুত হন না, দুর্ধর্ষ, এবং তীক্ষ্ণবাণ (=রশ্মি) ধারণের দ্বারা তিনি বারি বর্ষণ করেন ॥ ১৮৫১. সেই ইন্দ্র সর্বদাই তীক্ষ্ণবাণরূপ রশ্মির সঙ্গে সংযুক্ত, সর্বজনপ্রিয়, তিনি মরুদ্‌গণের সহায়ে যুদ্ধ করেন এবং সকল যুদ্ধেই শত্রু (=মেঘ) জয় করে সোম (=জল) পালন করেন; তাঁর বাহুবল ও উদ্যত ধনু শত্রুনাশ করে (=মেঘ হনন করে) ॥ ১৮৫২. হে বৃহস্পতি (=বাক্‌ ও অন্নের অধিপতি ইন্দ্র), তোমার রথে চড়ে সকল দিকে গমন কর; যাদের হাত থেকে জীবন রক্ষা করা কর্তব্য সেই অমিত্রদের পীড়িত কর। যুদ্ধে বিপক্ষসেনাদের জয় করে তুমি আমাদের জন্য ক্ষরণশীল বারিধারায় রক্ষক হও! [রথ=সান্দন, ক্ষরণ]॥ ১৮৫৩. হে ইন্দ্র, তুমি অপরের বল জান; তুমি প্রাচীন সর্বানুশাসক, প্রকৃষ্ট বীর, বলবান, অন্নবান, শত্রুপরাভবকারী, উগ্রবল, বীরের প্রতি ধাবমান, প্রাণীর প্রতি ধাবমান, বলজাত জয়শীল, বাক্যবিদ্‌ ও বর্ষণের জন্য রথারূঢ়॥ ১৮৫৪. ইন্দ্র মেঘবিদারক, বাগ্‌জেয়, বজ্রবাহু, সংগ্রামবিজয়ী, বলের দ্বারা শত্রুনিহন্তা। হে সমানজন্মা দেবগণ, ইন্দ্রকে অনুসরণ করে বীরত্ব প্রকাশ কর; হে সমানপ্রজ্ঞাসম্পন্ন দেবগণ (=মরুৎগণ), ইন্দ্রের সঙ্গে থেকে শব্দ কর॥ ১৮৫৫. বহু ক্রোধযুক্ত (বা শতযজ্ঞকারী) বীর ইন্দ্র মেঘের প্রতি ধাবমান, স্বকর্মে অপ্রচ্যুত, সংগ্রামে শত্রুপরাজয়কারী। তিনি জীবনযুদ্ধে আমাদের বল রক্ষা করুন॥ ১৮৫৬. ইন্দ্র এই সকল কিছুর নেতা, অন্ন ও স্তুতিমন্ত্রের পালক, মহৎভাব সম্পন্ন এবং যজ্ঞস্বরূপ। তিনি সোমের পুরোভাগে থাকুন। বিপক্ষভঙ্গকারী (=মেঘভঙ্গকারী) জয়শীল দেবসেনাদের অগ্রভাগে মরুদ্‌গণ গমন করুন॥ ১৮৫৭. বর্ষণকারী ইন্দ্রের, রাজা বরুণের, আদিত্যগণের ও মরুদ্‌গণের বল উগ্র। মহামনা ভুবনকম্পনকারী দেবগণের জয়ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে॥ ১৮৫৮. হে মঘবা, ইষ্টপ্রাপ্তির জন্য আয়ুধসকলকে উত্তেজিত কর, সকল মানুষকে এবং আমাদের মন উৎসাহযুক্ত কর। হে মেঘহন্তা, বেগবানদের গতিবল বৃদ্ধি কর এবং বিজয়ীদের রথনির্ঘোষ প্রসারিত কর॥ ১৮৫৯ ইন্দ্র আমাদের, সকল সংগ্রামে জয়ধ্বজা উত্তোলন কালে ইন্দ্র আমাদের, আমাদের অস্ত্রসকল জয়যুক্ত হোক, আমাদের বীরগণ জয়যুক্ত হোক। হে দেবগণ, আমাদের সকল আহ্বানে উপস্থিত থেকে আমাদের রক্ষা কর॥ ১৮৬০. হে মরুৎগণ, যে শত্রুগণ স্পর্ধাযুক্ত হয়ে আমাদের দিকে আগমন করে তাদের অপকর্মকে তমসার দ্বারা এমন ভাবে আবৃত কর, যেন তারা একে অন্যকে না জানতে পারে॥ ১৮৬১ হে অপ্‌বা (=ভয় ও ব্যাধির দেবতা), তুমি শত্রুদের মনকে প্রলোভিত করে তাদের শরীরে প্রবেশ কর; তাদের দিকে যাও, শোকে তাদের হৃদয় দহন কর; অমিত্রগণ অন্ধকারে মিলিয়ে যাক॥ ১৮৬২. হে নরগণ, এগিয়ে যাও, জয়ী হও; ইন্দ্র তোমাদের গৃহসুখ আশ্রয় দেবেন। তোমরা যেমন অজেয় তেমনি তোমাদের বাহুবলও উগ্র হোক॥ ১৮৬৩. মন্ত্রপূত হয়ে তীক্ষ্ণীকৃত হে শরময়ী ইষু, তুমি শত্রুনাশের জন্য গমন কর; শত্রুর শেষ রেখ না॥ ১৮৬৪. হে ইন্দ্র, চিলের মত দ্রুতগতিতে এই শত্রুদের দিকে গমন কর;

এদের সেনাবল শকুনদের খাদ্য হোক ; এদের কেউ যেন ছাড়া না পায় ; মাংসলোলুপ পাখী যেন এদের (=পাপীশত্রুদের) সকলকে ঘিরে ফেলে ॥ ১৮৬৫. হে মঘবা, যে সকল শত্রু ও শত্রুবল আমাদের ভীত শঙ্কিত করে, তাদের, হে ইন্দ্র, তুমি ও অগ্নি উভয়ে মিলিত হয়ে পুড়িয়ে মার ॥ ১৮৬৬. মুণ্ডিত মস্তক চপল বালকেরা যেমন ইতস্তত ভ্রমণ করে, সেরূপ যেখানে বাণসকল ইতস্তত পতিত হয় সেখানে বৃহস্পতি (=অন্নপালক) ও অদিতি (=ঐশী শক্তি) আমাদের সর্বদা আশ্রয় দানে সুখী করুন ॥ ১৮৬৭. হে ইন্দ্র, রাক্ষসদের, আক্রমণকারী শত্রুদের বধ কর , বৃত্রের দুই চোয়াল ভেঙ্গে দাও । হে বৃত্রহন্তা, অমিত্রের ক্রোধ ক্ষয় কর ॥ ১৮৬৮. হে ইন্দ্র, আমাদের শত্রুদের বধ কর, যুদ্ধকামীদের অধোগামী কর । যারা আমাদের অনিষ্ট করতে চায়, তাদের অন্ধকারে নিক্ষেপ কর ॥ ১৮৬৯ ইন্দ্রের দুই বাহু স্বীয় কর্মে অবিচল, অনেককর্মকারী, অজেয়, সুন্দর দর্শন, অসহনীয় । উৎসাহযুক্ত কর্ম উপস্থিত হলে ইন্দ্রের প্রথমাবধি প্রচলিত সেই দুই হাতের সহায়তা গ্রহণ কর, যার দ্বারা অসুরদের মহৎ বলকে জয় করতে পারবে ॥ ১৮৭০. তোমার মর্মস্থান বর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত করছি , তারপর সোমরাজা তোমাকে অমৃতরসে আচ্ছাদিত করুন , বরুণ তোমাকে বৃহৎ হতে বৃহৎ করুন , জয়লাভকারী তোমাকে লক্ষ্য করে দেবগণ আনন্দ করুন ॥ ১৮৭১. অগ্নি যেমন বারিকণাসমূহকে উর্ধ্বে নিয়ে মস্তকহীন মেঘের শরীরে পরিণত করলে পর তাকে ইন্দ্র বধ করে উত্তম উত্তম বস্তু প্রদানে সহায়ক হন, তেমনি যে সকল শত্রু অন্ধের মত (=মস্তকহীন মেঘের মত) আচরণ করে, ইন্দ্র তাদের বধ করুন (এবং শত্রুর ধন আমাদের দান করুন) ॥ ১৮৭২. আমাদের যে জ্ঞাতি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট নন, যিনি দূরে থেকেও আমাদের বধ করতে ইচ্ছা করেন, তাঁকে সকল দেবতা হিংসা করুন । ব্রহ্মকেই আমার অন্তরে কবচরূপে ধারণ করেছি, শান্তিই আমার রক্ষাকবচ ॥ ১৮৭৩. গিরিপর্বতে ভ্রমণশীল হিংস্র ভয়ঙ্কর পশুর মত, হে ইন্দ্র, তুমিও অতি উচ্চস্থানে দ্যুলোকে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে থাক , সেই অতি দূরবর্তী স্থান হতে তুমি এস ; তোমার তীক্ষ্ণ বজ্রকে শাণিত করে শত্রু তাড়না কর, সংগ্রামকারী শত্রুকে দূর কর ॥ ১৮৭৪. হে দেবগণ, আমরা যেন (সর্বদাই) কল্যাণকর বাক্য শুনি , হে যজনীয় দেবগণ, আমরা যেন (সর্বদাই) কল্যাণকর বস্তু দেখি , আমরা যেন সুস্থ দৃঢ় শরীর লাভ করে তোমাদের স্তুতি করতে পারি, এবং দেবগণের উপাসনা করতে পারি এরূপ যোগ্য আয়ু পাই ॥ ১৮৭৫. বৃদ্ধশ্রবা ইন্দ্র আমাদের মঙ্গল বিধান করুন , বিশ্ববেদা পূষা আমাদের মঙ্গল বিধান করুন ; অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্য আমাদের মঙ্গল বিধান করুন ; বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন , ওম্ বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন ॥

[বৃদ্ধশ্রবা ইন্দ্র =মহাকীর্তি ইন্দ্র । বিশ্ববেদা পূষা =সর্বজ্ঞান-সম্পন্ন জগৎ-পোষক সূর্য । অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্য =অপ্রতিহত বজ্রযুক্ত হয়ে বিস্তৃত অন্তরিক্ষে নিবাস করে জলের ক্ষরণকারী দেবতা । বৃহস্পতি =বিশাল এই জগতের অথবা বিপুল জলরাশির পালক । এই মন্ত্রে প্রকৃত পক্ষে আত্মারূপী সূর্যেরই স্তুতি করা হয়েছে, কারণ সূর্যের বিভূতিই ইন্দ্র, তার্ক্ষ্য, বৃহস্পতি প্রভৃতি নামে পরিচিত] ॥

॥ সামবেদ সমাপ্ত ॥